৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত

কলিকাতা,

২০১ নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৮।

[মূল্য চারি ৪৲ টাকা মাত্র।

সূচী।

ভূমিকা

আমার মাতামহের অগ্রজ, কবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমগ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা বলিয়া ছিলাম যে, তাঁহার গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আজ ভগবানের অনুকম্পায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও সাহায্যে আমাদিগের সে কথা রক্ষিত হইল; পূজনীয় দাদামহাশয়ের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

প্রথম খণ্ড গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় আমরা বলিয়াছিলাম যে ৺দাদামহাশয়ের কবিতাবলী পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেরূপ ভাবে কাটিয়া ছুঁটিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রচারকালে, আমরা সে পথ অনুসরণ করিব না; স্বভাব-কবির হৃদয়-নির্ঝর-নিসৃত কবিতাধারা যেরূপ স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেইরূপ অবিকৃত ভাবেই তাহা প্রকাশ করিব। কাজেও পদে পদে সে চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম, কিন্তু তত্রাচ দৈব-নির্ব্বন্ধে তাহার দুই একটী কবিতা প্রকাশে আমরা আমাদিগের কথার সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় স্থূলভাবে তাহার কৈফিয়ৎও দিয়াছিলাম। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও প্রথম খণ্ড গ্রন্থাবলীর সমালোচনায়, অশেষ সুখ্যাতির মধ্যেও আমাদিগের প্রতি দুই একটী বিদ্রূপোক্তি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রথম খণ্ড গ্রন্থাবলীতে কেন এরূপ সামান্য ত্রুটী হইয়াছিল, এই স্থানে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে দাদামহাশয়ের যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই প্রভাকর হইতে সংগৃহীত; পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ যখন ছাপিতে দেওয়া হয়, তখন তাহার অধিকাংশ কবিতাই স্বতন্ত্র কাপী হইতে লিখিয়া ছাপিতে দেওয়া হয় নাই; প্রভাকরের ছিন্ন পত্রই অনেক স্থানে কাপীর কাজ করিয়াছিল, কাজেই যে সকল কবিতা একবার সেরূপ করিয়া ছাপিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মূল কাপী পাইবার আর সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে যে সকল কবিতার মূল প্রাপ্ত হই নাই, তাহা পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর কৃত সংস্করণ হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দুই একটী কবিতায় তারা চিহ্ন দিবার কারণও ইহাই। অন্যান্য কবিতার দুই এক স্থলে দুই এক ছত্র যথার্থই বাদ

সাধিয়াছিল। সমালোচকের তীব্র উক্তি ভবিষ্যতে তাহার উপর বর্ষিত হইবে, পোড়া কীট বোধ হয় তখন ততটা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রথম খণ্ডে যে সকল কবিতায় এরূপ সামান্য ক্রটী হইয়াছিল, দাদামহাশয়ের অন্যান্য অসংখ্য কবিতা অবিকৃত ভাবেই আমরা যাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় সে ক্রটী সামান্য; যাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে আমরা অবহেলা করি নাই। মানিনী নায়িকার মানভঙ্গ ৺বঙ্কিম বাবু বাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্লীল হইলেও আমরা তাহা বাদ দিই নাই। বাদ দিবার ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না; কিন্তু যে স্থলে বাদ দিতে আমাদিগকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, সে স্থলে আমরা উপায়ন্তর-বিহীন।

সুধীজনের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সম্পাদকের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটী গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের তিরস্কার পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আমরা দ্বিতীয় খণ্ড সংগ্রহ করিলাম। ইহাতে দাদামহাশয়েব অনেক অপ্রকাশিত কবিতা অবিকৃত ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত বোধেন্দু বিকাশ নাটক ইহাতে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা ভিন্ন, দাদামহাশয়ের অনেক কবিতা এখনও অপ্রকাশিত রহিল। তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থাবলীতে সে সকল কবিতা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড

নাটক ও কবিতা।

ভ্রম সংশোধন।

৭ পৃষ্ঠায়, নট নটীর প্রস্থানের পর, প্রথমাঙ্ক আরম্ভ এবং ২৭ পৃষ্ঠায় যেথানে প্রথম অঙ্ক লিথিত হইয়াছে, সেইখানে দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইবে। প্রথম সংস্করণে এইরূপ ভ্রম-প্রমাদ থাকায়, আমাদেরও সেইরূপ ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

নাটক ও কবিতা।

বোধেন্দু বিকাস নাটক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ।

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন।

মঙ্গলাচরণ।

সঙ্গীত।

রাগিণী কেদার! তাল তিওট।

মনরে আমার। একি ভ্রান্তি তোমার॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যেজন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার॥

দিবাকর, নিশাকর, ল'য়ে যা'র ভাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ।
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বারবার ভ্রমে বার॥
অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রম ভ্রমআশে?
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধনে তুমি হে না কর যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয়া সার॥

তরঙ্গলহরীচ্ছন্দ।

জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন ॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন ॥

মিথ্যা ভব মিথ্যা সব, তাহে সত্য অনুভব,
স্বরূপ স্বরূপ তব, জানে কোন্ জন।
রবি করে যে প্রকার, বোধ হয় নীরাকার,
নিরাকারে সে প্রকার, সাকার সাধন ॥
আছে কা'র সার জ্ঞান, মিথ্যায় সত্যের ভান,
ভ্রমে করি অনুমান, করি নিরূপণ।
সৃজন, পালন, লয়, তোমা হ'তে সব হয়,
তুমি এই সমুদয়, কারণকারণ ॥
বাক্য মন অগোচর, পরমাত্মা পরাৎপর,
করিয়াছ চরাচর, বিশ্ব-বিরচন।
স্বভাবের কিবা ধর্ম্ম, বিচিত্র তোমার কর্ম্ম,
কেমনে তাহার মর্ম্ম, করিব গ্রহণ ॥
এই মাত্র জানি আমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি,
তুমি নিত্য সর্ব্বস্বামি, সত্য সনাতন।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
দীন হীনে কর কর, দয়া বিতরণ ॥
হ'য়ে নাথ প্রভাকর, চিদাকাশে প্রভা কর,
ত্রিতাপ-তিমির রাশি, কর বিমোচন।
নিজ-জ্ঞান দান কর, মনের মালিন্য হর,
পতিতে পবিত্র কর, পতিতপাবন ॥
আর কেন গুপ্ত রও, গুপ্তগৃহে ব্যক্ত হও,
গুপ্তসুতে কোলে লও, করিয়া যতন।
হরি হরি করি গান, পরিহরি অভিমান,
তোমাতেই মন প্রাণ, করি সমাপন ॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, যখন ঘুমায়ে থাকি,
তখন তোমায় যেন, করি দরশন।
ভ্রমপাশ হর হর, ত্রাণকর ত্রাণ কর,
দানকর দান কর, অভয়-চরণ ॥

জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন।
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন ॥

প্রস্তাবনা

শুন সভ্য সমুদয়। শুন সভ্য সমুদয় ॥
বলি সবিনয়।
নবরস কাব্য সুধাময়। করি মহামোহ ক্ষয় ॥
বিবেকের জয়।
যেরূপে হইল, জ্ঞানচন্দ্রের উদয় ॥

নান্দী পাঠ পূর্ব্বক সূত্রধারের আলাপ-বচন।

কীর্ত্তিবর্ম্ম নামে রাজা, সদা কীর্ত্তিমান।
দেবলোকে দীপ্যমান, যা'র যশ মান ॥
সর্ব্বগুণে গুণময়, তেমন কি হয়।
দারিদ্র্যদলন-দক্ষ, দীনদয়াময় ॥
তাঁর সেনাপতি দ্বিজ, শ্রীমান্ গোপাল।
সমরে অমরজয়ী, বিক্রম বিশাল ॥
ভয়ে কাঁপে কলেবর, স্থির নাহি রয়।
যম সম হেরে যাঁরে, শত্রু সমুদয় ॥
স্বজন সেরূপ হয়, সুখি নিরন্তর।
চাঁদ হেরে, সুখি যথা, চকোর নিকর ॥
মহাযোদ্ধা, অতি বোদ্ধা, নাহি অনুরূপ।
যাঁর পদে প্রণত, নিয়ত যত ভূপ ॥
বিপক্ষ লক্ষের বক্ষ, করি বিদারণ।
নরসিংহ সম প্রায়, বিখ্যাত যেজন ॥
বিপক্ষ সলিলে মগ্না, বসুন্ধরা ছিল।
বরাহমূর্ত্তির ন্যায়, যেজন তুলিল ॥
হরি-জ্ঞানে অরিকুল, করী সম রহে।
প্রতাপের অনলেতে, নিরন্তর দহে ॥

বীর ধীর সাধু সে, গোপাল সেনাপতি।
নৃত্য গীতে আমারে, দিলেন অনুমতি ॥

সেনাপতি গোপাল।

প্রথমেতে কিছুদিন, হই নাই পরাধীন,
হরষিত ছিল তায় মন।
না ম'জে বিষয়-দুখে, কেবল ক'রেছি সুখে,
ব্রহ্মানন্দ-রস আস্বাদন ॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম নরপতি, করিলেন অনুমতি,
শত্রু-কুল সংহার কারণ।
ছাড়িয়া সে সার-রস, বীররসে হ'য়ে বশ,
দিক্-দশ ক'রেছি দলন ॥
শত শত রাজা যত, একেবারে বলহত,
নত হ'য়ে র'বে চিরকাল।
আমাদের মহারাজ, ক'রে এই মহাকাজ,
হইলেন সম্রাট ভূপাল ॥
ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, হইল রাজার জয়,
সমুদয় কার্য্য সমাধান।
ছেড়ে তত্ত্ব আপনার, মিছামিছি কেন আর,
বিষয়ের বিষ করি পান ॥
বিষের জ্বালায় জ্বলি, এ যাতনা কা'রে বলি,
ব্যাকুল হ'য়েছে মন প্রাণ।
কে করিবে সুশীতল, কোথা পাব শান্তিজল,
কিসে হ'বে অনল নির্ব্বাণ ॥
কিছুই না করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম,
মরিলাম হ'য়ে বোধহত।
পরমপঙ্কজ ভুলে, কামনাকেতকী ফুলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত ॥
বিষয় বিভব যত, সকলি হ'য়েছে হত,
রিপু-চোরে ক'রেছে হরণ।
পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন ॥
রিপুদলে বপু-দলে, বলী নই জ্ঞানবলে,
কিরূপেতে করিব শাসন।
ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবঘোরে,
কত আর করিব রোদন ॥

গীত।

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

হায়! আমি কি করিলাম্ এত দিন।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন ॥
বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হ'য়েছি মনু,
অতনু শাসনে তনু, তনু অনুদিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কা'র ভাবে মিছে ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবি, ভেবে হই ক্ষীণ ॥
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর, "এক, দুই, তিন" *।
সহজ † আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায়, মরে যথা মীন ॥
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
বৃথা করি হই হই, হ'য়ে বোধহীন।
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা র'ব, কোথা হ'ব লীন ॥
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয়-ক্রোধে,
এখন' আপন-বোধে, হ'তেছি প্রবীণ।
কাল-করী-হরি হরি, হরি নাম পরিহরি,
ভ্রমে কেন কাল হরি, হ'য়ে পরাধীন ॥

হে নটরাজ! তুমি সঙ্গীত বিদ্যায় অদ্বিতীয়, ইদানীং তোমার তুল্য কাহাকেই দেখিতে পাই না, সংপ্রতি শান্তিরসের সঙ্গীত দ্বারা আমার মনের সন্তাপ হরণ করিতে পার?

সূত্রধার ‡।

হাঁ মহাশয়! প্রণাম করি। শ্রীচরণের

---

* এক, দুই, তিন। দিন গণনা। অপিচ অবস্থা, লোক, তত্ত্ব, গুণ, তাপাদি তিন। † সহজ—সহোদর, সঙ্গে যে জন্মে। এস্থলে আত্মা। ‡ সূত্রধার—যাত্রার অধিকারী এবং নট।

আশীর্ব্বাদে অতি উত্তমরূপেই তৎপ্রসঙ্গ সমাধা করিতে পারি। আমি সুশ্রাব্য সুকাব্য অতি নব্য বঙ্গভাষা-ভূষিত গদ্য পদ্য-পরিপূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নাটক অভ্যাস করিয়াছি, আজ্ঞা করিলেই এখনি প্রকাশ করি, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই যাত্রা শ্রবণ করিবেন, তিনি সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই।

সেনাপতি গোপাল।

ওহে সূত্রধার! তবে, তবে, তুমি কবে তাহা অভ্যাস করিয়াছ? আমি শুনিয়াছি তাহার মত সাধু-সন্দর্ভ প্রায় আর নাই, না হ'বে কেন? তুমি আমাদের মহারাজের নটরাজ, তুমি সকল রসের রসিক বট। হে অধিকারী! তোমার কল্যাণ্ হোক্, কল্যাণ্ হোক্। এই-ক্ষণে সেই শান্তিসুধা-বৃষ্টি করিয়া শ্রীমন্মহারাজের চিত্ত-চকোরকে তৃপ্ত কর, তৃপ্ত কর। সকলের ক্ষুধা হর, ক্ষুধা হর। আপনার বস্ত্র পর, বস্ত্র পর। এই লও প্রসাদ ধর, প্রসাদ ধর। শীঘ্র বেশ কর, বেশ কর। অদ্যই সমুদয় শেষ কর, শেষ কর।

নট।

যে আজ্ঞা মহাশয়। আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে শ্রবণ করুন। এখনি আরম্ভ করি। কিন্তু গীতবিদ্যা, এ বড় কঠিন ব্যাপার, এক জনের কর্ম্ম নহে, কি জানি যদি লগ্ন না হয়, তবে কাহারও মন মগ্ন করিতে পারিবনা, সকল আমোদ ভগ্ন হইবে। যাই গৃহে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি, স্ত্রী পুরুষে একত্র হ'য়ে নাটক আরম্ভ করি।

(নেপথ্যাভিমুখে দৃটি পূর্ব্বক।)

হে প্রিয়তমে নটি! চিকন শাটী প'রে পরিপাটী সজ্জায় এখানে এসো।

(নটীর প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট । তাল একতালা।

অসময়, কেন আজ্ আমারে,
ডাকো বসময় হে।
অবলা সবলা বালা, কত জ্বালা সয় হে।
প্রাণে কত জ্বালা সয় হে॥
তুমি নট হ'য়ে নট, অঘট-ঘটনা-ঘট,
মুখে যত কথা রট, কাজে, কি, তা হয় হে।
সখা, কাজে, কি, তা হয় হে॥
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে,
কাল-ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে।
সখা, সুধা বিষময় হে॥
তোমার অধীনী আমি, তুমি হে প্রাণের স্বামী,
তোমা-ছাড়া হ'লে আমি, আমি আমি নয় হে।
সখা, আমি আমি নয় হে॥
তুমি হে চুম্বক সম, লোহরূপ মন মম,
তব আকর্ষণে মন স্থির কিসে রয় হে।
সখা, স্থির কিসে রয় হে॥

প্রাণনাথ! আমাকে কেন ডাক্‌লে? আমি ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ফেলে আস্‌ছি।

অধিকারী।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল একতালা,

এসো, এসো প্রাণ্-প্রেয়সি, প্রেমময়ই।
তোমা বিনে প্রাণপ্রিয়ে, আমি, আমি নই
তুমি প্রাণ, আমি দেহ, দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ,
ভ্রমরার নাহি কেহ, কমলিনী বই।
তুমি ভাব, আমি স্বামী, তুমিলো আমার আমি,
দেহ-ভেদে তুমি আমি, আমি তুমি কই

বক্তৃতা।

বলি তাই চাঁদমুখি, যে হয় বিধান।
প্রস্তাব শুনিয়া কর, আশু অনুষ্ঠান॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম রাজসেনাপতি, যে গোপাল।
স্বপক্ষ-পালন-দক্ষ, বিপক্ষের কাল॥
এক মুখে আমি তাঁর, কি কব মহিমা।
অনন্ত বচনে ক্ষান্ত, প্রকাশিতে সীমা॥
কর্ণরাজা, কীর্ত্তিবর্ম্মে, করি পরাভব।
হেলায় হরিয়াছিল, সকল বিভব॥
যে গোপাল অসি-মাত্র, মিত্র, সহকার।
বাহুবলে শত্রুদল, করিল সংহার॥
পুনর্ব্বার কীর্ত্তিবর্ম্মে, দিল রাজ্যভার।
গোপালের সম বীর, কেবা আছে আর॥
সে গোপাল কৃতকার্য্য, হইয়া এখন।
করিবেন শান্তিসুধারস, আস্বাদন॥

নটী।

হে নাথ! কি কৌতুক, কি কৌতুক,কি কৌতুক!
সখা হে, কি ব'ল্লে? কি ব'ল্লে? কি ব'ল্লে?
সভাতে কি ক'ল্লে? কি ক'ল্লে? কি ক'ল্লে?॥

প্রকৃতিচ্ছন্দ।

ও কথা, আর, ব'লোনা, আর্ ব'লোনা,
বল্‌ছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে।
এ বড়, হাসির্ কথা, হাসির্ কথা,
হাস্‌বে লোকে, হাস্‌বে লোকে॥
বল হে, জ্ব'ল্‌বো কত, ব'ল্‌বো কত,
ব'ল্‌তে হ'লো মনের্ দুখে। মনের্ দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম্ সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের্ মুখে। সাপের্ মুখে॥
কাণার্ চোখে চস্‌মা দিয়ে, কার্য্য কিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্ম কথা, বারাঙ্গনার্ কাছে॥
কালার্ কাছে কাব্য কথা, কি তোমার্ ভ্রান্তি॥
চোরের্ কাছে পুণ্যকথা, বীরের্ কাছে শান্তি।
রসের্ কথা ব'ল্লে ভাল, এমন্ রসিক্ চাইতো।
তোমার্ মত রসের্ সাগর্, কোনখানে নাইতো॥
বোঝাপড়া হ'বে পরে, ঘরে আগে যাইতো।
তাইতো বটে, তাইতো বটে, তাইতো,
তাইতো, তাইতো॥
জানিলাম, তুমি নাথ, সুরসিক বট হে।
ভয় আছে, পাছে প্রাণ, কথা শুনে চট হে॥
অঘট-ঘটনা-ঘট, সব ঘটে ঘট হে।
নতুবা আমায় কেন, হেন কথা রট হে॥
স্বভাব সরল অতি, তুমি নও শঠ হে।
সরলতা-তীর্থতটে, বাঁধিয়াছ মঠ হে॥
বটি আমি, নটী তব, তুমি প্রাণ নট হে।
শান্তিরূপ খাটি-দুধ, কেন কর নট হে॥

গীত।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট। তাল আড়াখেম্‌টা।
কেমনে, বল প্রবোধ-শশির হইবে সঞ্চার হে।
মোহ-মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে॥
এই অখিল সংসার হে।
পাইয়ে অনিত্য-দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে।
কেহ না করে বিচার হে॥
মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত,
অবিরত হেরি যত, মায়াবি বিকার হে।
মহামায়ারি বিকার হে॥

অধিকারী।

হে প্রিয়তমে! হে প্রাণাধিকে! হে প্রণয়িনি! এই গেপাল সামান্য পুরুষ নহেন; অতি ধার্ম্মিকপুণ্যাত্মা, ইনি যদিও মহাবীরপুরুষ, তথাচ শান্তিরসের রসিক হইবেন বিচিত্র কি? মহাপ্রলয় কালে যে মহাসমুদ্র অতি উচ্চ শত শত পর্ব্বত-চূড়া লঙ্ঘন পূর্ব্বক অতিশয় প্রবলতর প্রখর তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করত আপনার অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত লহরীলীলা প্রচার করিয়া-

ছিলেন, অধুনা সেই মহাসিন্ধু জলনিধি কি আশ্চর্য্যরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন! আর তিনি স্বীয় সীমার অতিক্রম পুরঃসর প্রলয় উৎপাদন করেন না। হে হৃদয়রঞ্জিনিপ্রসন্নবদনি! আর দেখ, ভগবান্ নারায়ণ ভূভারমোচনার্থ অংশরূপে অবতার হইয়া কতবার কতপ্রকার ভীষণতর ব্যাপরে ব্যূহ বিস্তার করত পরিশেষ পুনর্ব্বার স্বয়ং শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন। হে নীল-নীরজনয়নি! আর দেখ, পরশুরাম, যিনি পূর্ব্বে অতিশয় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বিবেকী হইয়া স্বীয় জগদ্বিখ্যাতকুঠার দ্বারা মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়কুলের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শোণিত সমদ্রের সলিল-দ্বারা একবিংশতিবার পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন; বালক, বৃদ্ধ, কিছুই বিবেচনা করেন নাই, অতি দুরাত্মার ন্যায় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিয়াছেন। সেই পরশুরাম অবনীর ভারাবতারণ করণান্তর এককালেই ক্রোধশূন্য হইয়া পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হে প্রাণ-বল্লভে! এই মহামতি সেনাপতি শ্রীগোপাল সংপ্রতি সর্ব্বতোভাবেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শান্তিরসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া দেহের এবং সময়ের সার্থকতা করিবেন। ইনি অতি তেজস্বী, কর্ণকে জয় করিয়া সেই প্রকারে কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের উদয় করিলেন, যে প্রকারে বিবেক মহাশয় মহাবল মহামোহকে জয় করিয়া প্রবোধসুধাকরের উদয় করিয়াছেন।

গীত।

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।

অজ্ঞানতিমির বল, কোথা র'বে আর।
সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার॥
ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, রিপুচয় পরাজয়,
আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার॥
গগনে করিলে ঘন, শশি-শোভা আচ্ছাদন,
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার॥
মেঘান্তে যামিনীকর, স্থিরতর শোভাকর,
মনোহর মৃগধর, সুধার আধার॥
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘতম, করিল সংহার।
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযূষপতি, প্রভাবে প্রচার॥

(বিবেক কর্ত্তৃক মহামোহের পরাজয়, এই শব্দ শ্রুতি-বিবরে প্রবেশ মাত্রেই নেপথ্য * হইতে কামদেব কোপভরে কহিতেছেন।)

ওরে ও পাপাত্মা নরাধম-নটাধম! তুই কে রে? তুই কে রে? ওরে ও মূঢ়! ও অজ্ঞান! তুই কোথা শুনেছিস্? কি সাহসে বলিতেছিস্? দূর দূর, দূর দুরাচার। আমাদিগের বিশ্ববিজয়ি কুলস্বামি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অজেয় মহামোহ, অতি দুর্ব্বল অসমর্থ সহায়শূন্য সাহসশূন্য দীন হীন ক্ষীণ উপায়-বিহীন মলিন বিবেক তাঁহাকে পরাজয় করিবে? তুই যে উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় কথা কহিতেছিস্।—তুই কে রে? তুই কে রে?

নট।

প্রিয়ে শুনিলে তো, ইনি ভুবনমোহকর শ্রীমান্ কামদেব। ত্রিভুবন মত্ত করিয়া এই তত্ত্বহীন কন্দর্প দর্প করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ দেখ সুরা-পানে উন্মত্তচিত্ত, তরুণ অরুণের ন্যায় নয়ন-যুগল আরক্ত হইয়াছে। ইহাঁর বামভাগে যিনি, তিনি সর্ব্বমোহিনী অতি

---

* নেপথ্য—যে স্থানে নটেরা বেশ বিন্যাস করে সেই স্থান।

রূপবতী পতিপ্রাণা রতি সতী। মদনের বিকটবদনে, প্রকট রদনে, প্রকোপ-বচনে বোধ হয়, ইনি আমার প্রতি অত্যন্তই কুপিত হইয়াছেন। এসো আমরা এ স্থান হইতে এখনিই প্রস্থান করি, আর এখানে থাকা নয়, থাকা নয়।

[তদনন্তর নট এবং নটী রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

(রতি, ও কামের রঙ্গভূমি প্রবেশকালে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সজ্জা-সদনে কোলাহল ধ্বনি।)

গীত।

রাগিণী আড়ানা। তাল ঝাঁপতাল।

এই বসন্ত সামন্ত ল'য়ে, মদন, সাজিছে,
অতি পুলকে।
কি শোভা, কি শোভা, কি শোভা, ভূলোকে।
বামেতে কামিনী সতী, ভুবনভামিনী রতি।
লজ্জিত যামিনীপতি, দামিনী থমকে।
হেরে দামিনী থমকে।

অন্তরা।

মিলিত উভয় অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে সঙ্গ,
ক্ষণমাত্র নহে ভঙ্গ, একি রঙ্গ হায়।
মদমত্ত মনোভব, বুঝি ভব, পরাভব,
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে।
চারু রূপের আলোকে॥
ফুটিল সুরভি-ফুল, ছুটিল ভ্রমরকুল,
কুটিল কামের শূল, টুটিল হৃদয়।
খরতর স্মর-শর ত্রিভুবন থর থর,
কলেবর জর জর, কোকিল কুহকে।
কাল কোকিল কুহকে।

সমীরণ ফর ফর, গুণ গুণ গর গর,
গুঞ্জরিছে মধুকর, মনোহর স্বর।
না দেখি এমন ধীর, এ রবে, কে র'বে স্থির,
দহে দেহ অশরীর, ত্রিলোক চমকে।
রবে ত্রিলোক চমকে॥
সম শোভা জলে স্থলে, তরু রাজে নবদলে,
দ্বিজ নিজ দলে দলে, দলে ফুল-দল।
সুধাস্বরে করে দান, ধরে তান, হরে প্রাণ,
ছয় রাগ মূর্ত্তিমান, রাগিণী ঝলকে।
রাগে রাগিণী ঝলকে॥

(কাম * এবং রতির † প্রবেশ।)

কামদেব।

গীত

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

এই অখিল সংসার, আমি করি অধিকার।
সুরাসুর আদি সবে, অধীন আমার॥
নাম ধরি রতিপতি, প্রিয়তমা এই রতি,
রতিরসে রতি বিনা, গতি আছে কা'র।
ত্রিভুবনে সমুদয়, আমা ছাড়া কেহ নয়,
আমার কটাক্ষে হয় জীবের সঞ্চার।
আমার সৃজিত সব, আমি নই পরাভব,
কালরূপি ভব কত, করিবে সংহার।
আমি করি ধারা-বৃষ্টি, না হ'লে আমার দৃষ্টি
এই সৃষ্টি করে সৃষ্টি, হেন সাধ্য কা'র॥

---

* কাম—কামিনী-বিষয়ক উৎকট অভিলাষ।
† রতি—কামের সহকারিণী প্রীতি। সুতরাং উভয়ের স্ত্রীপুরুষভাবে একত্র একাঙ্গভাবে অবস্থান।

বক্তৃতা।

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

কোথা গেল দুরাচার, দেখিতে না পাই আর,
প্রতীকার করি তা'র, উচিত যা হয় রে,
উচিত যা হয়।
মহামোহ-নাম যথা, ত্রিভুবন কাঁপে তথা,
ছোটমুখে বড়কথা, প্রাণে নাহি সয় রে,
প্রাণে নাহি সয়॥
প্রভুর কিঙ্কর আমি, সবার মানসগামী,
আমাদের কুলস্বামী, ত্রিলোক-বিজয় রে,
ত্রিলোক-বিজয়।
নরাধম কটুভাষে, যাহা তা'র মুখে আসে,
তাই বলে অনায়াসে, নাহি করে ভয় রে,
নাহি করে ভয়॥
ভ্রমরূপ-সুরাবশে, মত্ত বুঝি সেই রসে,
হায় হায় কি সাহসে, হেন কথা কয় রে,
হেন কথা কয়।
মনেতে জেনেছি এটা, ক্ষেপেছে পাগল বেটা,
নহে কেন কহে সেটা, হবার যা নয় রে,
হবার যা নয়॥
বদ্ধ হ'য়ে মম-জালে, সকলেই আজ্ঞা পালে,
কোন্ যুগে কোন্ কালে, বিবেকের জয় রে,
বিবেকের জয়।
মনোহর বাড়ী, ঘর, যুবতীর কলেবর,
অতিশয় শোভাকর, কুন্তলতাময় রে,
কুন্তলতাময়॥
কবি প্রিয়-সহকার, বিকসিত-মল্লিকার,
একবার গন্ধ-ভার, বায়ু যদি বয় রে,
বায়ু যদি বয়।
মোহকর শশধর, সুশীতল যা'র কর,
পিকবর, মধুকর, বেঁচে যদি রয় রে,
বেঁচে যদি রয়॥
পরিচয় পেয়ে তবে, অরিচয় কোথা র'বে,
কেমনে এ ভবে হ'বে, প্রবোধ উদয় রে,
প্রবোধ উদয়।
একাতেই রক্ষা নাই, যত বন্ধু যত ভাই,
জড় হ'লে এক ঠাঁই, ঘটাই প্রলয় রে,
ঘটাই প্রলয়॥
গীত, বাদ্য, রাগ, স্বর, অস্ত্র, বাণ বহুতর,
নারীর-নয়ন-শর, একা ব'লে নয় রে,
একা ব'লে নয়।
মুখে আর কত কব, কিছু নহে অভিনব,
এই ভব, এই সব, ভোগের বিষয় রে,
ভোগের বিষয়॥
ওরে তোর একি ভ্রম? বৃথায় করিস্ শ্রম,
আমাদের পরাক্রম, দেখ্ সমুদয় রে,
দেখ্ সমুদয়।
বিবেক কোথায় বল, কোথায় তাহার বল,
দিব তা'রে রসাতল, নাহিক সংশয় রে,
নাহিক সংশয়॥
শম দম, ঢোঁড়াসাপ, খগরাজে দেবে তাপ,
মর্ মর্ মর্ পাপ, দূর্ দুরাশয় রে,
দূর্ দুরাশয়।
কাণ্ড-বোধে হতবল, গণ্ড গবা ভণ্ড দল,
ছাই ভস্ম মুখে বল, মনে যাহা লয় রে,
মনে যাহা লয়॥
আমার প্রভাব যত, মূঢ়ে তা জানিবে কত,
অজর অমর আমি, অজয় অক্ষয় রে,
অজয় অক্ষয়।
যতদিন এই ভবে, দেহ র'বে মন র'বে,
তত দিন সুখে হ'বে, আমার উদয় রে,
আমার উদয়॥

রতি।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঠুঙরি।

ওহে, ফুলশরধর স্মরহে, আমায় ধরধর, ধরহে,
দেহে দেহে যুক্ত কর, ধর পয়োধর হে।
আমার, ধর পয়োধর হে॥
ধরি কর গুণাকর, করে বাঁধো কলেবর,
দেহ প্রাণ-প্রিয়বর, অধরে অধর হে।
দেহ, অধরে অধর হে॥
কুলবতী আমি সতী, প্রাণ-পতি তুমি গতি,
রতিরসে রেখে রতি, হরভয় হর হে।
বঁধু, হরভয় হর হে॥

হে হৃদয়েশ জীবনবল্লভ! বিবেকের নাম শ্রবণ মাত্রেই যখন তোমার মনে এতদূর ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, তখন আমি বিবেচনা করি, বুঝি সেই বিবেক তোমাদের মহারাজ মহা-মোহের প্রবলতর-বিপক্ষ হইবেন।

কামদেব।

হে ভুবনভামিনি-প্রাণেশ্বরি! আমাদিগের উদ্রেক্ মাত্রেই বিবেক কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি স্ত্রী জাতি স্বভাবতই ভয়শীলা, একারণ অকারণ এবম্ভূত ভয়ের কথা উল্লেখ করিতেছ।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

এই কুসুমেরি বাণ, আমি যদি করি যোগ।
এখনি করিতে পারি, বিবেক-বিয়োগ॥
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি।
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগি ছাড়ে যোগ॥
কোথা বা সামান্য জীব, পরিহরি নিজ শিব,
করে সদা, সদাশিব, বিষয়-বিভোগ॥

বক্তৃতা।

রণরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয়।
ত্রিলোকবিজয় আমি, ত্রিলোকবিজয়॥
ফুলময় ধনু, শর, মূর্ত্তিমান পঞ্চশর।
সুর, নর, থর থর, কম্পিত-হৃদয়।
ভয়ে কম্পিত-হৃদয়॥
কেন কর ভয় প্রিয়ে, কেন কর ভয়॥

নাম ধরি মার আমি, নাম ধরি মার।
মার মার মার যত, বিপক্ষেরে মার॥
আমি হই মনোভব, শত্রু সব পরাভব,
একেবারে হতরব, কথা নাই আর।
মুখে কথা নাহি আর॥
নাম ধরি মার আমি, নাম ধরি মার॥

এমন্ সন্ধান করি, এমন্ সন্ধান।
কে পায় সন্ধান, তা'র, কে পায় সন্ধান॥
হরির মোহিনী-বেশ, হেরে হর প্রমথেশ,
পাগল হইয়া শেষ, হারাইল জ্ঞান।
হর হারাইল জ্ঞান॥
এমন্ সন্ধান করি, এমন্ সন্ধান॥

পিতামহ কয় যা'রে, পিতামহ কয়।
বিধি মহাশয়, সেই বিধি মহাশয়॥
চাহিয়া কন্যার পানে, মোহিত মদন-বাণে,
অস্থির হইয়া প্রাণে, ব্যাকুল-হৃদয়।
বিধি ব্যাকুল-হৃদয়॥
পিতামহ কয় যা'রে, পিতামহ কয়॥

স্বর্গের উপর দেখ, স্বর্গের উপর।
দেবের ঈশ্বর যিনি, দেবের ঈশ্বর॥
গৌতমের ভেক ক'রে, অহল্যার ধর্ম্ম হ'রে,
সহস্র-লোচন ধ'রে আছে পুরন্দর।
আজো আছে পুরন্দর॥
স্বর্গের উপর দেখ, স্বর্গের উপর॥

সুধার আধার যিনি, সুধার আধার।
মনের বিকার তাঁর, মনের বিকার॥
গোপনেতে তারাপতি, হ'য়েছিল তারাপতি,
সঁাপ দিলে তারাপতি, কলঙ্ক সঞ্চার।
চাঁদে কলঙ্ক সঞ্চার॥
সুধার আধার যিনি, সুধার আধার॥

মনে জাগি যা'র আমি, মনে জাগি যা'র।
ধৈর্য্য যায় তা'র প্রিয়ে, ধৈর্য্য যায় তা'র॥
এমন প্রভাব ধরি, ত্রিভুবন মুগ্ধ করি,
সকলের জ্ঞান হরি, থাকে না বিচার।
কিছু থাকে না বিচার॥
মনে জাগি যা'র আমি, মনে জাগি যা'র॥

ভেবনা বিষাদ প্রিয়ে, ভেবনা বিষাদ।
পূর্ণ কর সাধ ধনি, পূর্ণ কর সাধ॥
প্রেমদে প্রণয়ে তব, প্রমোদে প্রমোদে রব,
প্রেমবলে জয়ী হ'ব, হ'বে না প্রমাদ।
কভু হ'বে না প্রমাদ॥
ভেবনা বিষাদ প্রিয়ে, ভেবনা বিষাদ॥

রতি।

যা বলিলে প্রাণনাথ, সত্য সমুদয়।
মুখে যত বলা যায়, কাজে তত নয়॥
সহায়-সম্পন্ন-শত্রু, সদা ভয়ঙ্কর।
তা'রে পরাজয় করা, বড়ই দুষ্কর॥
তপ, শৌচ, দয়া, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি।
প্রবল সহায়শীল, বিবেক ভূপতি॥
কেমনে করিবে জয়, মনে নাহি লয়।
না জানি কি ঘটে পরে, হ'তেছে সংশয়॥

মদন।

শত্রু সব বলবান, অশেষ প্রকারে।
ছিছি, প্রিয়ে ওকথাটি কে বলে তোমারে॥
কিসে তা'রা বড় হ'বে, উপায় কি আছে।
সব দিকে ছোট তা'রা, আমাদের কাছে॥
যম, নিয়মাদি, যত বিপক্ষের দল।
বিবেকের বটে আট, সহায় প্রবল॥
স্থির হও বিধুমুখি, কিছু নাই ভয়।
আমার প্রতাপে তা'রা, কে কোথায় রয়॥
তৃণবৎ হেরি সেই, শত্রু সমুদয়।
সর্ব্বকালে সর্ব্বরূপে, আমাদের জয়॥
যদ্যপি ধরেন ক্রোধ, আপন স্বভাব।
অহিংসার, হ'বে তায়, প্রাণের অভাব॥
আপন অনল আমি, যদ্যপি দেখাই।
ব্রহ্মচর্য্য আদি সবে, পুড়ে হ'বে ছাই॥
অচৌর্য্য অপ্রতিগ্রহ, সত্য আদি আর।
লোভের প্রভাবে সবে, হ'বে ছারখার॥
আসন (১), নিয়ম২, যম৩, প্রাণায়াম৪, আর।
সমাধি৫, ধারণা৬, ধ্যান৭, আর প্রত্যাহার৮॥

---

(১) আসন—১। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসনাদি নামে প্রসিদ্ধ।

২। নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদ-পাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা ইত্যাদি।

৩। যম, সত্যকথন, চৌর্য্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

৪। প্রাণায়াম, পুরক, কুম্ভক, বোধাত্মক, বায়ুনিগ্রহোপায়।

৫। সমাধি, পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে ঐক্যভাবে চিত্তবৃত্তির অবস্থান।

নির্ব্বিকার মনে হয়, যাদের প্রকাশ।
সহজেই হ'বে প্রিয়ে, তাদের বিনাশ॥
ধ্যান, নিয়মাদি, আর কোথা সেই যম।
কেবল কামিনী হয়, সকলেরি যম॥
প্রেমদা প্রমোদা যত, প্রমাদকারিণী।
নিরন্তর তা'রা সবে, আমার অধীনী॥
বিলোকন (২), সম্ভাষণ(৩), বিহার(৪), বিলাস(৫)
প্রেমভাবে আলিঙ্গন(১), আর পরিহাস(২)॥
এ সকলে কাজ নাই, রেখে দেও দূরে।
নারীর স্মরণ মাত্রে, মুণ্ড যা'বে ঘুরে॥
যত দিন এই নারী, সহায় আমার।
বিকারবিহীন মন, হ'তে পারে কা'র॥
আমা বিনা আর আর, সেনাপতি যত।
তাদের বিক্রম প্রাণ, কব আর কত॥
মদ(৩), মান১, অহঙ্কার২, দম্ভ৩, আদি বীর।
ইহারাই বিপক্ষেরে, করিবে অস্থির॥

৬। ধারণা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনকে স্থির করিয়া রাখা।

৭। ধ্যান, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য-ভাবে চিন্তা।

৮। প্রত্যাহার, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করা।

(২) বিলোকন—কটাক্ষে অবলোকন।

(৩) সম্ভাষণ—পরস্পর প্রেমালাপ।

(৪) বিহার—নানাবিধ ক্রীড়া।

(৫) বিলাস—শৃঙ্গার বিষয়ে নানাবিধ চেষ্টা, ওষ্ঠ দংশন, কর্ণকুণ্ডুয়ন, স্তন প্রদর্শন ইত্যাদি।

(১) আলিঙ্গন—সম্ভোগ অর্থাৎ পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে সংযোগ।

(২) পরিহাস—ক্রীড়ার অগ্রে তদুপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ।

(৩) মদ—তিন প্রকার, বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, অর্থাৎ বিদ্যা, ধন, কুল নিমিত্ত মনের মত্ততা।

১। মান, আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, এইরূপ বুদ্ধি।

২। অহঙ্কার, আমি জ্ঞানী, আমি সুরূপ, আমি কুলীন ইত্যাদি বুদ্ধি।

৩। দম্ভ, কপট।

সকলে সমরবেশে, যদি দেয় বার।
শম(৪), দম(৫), বিবেকের(৬), রক্ষা নাই আর॥
রাজার প্রধান মন্ত্রী, অধর্ম্ম-সাধন।
তাহার চরণে এসে, লইবে শরণ॥
পেয়ে ভয় পরাজয়, মানিয়া তখন।
আপনারা করিবেক আত্ম-সমর্পণ॥

গীত।

রগিণী বাহার। তাল তিওট।

প্রবল প্রমাদ কর, প্রভাব আমার।
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, মজাব সংসার॥
রতিরস সার তার, যে পেয়েছে তার তা'র,
সে কি কভু মানে আর, বিবেক, বিচার।
কামিনী কোমল কান্তি, জগতের করে ভ্রান্তি,
কোথা রবে ক্ষমা *, শান্তি †, প্রবোধ সঞ্চার॥

রতি।

হে প্রাণবল্লভ! আমি শুনিয়াছি, তোমাদের এবং সেই শম, দম, বিবেকাদির উৎপত্তি স্থান নাকি একই।

(৪) শম—মনের নিগ্রহ।

(৫) দম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

(৬) বিবেক—জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য এইরূপ বিবেচনা।

* ক্ষম—অপরাধ সহন।

† শান্তি—সর্ব্বত্র সমভাবে স্পৃহানিবৃত্তি।

কন্দর্প।

হে প্রাণকান্তে! হাঁ। বেদান্তমতানুসারে আমাদিগের বংশোৎপত্তির কথা ব্যক্ত করি, সদয়-মনে শ্রবণ করিয়া বক্তৃতাকে চরিতার্থ কর।

ভঙ্গত্রিপদী।

এই দেখ, মায়িক সংসার।
এ কেবল মনের বিকার।
মায়ায় ‡ মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার॥
অমায়িক পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি।
প্রবীণা প্রকৃতি § মায়া, হ'য়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিন পতিবিরহিণী॥
গোপনেতে দুজনের বাস।
কার' কাছে না হন প্রকাশ।
এক ঘরে একা একা, পবস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ॥
বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়।
যা'র নামে উপবাস, তা'র সহ সহবাস,
কখন' কি সম্ভাবনা হয়॥
জনকসংহিতা-মত-সার।
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার।
"নির্গুণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥
হায় হায়, কা'রে বলি আর।
কে জানিবে প্রভাব আমার।
অরসিক যেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া, কর্ম্ম, কিছু নাই তা'র॥
নির্গুণের কোন কিছু নয়।
নিজ গুণে করি সমুদয়॥
না লয় আমার নাম, তা'রে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তা'র কর্ম্ম কয়॥
আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি।
পতি-সঙ্গ পরিহরি, এসব প্রসব করি,
কার্ সাধ্য, কে বলে অসতী॥"
প্রকৃতিই সর্ব্ব মূলাধার।
প্রকৃতির পদে নমস্কার।
প্রকৃতি প্রধানা সতী, শুন রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সমাচার॥
আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ।
সেই মায়া-বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন॥
সে মনের মহিমা অপার।
কীর্ত্তি এই অখিল সংসার।
নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার॥
প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান।
বিবেকাদি ভ্রাতা-চয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তা'রা নহে বলবান॥

রতি।

সুরঞ্জিকাচ্ছন্দ।

যদি একের সন্তান, যদি একের সন্তান।
এক বংশে, এক অংশে, সবাই প্রধান॥
তবে, সবাই প্রধান।

‡ মায়া—সত্ত্ব রজ তমো-গুণযুক্ত জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণীশক্তি।

§ প্রকৃতি—সত্ত্ব রজ তমো গুণের সমতা।

তবে রাগে ক'রে ভর, তবে রাগে ক'রে ভর।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বন্দ ক'রে, কেন ভাঙ্গ ঘর॥
ছি ছি, কেন ভাঙ্গ ঘর॥
এ, যে, দুঃখের ব্যাপার, এ, যে, দুঃখের ব্যাপার
ঘরে ঘরে, দ্বেষাদ্বেষে, ভাল হয় কা'র॥
কবে, ভাল হয় কা'র।
তবে ঐক্য হ'য়ে রও, তবে ঐক্য হ'য়ে রও।
এপ্রকারে, পরস্পরে, নষ্ট কেন হও॥
ছিছি, নষ্ট কেন হও॥

পঞ্চশর।

ভ্রাতা আর জ্ঞাতিগণ, লইতে পৈতৃক ধন,
সবে করে সমান যতন।
যেখানে বিষয় আছে, বিবাদ তাহার কাছে,
আগে যেন করেছে গমন॥
এক বস্তু অভিলাষে, সর্ব্ব-শেষে সর্ব্বনাশে,
সমুদয় ছারেখারে যায়।
কুরু, পাণ্ডু দুই কুল, একেবারে হতমূল,
কত রাজা নষ্ট হ'লো তায়॥
সুন্দ, উপসুন্দ বীর, সুরূপসী রমণীর,
রতি-রস ভোগের কারণ।
দুই ভেয়ে অস্ত্র ধরি, পরস্পর যুদ্ধ করি,
উভয়েই তেজিল জীবন॥
প্রাণ-প্রিয়ে প্রণয়িনি, শুন শুন বিনোদিনী,
বিষয় বিবাদ ছাড়া নয়।
আমাদের মাতা সুয়ো, বিমাতা বাপের দুয়ো,
দুয়োপুত্র, প্রিয় কোথা হয়॥
মায়ের আদর যথা, বাপের আদর তথা,
এই কথা সকলেই কয়।
জনকের প্রিয় হই, নিয়ত নিকটে রই,
কাজে কাজে স্নেহ অতিশয়॥
পিতার অর্জ্জিত ধন, এই দেখ ত্রিভুবন,
আমাদেরি অধিকার সব।
বিবেকাদি পাপ-সূত্র, জনকের ত্যাজ্য-পুত্র,
সম্পদের কি আছে সম্ভব॥
দ্বেষপাশে হ'য়ে বদ্ধি, করিতেছে অভিসন্ধি,
সকলেই হ'য়েছে গোপন।
কোনরূপ মন্ত্র ধরি, আমাদের নাশ করি,
বধিবেক পিতার জীবন॥

রতি।

আহা একি নিদারুণ, ওহে প্রাণনাথ।
শুনিয়া তোমার কথা, কাণে দিই হাত॥
কি হয়, কি হয় নাথ, মনে এই ডর।
পাপিদের আচরণে, গায়ে এলো জ্বর॥
উহু উহু মরি মরি, কাঁপিছে হৃদয়।
হায় হায় হায়! তা'রা এমন নিদয়॥
এমন নিষ্ঠুর আর, নাহি ত্রিভুবনে।
পিতৃ-হত্যা, জ্ঞাতি-হত্যা, করিবে কেমনে॥
যেমন করেছে আশা, ফল তা'র পা'বে।
ভুগিতে পাপের ভোগ, অধঃপাতে যাবে॥
জীয়ন্তে নরক-ভোগ, হ'বে সর্ব্বনাশ।
মুখে হ'বে কুড়িকুষ্ঠী, বুকে যা'বে বাঁশ॥
বিপক্ষের আশা যদি, এরূপ প্রকার।
বল বল বল বঁধু, উপায় কি তা'র॥

মুখামুখী হইয়া উভয়ের কথোপকথন।

(প্রথম চরণে কামের উক্তি)
(দ্বিতীয় চরণে রতির উক্তি)

[কা] ইহার নিগূঢ় প্রাণ, বীজ এক আছে।
[র] গোপন করিছ কেন, অধীনীর কাছে॥
[কা] নারীজাতি স্বভাবত, ভয়শীলা হয়।
[র] আমিতো তেমন নই, কেন কর ভয়॥
[কা] প্রকাশ হইলে বীজ, মন্দ পাছে ঘটে।
[র] আমি তবে অবিশ্বাসী, বটে প্রাণ বটে॥

[কা] তা নয়, তা নয় ধনি, তা নয়, তা নয়।
[র] তাই বটে, তাই বটে, জেনেছি নিশ্চয় ॥
[কা] দিব্বি ক'রে বলি তবে, গায়ে দিয়ে হাত।
[র] আহা মরি কত রঙ্গ, জান প্রাণনাথ ॥
[কা] সেত' প্রাণ বলিবার, সময় এ নয়।
[র] জানিলাম প্রাণ তুমি, বড়ই নিদয় ॥
[কা] কেন কর প্রাণপ্রিয়ে, এত অভিমান ॥
[র] জানা গেল তুমি যত, ভালবাসো প্রাণ ॥
[কা] এতই ব্যাকুল কেন, শুনিতে বচন।
[র] করিছে আমার প্রাণ, কেমন কেমন ॥
[কা] এই কথা নিয়ে যেন, নাহি হয় গোল।
[র] আমি বুঝি দেশে দেশে, মেরে থাকি ঢোল?
[কা] নারীলোক পেটে কথা, রাখিতে না পারে।
[র] যে হয় তেমন মেয়ে, মানা কর তা'রে ॥
[কা] রমণীকে বলা নয়, নীতিশাস্ত্রে কয়।
[র] তবে বুঝি, তুমি তুমি, তুমি আমি নয়॥
[কা] তুমি আমি, আমি তুমি, তাহে কি সংশয়।
[র] মুখে বল তুমি আমি, কাজে তাহা নয় ॥
[কা] সেরূপ কখনো নয়, আমার প্রকৃতি।
[র] তবে কেন ভেদ কর, পুরুষ প্রকৃতি ॥
[কা] কিছুমাত্র ভেদ নাই, আমার অন্তরে।
[র] তবে কেন ভেদ-কথা, রাখিছ অন্তরে ॥
[কা] বলি বলি, করি প্রাণ, নাহি ফোটে মুখ।
[র] বল বল, না বলিলে, ফেটে যায় বুক ॥

মীনকেতু।

এই মাত্র জনরব, আছে সুরূপসি।
আমাদের কুলে এক, জন্মিবে রাক্ষসী ॥
"বিদ্যা" * নামে, সে পিশাচী, কুলসংহারিণী।
জন্মমাত্রে হ'বে বড় প্রমাদকারিণী ॥

* বিদ্যা—সংসার বিমোচনকারিণী অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি।

ফলে কিছু ভয় নাই, বিপদ র'বে না।
ডাকিনীর জন্ম কভু, হ'বে না হ'বে না ॥
কেমনে বিপক্ষগণ, হইবে প্রবল।
হতভাগাদের সেটা, দুরাশা কেবল ॥

রতি।

মোহিনীচ্ছন্দ।

হা-ধিক্, হা-ধিক্, ধিক্, ধিক্ থাক্ তা'রে হে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে, বিবেক দুরাচারে হে ॥
সে রাক্ষসী জন্ম ল'বে, কিরূপ প্রকারে হে।
মেয়ে হ'য়ে কেমনেতে, সকুল সংহারে হে ॥
ওমা ওমা, কোথা যা'ব, ক'ব আর কা'রে হে।
এমন নিদয় কর্ম্ম, করিতে কি পারে হে ॥
আঙুল মট্‌কিয়া আমি, শাঁপ দিই তা'রে হে।
গর্ভপাত হ'য়ে সেটা, যাক্ ছারেখারে হে ॥
যম এসে ঘাড় ভেঙ্গে, থাক্ তা'র মারে হে।
প্রসব করিতে যেন, কখন না পারে হে ॥

উন্মাদিনীচ্ছন্দ।

বুক্ ফেটে রক্ত উঠে, মরুক্, মরুক্ মরুক্।
মুখে, রক্ত উঠে মরুক্ ॥
এখনিই, ওলাউঠা, ধরুক্, ধরুক্, ধরুক্।
এসে, ওলাউঠা ধরুক্ ॥
মাগিদের হাত্ থেকে, খাড়ু সরুক্, সরুক্।
শাঁকা, খাড়ু, সরুক্, সরুক্ ॥
আলোচাল্, খেয়ে তা'রা, ঠেঁটি পরুক্ পরুক্।
তারা, ঠেঁটি পরুক্ পরুক্ ॥
চিরকাল, দ্বেষজ্বরে, জরুক্, জরুক্, জরুক্।
জ্বরে, জরুক্, জরুক্, জরুক্ ॥
হাড়ে মাটি, বাড়ে দুব্বো, ভিটে ঘুঘু চরুক্।
ভিটে, ঘুঘু চরুক্ চরুক্ ॥

কাম।

প্রজাপতি ব'লেছেন, এরূপ বচন।
অনর্থের মূল সেই, বিবেক রাজন॥
উপনিষদের * সহ, করিবে বিহার।
জন্মিবে তাহার গর্ব্ভে, কুমারী, কুমার॥
কুলের নাশক তা'রা, শুনহ প্রেয়সি।
ভাই, বুন, দুটো হ'বে, রাক্ষস, রাক্ষসী॥
প্রবোধ নামেতে ছেলে, বিদ্যা নামে মেয়ে।
ফেলিবে দুজন তা'রা, দুই কুল খেয়ে॥
প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির, না রাখিবে প্রাণ।
ভক্ষণ করিবে ধ'রে, দুয়ের সন্তান॥
পিশাচ, পিশাচী দুটো, সকলি খাইবে।
আপনার পিতৃকুলে, কা'রে না রাখিবে॥
না রহিবে, পিণ্ড দিতে, বংশে কোন জন।
আমাদের শোকে শেষ, মরিবেন মন॥

রতি।

গীত।

রাগিণী সুহিনী। তাল কাওয়ালি।

মরি মরি, ওহে বঁধু, রাখ' রাখ' প্রাণ হে।
অভেদে আপন দেহে, দেহ দেহ স্থান হে॥
কলেবর জরজর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
ওহে স্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে।
বিষাদে মনের দুখে, অনল জ্বলিছে বুকে,
কথা নাহি স্বরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে॥

[অলিঙ্গন দানে অমনি মূর্চ্ছা।]

* ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদভাগ।

মীনকেতু।

(ক্রোড়ে করিয়া গাঢ়রূপে মুখচুম্বন করিতে করিতে চেতন প্রদান।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল রূপক।

ভেবনা ভেবনা প্রিয়ে, ভেবনাক' আর।
কখন' কি হ'তে পারে, প্রবোধ প্রচার॥
আমাদের সিদ্ধ-বিদ্যা, বিদ্যমানে এ অবিদ্যা *
প্রকাশ করিবে বিদ্যা, হেন বিদ্যা কার।
কেবা আছে মম সম, কোথা সেই দম শম,
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যা'র॥
প্রাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনি,
আমি ফণি তুমি মণি, ভূষণ আমার॥

রতি।

হে নাথ! আমায় ধর, আমায় ধর। আমার প্রাণ কেমন্ কেমন্ করিতেছে। আমার মনের † ভিতর আর মন নাই, বুকের ভিতরটা ধুক্ পুক্ করিতেছে। সেই বিপক্ষ শমদম প্রভৃতির কি কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই? আপনা-দিগের হিতাহিত কি কিছুই বিবেচনা করে না? কি পাপ! কি পাপ! কি ভয়ানক! এত হিংসা? এত দ্বেষ? এত রাগ? আমাদিগের অনিষ্টের নিমিত্ত আপনারা জীবনান্ত-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিযাছে? হে প্রভো! ইহার কারণ কি? আমায় ধর, আমায় ধর।

* অবিদ্যা—মূলজ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে জীবের সংসার হয়, তমোরূপ প্রধানা শক্তি বিশেষ।

† মন—হৃদয়।

মন্মথ।

পঞ্চালচ্ছন্দ।

কি কহিব আর, প্রিয়ে, কি কহিব আর।
হীন দুরাচার তা'রা, হীন দুরাচার॥
যদ্যপি না নীচ হ'বে, নিজ নিজ নাশ সবে,
বল ধনি কেন তবে, করিবে স্বীকার।
স্বভাবে অভাব, সদা, স্বভাবে অভাব।
খলের স্বভাব, এই, খলের স্বভাব॥
কিছুতেই নহে প্রীত, নাহি বুঝে হিতাহিত,
হিতে করি বিপরীত, প্রকাশে প্রভাব॥
ধূমের ব্যাপার, দেখ, ধূমের ব্যাপার।
মলিন আকার, ধরি, মলিন আকার॥
ঘন হ'য়ে বৃষ্টি করে, জনকের প্রাণ হরে,
অপেনারে পরে করে, আপনি সংহার॥
বিষয়ে বিরাগ, সদা, বিষয়ে বিরাগ।
ভোগে পাপ-ভাগ, দুঃখে, ভোগে পাপ-ভাগ॥
সহায় সম্পদ হীন, চিরদিন অতি দীন,
নাহি হয় এক দিন, সুখে অনুরাগ॥

(এই কথা শ্রবণ মাত্রেই নেপথ্য হইতে বিবেক প্রকোপবচনে।)

অরে-ও মূঢ়-অধর্ম্মচূড়-পাপারূঢ়! গূঢ় মর্ম্ম না জানিয়া কেবল রূঢ় কথা কহিতেছিস্। অরে-ও-ব্যলীক, এই অলীক ঐন্দ্রজালিক বিষয়াসবে আসক্ত হইয়া কেবল সকলকে ছলিতেছিস্। হাঁরে—কদাচারি অবিচারি অনর্থকারি ঘোর-বিকারি! আমরা পাপকারি? পাপাচারি? ও দুরাত্মা, হিত কথা শোন্, পূর্ব্বতন সনাতন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের এই উক্তি।"গুরু যদি কার্য্যাকার্য্যন্যায্যান্যায্য বিবেচনাবিহীন হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহোকে পরিত্যাগ করিবে" আমাদিগের পিতা "মন" অতি মত্ত, তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য, অহঙ্কারের অধীন হইয়া জগতের পতি আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছেন, তোদের জ্যেষ্ঠ দুরাত্মা মহামোহ সেই বন্ধনকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিতেছে, আমরা তাহা ছেদন করিয়া তোদের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।

(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।)

কামদেব।

হে কান্তে!
চেয়ে দেখ, চাঁদমুখি, বিনোদিনি রতি।
আমাদের দাদা ওই, বিবেক ভূপতি॥
বামভাগে দেখ ওই, মলিনা যুবতী।
দাদার গৃহিণী উনি, বড়বউ মতি॥
উভয়ের এক দশা, অতিশয় ক্ষীণ।
যেন অতি দীন হীন, এমনি মলিন॥
তুষারে তুষারকর, কান্ত যে প্রকার।
নিজকান্তা কান্তি সহ, করেন বিহার॥
সেইরূপ শোভাহীন, বিপক্ষ-দম্পতি।
ধন, মান, হারা হ'য়ে, ফিরেছে সম্প্রতি॥
এ প্রকার কদাকার, চেনা ভার দেখে।
ভুগিছে পাপের ভোগ, শিখিল না ঠেকে।
সর্ব্ব কর্ম্ম দেখে শেখে, বুদ্ধিমান যেই।
ঠেকে শেকে সেই জন, বুদ্ধি যা'র নেই॥
ঠেকে, দেখে কিছুতেই, নহি শেখে যেই।
নিতান্ত জানিবে ধনি, হতভাগা সেই॥
যাহোক্ তাহোক্ প্রিয়ে, কহিলাম সার।
এখানেতে থাকা নয়, থাকা নয় আর॥
মোহিত হ'য়েছে মন, মহামোহ মোহে।
দুই অঙ্গ এক হ'য়ে, যাই চল দোঁহে॥

[তদনন্তর কাম এবং রতি রঙ্গভুমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

বিবেক এবং মতির রঙ্গভূমি আগমন।

বিবেক * ।

পরমেশ্বরের প্রতি গীত।

কি হ'বে, কি হ'বে, ভবে, কি হ'বে আমার হে।
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ-কুমার হে ॥

ধূয়া।

এসে এই মায়া পুরে, অন্ধকারে মরি ঘুরে,
এখনো গেলনা দূরে, ত্রিতাপ-আঁধার হে।
বৃথা-সুখ পরিহরি, গদগদ-ভাব ধরি,
রসনায় হরি হরি, কবে কবে আর হে ॥
গুণাতীত গুণধাম, তুমি নাথ দাতারাম,
দীন দয়াময় নাম, শুনেছি তোমার হে।
জ্ঞানারুণ অনুদিত, হৃদিপদ্ম অমুদিত,
ভ্রান্তি-মেঘে আচ্ছাদিত, নিখিল সংসার হে ॥
মনের বিষম রোগ, না হয় যোগের যোগ,
কেবল করিছে ভোগ, বিষয়-বিকার হে।
বিফলে বিগত কাল, নিকট হতেছে কাল,
না হইল ক্ষণকাল, সুখের সঞ্চার হে ॥
মায়ামদে হ'য়ে প্রীত, ঘটাতেছে বিপরীত,
কেহ আর হিতাহিত, করেনা বিচার হে।
যেজন যে ভাবে ভাবে, স্বভাব না পায় ভাবে,
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবনা অপার হে ॥
স্বরূপ স্বভাব-মতে, ভ্রমিলে ভাবনা-পথে,
দেখা যায় এ জগতে, সকলি অসার হে।
ভুতময় যত হয়, কিছু তা'র সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥

* বিবেক—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এইরূপ বিবেচনা।

কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে।
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কি রূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে রাখিব লেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে।
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥
কতরূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ,
তাবতেই তব রূপ, র'য়েছে প্রচার হে।
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তা'র হে ॥
অচল সচল চর, রূপ-শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে।
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদায়, হয় অন্ধকার হে ॥
কেমন মনের ভুল, জীব সব বোঝে স্থূল,
ভবমূল তব মূল, বোধ আছে কা'র হে।
না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে ॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভার ধরিলাম,
কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে।
ভয়ানক পরক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
তাহে জনমের শোধ, হইল এবার হে ॥
আমি দ্বিজ আমি মুচি, আমি পাপী আমি শুচি,
এ অরুচি এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে।
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখন রাখিব কত, আর দেশাচার হে ॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি, কেবা শুচি
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে।
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হ'বে না সংহার হে ॥
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে শোর, চোর অহঙ্কার হে।

যত দিন শক্র সবে, প্রবল হইয়া র'বে,
তত দিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে ॥
বপুবাসে রিপু-দল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দল বল, হ'তেছে বিস্তার হে।
থাকিতে সহজ সোঝা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে ॥
এ ভার বিষম ভারি, আমি নিজে নই ভারি,
এ নহে তোমায় ভারি, হর এই ভার হে।
ভারি হ'য়ে ভার ধর, ভারি ভার হর হর,
কৃপাকর কর কর, আশার সুসার হে ॥
দয়াকর দয়ারাশি, অবিদ্যার বল নাশি,
করুক্ বৈরাগ্য আসি, দেহ অধিকার হে।
এরূপ হইলে তবে, আর কি হে ভয় র'বে,
শম দম সবে হ'বে, অনুচর তা'র হে ॥
প্রবোধের অবয়ব, হেরে হ'য়ে পরাভব,
ছেড়ে যা'বে শক্র সব, মনের আগার হে।
রাগ, দ্বেষ, নাহি র'বে, আমার মানস তবে,
সহজে পবিত্র হ'বে, হ'বে পরিষ্কার হে ॥
হইলে সত্যের জয়, সমুদয় শিবময়,
বিপক্ষের যত ভয়, হ'বে ছারখার হে।
আমায় দেখিয়া দীন, এমন সুদিন দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥
গত যত হয় ভাবি, ততই ভাবেতে ভাবি,
তোমার ভাবের ভাবি, হ'ব কবে আর হে।
গুপ্ত কথা নাহি ক'য়ে, হাসিতেছ গুপ্ত র'য়ে,
আমি কেন গুপ্ত হ'য়ে, ভুগি কাকাগার হে ॥
তুমি নাথ আত্মারাম, গুণাতীত গুণধাম,
সাধে কি তোমার নাম, করিয়াছি সার হে।
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলে না ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে।
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥

গীত

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ধামাল।

কি কর, অবোধ মন, লহ সুবিধান।
আত্মা-নদী, জ্ঞান-নীরে, সুখে কর স্নান ॥
কি কহিব শোভা তা'র, করুণা-তরঙ্গ-হার,
শীতল হ'য়েছে যা'র, সুচারু সোপান ॥

অন্তরা।

বিষয়-সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন,
ইথে-পাপ-হুতাশন, বাড়ব সমান।
স্পর্শমাত্রে জ্ঞান-জল, হ'বে তুমি সুশীতল,
যা'বে তৃষ্ণা, ক্ষুধানল, পা'বে পরিত্রাণ ॥

সভ্যগণের প্রতি।

হে মনুষ্য সকল! উপদেশ ধর, কুসঙ্গ পরিহার কর, সাধুসঙ্গে পরমসুখে কাল হর, সত্যের কাননে চর, বৈরাগ্যের বস্ত্র পর, পরমেশ্বরকে স্মর, মানব-জন্ম সফল কর। আর কেন ভ্রান্ত হও? ভ্রান্ত হও? শান্ত হও, শান্ত হও। বিষয়ালাপে ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। সত্যের অধীন হও, অধীন হও। সত্যের শরণ লও, শরণ লও। সত্যের ভার মাথায় বও, মাথায় বও। সদা সত্য কথা কও, সত্য কথা কও। সত্যসাগরে ডুবে রও, ডুবে রও। সদা সত্য কথা বল, সদা সত্য-পথে চল, মিথ্যা কথা কেন বল? মিথ্যা-পথে কেন চল? মিথ্যা-মতে কেন ঢল? মিথ্যা-রসে কেন গল? মিথ্যা-ছলে কেন ছল? মিথ্যা-মদে কেন টল?

সুধাতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কিছু, ভাবনা মনে মনে, দেখনা ক্ষণে ক্ষণে,
দিন দিন, হ'তেছে দিনান্ত।

গত, হ'তেছে যত দিন, হ'তেছ তত দীন,
দিন পেয়ে, ধরিবে কৃতান্ত॥
মিছে, প্রবৃত্তি পরিহর, নিবৃত্তি-কর ধর,
প্রেমরসে, স্থির কর স্বান্ত।
কেন, অনিত্য ভব-ঘূরে, হ'তেছ ভবঘুরে,
ভবঘোরে, কেন হও ভ্রান্ত॥
হ'য়ে, প্রমত্ত ভ্রমমদে, ভ্রমিয়া পদে পদে,
চারিদিকে দেখিতেছ ধ্বান্ত।
দেহ, পতন নাহি হ'বে, রতন সম র'বে,
মনে বুঝি, জেনেছ নিতান্ত॥
এই, প্রবল রিপু-দল, সবল হ'য়ে দল,
বল করি, নিজে হও শান্ত।
মিছে, আলস্য পরিহর পবিত্র-ভাব ধর,
ভাবভরে ভাব ভবকান্ত॥

মতি। (১)

পরমেশ্বরের প্রতি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কেহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু, তুমি সর্ব্বসার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা-অপার।
দুখানলে সদা জ্বলি, কা'র বলে হব বলী,
তোমা বিনা কা'রে বলি, কে আছে আমার॥
ভবক্ষুধা করে কৃশ, করহে পরম-ঈশ,
বিষয়-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
হরহর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার॥
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।
হৃদয়-আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি, করহ সংহার॥
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার-বিকার॥
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
কামনাকাননে ঘূরে, করে হাহাকার॥
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশারোগ নিবারণ, তবে হ'বে তা'র॥
মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্য হর,
এই মন কলেবর, বিভব তোমার।
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি, হেরে সে আকার॥
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি, আমার আমার।
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার

---

(১) মতি—শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্তা বুদ্ধি। যাহার এরূপ বুদ্ধি তাহার মনে বিবেকের উদয় সহজেই হয়। একারণ বিবেক ও মতি পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, সুতরাং, একের অভাবে একের অবস্থান হইতে পারে না। বিবেক থাকিলেই মতি থাকিবে-মতি থাকিলেই বিবেক থাকিবে।

সভ্যগণের প্রতি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

এই আছে, এই নাই, এইতো শরীর।
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির॥
দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোভা,
যেমন কমলদলে, ঢলঢল নীর॥
জলে দেখ বিম্ব যত, দেহে প্রাণ সেই মত,
আকাশে প্রকাশে প্রভা, যেমন অচির।
অনিত্য বিষয়াসবে, মত্ত হও কেন সবে,
সত্য-সুধা পান কর, হ'য়ে অতি ধীর॥

বিবেক।

বক্তৃতা।

দুরাচার কন্দর্পের কি দর্প? সর্প রূপে ফোঁস ফাঁস পূর্ব্বক তর্জন গর্জ্জন করিতেছে, এই সর্প কিসের মূল? বিষের মূল, মহান্ধ মহামোহ জানে না, যে, আমি ঈশের মূল টানিয়া তাহার প্রেরিত কুটিল ক্রূর কন্দর্প সর্পের সকল দর্প এখনিই চূর্ণ করিব।

মালতীলতাচ্ছন্দ।

প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুন্‌লে, তো শুন্‌লে।

হাদে বটু, পাপে রটু, কত কটু বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে॥
অনাচারে, একেবারে, অহঙ্কারে, জ্বল্‌ছে।
ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে, ঐ জ্বল্‌ছে॥
অনুভাবে, বুঝি ভাবে, নিজ ভাবে ঢল্‌ছে।
ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে॥
খেয়ে মদ, গদগদ, দুটি পদ, টল্‌ছে।
ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে॥
মিথ্যা-রথে, মিথ্যা-পথে, মিথ্যা-মতে চল্‌ছে।
ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে, ঐ চল্‌ছে॥
জায়া-বশে এনে দশে, মায়ারসে গল্‌ছে।
ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে॥
জানে না যে সত্যতরু গোপনেতে ফল্‌ছে।
ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে, ঐ ফল্‌ছে॥

প্রিয়ে, দেখ্‌লে তো দেখ্‌লে তো দেখ্‌লে।

হাদে বটু(১) পাপে পটু, কত কটু বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে॥

প্রিয়ে, শুন্‌লে তো শুন্‌লে তো শুন্‌লে॥

মতি।

হে নাথ! কন্দর্পের দর্প। ও কিশের দর্প? ও কীশের দর্প, ছি ছি, ও কথায় কর্ণ-পাত করা উচিত হয় না।

চপলামালাচ্ছন্দ।

সখাহে, পাপি বটু, কথা কটু, বলেতো,
বলুক্, বলুক্, বলুক্, যত, বল্‌তে পারে।
বল্‌তে পারে॥
যাবেহে, ছারখারে, অহঙ্কারে, জ্বলেতো,
জ্বলুক্, জ্বলুক্, জ্বলুক্, যত, জ্বল্‌তে পারে।
জ্বল্‌তে পারে॥
স্বভাবে, তত্ত্ব-ভুলে, মত্ত হ'য়ে, ঢলেতো,
ঢলুক্, ঢলুক্, ঢলুক্, যত, ঢল্‌তে পারে।
ঢল্‌তে পারে।

---

(১) বটু—বিপ্রনন্দন। ব্রহ্মচারী এবং বালক, এইস্থলে বালক শব্দ হইবে।

সখাহে, অভিমানে, সুরাপানে, টলেতো,
টলুক্, টলুক্, টলুক্, যত, টল্‌তে পারে।
টল্‌তে পারে ॥
পাতকী, ইচ্ছামতে, ভ্রান্তিপথে, চলেতো,
চলুক্, চলুক্, চলুক্, যত, চল্‌তে পারে।
চল্‌তে পারে।
এসে এ, ধরাতলে, মিছে ছলে, ছলেতো,
ছলুক্, ছলুক্, ছলুক্, যত, ছল্‌তে পারে।
ছল্‌তে পারে ॥
নাগিনী, রতিবশে, মোহবসে, গলেতো,
গলুক্, গলুক্, গলুক্, যত,গল্‌তে পারে।
গল্‌তে পারে।
পাবেহে, প্রতিফল, কর্ম্মফল, ফলেতো,
ফলুক্, ফলুক্, ফলুক্, যত, ফল্‌তে পারে।
ফল্‌তে পারে ॥

বিবেক।

হে প্রেমময়ি, প্রাণাধিকে! কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কথাও কি কোথা কেউ শুনিয়াছে? দাম্ভিক দুরাত্মাদিগের কি ভয়ঙ্কর ভাবের ভঙ্গি? কি আস্পর্দ্ধা? কি বিপরীত উক্তি? আহা! দুরাচার অহঙ্কারাদি আপনারাই পাশ-রূপি হইয়া নির্ব্বিকার— নির্ব্বিহার— নিরাধার— নিরাকার— নিত্য-নিরঞ্জন—নিখিলরঞ্জন—নিরাময় বিশুদ্ধ— বিশ্বপতি— চিদানন্দময়— পরম পরাৎপর-পরমাত্মাকে দৃঢ়-বন্ধন করত আপনাদিগের অধীন করিয়া দিন দিন দীনদশায় মলিন করিতেছে, ইহাতেও ঐ দুর্জ্জনেরা আপনাদিগে্যে পুণ্যাত্মা বলিয়া শ্লাঘা করে? আমরা সেই গুণ ছেদন করিয়া নিগুর্ণকে নিগুর্ণ করণে উদ্যত হওয়াতেই পাপাত্মা হইলাম? কি চমৎকার! কি চমৎকার! নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল হরি। হরে রাম, হরে রাম। হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! হা ধর্ম্ম! হা ধর্ম্ম! গুরুহে নিস্তার কর! নিস্তার কর। হে প্রিয়ে! যদি ইহার উচিত প্রতীকার করিতে পারি, তবেই কর্ম্ম, তবেই ধর্ম্ম, তবেই জন্ম সফল হইবে।

মতি।

হে কুলেশ্বর সুশান্ত! জীবনকান্ত! শান্ত হও, কটুভাষি কুকর্ম্মান্বিত, কদাশয় কুটিল কদম্বের কটুকথায় কি হয়? দাম্ভিকদিগের দম্ভই বল, মিথ্যাবাদির মিথ্যাই বল, এবং ধূর্ত্ত, শঠ, বাচালবর্গের বাক্‌জাল ভিন্ন অন্য বল আর কিছুই নাই।

জ্ঞানহীন মূঢ় যেই, মৌন বল তা'র।
তস্করের বল শুধু, মিথ্যা-ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল, অবলম্বে জন।
বালকের বল হয, কেবল রোদন ॥
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল, প্রাণের সম্বল।
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল ॥
ব্যাপার তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ-সেবন ॥
হিংসা বিনা হিংসকের, অন্য নাই বল।
নিন্দকের বল শুধু, নিন্দা আর ছল ॥
মীন, শঙ্খ, সমুদ্রের, বল হয় জল।
তরুদের বল শুধু, ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের, বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু, শাঁপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম-বল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অধ্মণ বল, ধনির বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম-বল তাঁর।
যতিদের বল হয়, সদা সদাচার ॥
তা'রা ধরে পুণ্যবল, পুণ্যশীল যত।
পাপ হয় বল তা'র, পাপে যেই রত।

সুশীলতা বল তা'র, গুণি যেই জন।
ঋণির কুটিল কথা, এখন তখন॥
সত্য-বল, বল তা'র, সৎ যেই হয়।
অসত্যই তা'র বল; সৎ যেই নয়॥
সুকর্ম্মশালির বল, ধীরতা- সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর যশ॥
সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগিদের যোগ।
ভৃত্যের ভূপাল-সেবা, ভোগিদের ভোগ॥
সতী-বল পতিসেবা, প্রজা-বল ভূপ।
শিষ্য-বল গুরুসেবা, ভেক্‌-বল কূপ॥
বিবেক তাহার বল, শান্ত সেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল অল্প যা'র ধন॥
শক্তি বল শাক্তের, শৈবের শিব-নাম।
বৈষ্ণবের বল হরি, রামাতের রাম॥
শান্তিবল বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা॥
ভক্তি বল ভক্তের, অন্যথা নাই তায়।
ভক্তাধীন, ভগবান, ভক্তের সহায়॥
রাজার প্রতাপ বল, বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায়, রাজ্য আর মান॥
সেই, রাজা, শান্তিবলে, বলী যদি হয়।
তা'র চেয়ে কোন বল, বলবান নয়॥
বল বল, বণিকের বাণিজ্যই বল।
বিদ্যাবলে বল ধরে, পণ্ডিত সকল॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল, যা'রা হয় খল॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন রতন।
বাচালের বল শুধু, মুখের বচন॥
দাম্ভিকের দম্ভ বিনা, বল কিবা আছে।
বাক্‌জাল, বিনা শঠ, কেমনেতে বাঁচে॥

বিবেক এবং মতির কথোপকথন॥

[এক চরণে প্রশ্ন, এক চরণে উত্তর]

প্রশ্নকারিণী মতি। উত্তরদাতা বিবেক।

ম] বল নাথ, এ জগতে, ধার্ম্মিক কে হয়।
বি] সর্ব্ব-জীবে দয়া যা'র, ধার্ম্মিক সে হয়॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সুখী বলি কা'রে।
বি] মনরোগে রোগী নয়, সুখী বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, প্রেমী বলি কা'রে।
বি] সভাবে সদ্ভাব যা'র, প্রেমী বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বিজ্ঞ বলি কা'রে।
বি] হিতাহিত বোধ যা'র, বিজ্ঞ বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, ধীর বলি কা'রে।
বি] বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, মুর্খ বলি কা'রে।
বি] নিজ-কার্য্য নষ্ট করে, মুর্খ বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, খল বলি কা'রে।
বি] পরের যে মন্দ করে, খল বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সাধু বলি কা'রে।
বি] পরের যে ভাল করে, সাধু বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বীর বলি কা'রে।
বি] জিতেন্দ্রিয় যেই জন, বীর বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, বদ্ধ বলি কা'রে।
বি] আশার অধীন যেই, বদ্ধ বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, মুক্ত বলি কা'রে।
বি] মায়ায় যে, মুগ্ধ নয়, মুক্ত বলি তা'রে॥
ম] বল নাথ, এ জগতে, সার বলি কা'রে।
বি] ঈশ্বরের ভক্ত যেই, সার বলি তা'রে॥

ললিত চৌপদীছন্দ।

জাননা কি হ'বে শেষ, হিত বাক্যে কর দ্বেষ'
নাহি, লহ উপদেশ, একি ঘোর দায়রে।

কা'র ভাবে ভাব বঞ্চ, পঞ্চাধীন হ'লে পঞ্চ,
তখন এ সব তঞ্চ, রহিবে কোথায় রে ॥
প্রপঞ্চ ভূতের রাজ্য, কর তায় যত কার্য্য
কিছু তা'র নহে ধার্য্য, সকলি বৃথায় রে।
তুমি ক্ষীণ, বোধহীন, স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন, যায় যায় যায় রে।
না করিলে নিজ কর্ম্ম, সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম, হায় হায় রে ॥
কে আমার আমি কা'র, আমার কে আছে আর
যত দেখ আপনার ভ্রম মাত্র তায় রে ॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযুষ রস; সুখে সেই খায় রে ॥
নিজ নাভি-পদ্ম-গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধ্বন্দে, নানা দিকে ধায় রে।
সেইরূপ অনুদ্দেশ, করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছে দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে ॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা, ভাবহ উপায় রে ॥
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট, সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যা'রা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুঁতুল নাচায় তা'রা, পুঁতুল না চায় রে ॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
করিয়া কামনা কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তা'র সায় রে ॥
বার বার ফিরে আসা, আসায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে ॥

না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কা'রে,
জাননা যে এসংসারে, শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল, অবিমল, মহাবল, রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল, ছল যদি পায় রে ॥
কা'র বলে তুমি চল, কা'র বলে তুমি বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে, ভুলিলে মায়ায় রে।
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছা মিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে ॥
গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ভাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে ॥
আমি বলি ঘরে, চল, বনে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও; থাকিতে উপায় রে ॥
যত্ন করি প্রাণ পণে, সুখ-ফল অন্বেষণে,
বিষয়-বাসনা বনে, ভ্রমিব বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোক জন,
ফিরে যাই ওরে মন, আয় আয় আয় রে ॥

মতি।

হে নাথ! জিজ্ঞাসা করি, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, যদি সেই আত্মা স্বয়ং পরমেশ্বর, নিত্য সত্য, নির্লেপ, যাঁহার প্রভাব মাত্রেই এই অখিলসংসার বিস্তাররূপে প্রচার হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তবে পাপিষ্ঠ কামাদি কি প্রকারে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে?

বিবেক।

পুরুষ যদ্যপি হয়, ধীর শান্ত অতিশয়,
ন্যায়শীল নীতিজ্ঞ পণ্ডিত।
সমুদয় গুণাধার, যা'র সম নাহি আর,
নিজ-গুণে ভুবন-বিদিত ॥

তা'র মন কোন ছাঁদে, ললনা-ছলনা-ফাঁদে,
যদি গিয়া পড়ে একবার।
বুদ্ধি তা'র লোপ পায়, ধৈর্য্য যায় জ্ঞান যায়,
নাহি থাকে শান্তির সঞ্চার॥
কামিনী-কুহক-জাল, কপট কটাক্ষ কাল,
হয় অতি অনর্থের মূল।
ভিতরের সার যত, একেবারে ক'রে হত,
স্থূলে মূলে ক'রে দেয় ভুল॥
আপনার মনোমত, বিড়ম্বনা করে কত,
কতরূপে প্রমাদ ঘটায়।
কখন' মধুর স্বরে, মন হরে মুগ্ধ করে,
কত ছলে, হাসায় কাঁদায়॥
বারবধূ বঞ্চনায়, কামুকের ঘটে দায়,
যে প্রকার হয় ব্যতিক্রম।
মায়াবশে সেইরূপ, হেরিয়া অসৎ রূপ,
আত্মার হ'য়েছে আত্মভ্রম॥
যেমন সহস্রকর, ধ্বান্তহর দিনকর,
আচ্ছাদন হন অন্ধকারে।
এই আত্মা সেই মত, প্রকাশে প্রভাব হত,
জ্যোতিহীন মায়ার বিকারে॥
যদি তিনি অবিনাশ, প্রভাব না হয় হ্রাস,
তবু দেখ মায়ার কৌশল।
মন-রূপ রজ্জু ছাঁদে, ফেলিয়া শরীর ফাঁদে,
চিদানন্দে ক'রেছে চঞ্চল॥
যেমন কুসুম জবা, আপন লোহিত প্রভা,
স্ফটিকেরে করে বিতরণ।
সেরূপ আপন রসে, আনিয়া আপন বশে,
আত্মরূপ করিয়াছে মন॥
মনের নির্ম্মিত ঘর, নবদ্বার কলেবর,
ভূতের ভবন এই বাস।
সর্ব্বসার বলি যা'রে, রত তিনি অহঙ্কারে,
এই বাসে করিছেন বাস॥
এই ব্রহ্ম সর্ব্বঘটে, সম্ভাবনা কিসে ঘটে,
যদি প্রিয়ে কহ এই কথা।
সেই এক সর্ব্বগত, সর্ব্বঘটে সেই মত,
জলে জলে সূর্য্যছায়া যথা॥
এ ভব মায়ার মেলা, এ সব মায়ার খেলা,
ভেলা ভেলা মায়ার কৌতুক।
মন সুত-অহঙ্কার, পিতামহ আত্মা যা'র,
তা'র বশে পেতেছেন দুখ॥
হ'য়ে মূল এত ভুল, কল্পনায় যেন স্থূল,
অবিদ্যা-নিদ্রায় অচেতন।
হায় হায় কব কায়, অভিভূত হ'য়ে তায়,
দেখিছেন কতই স্বপন॥
এই আমি, এই দেহ, এই যে আমার গেহ,
এই এই সম্পত্তি আমার।
এই পিতা, এই মাতা, এই পুত্র, এই ভ্রাতা,
এইতো আমার পরিবার॥
এই ভূমি, এই ধন, এই সেনা, এই জন,
আমার বান্ধব এই সব।
এ সবার কর্ত্তা আমি, কুলীন কুলের স্বামী,
ধনে মানে আমার গৌরব॥
আপনি স্বভাব * তিনি, স্বভাবের কর্ত্তা যিনি,
তাঁর এই স্বভাবে অভাব।
প্রকৃতির † হেন ক্রম, প্রকৃতির ‡ করে ভ্রম,
প্রকৃতির প্রবাল স্বভাব॥
যাঁর নাই অন্ত, আদি, জনম, মরণ আদি,
তাঁর হয় যাতনা সম্ভোগ।
দৃঢ়পাশ করি ছেদ, ঘুচাই এসব খেদ,
কিসে তা'র হইবে সুযোগ॥

মতি।

মোহিনীচ্ছন্দ।

মায়া-মাগী, বড় ঘাগী, বুঝিলাম প্রাণ হে।
ক'রেছে কেমন্ দেখ, বিষম সন্ধান হে॥

---

* ব্রহ্মানন্দরূপ। † মায়া। ‡ স্বভাব।

গোপনে পিশাচী করে, এমন সন্ধান হে।
ভিতরের ভাব তা'র, না হয় সন্ধান হে॥
মায়ার কি মায়া § নাই, এমনি পাষাণ হে॥
পতিরে বঞ্চনা করে, বেশ্যার সমান হে॥
কেমনে পাবেন আত্মা, পাশে পরিত্রাণ হে।
কে এসে করিবে তাঁরে, প্রবোধ প্রদান হে॥

বিবেক।

(লজ্জায় অমনি অধোবদন।)

মতি।

হে নাথ! এ কি? এ কি? এ কি? অকস্মাৎ কেন এমন্ হ'লে, তোমার ভাব দেখে কেমন্ কেমন্ বোধ হ'চ্ছে। আহা! আহা! প্রসন্ন-বদন কেন বিষণ্ণ হ'লো? কেন মুখখানি হেঁট্ কোরে রাখলে? কেন হাত দিয়া চক্ষু দুটি ঢাক্‌লে? এত লজ্জা কেন? লজ্জা কেন? বলি, এ কি? এ কি?

বিবেক।

বলি এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়, হরি-বোল হরি, আত্মার বন্ধন মোচন? তা হ'তে পারে, হ'তে পারে? এমন্ কিছু নয়, এমন্ কিছু নয়, হরে রাম-হরে রাম, তা হ'তে পারে, তা হ'তে পারে।

(আরো অধোমুখ।)

মতি।

আহা কেন হেঁট্ হ'য়ে, চোখে দিলে হাত।
যেন কত অপরাধ, করিয়াছি নাথ॥

§ কৃপা।

কাঁচুমাচু মুখখানি, আমা-পানে চেয়ে।
কথা যেন কহিতেছ, থতমত খেয়ে॥
আচম্বিতে কেন হেন, ভাবের সঞ্চার।
কি ভাব, কি ভাব, মনে, কি ভাব তোমার॥
বিশেষ নিগূঢ় ভাব, কি আছে এমন।
অধীনী দাসীর কাছে, করিছ গোপন॥
এ বড় হাসির কথা, ওহে গুণরাশি।
অধরে বঞ্চনা করে, ক'রে থাকে হাসি॥
সাগরে বঞ্চনা যদি, ক'রে থাকে জল।
স্বাদেরে বঞ্চনা যদি, করে সুধাফল॥
নাসারে বঞ্চনা যদি ক'রে থাকে বাস।
ক'রোনা আমায় তবে, স্বভাব প্রকাশ॥

বিবেক।

তবে বলি, তবে বলি। তুমি কিছু তেমন নও। তা জানি, তা জানি, তবে বলি, কিন্তু বলতে বড় ভয় ভয় করে। কি জানি, যদি কপাল-দোষে হিত বল্লে বিপরীত হয়, ফলে তুমি কিছু তেমন নও, প্রিয়ে বলতে বড় ভয় করে, ভয় করে, কিন্তু না বল্লেও নয় তবে বলি? তবে বলি, বলি সেই উপনিষদ্দেবী প্রিয়ে তুমি আমার হৃদয়ের রতন, তবু সেই উপনিষদ্দেবী, উপনিষদ্দেবী।

মতি।

হে নাথ! হে শিরোভূষণ! বলি এমন কেন কর? এত লজ্জাই কেন? তোমার ভয়ের বিষয় কি আছে? তুমি আমার ভর্ত্তা, সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বস্ব ধন, তোমা ভিন্ন এ অধীনীর আর কে আছে? আমি তোমার দাসীর দাসী, আমাকে যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার। আমার দেহ, প্রাণ, ধন মন,

সকলি তোমার শ্রীচরণে। আর এ প্রকারে এ দুঃখিনীরে কেন ব্যাকুল কর, আমারে আর কাতর করা উচিত হয় না, তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত কর, কুল-গুরু তোমার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। মনোরথ পূর্ণ হোক্ পূর্ণ হোক্।

বিবেক।

হে প্রিয়ে! তুমি যদি সদয় হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাহস প্রদান করিলে, তবে আমি কৃতকার্য্য হইবই হইব, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই, তবে শুন। প্রফুল্লচিত্তে নিগূঢ় কথা বলি, অভিমান* এবং ঈর্ষা ‡ প্রভৃতি দোষ সকল পরিহার পূর্ব্বক যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যকে অন্তঃকরণের আসনে স্থান প্রদান কর, তবে এখনি চিরবিরহিণী মানিনী উপনিষদ্দেবীর সহিত আমার সঙ্গম হয়। সেই সাধ্বী এক্ষণে অসূয়াতে ব্যাঙ্গনা, অতি দুঃখিনী অনাথার ন্যায় মলিন দশায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ মাত্রেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হেতু প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম লাভ হইবে, এ বিষয়ে তোমার স্বপত্নী শান্তি প্রভৃতির বিশেষ অভিমত আছে, হে প্রিয়ে পাছে তুমি অভিমান কর, মনে বেদনা পাও, এই আশঙ্কায় আমি এতক্ষণ ভীত ছিলাম, লজ্জিত ছিলাম, ঐ প্রবোধচন্দ্র স্বরূপ কুমারের কল্যাণে চির-বিপক্ষ মহোমোহ ও তাহার দল বল, অনুচর সহচর সকলকেই সংহার পূর্ব্বক জগতের আদিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিষয়ানুরাগাদিরূপ দৃঢ়রজ্জু-বন্ধনের যাতনা হইতে মুক্ত করিতে পারিবই পারিব।

মতি।

বলি ঐতো? বলি ঐতো? বলি ঐতো? আমি তেমন্ মেয়ে নইতো। বলি ঐতো? হে প্রিয়, যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী অনর্থকারিণী প্রমাদিনী হয়, সেই নারীই ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহী স্বামির অভিমত ব্রতের বিরুদ্ধাচরণ করে। সৎকার্য্য সাধন বিষয়ে কেন অমন কর, অমন কর? যদি শত্রুকুল ক্ষয় হয়, তবে উপনিষ-দ্দেবীকে চিরকাল রমন কর, রমণ কর। যদি কুলপ্রভুব উদ্ধার হয়, তবে তুমি অবিচ্ছেদে তাহাতে গমন কর, গমন কর। বঁধুহে, যেরূপে হয় বিপক্ষদের দমন কর, দমন কর।

স্বামির মঙ্গলেই দাসীর মঙ্গল! স্বামীর সুখেই দাসীর সুখ, তুমি যাহা করিবে, আমার হৃদয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

বিবেক।

হে প্রিয়ে, যদি অনুকুলা হইয়া অনুমতি করিলে, তবে আমি উপনিষদ্দেবীর অঙ্গ সঙ্গ করণ কারণ ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণার্থ প্রথমে শমদমাদিকে নিযুক্ত করি।

[এইরূপ কথোপকথোন করিয়া দুই জনে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

* অভিমান,—প্রণয়কোপ।

‡ ঈর্ষা—অসহন।

প্রথম অঙ্ক।

-০:৩:০-

বিবেক মহারাজের এতদ্রূপ যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং সূচনা শ্রবণ পূর্ব্বক মহারাজ মহামোহ দেশ, কাল, পাত্র-বিচার করত স্বপক্ষরক্ষণ এবং বিপক্ষ বিনাশন নিমিত্ত দম্ভাদিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

দম্ভ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয়॥
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র চন্দ্র অতি খর্ব্ব
তুচ্ছ বিধি, হরি শর্ব্ব, আমি সর্ব্বময়॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিলে তুলে,
লঘু হ'য়ে রবি, শশী, গগনতে রয়॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহা পুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে॥

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর মহারাজ মহামোহ এই মাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন, 'হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু, তোমার কুশল হোক্, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমাদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শম দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর আর মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার, অযোধ্যা শ্রীক্ষেত্র কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, এবং সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি সকল তীর্থে গমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক শত্রুদিগ্যে সংহার কর। ব্রহ্ম-চারি, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমি-গণের আশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশী-বাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।

চপলাগতিচ্ছন্দ।

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখ্‌ড়া, পাখ্‌ড়া, পাখ্‌ড়া।
ওন্‌কো, পাখ্‌ড়া, পাখ্‌ড়া পাখ্‌ড়া॥

নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা,
হাম্ বড়া হ্যায় বাঁকড়া।
বাবা হাম্ বড়া হ্যায়, বাঁকড়া॥
আবি যাকে, মারো তাকে,
ঢোঁড়্ ঢোঁড়্ কে, আখ্ড়া॥
বাবা, ঢোঁড়্ ঢোঁড়্কে আখ্ড়া॥
কাঁহা যাগা, কাঁহা ভাগা,
মারা যাগা, মাকড়া।
বাবা, মারা যাগা মাকড়া॥

(অন্যদিকে মুখ করিয়া।)

কোথা সে বিবেক বুড়ো, কোথা গেল বোক্ড়া,
কোথা গেল মতি রাঁড়ী, কাঁকে ক'রে ধোক্ড়া,
আমারে দেখিলে তা'রা, ভয়ে হ'বে কোঁক্ড়া।
কারাগারে ভোরে শেষে, খেতে দেব ওক্ড়া॥

(আর এক দিকে চাহিয়া।)

বাপ, মার, আশীর্ব্বাদে, আমি কিরে হার্ব্ব?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নখে তুলে, ফেলে দিতে পার্ব্ব॥
শত্রু দলে ধর্ব্ব বলে, একে একে সার্ব্ব।
মার্ব্ব মার্ব্ব, মার্ব্ব প্রাণে, একেবারে মার্ব্ব॥

কা'র হেন সাধ্য আছে, আমার কি কর্ব্বে।
মাথার উপরে কেটা, দুটো মাথা ধর্ব্বে?
আমাদের অধিকার, শক্তি কা'র হর্ব্বে।
আপনার দোষে তা'রা, আপনারা মর্ব্বে॥
চিরকাল সমভাবে, দ্বেষ জ্বরে জর্ব্বে।
নিয়ত মনের দুখে, চোখে জল ঝর্ব্বে॥
মায়াক্ষেত্র ছেড়ে তা'রা, কোথা গিয়ে চর্ব্বে।
চারিদিকে ছাঁকাজাল, কোন্‌দিগে তর্ব্বে॥
চোর সম বন্দি হ'য়ে, পায়ে বেড়ী পর্ব্বে।
প'ড়েছে যমের হাতে, কেমনেতে সর্ব্বে॥

(আবার অপর দিকে চাহিয়া।)

আয় রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে, ছন্দ।

এই হাত ছাড়্য়ে।	গোঁপ বুক্ চাড়্য়ে॥
মৃত্যুবাড়্ বাড়্য়ে।	ধেয়ে কোঁক্ ভাঁড়্য়ে॥
ফণি ফণা নাড়্যে।	কোথা যাবে আড়্য়ে॥
ধরাতলে পাড়য়ে।	কাটফাঁড়া ফাঁড়্য়ে॥
কোসে কোসে ঝাঁড়্য়ে।	একগাড়ে গাড়্য়ে॥
বুকে পিটে দাঁড়্যে।	দুই পায়ে মাড়্য়ে॥
দেশ থেকে তাড়্যে।	দেব ভূত ঝাড়্য়ে॥
কোপ তোপ ছুঁড়্বে।	গুলি গোলা জুড়্বে॥
ত্রিভুবন ফুঁড়্বে।	ধূমে দিক্ মুড়্বে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পুড়্বে।	ধূলো হ'য়ে উড়্বে॥
মাথা মুড়্ খুঁড়্বে।	বিপক্ষেরে ভূড়্বে॥
ঝাড়ে ঝোড়ে ঝড়্বে।	হাড়ে হাড়ে থড়্বে॥

তিন্তাধিনা পাকালোনা ছন্দ।

নোড়্বনা তো, লোড়্বো সুখে।
পোড়্বো রূকে, চোড়্বো বুকে॥
শত্রু যদি আসে ঝুঁকে।
থাব্ড়া কোসে, মার্ব্ব বুকে॥
জোম্কে আমি, বোস্বো য'বে।
চোম্কে যাবে, দেব্তা সবে॥
ধোম্কে দেব, উচ্চ রবে।
সূর্য্য, শশী, থোম্কে র'বে॥
তুচ্ছ লোকে, উচ্চ ছলে।
পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে।
দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে॥
মেল্বো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে।
ঠেল্বো পায়ে, মেরে মেরে॥
খেল্বো খেলা, শত্রু ঘেরে।
হেল্বোনাতো, ফেল্বো সেরে॥

পুনর্ব্বার আরএকদিকে মুখকরিয়া।

চৌপদীচ্ছন্দ।

বিবেকের দল যা'রা, সুমুখে আসুক্ তা'রা,
এখনি করিব সারা, বুকে মেরে সোড়্‌কে।
কা'রে আমি লক্ষ্য করি, কা'র তরে অস্ত্র ধরি,
কেঁপে যাবে থরহরি, কোসে নিলে কোড়্‌কে,
প্রকাশ করিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
তখুনিই টলমল, গিরি পড়ে হোড়্‌কে।
দেখিলে আমার ভুর, স্তব্ধ হয় তিন-পুর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, ভয়ে যায় ভোড়্‌কে॥
কোথা মাগী, বিষ্ণুভক্তি, আমার স্বভাব শক্তি,
হেরে তা'র হরিভক্তি উড়ে যাবে ফোড়্‌কে।
আছে ধর্ম্ম কোন দেশে, মারা যাবে অবশেষে,
এখনি দাঁড়াক্ এসে, দাঁতে ক'রে খোড়্‌কে।

আহা কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সকল প্রকার লোকেরাই আমার অভিমত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, কর্ম্মচারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মচারী জনেরা ছলনা দ্বারা নিরন্তর কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে, তাবতেরি "মুখে একখানা পেটে একখানা" কপটতা করিয়া লোকের নিকট কহে, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমি অগ্নিহোত্রী আমি তপস্বী।" কিন্তু মনে মনে কিছুই করে না। 'আমিই ব্রহ্ম, আমার পাপ কোথা? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিব এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিরা রমণীদিগ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তৎসুখ-সম্ভোগকে পরম ব্রহ্মচর্য্য এবং বারবধূ-মুখমধু পানের আনন্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান করিতেছে। অগ্নিহোত্রি-দিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই কেবল মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং তপস্বিরা তপস্যা না করিতে করিতেই আগেভাগে এই বর মাগিতেছে, যে, আমি যেন শীঘ্রই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইয়া শচী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীগণের রতিরস সম্ভোগ করিতে পারি, ইত্যাদি।

(দূর হইতে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক।)

গঙ্গার ওপার হ'তে এ পারে ঐ কে আস্‌ছে? গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্-ভাস্‌ছে। সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষ্‌ছে? বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্‌ছে? ঐ যে দেখি ভণ্ডদলের ভণ্ডামি সব্ নাশ্‌ছে? নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে? হ্যাদে, ঐ কে আস্‌ছে? কে আস্‌ছে? বোধ হয়, ইনি দক্ষিণরাঢ়দেশ হইতে আগমন করিতেছেন। ইঁহারই নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।

[পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাকে হাত।]

অহঙ্কার।

(সভা প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গরিমা।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমি সহজ ত নয়। জীবের সহজতনয়॥
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আমার প্রভাবেতে হয়।
সবার প্রধান আমি, কুলীন-কুলের স্বামী,
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়॥
আমার যে কত মান, নাহি তা'র পরিমাণ,
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
অপদার্থ অযথার্থ, হেরি সমুদয়॥

মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যা'রে,
সেই জীব একেবারে, মাটি হ'য়ে রয়।
কথা নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের দুখে,
বঞ্চিত সঞ্চিত-সুখে, থাকিতে বিষয়॥
বিধি, হরি, হর, কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
না ক'রে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়।
জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর,
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয়॥
আমার চেতনে ভাই, অচেতন কেহ নাই,
সচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়।
প্রভাহীন হ'লে আমি, কাম নাহি হয় কামী,
তবে আর, আমি আমি, মুখে কেবা কয়॥
না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
সহজে, প্রবৃত্তি, পায়, নিবৃত্তিতে লয়।
প্রকৃতি প্রধানা স্থূল, জগতের আমি মূল,
আমা হ'তে যত কুল, হ'তেছে উদয়॥
করি ক্রম, পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখন' কি হয়?
করিয়া কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
মূঢ়-জনে এই সৃষ্টি, মিছে তবু কয়॥

বক্তৃতা।

(সভ্যগণের প্রতি।)

রূপে, গুণে, মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা, সুত, ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যা'রা, অনুগত তা'রা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখন' করেনা রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হ'য়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত-ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হ'য়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তা'র চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তা'রে॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভয়ভরা-যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির-নাজির,
বাদশার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলপুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।

আমি লোক গুরু, আমা হ'তে গুরু,
কে আছে ভুবন মাঝে।
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখন' হবে।
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী র'য়েছি ভবে ॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
মানি ব'লে কা'রে মানি ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হ'তে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব্‌দিকে দড়,
কিসে হ'ব পরাভব ॥
মনে যদি করি, স্বর্গবিদ্যাধরী,
এইখানে আনি ব'সে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি, শশী পড়ে খ'সে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তা'র বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া ॥
সহিত অমর, করি জোড়-কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধপুরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া, গুণে ভরা ॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হ'য়েছি প্রধান ধণী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয়-জয় ধ্বনি ॥

এই দেখ নাম, এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখ্‌মলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ী,
এই দেখ গাড়ী, ঘোড়া।
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
এই দেখ জামাজোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপমোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘরজোড়া ॥
কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর,
কেমন্ হাতের কোড়া।
কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি,
কেমন্ ফুলের তোড়া ॥
দেখনা কেমন্, চিকন-বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহার' হ'বে ॥
সবে আঁখি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে, কটু যদি ঝাড়ে,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥

(তীর্থবাসি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি।)

আমোদিনীচ্ছন্দ।

আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা সব্ সর্ সর্ সর্ ॥

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত, সমুদয় মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয়, মিছে কলেবর॥
কা'রে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোরপাপি, অভাজন, নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে, বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
পচা ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
আমায় ছুঁস নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা সর্ সর্ সর্ সর॥

অপরদিকে মুখ করিয়া

ভট্ট যত, খট্ট মট্ট বকে কত,
নাহি জানে ভট্ট-মত, শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি-কৃত আহা! মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা, চক্ষের গোচর॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার তাহে কা'র,
সামুদ্রিক, আর আর, মত-স্থিরতর।
প্রভাকর-মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর্ দূর্ দূর্, দূর্ পশু, মর্ মর্ মর্ মর্॥
তোরা, মর্ মর্ মর্ মর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে. কেউ ছুঁস্‌নে কেউ ছুঁস্‌নে রে,
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

আবার অন্য দিকে মুখ করিয়া বিকট ভঙ্গিতে!

যে দিকেতে ফিরে চাই, নরপশু দেখি ভাই,
কার' কিছু বিদ্যা নাই, পেটের ভিতর।
কা'র্ কাছে করি খেদ, নাহি ছেদ, নাহি ভেদ,
ঘাটিয়া অলীক বেদ, ব্যস্ত পরস্পর॥
যত ধূর্ত্ত পাপভাগি, উদরের অনুরাগি,
কেবল ধনের লাগি, ব্যাকুল-অন্তর।
বিফল বেদান্ত প'ড়ে, মিছেমিছি যত গোড়ে,
ঘুরিতেছে নোড়ে চোড়ে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
মুখে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে,
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

অন্য দিকে মুখ করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য পূর্ব্বক

হ্যাদে এটা, ব্রহ্মচারী, ক'রেছে আসব জারি,
পাঁঠা শিখেছে ভারি, নিয়ম্-বর্ব্বর।
কেরে ষণ্ড, এ পাষণ্ড? অতি গণ্ড, অতি ভণ্ড,
শাস্ত্র করে লণ্ড ভণ্ড, হ'য়ে দণ্ডধর॥
এটা কেটা, জ্ঞান-চাসা, কিড়্ বিড়্ মুখে ভাষা,
আঙুলেতে মুক্ত-নাসা, খাসা-দিগম্বর।
ঊর্দ্ধদিকে বাহুনেড়ে, চেঁচাতেছে ডাক্‌ছেড়ে,
হ্যাদে খেড়ে, কেনে দেড়ে, তেড়ে গিয়ে ধর।
ওরে, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্॥
মায়ায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে,
সর্ সর্ সর্ সর। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।

অন্য দিকে মুখ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক।

হ্যাদে পোড়া, কেরে গোঁড়া তীলোক কপালজোড়া,
নিয়ে যত মুড়ীনোড়া, ভরিয়াছে ঘর।
ধর্ম্মশীল যেন বক্, মালা করি ঠক্ ঠক্,
ঠকাতেছে যত ঠক্, ব'লে হরি হর॥

কেন করি দরশন, এখানেতে যতজন
নরকের নিকেতন, পাপের আকর।
কপট কুহকী খল, কেমন্ করিয়া ছল,
ফেলিছে নযন জল, দর্ দর্ দর্ দর্।
ফেলে, দব্ দর্ দর্ দর্॥
আমায় ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে রে,
সর্ সর্ রর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

(ক্ষণকাল পরে অজ্ঞাত-দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া বিতর্ক।)

উত্তরবাহিনী-গঙ্গাতীরে ঐ কোন্ ব্যক্তির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে? সুদৃশ্য উচ্চ বংশদণ্ডের উপর সুচিক্কন নির্ম্মল ধবল বস্ত্র সকল উড়িতেছে। আহা! কি মনোহর উপবন! আশ্রমকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্রশোভা বিস্তার করিতেছে। প্রফুল্ল-ফুলের সুসৌরভ মৃদু-মন্দ মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। ঐ, যে, দেখি, সুখের সামগ্রী সকলি রহিয়াছে। এ স্থান পবিত্র বটে, দুই তিন দিন এখানে-বাস করিলেও করা যাইতে পারে।

(পরে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বকুল-বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বাম কটিতে বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণহস্তের দুটি অঙ্গুলিতে গোঁপ বিন্যাস করিতে করিতে চিন্তা।)

হাঁ ঐ যুবাপুরুষটি যে, সাক্ষাৎ দম্ভের ন্যায় মূর্ত্তিমান, বিলক্ষণ সুলক্ষণ-যুক্ত সুপুরুষ বটে। শরীরে সুচিহ্ন সকলি দেখিতেছি, ব্রহ্মানুষ্ঠানেরাও ত্রুটি নাই, পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে নিকটে যাই।

(পরে কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা।)

কেমন্ তোমার মঙ্গল্ তো?

নাসিকা হইতে অঙ্গুলি চালিয়া ভঙ্গিমা-দ্বারা হুঁঙ্কার-শব্দে নিবারণ।

হুঁ হুঁ হুঁ-ও দিকে

দম্ভের ভৃত্য।

ভিতরে কেন? ভিতরে কেন? বাহিরে যাও, বাহিরে যাও। তোমার সকল শরীরে ময়লা, ঐ ধূলো। স্নান করনি, পা ধোওনি, আমার প্রভুর এ পবিত্র আশ্রম। এখানে কি এমন্ কোরে আস্তে আছে? তোমার গায়ের ঘাম যদি উড়ে প্রভুর গায়ে লাগে তবে তিনি কোপদৃষ্টে চাইলে পরেই তুমি এখনি পুড়ে ভস্ম হ'বে।

অহঙ্কার।

কি, এত আস্পর্দ্ধা? এত অভিমান? এত সাহস? আমি ভস্ম হব? আমি অপবিত্র? কি? ওরে, এটা কি ম্লেচ্ছের দেশ? এরা অতি ব্যলীক, অধার্ম্মিক, আমি বিশ্বপূজ্য, সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, মহাকুলীন চূড়ামণি, আমার আগমন, আমার পদার্পণ, যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভাগ্য ব'লে স্বীকার করে।—এরা কি নরাধম; কি মহা-পাপি; নিতান্তই ভাগ্যের দোষ, আমার চরণ-পূজা না কোরে দম্ভ করে? অমান্য করে? আমাকে বলে বাহিরে যা।—আমাকে বলে অপবিত্র। কি? কি? যত দূর্ মুখ্, তত দূর কথা?

দম্ভ।

সেফালিকাচ্ছন্দ।

বুড়া হ'লে বুদ্ধি যায়, মিছে কিছু নয়।
কি সাহসে, কাছে আসে, নাহি করে ভয়॥
নাহি জানে আমাদের, কুলপরিচয়।
এর্ কথা, কাণ্পতে, শোনা ভাল নয়॥
নিতান্ত অজ্ঞান এটা, জ্ঞান নাই ঘটে।
ঘোর অহঙ্কারে অন্ধ, তাই বটে বটে॥
স্বকীয়-স্বভাব-দোষ, অনলেতে জ্বলে।
আমার্ আশ্রমে এসে, ম্লেচ্ছদেশ বলে॥
রাগেতে শরীর পোড়ে মূর্ত্তিখানা হেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে॥
কদাকার আগা, মুড়ো,
এ কো্ হরির্ খুড়ো,
কোথা থেকে এসে বুড়ো, কথা কয় ঠেবে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে,কেরে ? এটা কেবে॥

নিজ মুখে বলা নয়, আপন মহিমা।
কত দূর বড় আমি, কে জানিবে সীমা॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্ম, ভাবে গদগদ।
স্বর্গ হ'তে জল এনে, ধুয়ে দেয় পদ॥
মস্তকের চুল দিয়া, পুঁছায় চরণ।
বুকের উপরে কবি, গোময় লেপন॥
আপনার সুপবিত্র হৃদয় আসনে।
মাথা খাও, খাও ব'লে, বসায় যতনে॥
বুড়োটার্ কাছে এই, পরিচয় দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে
কথাগুলো কড়া কড়া, স্বভাব বিষম্ চড়া,
গঙ্গার ঘাটের মড়া, ছুঁস্‌নেক' এরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে এটা কোরে॥

আমাদের কুলে যত, গুরুজন আছে।
সমভাবে প্রিয় আমি, সকলের কাছে॥
সকলের সার ধন, মন বলে যা'রে।
সে মন আমায় ছেড়ে, থাকিতে কি পারে॥
যা'র মনে নাহি হয়, স্বামীর উদয়।
বৃথায় শরীর তা'র, শব সম হয়॥
বৃষকাট কাঁকে ঝোলে, আজ্ কাল্ মরে।
আমর নিকটে এসে, আস্ফালন্ করে॥
ফের্ যদি চেড়ে উঠে, দেব তবে সেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে॥
নাহি জানে যোগ যাগ, নাহি কোন অনুরাগ,
নাকের আগায় রাগ, ফেরে কত ফেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে,কেরে ? এটা কেরে॥

আমার হুমের ধূমে, ধূমের ব্যাপার।
আকাশে হ'য়েছে তায়, মেঘের সঞ্চার॥
ভ্রমে লোক গগনেতে, বজ্রনাদ কয়।
আমার হুঙ্কাব সেটা, বেজ্রনাদ নয়।
লোকেতে রটনা কবে, চপলা বলিয়া।
আমার নিশ্বাস ছোটে, অনল হইয়া॥
মনি, ঋষি, তেজ ধরে, আমাব প্রকাশে।
তুচ্ছ জনে, উচ্চ করি, গায়ের বাতাসে॥
বাহিরে দাঁড়াতে বল্, গিয়ে এক্ টেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ! এটা কেরে॥
বুড়ো ব'লে হয় দয়া, নতুবা দিতেম্ গয়া,
যদ্যপি যাচিজ্ঞা করে, ভিক্ষা কিছু দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে॥

অহঙ্কার।

শাসকচ্ছন্দ।

(ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক।)

কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই, কেটা।

কি তোর্ বাপের্ নাম্, তুঁই কা'র্ বেটা ॥
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ?

কটু কথা, যত থাকে, ব'লে সাধ্ মেটা।
ঘেঁটিবনা, পারিস্, ঘেঁটাতে, যত ঘেঁটা ॥
অভিমানে ফেটে মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেটা ॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখানি গেঁটা।
ব্যাভারে গাদার মত, হাঁদা নাদাপেটা ॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা।
আমার স্বজিত সব, জানেনাক' সেটা ॥
মুখ্ফুটে বলা নয়, নিজ গুণ যেটা।
জেনেছি চালাক্ বটে, বস্তুহীন এটা ॥
বাপ্ বাপ্, একি পাপ্! কচিছেলে জ্যাটা ॥
এঁচোড়ে পেকেছে ছোঁড়া, এ, যে বড় ল্যাটা।
বয়সেতে দেখি নাই, এর্ মত ঠেঁটা।
কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই কেটা ॥
কি তোর্ বাপের নাম্, তুই কা'র বেটা।
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ॥

দম্ভ।

(স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিযা)

ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ওরে—ইনি আমার পরমপূজ্য মাথারমণি। বাবার বাবা-পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্,। জল আন্, জল আন্। আমি চরণ-যুগল পূজা করি, পূজা করি।

(গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া)
অষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হে পিতামহ!, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমার মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার।

(আহ্লাদে গদ গদ হইযা।)

ওরে তুই দম্ভ? তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম্, এখন্ তোর বয়স হ'য়েছে, গোঁপ উঠেছে, যুবা হ'য়েছিস্। আমি বুড়ো হ'য়েছি. চোখে আর তেমন্ তেজ্ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরও কিছু বৈলক্ষণ্য হ'য়েছে। হাঁরে ভাই! "অসভ্য,, নামে তোর, যে, একটি দুধের্ ছেলে, সেটিতো ভাল আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই র'য়েছে, আমি তা'রে ছেড়ে এক মূহুর্ত্ত-কাল ও প্রাণধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োট্,, কোনোমতেই কোল্ ছাড়া হয়না, আপনার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছে।

অহঙ্কার।

ও নাতি, ও ভাই। হাঁরে তোর পিতা "লোভ,, ও মাতা "তৃষ্ণা,, তাহারও কি এখানে আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।

অহঙ্কার।

হে ভাই! ব্যাপার-খানা কি? মহামোহের নাকি অতিশয় অমঙ্গল ঘটনাব সম্ভাবনা হইতেছে? আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহারাজ এখন কোথায়! কিরূপ অবস্থায় আছেন? কি কি অনুষ্ঠান করিতেছেন?

দম্ভ।

দাদা মহাশয়! আমাদিগের কুলসংহারে-উদ্যত-বিবেক এই বারাণসীতেই বাস করিয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের জন্ম-প্রদান করিবে, তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে এরূপ নিশ্চয় করিয়াছে, এই স্থান কামক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব-রহিত, ব্রহ্মপুরী, এইখানেই বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইব। এই সমাচার শ্রবণ করিয়া অস্মদাদির কুলস্বামি মহামোহ ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশীধামে আসিয়া সর্ব্বারম্ভে বাস করিবেন। প্রভু এখানে রাজত্ব করিলে বিবেক কখনই প্রবল হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবেনা, আমরা যুদ্ধ-করিয়া তাহার দল বলকে বিনাশ করিব, তাহা হইলেই বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইতে পারিবেনা। ফলে একটা ঘোরতর-ভয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বারা অনেক-কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে।

অহঙ্কার।

(আসনে বসিয়া গালে হাত দিয়া)

ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়।
এ, যে, বিষম বিষয়॥
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়॥
মনে হ'লো ভয়, বড়, মনে হ'লো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

বিদ্যা, আর, প্রবোধের, জন্ম যদি হয়।
তবেই ত একেবারে আমাদের ক্ষয়॥
স্থান গুণে, মনে মনে, হ'তেছে সংশয়।
বিপক্ষ বিনাশ করা, শক্ত অতিশয়।
কেমনে বারণ করি, জ্ঞানের উদয়।
এত দিনে বুঝি আর, কুল নাহি রয়॥
অতি পাপি, মহাপাপি, পাপি সমুদয়।
কাশীতে মরিলে কেহ, জন্ম নাহি লয়॥
ভবের বন্ধন তা'র, কাটিবে নিশ্চয়।
একেবারে মুক্ত হ'য়ে, পায় জীব লয়॥
ভবভয়হর হর, ভব যা'রে কয়।
মনোভব যা'র নামে, ভয়ে পরাজয়॥
সেই ভব কাশীনাথ, সদানন্দময়।
পাপি তাপি মূঢ়জনে, সদাই সদয়॥
আপনি জীবের হ'য়ে, হৃদয়ে উদয়।
"তত্ত্বমসী" মন্ত্র দেন, মরণ সময়॥
এখানে কেমনে তবে, শত্রু করি জয়।
ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়॥
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ তো নয়, বড়, সহজ তো নয়।
মনে হ'লো ভয়, বড় মনে হ'লো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, হয়॥

দম্ভ ।

কি ভয়, কি ভয়, দাদা, কি ভয়, কি ভয়।
কেটা পাবে তত্ত্বমসী, মত্ত সমুদয় ॥
সকলেই প্রতিগ্রহ, করেছে স্বীকার।
বেশ্যার ভবনে করে, দিবসে বিহার ॥
কামের অধীন হ'য়ে, মাতিয়াছে ভোগে।
যতি করে রতি-কেলি, সুরাপান যোগে ॥
লোভের অধীনে সবে, মিছে কথা কয়।
হ'বে না হ'বে না কভু, জ্ঞানেব উদয় ॥

(এমত সময়ে সজ্জাসদনে কলকল কলরব।)

মহামোহের কোন সেনা।

ওহে পুরবাসিগণ! তোমরা সাবধান হও। রাজপথ সকল পবিত্র কর। মঙ্গলাচরণ কর, আনন্দধ্বনি কর। রত্নরাজী-বাজিত-রাজসিংহাসন সকল সুগন্ধি কুসুমে ও ঘৃতচন্দনে সুবাসিত কর, সমস্ত নগর সুন্দর শোভায় সুশোভিত কর, জলপ্রণালী-পুঞ্জের দ্বাব সমুদয় মুক্ত কর, ভাগীরথী, অসী এবং বরুণাদি নদী হইতে সুশীতল নির্ম্মলজল সকলগৃহেই পতিত হউক, সিংহদ্বার মনোহর মণির-দ্বারা খচিত কব। অট্টালিকাব উপরিভাগে অতি উচ্চ জয়পতাকা সকল উড্ডীয়মান কর, পূজ্যপাদ ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহামোহ আগত প্রায়, ঐ আসিতেছেন।

দম্ভ।

ঠাকুরদাদা মহাশয়! মহারাজ নিকটবর্ত্তী হইলেন, চলুন্ আমরা উভয়ে অগ্রসব হইয়া তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করি!

অহঙ্কার।

চল ভাই শীঘ্রই চল।

[তদনন্তর অহঙ্কার এবং দম্ভ উভয়েই রঙ্গভূমি হইয়ত নির্গত হইলেন।]

(ইতিমধ্যে মহামোহের একজন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত)

এই আমাদের মহারাজ আসিতেছেন।

(মহারাজ মহামোহের স্বকীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজসম্পত্তি সহকারে সপরিবারে রঙ্গভূমিতে আগমন।)

মহামোহ *।

(সভা প্রবেশ পূর্ব্বক সভ্যগণের প্রতি।)

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

(মৃদুমৃদু হাস্যবদনে।)

রগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

এই অখিল সংসার, ভাবিয়া অসাব,
বল কি ভেবেছ সার ?
জাননা যে জীব তুমি, সব্ নিরাকার

ধূয়া।

একাকারে ব্যাপ্ত ভব, একাকারে লুপ্ত সব,
একাকাবে আমি রব, হ'ব একাকার।
না মানিয়া একাকার, যদি মানো একাকার,
একাকাবে, সে আকারে, না রহে আকার ॥
রূপ, রস, আদি পঞ্চ, তাহাতে করিয়া তঞ্চ,
মানিছ উপাস্য-পঞ্চ †, প্রভেদ-প্রকার।

---

* মহামোহ।—মনের অত্যন্ত ভ্রম।

† উপাস্যপঞ্চ—গণেশ, দিনেশ, রমেশ, উমেশ, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

ইঁহাদিগের উপাসক পঞ্চপ্রকার।—যাঁহারা

এত নহে ভ্রম অল্প, শাস্ত্রে শুনি মিছে গল্প,
মনেতে করিয়া কল্প, পুজিছ সাকার॥
অজমুণ্ড, গজমুণ্ড, চারি মুণ্ড পাঁচমুণ্ড,
না বুঝিয়া মাথামুণ্ড, গড়িছ আকার।
মাটি, জল, সহকারে, স্বহস্তে গড়েছি যা'রে,
কেমনে করিব তা'রে, অনাদি স্বীকার॥
ভ্রান্ত যত পাপি-নরে, স্বভাবে অভাব ধরে,
মাটিতে নিক্ষেপ করে, নানা উপচার।
কেবলি হ'তেছে ভ্রষ্ট, দেখে পষ্ট যত নষ্ট,
নিজ দেহে দেয় কষ্ট, থেকে অনাহার॥
বঞ্চনাবৃক্ষের বীজ, প্রতারক যত দ্বিজ,
কেবল শিখেছে নিজ, আহার বিহার।
নিজতত্ত্বে বোধশূন্য, স্বভাবত অতি ক্ষুণ্ণ,
উপবাসে কোথা পুণ্য, ওরে দুরাচার॥
হ'য়ে তুমি ভ্রমলব্ধ, কখন', বা, রহ স্তব্ধ,
কখন' বা মানো শব্দ, কভু বর্ণাকার।
কোথা শব্দ*, কোথা কর্ণ, কোথা চক্ষু, কোথা বর্ণ†
সে বর্ণ বিবর্ণ শুধু, মনেরি বিকার॥
যদি বল বিভু "বীজ," বল কোথা ত'ার বীজ,
সে বীজে কি হয় নিজ, ফলের সঞ্চার।
বর্ণেযোগ মিছে ইন্দু, মিছে নাদ‡ মিছে বিন্দু §

সন্তরণে মহাসিন্ধু, কিসে হ'বে পার॥
যদি বল সত্য "বেদ," তাহে কি ঘুচিবে খেদ,
করে বেদ, ব্রহ্ম-ভেদ, লিখিয়া ওঁকার *
অকার † বেদের উক্তি, সাধনে কি হয় মুক্তি,
কেমনে মানিব যুক্তি, উকার ‡ মকার §॥
প্রকৃতি প্রকৃত জানি, সেই জ্ঞানে হই জ্ঞানি,
কিরূপে তাহারে মানি, দৃশ্য নাহি যা'র।
অদৃশ্য বলিব যা'রে, মনে কি মানিব তা'রে,
একাকারে নিরাকারে, হেরি নীরাকার॥
মেনে শাস্ত্র, অনুরোধ, হিতবাক্যে করে ক্রোধ,
কিছুমাত্র নাহি বোধ, আধেয় আধার।
স্বভাবের একি রিষ্টি, কা'র প্রতি কর দৃষ্টি,
যে কি করে এই সৃষ্টি, হ'য়ে নিরাকার॥
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব, মূল তায় অনুভব,
নাহি এক ভবধব, বিফল বিচার।
সদা অন্ধ সহকারে, রহে অন্ধকারাগারে,
অন্ধ কি জানিতে পারে, কোথা অন্ধকার॥
স্নান কর গঙ্গানীরে, মর নানা দেশ ফিরে,
মিছে মিছি কেন শিরে, বহ ভ্রান্তি-ভার॥
পতিতপাবনী যদি, হয় এই গঙ্গানদী,
তোমা চেয়ে কুম্ভীরাদি, বহুপুণ্যাধার॥
কিসে তুমি কর ভয়, কিসে তুমি হ'বে লয়,
কিসে বা আচার রয়, কিসে অনাচার।
এই যে শরীর তব, অপবিত্র কিসে কব,
মনেতে সঞ্চিত সব, মন মূলাধার॥
অতি ঢোঁসা, পত্রচোসা, মণ্ডালোসা, যত ফোঁসা,
ধোরে পুষ্প, কুশী কোশা, করে কি আচার।

গণেশের উপাসক, তাঁহারা "গাণপত্য" যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, তাঁহারা "সৌর" যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা "বৈষ্ণব" যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা "শৈব" এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা "শাক্ত-শব্দে" বাচ্য হয়েন।— ইহাদিগ্যেই পঞ্চপ্রকার সাকারবাদি উপাসক কহে।

* "শব্দ—ব্রহ্ম"। † "বর্ণ—ব্রহ্ম"।

শব্দকে ও বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

‡ নাদ—শক্তি।

§ বিন্দু—ব্রহ্ম।

* ওঁ—প্রণব। ব্রহ্ম।

ভগবান। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যেতে বাহুল্যরূপ বর্ণনা করত পরিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

† অ—সত্ত্বগুণি বিষ্ণু। ‡ উ—তমগুণি রুদ্র।

§ ম—রজগুণি ব্রহ্মা।

মনে মনে কি বাসনা, পূজা করে শবাসনা,
বৃথা এই উপাসনা, নিজ অপকার ॥
এই সব ভণ্ডগণ, কেবল পাবার মন,
করে শাস্ত্র বিরচন, অশেষ প্রকার।
এটা পুণ্য, এটা পাপ, ব'লে দেয় নানা তাপ,
হায় ইকি মনস্তাপ, কব কা'রে আর ॥
ইহকাল ভোগসূত্র, ভোগ ছাড়া নাহি কুত্র,
ভোগ-হেতু দারা পুত্র, যত পরিবার।
যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নাহি ফাকি,
মুদিলে যুগল আঁখি, কেহ নহে কা'র ॥
অতএব বাক্য ধর, দুখে কেন কাল হর,
সকলেই হ'বে পর, হ'লে শবাকার।
যোগে দেহ অনুযোগ, সুখে কর সুখভোগ,
জীবনান্তে ভোগাভোগ, কিছু নাই আর ॥

(অন্যদিকে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ
গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক)

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা

রাগিণী আলেয়া। তাল মধ্যমান।

এই শরীর-রতন, হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবী হ'য়ে, কর'রে যতন ॥
এই শরীর রতন, হইবে পতন।
না হইল সুখ লাভ, মনের মতন ॥

ধুয়া

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, ভব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তা'র প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন ॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর, সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই, মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক, কোরোনারে মন ॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি, তা'র কাছে কোথা ফাকি,
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ ॥
গ্রহ, তারা, তিথি, বাশি, কাল, দণ্ড, রাশি, রাশি,
রীতিমত আসে যায় করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তা'রা,
স্বভাবে অভাব-ভাব, হয় কি কখন ॥
এতো নহে ভাব বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজাপথ ছেড়ে কবে, কুপথে গমন।
পরলোকে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢ়গণ ॥
শোন্ শোন্ নরলোক, কোথা তোর পরলোক
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন।
পরকালে কর্ম্মফল, কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন ॥
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা-ভুল, মিছে দরশন * ॥
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি মর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ ॥
যাহা নাই, তাই আছে, শুনেছিস্ কা'র কাছে,
মিছে কাচে, কাচ কাচে, মূর্খ যত জন।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয়, এ যে, ধ্যান,
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন ॥
ভ্রমে যত হরে কাল, আপনার করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক-কথন !
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি-ফল, কর্ম্মেতে ঘটন ॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা, দধির সৃজন ।

---

* দরশন—দর্শন,—ন্যায়, সাংখ্য, পাতাঞ্জলাদি দর্শন।

বায়ু, বহ্নি, ধরা, জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা, হ'তেছে চেতন ॥
অজ্ঞান মানব চয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয়, জড় নয়, দেহ সচেতন।
বৃহস্পতি কবি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্য আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ ॥
অকার প্রকার নর, সম সব, অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু, সমান গঠন।
সম ছেদ, সম ভেদ, কিছু নাই, ভেদাভেদ
সম সুখ, সম দুখ, রমণ গমণ ॥
তবে কেন ভণ্ড নরে; মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ।
এই বড়, এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে, ও হয় যবন ॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিবা রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন-মন ॥
অরসিক হ'য়ে রসে, দ্বেষ-বশে ব'লে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরোনা ভোজন।
না খেলেতো নাহি ত্রাণ,খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাচায় জীবন ॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো,
ব্রহ্মরূপে করে যেই, জীবের পালন।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হ'য়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরোনা হরণ ॥
পর-বোধ আছে যা'র, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কা'র, সকলি আপন।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন ॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যা'র, সে করে বারণ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু, পাখি, সবে ভবে,
স্বেচ্ছামত কেন তবে,করিবে গমন ॥

খাটি নহে কারো মন, প্রেম-অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরোনা গ্রহণ।
পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে, শাস্ত্র-আলাপন ॥
প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগল কয়, একি কুলক্ষণ।
নাস্তিকে নাস্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে
তাহারা আস্তিক যদি, নাস্তিক কেমন ॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি, শাস্ত্র-সনাতন।
অদৃশ্য পদার্থবাদী, প্রত্যক্ষ মিথ্যাবাদী,
হেরিব না হেরিব না, তাদের বদন ॥

(আর একদিকে মুখ করিয়া খল্ খল্ শব্দে
হাসিতে হাসিতে ভঙ্গিমা দ্বারা।)

হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা কে গঙ্গার ধারে? এ তো বড় হাসির ব্যাপার! হাঁরে ও আঙুল্ নেড়ে কি ভেঙাচ্ছে? বিড়ির্ বিড়ির্ কি বেঙাচ্ছে। আরে ঐ ফুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে? এই বিট্‌লে মাটি নিয়ে কি গোড়্‌চ্ছে? ওখানে এ কি প'ড়্‌চ্ছে? ভিড়িং ভিড়িং, বিড়িং বিড়িং, পিড়িং পিড়িং, এরা কি সেতার বাজাচ্ছে?

রোহিণী পয়ার।

হায় হায়, হায়, এরা, ঘোর পাপযুক্ত।
ভ্রান্তিরূপ পাশ হ'তে, কিসে হ'বে মুক্ত ॥
হতবুদ্ধি [illegible] জন্তু, এ [illegible] ভুক্ত।
নাহি [illegible] [illegible] উক্ত ॥
হায় আমি বেণাবনে, কেন ফেলি মুক্ত।
থাকিতে পায়স, পিঠে, খেয়ে মরে সুক্ত ॥

(আর একদিকে নিরীক্ষণ করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক)।

মোহিনীচ্ছন্দ।

অকাট্য আমার কথা, কা'র সাধ্য কাটে রে।
আমার নিকটে কা'র, জারিজুরি খাটে রে॥
সমুখ-বিচার-যুদ্ধে কে আমারে আঁটে রে।
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই ঘাঁটে রে॥
মিছে ধর্ম্ম, মিছে মর্ম্ম, কর্ম্মফেন চাটে রে।
কখন' কি ফল হয়, বসহীন কাটে রে॥
বঞ্চক বামুন-গুলা, ফেরে কত ঠাটে রে।
দিয়েছে ভোগের ভাগা, ভোগারূপ হাটে রে॥
বাচালতা ক'রে শুধু, ফেরে মালসাটে রে।
সকলে সেজেছে শঙ, নাটুয়ার নাটে রে॥
সত্যপথে কেহ আর, ভ্রমে নাহি হাঁটে রে॥
তৃষ্ণাদোষে নাবিয়াছে, মিথ্যানদী ঘাটে রে॥
মরুক, চরুক্, গরু, আশারূপ মাটে রে।
সুখে আমি রাজ্য করি, ব'সে রাজপাটে রে॥

(কলি এবং শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের রঙ্গভূমিতে আগমন)

চার্ব্বাক (১)।

(সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে তুচ্ছ করিয়া অতি উচ্চরবে বক্তৃতা।)

হিল্লোলচ্ছন্দ।

ধর্ম্মপথে হ'য়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর, নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার সর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, নাই কিছু, নাই কিছু।
ভ্রমে কর কা'র সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা, নাই কিছু, নাই কিছু॥
ধর্ম্ম বল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল, নাই কিছু, নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ-তন্ত্র, মূল মাত্র নিজ-যন্ত্র,
জপ, হোম, পূজা, মন্ত্র, নাই কিছু, নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ড লোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ, নাই কিছু, নাই কিছু॥

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি, বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হ'য়ে, করে আলোময় হে,
করে আলোময়।
বহ্নি, বারি, ধরা, জল, শস্য, বীজ, বৃক্ষ, ফল,
ভোগের কারণ সব, সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥

---

(১) চার্ব্বাক—নাস্তিকবিশেষ।

নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য, ছাড়া বিশ্ব, বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয়।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা, কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর, যাহে সুখোদয় হে,
যাহে সুখোদয়।
পদে পদে পরিতাপ্, প্রাণ যায় বাপ্ বাপ্,
আহার-বিহারে পাপ্, পাপিলোকে কয় হে,
পাপিলোকে কয়॥
যত সব বুদ্ধিমোটা, কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখ বোঝা-বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের বেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম, তা'রে কিসে ভয় হে,
তারে কিসে ভয়॥
শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানামত,
তাদের অলীক-মত, প্রাণে নাহি সয় হে,
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
যুগ্মভাবে পাত্রে পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রস-রঙ্গে, কর কালক্ষয় হে,
কর কালক্ষয়।
চুরি নয়, হত্যা নয়, অধিকন্তু, সুখ হয়,
ইথে যা'রা পাপ কয়, তা'রা দুরাশয় হে,
তা'রা দুরাশয়॥
ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদি,
ছেড়ে ঘর, ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়॥
কুটিল মানসকলি, মোহিত আনন্দ-অলি,
কলিযুগে মহাবলী, মহামোহ জয় হে,
মহামোহ জয়॥

চার্ব্বাকের শিষ্য।

(সংশয়চ্ছেদনার্থ গুরুর প্রতি প্রস্তাব।)

হে গুরো! যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া কাহাকে মান্য করিব? এবং কিরূপ আচার করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিব? যদি অভিলষিত-দ্রব্য ভোজন ও পান এবং স্বেচ্ছানুরূপ-কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করাই পরমার্থ হয়, তবে এই সমস্ত তীর্থবাসি জনেরা কেন এতকাল সাংসারিক-সুখ পরিহার- পুরঃসর শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুদিগের ঘোরতর যাতনা সহ্য করত পরাকাদি * ব্রত-দ্বারা এত কষ্টে এত দুঃখে সময়, দেহ, এবং আয়ু-ক্ষয় করিতেছে? ইহারা তাবতেই কহিতেছে, এই সংসার কেবল অসার, দুঃখের আধার, ইহাতে সুখ সর্ব্বতোভাবেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সংসারাসক্ত জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, বিষয়-ভোগানুরাগ-বশতঃ পাপ সঞ্চয় করে, সুতরাং-তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেনা, মরণান্তে নারকী হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করে ইত্যাদি।

চার্ব্বাক।

হে বাপু! তুমি কি জাননা, অর্থশাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র, অর্থকরীবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা,

---

* পরাক—প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, যাহাতে দ্বাদশ দিন উপবাস করিতে হয়।

ইতিহাসাদি যে শাস্ত্র, সে তাহারি অনুরূপ-অন্তর্গত মাত্র। বেদাদি শাস্ত্র সকল শাস্ত্রই নহে। শুদ্ধ প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুর্য্য ও মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ, প্রলাপিদিগের প্রলাপ মাত্র। দুর্জ্জন বঞ্চকেরা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করণ কারণ কতকগুলীন অর্থহীন প্রমাণহীন আকাশভেদি বচন রচন করিয়া নিরন্তর অবোধ-লোকদিগ্যে বঞ্চনা করিতেছে, এবং আপনারা আত্মদোষে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ-সুখে বঞ্চিত হইতেছে। হে বৎস! দেখ, ইহাদিগের একখানি দোষ নহে, ইহারা বঞ্চক, মিথ্যাবাদি, ভ্রান্ত এবং মূর্খ। মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেনা, মৃত্যুর নামই মুক্তি, মুক্তি আর একটা স্বতন্ত্র গাছের ফল নহে। কি ভ্রান্তি! কি চাতুরী! ইহারা মিথ্যারূপে মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব কল্পনা করে। এক মুখে দুই কথা কয়, একবার বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, আবার চমৎকার দেখ, যাহারা এই বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গঙ্গার-তীরে নীরে দেহ পরিহার করিতেছে, তাহাদিগকেই প্রেত বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধান করিতেছে,। ধূর্ত্তেরা এক বিষয়েই দুই প্রকার প্রমাদের কথা উল্লেখ করে, অতএব ইহাদের কথা কি শুনিতে আছে? এই মিথ্যা কথায় কি কাণ দিতে আছে?

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগকারকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয়, তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে, হ'তে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি, সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে, করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় অন্ন গ্রাস।
মরা গরু কখন' কি, খেয়ে থাকে ঘাস॥
মৃতনর তৃপ্ত হয়, তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জ্বলে॥
কুহকী জনের মনে, কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয়, অর্থ উপার্জ্জন।
যে বিদ্যায় নাহি হয়, সুখের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে, যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি, করিব কেমনে॥
ওরে বাপু প্রাণাধিক, স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয়, সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে, বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্ত লোকে ভুলিয়াছে, ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার॥
ভাবি-স্বর্গভোগ-রূপ, সন্দেসের লোভে।
যত সব মূর্খ লোক, মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ড-রত যত, সার-বস্তুহীন।
আশায় হ'তেছে সবে, শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে, করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ, হ'য়ে থাকে কা'র॥
আপনার হিতবোধ, মনে আছে যা'র।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে, সুখের সংসার॥
জগতের গূঢ়ভাব, কে জানিবে স্থির।
সুখ ধনে ভয় আছে, ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয়, অমৃত সৃজন॥
"টক" ব'লে দধি কেন, ফেলে দিতে যাবে।
এখনি মথন কর, ননী ঘৃত পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা, হাতের উপরে।
তণ্ডুল র'য়েছে তাব, তুষের ভিতরে॥

তুষ, ব'লে কেন তা'রে, ফেলে দিতে যাবে।
ধান-ভেনে, চাল লও, কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই, প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র-দোষে কখন' কি, অপ্রিয় সে হয়॥
নানা দোষে দেহ হ'লে, দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কা'র॥
রসনারে করে সদা, দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্‌কালে, কে ভেঙেছে দাঁত॥
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুণে, কবে কেবা, করে অনাদর॥
ভূমি নাশ করে জল, বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর, নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে ব'লে, শুন ওরে বাবা।
যেজন সংসার ছাড়ে, হাবা, সেই হাবা॥
ইচ্ছামত সুখভোগ, আহার বিহার।
তা'র চেয়ে পরমার্থ, কিছু নাই আর॥
বোধহীন মূঢ় যা'রা, বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয়, তাদের কপালে॥
শরীর শোষণ করে, রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে, পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে, কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয়, দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্বোলে পুড়ে, পাপে ভোগে দুখ।
মোরে গেলে ফুরাইল, ক'বে পাবে সুখ॥
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ, তপস্যার ফল।
আত্মঘাতি হ'য়ে মরে, পাষণ্ডের দল॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি, আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ, কা'রে আর বলে॥

(সন্ন্যাসী দেখিয়া)

বল-হে সন্ন্যাসি, তুমি, কি কাজ ক'রেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, কি হেতু ধ'রেছ॥
ঘরে ঘরে ফেরো যদি, ঘর-ছাড়া হ'য়ে।
ঘর ছেড়ে, কিবা ফল, থাকো ঘর ল'য়ে॥
পেট্ নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি শুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, কাজ্ কিরে বাপু॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, ফিরিতে না হয়।
অনাহারে, দেহ যদি, সমভাবে রয়॥
তবেতো তপস্যা জানি, মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে, পোড়া পেটনিয়া॥
সেই যদি খেতে হ'লো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে, সন্ন্যাসে কি ফল॥
দেহ আছে খেটে খেয়ে, ভোগ কর ক্রিয়া।
কার' কাছে চেঁচায়োনা, পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে, নিজ দণ্ডে, দণ্ড কর ভোগ॥
নিজ হাতে, নিজ পিণ্ড, করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হ'য়ে মরো, কাণ্ড এ কেমন॥
মুক্তি মুক্তি, করিতেছ, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, বেচা, কেনা, করে॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী, শূন্য এই, স্বভাবেই রয়।
বল তবে, এ জগতে, মুক্তি কা'র হয়॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ, আর সব শূন্য।
বল্ বল্, কোথা পাপ, কোথা তবে পুণ্য॥

মহামোহ।

(আত্ম-মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক।)

আহা, আহা! এখানে কোন্ সাধু ব্যক্তির আগমন হইয়াছে? সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, এ মহাত্মা কেরে? চিরকালের-পর অদ্য আমি যথার্থরূপে সুখী হইলাম। ওরে এমন্ সত্যবাদী, সাধুভাবী-পবিত্র-চিত্ত সদানন্দময় সংশয়চ্ছেদক মহাপুরুষ কি আছে রে? মরি মরি! আহা আহা! ওহে কে তুমি? কে তুমি? আমার মনের অন্ধকারকে হরণ করিলে। আহা, আমার কর্ণপথে কি সুমধুর অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে! কি আনন্দ, কি আনন্দ!

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক)

আরে, এই যে, দেখি।—ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম-পরম-সুহৃৎ চার্ব্বাক। না হবে কেন? ওরে চার্ব্বাক-রে—চার্ব্বাক।

চার্ব্বাক।

(অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে।)

হাঁ—ইনি বিশ্বপূজ্য মহারাজ মহামোহ। ভাল ভাল, বড় সুখের দিন, যাই তবে নিকটে

(নিকটে গিয়া।)

মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্, শত্রু সব ক্ষয় হউক্, ক্ষয় হউক্। তাদের মনে ভয় হউক্, ভয় হউক্, ভয় হউক্, কালের কোলে লয় হউক্, লয় হউক্। এই সমুদয়, একাকারময় হউক্, একাকারময় হউক।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণে উদ্যত।]

মহামোহ।

এসো এসো, চার্ব্বাক এসো, প্রাণের ভাই এসো, এই আসনে বোসো বোসো, এত ব্যস্ত কেন? রোসো রোসো, আগে কোলাকুলিটি করি।

[কোলাকুলি।]

মহামোহ।

বোসো ভাই বোসো,—কেমন্ তোমার মঙ্গল্‌তো।

চার্ব্বাক।

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। মহা-রাজ আপনার শিষ্যানুশিষ্য, দাসানুদাস কালশ্রেষ্ঠ কাল-রাজ কলি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং আপনার ভুবনপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইবার জন্য এই আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

মহামোহ।

কই কলি, কই? এসো এসো, এসো বাপু, এসো এসো, কল্যাণ্ হোক, কল্যাণ হোক্, দেখি বাপু, মুখ্ খানি দেখি,—এই, যে, বড় হ'য়েছে, তোমারে আমি "হামাগুড়ি" দিতে দেখে ছিলাম, তখন এক একবার হাঁটি হাঁটি পা-পা করিতে। এখন তোমার গোঁপের রেখা দিয়েছে। ভাল

ভাল, তবে এ দিকের কি পর্য্যন্ত হ'য়েছে, বল দেখি। তীর্থের সংবাদ কি? এখন' কি বেদ-বিদিত ধর্ম্ম কর্ম্মে লোকের বিশ্বাস আছে।

কলি।

প্রভু। প্রণাম করি, অদ্য শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম! মহাশয় আমার কার্য্য ও পরাক্রম প্রত্যহই প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। হে মহারাজ! আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সকলি আপনার কটাক্ষের প্রভাব। পদযুগের মহিমাতেই সকলি হইতেছে। আর কি নিবেদন করিব?

(মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা।)

যে স্বভাব পৃথিবী-উজ্জ্বলকারিগগনবিহারি-ধ্বান্তহারি-সূর্য্যদেবকে দীপ্তমান করিতেছেন।—যে স্বভাব রজনীতে নক্ষত্র-মণ্ডলমণ্ডিত অতি চিত্র চিত্র-মণ্ডলে চন্দ্রের উদয় করিয়া আমাদিগের হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল করিতেছেন।—যে স্বভাব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদ, হিম, শিশির, বসন্ত, এই সুখময় ছয় ঋতুকে আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত সৃজন করিতেছেন।—যে স্বভাব বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক অস্মদাদিকে সমূহ সুখে সুখি করিতেছেন, আর যে স্বভাব পুরুষের কামকেলি-সুখসম্ভোগার্থে সর্ব্ব-দুঃখসংহারিণী সাক্ষাৎ-মোক্ষবিধায়িনী সর্ব্বমনোমোহিনী-রতি-রসবিলাসিনী-কোমলাঙ্গী কুটিলাক্ষী-কামিনী-কদম্বের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের বিমল-বদনে কেশাবলী প্রদান করেন নাই, সেই স্বভাব অনুকূল হইয়া সততই মহারাজের মঙ্গল বিধান করুণ।

আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বিবেচনা করিবেন না, আমি বয়সে বালক বটি, কিন্তু কার্য্যে অত্যন্তই প্রবীণ।

(সভাস্থ সকলের প্রতি।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

স্বেচ্ছাময়-মন তুমি, জগতের ভূপ।
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ॥

লোক সব মিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে ভ্রমে'
নাহি দেখে কোনোক্রমে, নিজ নিজ রূপ।
নানা-ভাবে ভাব হরে, অভাবের ভাব ধরে,
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ॥
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে,
রূপ, রস, আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
আত্মহিতে যত কর্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম্ম,
কি কব তাহার মর্ম্ম, অতি অপরূপ॥
হ'য়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল,
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ।
আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
এক ভাবে এই ভবে, হ'বে এক-রূপ॥
আত্মহিতে হ'বে রত, সবে মাত্র এক মত,
না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ।
ভিন্ন-ভাব যা'রা ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে,
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কূপ॥
না চিনিয়া ভাল মন্দ, যত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব,
নাশিতে তাদের ধন্দ, বুঝাব কিরূপ।
কাশীবাসি ওরে জীব, শিবময় মনোশিব,
শিবরূপে না পূজিয়ে, পূজিস্ কিরূপ॥
বঞ্চনা-মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর,
করিস্ কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ।

—

ষষ্ঠপদীচ্ছন্দ।

প্রকাশ করিয়া মর্ম্ম, কা'রে বলি নিজ-কর্ম্ম,
কোথায় সে খোঁড়া ধর্ম্ম, শুকায়েছে অস্থিচর্ম্ম,
সকলেই পেয়ে শর্ম্ম, মম বশ হ'য়েছে।
কোথা বেদ, কোথা তন্ত্র, আমার স্বতন্ত্র তন্ত্র,
কুহক-কলের যন্ত্র, গূঢ়-বীজ মহামন্ত্র,
ছেড়ে সবে গুরুমন্ত্র, মম মন্ত্র ল'য়েছে॥
বাঁকি কিছু নাহি আর; করিয়াছি একাকার,
আমারিতো অধিকার, পলায়েছে দেশাচার,
পাপ-বোধ আছে কা'র, ক্রমে সব স'য়েছে।
চইয়া বিষম ওজা, মারিয়া কালের গোঁজা,
বাঁকারে ক'রেছি সোজা, নাহি আর ভার বোঝা,
সকলেই হ'য়ে সোজা, শিরে বোঝা ব'য়েছে॥
যে কিঞ্চিৎ আছে বাকি, আর কি অপেক্ষা রাখি,
ঘরে ঘরে বাঁকাবাঁকী, কোথায় রহিবে ফাকি,
ওড়াবে সত্যের চাকি, ছোঁড়া-গুলো কয়েছে।
অগতির আমি গতি, আজ্ঞাধীন কাম, রতি,
কেহ আর নাহি সতী, বিধবা পেয়েছে পতি,
মাচ মাংস খেতে আর, বাঁকি নাহি র'য়েছে॥

ঈশ্বরতো আর নেই, কেটেছি ভ্রমের খেই,
নাস্তিকের রাজা যেই, কলির ঈশ্বর সেই
আমার প্রভাবে সবে, নব-মত ধ'রেছে।
নাহি ভেদ পাত্রাপাত্র, জাতি, ধর্ম্ম, এক-মাত্র,
পবিত্র সবার গাত্র, একমতে শিষ্য-ছাত্র,
ছেড়ে গোত্র যত্রতত্র, একছত্র ক'রেছে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, অধ্যাপক শত শত,
হ'য়ে অতি অনুরত, এ মতে দিয়েছে মত,
জনমের মত তা'রা, পূর্ব্বমত হ'রেছে।
মিছে ধর্ম্মে নাহি খাটে, নাহি নাচে মিছেনাটে,
মিছেপথে নাহি হাঁটে, জল খায় এক-ঘাটে,
এক ঠাটে এক পাটে, এক মাঠে চ'রেছে॥

সবাই টাকার বশ, টাকাতেই যত রস,
টাকা যা'র তা'র যশ, ব্যাপ্ত হয় দিক্‌দশ,
ধনরূপ-মন্দ-গন্ধে, ত্রিভুবন ভ'রেছে।
পদ গেলে বাঁচা ভার, টাকা কোথা পাবে আর,
মারা যাবে পরিবার, হাহাকার হ'বে সার,
সাধে কি পণ্ডিত-গুলো, লোভজ্বরে জ্বরেছে॥
গোটা কত মোটা গুঁড়ি, যেন কাঁঠালের গুঁড়ি
নাহি আর বলে থুড়ি, কেবল মাপিছে তুড়ি,
কত বুড়ী, কত ছুঁড়ী, শাঁকা চুড়ী প'রেছে।
জাতি, কুল পরিচ্ছেদ, কিঞ্চিৎ যা ছিল ভেদ,
সে ভেদ করেছি ছেদ, কার মনে নাহি খেদ,
নিজ নিজ ইচ্ছামত, মত সবে ধ'রেছে॥
শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম মুচি, অশুচি হ'য়েছে শুচি,
পাইলে রূপার-কুচি, অন্নেতে সবার রুচি,
পাতের প্রসাদ খেয়ে, কত লোক ত'রেছে।
কুল, শীল, জাতি মানে, যাদের সবাই মানে;
মত্ত ছিল অভিমানে, এখন ধনির স্থানে,
পদানত হ'য়ে কত, চোগে জল ঝ'রেছে॥
দেখ দেখ, মহারাজ, আমার কেমন কাজ,
করিয়া সমর সাজ, মেরেছি এমন বাজ,
সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই বাজে ম'রেছে।
তোমার বিপক্ষ যা'রা, আমার প্রতাপে তা'রা,
সকলেই বলহারা, ভয়েতে হ'তেছে সারা,
বিবেক, বৈরগ্যে, আদি, কোন্ দেশে স'রেছে।

এমন্ কি হ'বে কুত্র, কেমন তুলেছি সূত্র,
চাঁড়ালে ধরিয়ে সূত্র, হ'য়েছে ব্রাহ্মণপুত্র,
কিরূপ সাহস দেখ, কত বাড়্, বেড়েছে।
নিজ বল প্রকাশিয়া, করিছে অদ্ভুত ক্রিয়া,
বাজারের বেশ্যা নিয়া, দারা-পরিচয় দিয়া,
জারজাত ছেলে মেয়ে, ঘরকান্না কেড়েছে॥
সঙ্গ-দোষে পরস্পর, মজিতেছে কত ঘর,
যে সব আমার চর, তাহারাই সাধু নর,
জেতের বিপক্ষে সবে, কোসে বাড়্ ঝেড়েছে।

হাটে ভাঁড়্ ভেঙ্গে ভাঁড়,হ'তেছে ধর্ম্মের যাঁড়,
গৃহিণী হ'য়েছে রাঁড়্, কা'র সাধ্য করে আড়্,
নিজ নিজ মতে এনে, অনেকেবে পেড়েছে ॥
আগে যা'রা ছিল খাটি, ক্রমে তা'রা হয় মাটি,
যত করে আঁটা আঁটি, তত হয় কাটাকাটি,
ফাটাফাটি ক'রে সবে, এক গাড়ে গেড়েছে।
হ'য়েছে সকল শেষ, নির্ম্মল ক'রেছি দেশ,
প্রায় নাই দ্বোদ্বেষ, যাহা আছে অবশেষ,
পালাই পালাই ডাক্, তা'রা সব ছেড়েছে ॥

এখন আমার ডরে, সিঁতেয় সিন্দুর পরে,
শাঁকা খাড়্ হাতে নিয়ে, এক দলে জুটেছে ॥
প্রথমেতে কাণাকাণি, কিছু কিছু জানাজানি,
শেষে কোরে থানাথানি, সাত দেশ্ ঘুঁটেছে।
এইতো কলির সন্ধ্যা, পুত্রবতী হ'বে বন্ধ্যা,
ফলাবো অশেষ ফল, ফুল সবে ফুটেছে ॥

বিনোদিনীচ্ছন্দ।

দেখ-হে কেমন মজা, কেমন তুলেছি ধ্বজা,
যত সব কর্ত্তাভজা, একছত্রে খেতেছে।
সকলেরি মন-শাদা, পরস্পর, দিদী, দাদা,
মেলায় ঢুকিয়া দেখি, মেয়ে, মদ্দে, মেতেছে ॥
মেলা-মাঝে মেলামেলি, লুকাচুরি, খেলাখেলি,
গায় গায় ঠেলাঠেলি, কলাপাত পেতেছে।
যবনান্ন যা'রা খায়, তাহারাই পুনরায়,
শ্রাদ্ধ-বাড়ী খেয়ে লাড়্, থালা গাড়্ পেতেছে ॥
আমার সুভক্ত যা'রা, প্রবল হইয়া তা'রা,
কার্য্য-বলে শত্রুদলে, ঘাঁতে ঘাঁতে ঘেঁতেছে।
আগে যা'রা ছিল বোড়া, এখন হয়েছে ঢোঁড়া,
পোড়ামুখ পুড়িয়াছে, সকলেই চেতেছে ॥

ছুড়ীগুলো ছেলে-বেলা, নাহি করে ছেলেখেলা,
পাকা পাকা কথা কয়, মন সব খুলেছে।
দেখিলাম ঘরে ঘরে, পূর্ব্বভাব নাহি ধরে,
সাঁজ্ সেঁজোতির্ ব্রত, সকলেই ভুলেছে ॥
বেঁকে বেঁকে পথ হাঁটে,তেড়া ক'রে সিঁতি কাটে,
গরবিনী হ'য়ে সব, গরবেতে ফুলেছে।
কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কাণ কাটে,
সুখভোগ-আশা-হাটে, ইচ্ছা-ধ্বজা তুলেছে ॥
যখন যেমন ধরে, তখনি তেমনি করে,
নাহি রাখে কোন ক্ষোভ, লোভ দোলে দুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়,
অধীনতা দড়ি ধোরে, কত নীচে ঝুলেছে ॥
শ্বশুর, শাশুড়ী কে'বা, কেবা তার ক'রে সেবা,
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ-কূপে তা'রা উলেছে।
বাপ মায় কেবা মানে, নারীই সর্ব্বস্ব জানে,
বধূ-প্রেম মধুপানে, যুবকেরা ঢুলেছে ॥

অবোধ হিঁদুর নারী, ব্রত ধর্ম্মে ভক্তি ভারি,
কেমনে করিব বশ, সেই ভয় টুটেছে।
শিখিছে বিলিতি ভাষা, বালিকার বাড়ে আশা,
বই হাতে, উঠে প্রাতে, বিদ্যালয়ে ছুটেছে ॥
তত আর নহে কুনো, সাহস বেড়েছে দুনো,
পুরুষের স্বাধীনতা, সুখ, তা'রা লুটেছে।
ভুগুল পড়েছে যা'রা, জেনেছে সৃষ্টির ধারা,
ভেঙ্গেছে মনের ভ্রম, সূর্য্যঅর্ঘ্য উঠেছে ॥
বিধবারা আগে যা'রা, ধরিয়া প্রাচীন ধারা,
শিব গোড়ে, পূজা কোরে, কত মাতা কুটেছে।

দেখিলাম অলি গলি, পরস্পর গলাগলি,
দিনে রেতে টলাটলি, ভাল খেলা খেলেছে।
নাহি আর ঢলাঢলি, কেবা করে দলাদলি,
ক'রে কত বলাবলি, বুড়ো-গুলো এলেছে।
সুপাদ্ সম্পর্ক যত, সকলি হ'য়েছে হত,
ঘরে ঘরে মনোমত, এক চাল্ চেলেছে।
বিপরীতে দিলে বোধ, তখনিই করে ক্রোধ,
উপরোধ অনুরোধ, একেবারে ঠেলেছে ॥
রমণী হয়েছে হেন, এক ধ্যান এক জ্ঞান,
পুরুষ দেখিলে যেন, আগে আঁখি মেলেচে।

মুখে পেটে ভেদ নয়, ফুটে সব কথা কয়,
নর নারী সমুদয়, মম আজ্ঞা পেলেছে ॥
ভাঙে তবু নোয়নাকো, শাদা ভাত ছোঁয়নাকো
একা কেউ শোয়নাকো, মন খুব হেলেছে।
অধীন র'য়েছে যা'রা, কি করিবে নাহি চারা,
সাঁতারে হাঁপায়ে তা'রা, সোঁতে অঙ্গ ঢেলেছে ॥
একপোদে*কোথা খোঁড়া, কোথা তা'র যত গোঁড়া
মেরে তা'রে যত ছোঁড়া, ছুই পায়ে ঠেলেছে।
যত সব তীর্থধাম, কেবল রয়েছে নাম,
বল করি রতি কাম, কোসে ঝাল্ ঝেলেছে ॥
লাথালাথি হাতাহাতি, ধুমধাম মাতামাতি,
স্বাধীনতা দীপে বাতি, সকলেই জ্বেলেছে।
করিতে ধর্ম্মের লোপ, গাঁথিয়া কোপের টোপ,
বাসনার সরোবরে, ছিপ্ সুতো ফেলেছে ॥

আমার নূতন চেলা, কি কব তাহার খেলা,
যত যুবা, তা'র কাছে, মূল-মন্ত্র পেয়েছে।
যেখানে সেখানে যাই, নিয়ত দেখিতে পাই,
ছেলে মেয়ে তাবতেই, তা'র মতে এয়েছে ॥
গদগদ ভাবভরে, এক রাগে এক স্বরে,
প্রকাশ করিয়া সবে, তা'র গুণ গেয়েছে।
এই শুভ সমাচার, করিবারে সুপ্রচার,
দেশে দেশে দেখ তা'র, কত দূত ধেয়েছে ॥
ডাকে ডাকে হাঁকে হাঁকে, ফাকে ফাকে থাকে২,
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, ধরাময় ছেয়েছে।
নেচে কুঁদে সবে বলে, মার্ দিয়া বাহুবলে,
প্রতিজ্ঞা-নদীর জলে, ডুব্ দিয়ে নেয়েছে ॥
বড় যারা ধনে মানে, তারাই সে মত মানে,
সবাই সবার পানে, প্রেমনেত্রে চেয়েছে।
সকল তরণি নিয়ে, চালাতেছে ঝিঁকে দিয়ে,
কেহবা তুলেছে পাল, কেহ দাঁড় বেয়েছে ॥

পানপাত্র হাতে ধরি, আগেতে শপথ করি,
ঢল ঢল হ'য়ে শেষ, ঢুক্ ঢুক্ খেয়েছে।
যাতে হয় একাকার, করি তা'র অঙ্গীকার,
সমুদয় বিধবার, বিয়ে দিতে চেয়েছে ॥

মহারাজ জয় জয়, ত্রিভুবনে কা'রে ভয়,
মোহ-রসে প্রাণিগণ, সমুদয় গ'লেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত, সকলেই অনুগত,
মুখে এক, পেটে আর, যজমানে ছ'লেছে ॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে, শুধু লয় ধন লুটে,
পাঁজী পুঁথি ঘেঁটে ঘুঁটে, কেটে কুটে ড'লেছে।
যজমান শিষ্য যা'রা, বিষম বেঁকেছে তা'রা,
গুরু পুরোহিত ধ'রে, ছুটি কান মলেছে ॥
বিদ্যালয়ে কত শিশু, মজেছে ভজেছে ঈশু,
মনেতে বিকার নাই, একদিকে ঢলেছে।
মশ্ মশ্ যুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়,
বিছানায় ভাত খায়, রতি কত টলেছে ॥
খেয়ে খানা পড়ে খানা, কতখানা কারখানা,
বাড়িতে খানার খোলা, দিবে নিশি জ্বলেছে।
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী,
আহারের সময়েতে, ভগবতী চলেছে ॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট্, দাঁতে কাটে বিস্কুট,
গোটু-হেল ড্যাম্ হুট্, মা বাপেরে ব'লেছে।
এর্ চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কা'র হয়,
দেখ দেখ মহাশয়, আশাতরু ফ'লেছে ॥

আমার সেবক যত, তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর, সরাসর ডেকেছে ॥
স্মৃতি মনু, বেদ আদি, দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে, বড় দায় ঠেকেছে ॥
প্রকাশিয়া নব-পথ, নব-মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি বটে, সাহেবেরা দেখেছে ॥
ছিল স্মার্ত্ত, স্বার্থপর, তা'র অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা সুত যত, সতীপুত্র থেকেছে ॥

---

*একপোদে—চতুষ্পদ ধর্ম্মের কলিতে কেবল এক পদ মাত্র রহিয়াছে।

অপ্রমাণ যত কথা, গায় জোরে টেঁকেছে।
নানা যোগে, জাগ পেয়ে, কাঁচাতেই পেকেছে॥
এক রোকে এক ঝোঁকে, ঝাঁকেঝাঁকে ঝেঁকেছে
এক জালে রুই আদি, চুনা পুটি ছেঁকেছে॥
অতি বেগে একরোখা, জোর বায়ু হেঁকেছে।
সে বায়ুর প্রভাবেতে, তাবতেই বেঁকেছে॥
কলঙ্কের কটু-রস, সুধা সম চেকেছে।
উপহাসে অনায়াসে, গায়ে সব মেখেছে॥
কেমনে প্রবল হ'বে, সেই তাক তেকেছে।
শৃগালের মত সব, এক ডাক ডেকেছে॥

মহারাজ! দল-বল খুব জাঁকৃছে, ক্রমে সব পাকৃছে, সকলেই ঝাঁকৃছে, আপন্ মতে ডাকৃছে সুখের বিষয় তাকৃছে, সোঁদা কি কেউ থাকৃছে? নিজে এসে বাঁকৃছে, কেউ পেটে যত দিতে পারে গায়ে শেষ মাখ্‌ছে, কেউ কুটোকাটা ছাঁকৃছে, কচি কচি ছেলে যা'রা তা'রা এখন্ চাকৃছে, কেউ কিছু কি আর ঢাকৃছে? স্পষ্ট হ'য়েই হাঁকৃছে, পেটের ভিতর একটি কথা কেহ নাহি রাখ্‌ছে।

হে মহারাজ! আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশ অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার প্রধান বন্ধু একাকার-আচার্য্যকে নিকটে আনিয়া বাবাজীচক্র, ভৈরবীচক্র, এবং কুমারী-চক্র, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারব্যূহ বিস্তার করি।

মহামোহ।

বাপু হে! আমি সীমাশূন্য-সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার এত পরাক্রম, এতদিন তাতো জানিতে পারি নাই, ভাল ভাল, একা তোমা হইতেই আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি এখন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই কর।

চার্ব্বাক।

হে মহারাজ! আমরা তো প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, সাধ্যের ত্রুটি কিছুই হইবে না, কিন্তু একটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, আমি তজ্জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় শঙ্কা করিয়া থাকি, আহা মনে মনে হইলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতে হয়। হে প্রভো! "বিষ্ণুভক্তি" নাম্নী এক মহাপ্রভাবা-যোগিনী আছে, সে বিবেকের অত্যন্ত সহকারিণী, তাহাকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাহার নাম ও ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিখানা স্মরণ করিলেই মরণকে নিকট বোধ হয়, যদিও বলী কলির পরাক্রমে অধুনা তাহার সর্ব্বত্র তাদৃশ আবির্ভাব নাই, প্রকাশ হইয়া সকলের নয়নপথে ভ্রমণ করিতে পারে না, তথাচ তাহাকে প্রত্যয় নাই, কি জানি, গোপনে গোপনে কখন্ কি সর্ব্বনাশ করে।

মহামোহ।

(ভীত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনার পর)

হে প্রাণাধিক! বটে বটে এখন আমার মনে পড়িল সেই যোগিনীটে বড় ভয়ঙ্করী, ভাল চার্ব্বাক!—বল দেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের কাম ক্রোধাদি এই সকল বলবান সেনাপতি দেদীপ্যমান্ সত্বে সে কি সাহসে, কি উপায়ে প্রকাশ হইয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে? তাহার কি এতই সাধ্য?

চার্ব্বাক।

হাঁ মহারাজ! নিবেদন করি, যদিস্যাৎ কাম ক্রোধাদির বাতাস তাহার পক্ষে অতিশয় হুতাশ-

জনক বটে, কিন্তু শত্রুরা এখন' একেবারে হতাশ হয় নাই, তাহারা আশার দাস হইয়া প্রয়াসে আয়াসে উপনিষদের সহিত বিলাসে প্রবোধ-প্রকাশের জন্য প্রচুরতর প্রযত্ন করিতেছে, সুতরাং নীতিনিপুণ পণ্ডিত-পুঞ্জের উপদেশ ক্রমে জয়প্রত্যাশি অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবেক। কেননা তাহারা কোন এক সূত্রে পশ্চাতে প্রবল হইয়া পদলগ্ন তুচ্ছ এক কণ্টকের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইলেও তো হইতে পারে, অতএব এখনিই তাহার বিনাশের জন্য বিশেষ একটা উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে।

মহামোহ।

আমি এখনি তাহার বিহিত উপায় করিব, এতো অতি সামান্য বিষয়। এইক্ষণে তোমরা সকলে বিদায় হইয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সমাধা কর, এবং সকল স্থানের কর্ম্ম-চারিদিগ্যে শীঘ্র শীঘ্র কুশলসংবাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইতে অনুমতি কর।

(চার্ব্বাক-'শিষ্য' এবং কলি।)

মহারাজ প্রণাম করি, অনুমতি করুন্, তবে এখন আমরা বিদায় হইয়া আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করি।

তদনন্তর চার্ব্বাক স্বীয়-শিষ্য এবং কলির সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহামোহ।

চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গেল তাহাতে নিতান্ত তাচ্ছীল্য করা উচিত হয়না, শ্রদ্ধা ও তাহার মেয়ে শান্তি, অগ্রে এই দুটোকে সংহার করি, পরে সেই সর্ব্বনাশী কালামুখী বুড়ী রাঁড়ীর শ্রাদ্ধ করা যাইবে।

(দ্বারের নিকটে আসিয়া)

কো-হ্যায়, কো-হ্যায়, হিঁয়া কৈ হ্যায়রে। বজ্জাৎ লোক্ সব্ হাজির্ হ্যায়্ নৈ। কাঁহাঁ গিয়া, কাঁহাঁ গিয়া ? দরয়ান্, হিঁয়া আও, হিঁয়া আও।

অসৎসঙ্গ দৌবারিক।

(হাত যোড় করিয়া)

খোদাবন্দ-গরিব-নোয়াজ্, গোলাম্ হাজির্ হ্যায়্।

মহামোহ।

দরয়ান্, তোম্ যাকে ক্রোধ আয়োর্ লোভ্‌কো আবি হিঁয়া আনে কহো, বড়া-জরুর্, বড়া জরুর্—জল্‌দি, লে-আও, জল্‌দি, লে-আও, তোম্‌কো হাম্, খুসি করেগা,—এনাম্ দেগা।—আল্‌বত্তা বক্‌সিস্ মেলেগা।

দৌবারিক।

(জো—হুকুম মহারাজ—বহুৎ খুব্।)

দোঁহা।

তীবথ্ ববৎ ছোড়্ দেও, দেও-পাতর্ পূজ মৎ ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো, ছোড়ো শাস্ত্র-মৎ

যেত্তা ব্রাহ্মণ্ দুনিয়ামে, সব্ বড়া বজ্জাৎ।
গলমে ডোরি, পেট্মে ছোরি, মুখ্মে ঝুটা-বাৎ॥
ব্রাহ্মণ্সে, চামার্ ভালা, যিস্কে সাৎ ব্যাভার।
পুতুলা-সে, কুত্তা ভালা, ফুকে মাজ্ দুয়ার্॥
মূরৎ সূরৎ কিয়া দেখেগা, রহ মেরা সাৎ॥
খুসি-মে সব্ দারু পিয়ে, খাও শুঁড়িকা ভাৎ॥
যাঁহা তাঁহা পরোয়া-নারী, যব্ মেলেগা শং।
বেপরোয়া মজা লুটো, অংমে দেকে অং॥
আও আও আও, মেরা পিছে, হও মেরা ভকৎ।
অসৎ সঙ্গ বড়া সোজা, কোন্ কহে শকৎ॥
এহিতো স্বরগ্, কাঁহা পরলোগ্, ঝুটমুট সব্ বাৎ
জয়্ মহারাজ্ মহামোহকি, নাম্‌সে সুপ্রভাত॥

কিঞ্চিৎকাল পরেই ক্রোধ এবং লোভকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত।

(ক্রোধ এবং লোভের সস্ত্রীক হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

ক্রোধ।

(স্বকীয় স্বভাব প্রকাশ।)

গীত। অথচ বক্তৃতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ওরে, এরা কেরে দুরাচার।
অতি কদাকার, দেখি, অতি কদাকার॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ওরে, এরা, কেরে দুরাচার।
অতি কদাকার, দেখি, অতি কদাকার॥
কি সাহসে, দাঁড়াইল সমুখে আমার।
ওরে, এরা কেরে দুরাচার॥

ধুয়া।

মর মর, সর সর, ওরে, এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্, কেটে ফ্যাল্, মার্ মার্ মার্।
হ্যাদে, এটা, ঘেঁসে ঘেঁসে, ব'সেছে নিকটে এসে,
গদি ঠেসে, হেসে হেসে, করে কি ব্যাভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক্ চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি, করেনা বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িবনা, কিসে পাবে পার।
এব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এব্যাটা রেখেছে দাড়ি,
ঠিক যেন, ত'লো-হাঁড়ি, মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে, রক্ষা থাকে কা'র।
কে পারে আমার চোটে মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ, মর্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে, করেছি সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোনোকালে, আমি কারো, ধারিনেকো ধার॥
পিতা মাতা, বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার।
যে আমরে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ্বলে,
আগে যেন গালে গিয়ে, চড়্ মারি তা'র॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল, হ'য়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারা-সুত, করে হাহাকার॥
বিধি, হর, মুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হ'য়ে একেবারে, দেখে অন্ধকার।
কোথা, হিংসে প্রাণপ্রিয়ে, শীঘ্র আসি দেখসিয়ে,
দেবলোকে করিয়াছে, স্বর্গ অধিকার॥

পোড়াও পোড়াও কোপে,ওড়াও ওড়াও তোপে
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক্ ছারখার।
আমি তরু, তুমি ছায়া, আমি প্রাণি তুমি মায়া,
মিলন করিয়ে কায়া, ধরি একাকার॥
ধরিলে যুগল-বেশ, অস্থির করিব দেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকা ভার।
আকাশেরে চেলে নিয়া, পাতালে ফেলিব গিয়া,
পবন, অনল, ক্ষিতি, কোথা রবে আর॥
যা'র বাসে করি বাস, তা'র ঘটে সর্ব্বনাশ,
সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার।
অনুকূলা দেবীভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা, কোথা শান্তি,
কোথা দয়া, কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার॥
শত্রুগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও সেরে,
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ-প্রচার।
অগ্নি জ্বালো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক্ পুড়ে,
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার॥

হিংসা।

গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে, দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরেনি।
কত সাজে সাজ্-করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখন' এদের্ ঘরে, যম্ এসে ধরেনি॥
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব্ গাড়ী ঘোড়া,
এ সব্ টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি।
আরে, ওরা, ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান্ লক্ষ্মী আজো সরেনি॥
মর্ এটা যেন হাতী, দশ্ হাত্ বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি, জ্বরে কেন জ্বরেনি।
হ্যাদে, মাগী, কালামুখী, ঠিক্ যেন কচিখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী, ঠেঁটি কেন পরেনি॥
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সে'ণার চুড়ী,
বেঁকে চলে, মেরে তুড়ি, ফুল্ তবু ঝরেনি।
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিটে,
এখ'ন এদের্ ভিটে, ঘুঘু কেন চরেনি॥

বিষাদিনীচ্ছন্দ।

তাল খেমটা।

প্রাণে আর্ সয়না। প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না।

খোঁপা বেঁধে, পেটে-পেড়ে,
চোপা করে, নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচেনা আর, গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপোর্ খাটে রয়েছে রাণীর ঠাঠে,
রাগেতে গুমুরে মরি, গতোর্ তো বয়না।
গতোর্ তো বয়না॥
প্রাণে আর্ সয়না প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥

দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক্ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয়না।
তাতে কিছু বয়না॥
বুকে ক'রে পতি ল'য়ে, আমি থাকি এয়ো হ'য়ে,
জতিনী সতিনী মাগী, রাঁড়্ কেন হয়না।
রাঁড়্ কেন হয়না।
প্রাণে আর্ সয়না, প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে, প্রাণে আর্ সয়না, সয়না॥

ভাই, বুন্, যত-গুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হ'ক্ মূলোখেৎ কিছু যেন, রয়না।
কিছু যেন রয়না॥

লাতি মেবে দেও তেড়ে, ওরা যাক্ দেশ ছেড়ে,
থালা, ঘড়া, কড়া কেঁড়ে, কিছু যেন লয়না।
কিছু যেন লয়না॥
প্রাণে আর্ সয়না, প্রাণে আর্ সয়না।
সয়না-রে প্রাণে আর, সয়না; সয়না॥

বাপ্ বুড়ো বড় ঠক্, মুখে মিঠে হাড়ে টক্,
বোসে আছে যেন বক্, তত্ত্ব কভু লয়না।
তত্ত্ব কভু লয়না।
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে, ঠিক্ যেন ময়না।
ঠিক্ যেন ময়না॥
প্রাণে আর্ সয়না। প্রাণে আর্ সয়না॥
সয়না-রে, প্রাণে আর সয়না, সয়না॥

ক্রোধ।

(বাহু বিস্তার পূর্ব্বক হিংসাকে কোলে করিয়া)

হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি হিংসে! এসো এসো সদয়চিত্তে আমাব হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন কর।—তুমি একবার আপনার বিশ্ববিদ্বেষিণী বিষমামূর্ত্তি প্রকাশ কর, তোমার গাত্রে নিরন্তর কেবল শিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকুক্। ক্ষণমাত্র যেন নির্ব্বাণ না হয়। তোমার প্রভাবে এই দেখ, আমি কেমন্ এক ব্যাপার করি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা, কুটুম্বহত্যা এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার হত্যা আছে,—তাহার দ্বারা সমস্ত কুল একেবারে সমূলে নিপাত করিব।—কিছুই রাখিবনা, আমাদিগের সম্পূর্ণ প্রভাব দূরে থাক্, আবির্ভাবের উদ্রেক্ মাত্রেই মানব ও মানবী সকলে এখনিই অত্যন্ত চঞ্চল হইবে, অধৈর্য্য হইয়া কার্য্যসাধনের পথ দেখিতে পাইবে না।

হিংসা।

হে নাথ! লোকের এ, যে, বিষম ভ্রান্তি,—আমার নিকট কোথায় শান্তি? বিপক্ষদিগের লক্ষ লক্ষ থাকিলেও কাক্-ক্রান্তি বলিয়া লক্ষ্য করিনে। আমি এই অরির-পথ রোধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় শরীর বিস্তার করিলাম।

লোভ।

(সভা মধ্যে স্বভাব প্রকাশ।)

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

বল বল, কিসে হ'বে, ক্ষুধা নিবারণ।
কঠোর জঠরজালা, করে জ্বলাতন॥

।

সাধ্ ক'রে দিই গাল্, এত চাল্ এত ডাল,
একদিনে গেল কাল্, কি করি এখন।
তেল, লুণ, নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হ'বে, সব আয়োজন॥
সকলেরি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার্ কাছে যেতে পারি, পেতেপারি ধন।
চুরি ক'রে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ্ বুঝি কপালেতে, হ'লোনা ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাকা ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন॥

এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত,
আমারে করে না কেন, ধন বিতরণ।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড়্ ভরা ছানা দই
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ॥
ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাচ, না হয় গণন।
গাছে উঠে, ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ি নিয়ে, করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যা'রা, এখানেতো নাই তা'রা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাচ, কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়,-মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয়, এইতো বচন।
চুরি ক'রে নৎ, ঢেঁড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়ে, খাটিব তখন॥
বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
কারাগার সে আমার, শ্বশুর-সদন।
হাদে ওই থালখানা, যদি ভাই যায় আনা,
দুদিন-তো হবে তায়, সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে,
শুকুতে দিয়েছে সব, চিকন-বসন।
সবুজ, সফেদ্ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল, খোট্টা মহাজন॥
মোগোল, পাঠান কত কাবেলের মেয়া যত,
উঠে উঠে, আনিতেছে, করিয়া যতন।
এসব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ॥
বেনের দোকান লোট্,-রূপা, সোনা, টাকা, নোট্,
বেঁধে মোট্, ছোট্ ছোট্,-পালা ওরে, মন॥

(অন্যদিকে অবলোকন পূর্ব্বক।)

এই দেখি পেট ডোঙ্গা, ঢেঁকুর্ উঠিছে চোঙা,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়াছে গোলে, আবার উঠেছে জ্বোলে
দেরে দেরে খেতে দেরে, বাঁচারে এখন॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনিই আন্ আন্,
থান্ থান্ কোরে খাই, এতিন্ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তা'র প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তা'রে, করেছি স্থাপন॥
আমাদের হ'য়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডকোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ॥
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবুনাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন্ জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ্, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ্,
মন বিনা এই বেগ্, কে করে ধারণ॥
হেন সাধ্য কা'র আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনের প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ।
যদি কেউ খড়িপেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি, করে কোন জন॥
এসব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হ'লে হ'লে, কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে বোধ্, লাঠিধোরে আছে ক্রোধ্
করিবে আমায় রোধ্, কে আছে এমন্॥

(তৃষ্ণায় মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আর একদিকে মুখ করিয়া পেটে হাত দিয়া মুখভঙ্গিমা।)

ওরে, আর, যে, বাঁচিনে, পেট্ জ্বোলে যায়,
ওরে কিছু দেরে, দেরে।
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার, করি দরশন।
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট্, না মরে ক্ষুধার ছিট্,
চুমুকেতে কত আর, করিব শোষণ॥
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাই খাই রবে সবে, ছাড়িছে বচন!
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হ'তে এসে করে, কোথায় গমন॥
এই দেখি, এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা, করে নিরূপণ।
কেবা বাছে পচা, সড়া, কেবা আছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি, উদরে ধারণ॥
ওই যে, ঠাকুর ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া, করে নিবেদন।
ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি, করেছি ভক্ষণ॥
ওদের কুলের-বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার, দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হ'য়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে ব'সে, মনে মনে, করেছি রমণ॥
ওরা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হ'য়ে আট খানা,
ধোরে কত ঠাট্ খানা, করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায়, করেছি যাপন॥
দেবপতি তারাপতি, হ'ল গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয়, কামের সাধন।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজে ছিল, আমার চরণ॥
আমি জাগি সর্ব্ব আগে, কাম, ক্রোধ, পরে জাগে
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা, ল'য়েছে শরণ।
বিধি, হরি, স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু, করে না গ্রহণ॥
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যা'রে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ।
আমার সেবক যা'রা, দারুণ চতুর তা'রা,
চতুরতা কেবা জানে, তাদের মতন॥
ডুব্ দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্ পায়,
নল-দিয়ে, দুধ করে, উদরে শোষণ।
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের-ভেঙ্গে, করিবে ভোজন॥
পিতা, মাতা, দেব, গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ॥

(আবার আর এক দিকে চাহিয়া।)

ওরে, এ, কার দোকান রে? কার দোকান?

বক্তৃতা-চ্ছলে সংগীত।

তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন। কি করি এখন,
বল কি করি এখন।
অপরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করিনি কভু, হেন দরশন॥
হায় হায় মজিল নয়ন।
আহা এই, নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে
একেবারে খুলেগেল, ভুলেগেল মন।

বিম্বাধর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন-চুয়া;
ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন ॥
পাক্ রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া,
পড়ে রস্, টস্ টস্, মুখের বচন।
স্বরূপ, চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে-খাজা,
অথবা, কি, সরভাজা, সুচারু-বদন ॥
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুতি-সন্দেশ-খাসা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ।
পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর, যেন পা ।-সাজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সর, সুমধুর বহুতর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন ॥
দিবে নিশি জলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন।
নাহি দেখি, দান, তোলা, মনে মনে মনতোলা,
সে মন, ওজনে কত, কে জানে কেমন ॥
যাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে,
প্রতিগ্রাহী হ'য়ে তবে, করিব গ্রহণ
না গেলেতো নয় নয়, যেতে এই করি ভয়,
বোধ হয়, জিলিপি, জিলিপি, যেন মন ॥

হে প্রিয়ে তৃষ্ণে! তুমি আপনার পরাক্রম এরূপে প্রকাশ কর, যেন কোনমতেই কাহারও মনে তৃপ্তি ও শান্তির উদয় না হয়।

তৃষ্ণা।

গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

আমার এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা ॥
আমার এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে, কাঁড়ি ক'রে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ, এক্ কোণে ধরেনা ॥
আমার এই পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা ॥

ক্ষান্ত-নই দিনে রেতে, বসেছি আচোঁল পেতে,
কখনই পুরিবেনা, কোঁচড়্ আমার।
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছে খালি, উদর্ ভাণ্ডার ॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তা'রা, নিকটেতে চরে না।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা,।
কিছুতেই ভরে না ॥

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হ'বে আঁৎখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চুর্ মার্।
জঠর্ অনলে পুড়ে, ছাই হ'য়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তা'র্, চিহ্ন নাই আর ॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট ফাঁপা দূরে থাক্, বায়ু কভু সরে না।
আমার্ এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা ॥

বাসনার হ'য়ে বশ, খেতেছি বিষয়-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার।
আমার্ বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার ॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধুম,
যত পাই, তত খাই, আশা কভু মরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা ॥

(ক্রোধ, হিংসা, লোভ এবং তৃষ্ণার মহামোহের নিকট গমন।)

মহারাজ জয়জয়কার, জয়জয়কার। আমরা

সকলেই প্রাণাম করিতে আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন্, কি করিতে হইবে ?

মহামোহ।

ওহে, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদিগের বিরুদ্ধে অতিশয় বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, অতএব যে প্রকারে হয়, তোমরা সকলে একত্র হইয়া এখনিই তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর, তাহার যেন আব গতি শক্তি না থাকে।

(ক্রোধ এবং লোভ সস্ত্রীক হইয়া)

যে আজ্ঞা মহারাজ, তাহাকে সমূলেই নিপাত করিব।

[তদন্তর ক্রোধ এবং লোভ স্ব স্ব স্ত্রী সহিত রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

মহারাজ মহামোহ।

ওহে, সভাসদগণ ! ভাল তোমরা বিবেচনা কর দেখি, শ্রদ্ধা-তো আমাদের দাসীর দাসী। শান্তি সেই শ্রদ্ধার কন্যা, তাহাকে-তো বিনাশ করিবার বিলক্ষণ এক সহজ উপায় আছে, সেই শ্রদ্ধাকে উপনিষদ্দেবীর নিবাস হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সংহার করিতে পারিলেই এই শান্তি মাতৃবিচ্ছেদ-শোকানলে আপনি দগ্ধা হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।—আমার বিবেচনায় "মিথ্যাদৃষ্টি" নাম্নী বেশ্যাই কেবল এই কর্ম্মের যোগ্যপাত্রী, অতএব তাহাকে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য, "বিভ্রমাবতী" দাসী গিয়া এখনই তাহাকে ডেকে আনুক্।

(পরে দ্বার সমীপে গিয়া)

"বিভ্রমাবতি" ? তুই এই দণ্ডেই "মিথ্যা-দৃষ্টিকে" ডেকে আন্।

বিভ্রমাবতী।

(নিজ-গুণগরিমা প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা।

দিন্ দুপুরে চাঁদ্ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার
হ'লো পূর্ণিমেতে আমাবস্যা,
তেরো- পহর্ অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল, বামী বষ্টমী।
একাদশীর্ দিনে হ'বে, জর্ম্ম-অষ্টমী ॥
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতুই পোষে,
চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার্।
সেই ময়্রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল্,
বামুন্‌গুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায়্ বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হ'লো ছারেখার ॥
ঐ সুজ্জিমামা পূর্ব্বদিকে, অস্তে চ'লে যায়
উত্তুর্ দখিন্ কোন্ থেকে আজ,
বাতাস্ লাগ্‌চে গায়।
সেই রাজার্ বাড়ীর্ টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তা'র ॥
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী, হাস্‌তেছে কেমন্।
এক্ বাপের্ পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্।
কাল্ কামরূপেতে কাক্ মরেছে
কাশীধামে হাহাকার ॥

যে আজ্ঞা মহারাজ! তাকে তাকে ডেকে আনি।

(কিঞ্চিৎ পরেই "বিভ্রমাবতীর" সহিত মিথ্যাদৃষ্টির আগমন।)

মিথ্যাদৃষ্টি *।

(আপনার গুণগৌরব প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

কোর্ব্ব কত নিজ গুণ্ প্রকাশ।
আমার্ বাতাসে হয় সর্ব্বনাশ॥
আমায়্ ছায়ার্ আগে, সাধ্য কে দাঁড়ায়্।
ভয়ে উস্কুখুস্কু ফল্‌না, তুস্কু, শুস্কু, হ'য়ে যায়॥
আমায়্ দেখ্‌লে পরে অন্নপুন্ন,
আপ্‌নি করেন্ উপবাস॥
আমার্ মিষ্টি কথা, যষ্টি লাগে গায়।
যদি আড়্ নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়,
আমার্ পদার্পণে ঘু-ঘু চরে,
হাড়ে গজায়্ দুর্ব্বোঘাস॥

ঢল ঢল টল টল নাচিতে নাচিতে
খল খল বদনে হাসিতে হাসিতে

ওলো ও সখি বিভ্রমাবতি!—আমাকে কেমন্ দেখাচ্চে, দেখ্ দেখি? আমার কি আর সে কাল আছে গা? সে রস নাই, সে কস্ নাই, সে কিছুই নাই, কেবল এক ঠাট্‌খানা আছে। হাঁলো বুন্, এই ঠাট্টা দেখে লোকে কি আমায় ঠাট্টাক'র্বে? আমি বুড়ো হ'য়েছি,—হাঁগা! রাজা আমায় কেন ডাক্‌চেন্?

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি!—তুই কি কখন' বুড়ো হবি-গা? সমস্ত মেয়ে গুলো তোর্ কোথায় লাগে? এমন্ চোখের্ চাউনি,—এমন্ চুলের ছাউনি—এমন্ দেহের্ ঠমক্ এমন্ ধারা জমক্—আর কি কা'র আছে লো? তোর্ বয়েস্ যত ঘুন্‌য়ে উঠ্‌ছে, শরীর্ তত চোল্কে চোল্কে ঝোল্কে ঝোল্কে পড়্‌চে গা। তোর এই যৌবনের্ গাঙ্গে কি কখনো ভাঁটা হবে বুন্।—চিরকাল কোটালের্ জোয়ার্ ভরা থাক্‌বেই। তবে বুন্ বল্‌তে কি।—দিদি, বোল্লে পর্ তুই আমার্ উপব্-তো বেজার্ হবিনে?—তোর্ গয়্‌না গুলো ভাল বটে, কিন্তু তুই পছন্দসই প'ত্তে জানিস্‌নে,—বলিস্ যদি আমি তোরে আচ্ছাকোরে মনের্ মত সাজ্‌য়ে দি।—দ্যাখ্ এই পায়ের্-মল দুগাছা খুলে নিয়ে তুই নাকেতে ঝুল্‌য়ে দে। আমি একটা গজাল দিয়ে নাক্ দুটো ছেঁদা ক'রে দি আর্ দ্যাখ্।—নাকের্ এই নৎ গাচ্‌টা খুলে বাঁ-পার কোড়ে আঙ্গুলে প'রে ফ্যাল্। চোকের্ কাজল্ মুছে নিয়ে তুই গালেতে মাখ্ দেখি। দিদি,—তুই হাজায়্ নাগরের্ এক নাগরী। তাদের্ আয় পয়্ ও নিজের্ এয়োৎ রাখ্‌বার জন্য এক্ জোড়া সোণার শাঁকা পোত্তে তো হয়।—তা হ'লে তোর্ আশ্চজ্জি শোভা হ'বে।

মিথ্যাদৃষ্টি।

ওলো সই, বেশ্ ব[illegible] এই বেশ্ বেশ্ বটে

* মিথ্যাদৃষ্টি।—নাস্তিকতাবুদ্ধি।

বিভ্রমাবতী।

দিদি।—পুরুষেরা বলে "আপ্‌রুচি খানা, পর্‌রুচি পেঁদ্‌না।—আমি যখন্ পোষাক্ পোরে জাঁক্ জমকে পাড়া করি,—তখন পথের্ সকল লোকটা দেখে অম্‌নি ধন্নি ধন্নি ধন্নি করে।—আর্ আমার "তিনি" আহ্লাদে আট্‌খানা হ'য়ে গল্‌তে থাকেন্।—ভাল দিদি, জিজ্ঞাসা করি,—তোর চোক্ ছুটো কেন ঢুল্ ঢুল্ ক'চ্চে।

মিথ্যাদৃষ্টি।

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া মুখের ঠাট
করিয়া হাসিতে হাসিতে।)

আর্ বুন্, ও কথা তোরে কি ব'ল্‌ব ?—কি জিজ্ঞাসা করিস্ ? আমার্ কি আর্ দিন্ রাত্তির্ নিদ্রে আছে ? এই রাজবাটীর ছেলে বুড়ো সকল গুলোই আস্‌ছেই আস্‌ছে।—চুল্ বাঁদ্দে একদণ্ড অব্‌সর পাইনে, আমি একা নারী, তাহারা সহস্র পুরুষ, এতে কি আর ঘুম্ আছে-লো ?

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি ! শুনে যে বড়্ আশ্চজ্জি বোধ হ'চ্চে, কামের, রতি, লোভের তেষ্টা।—ক্রোধের হিংসে, এই সকল ঘরের্ গিন্নী বান্নী আছে, তারা কি কেউ তোমার্ উপর বেজার্ হয় না গা ?

মিথ্যাদৃষ্টী।

কি বুন্ ? তারা আবার বেজার হ'বে ? তারাইতো সব ধোরে বেঁধে এনে গোৎয়ে দেয়। আমি কখনও কাউকে যেচে ডাকিনে, হাঁলো একি বল্‌বার কথা ? আপ্ত মুখে বলা নয়, হাদ্-দেখ, রাজবাড়ীর ঐ বোউগুলো, মেয়ে-গুলো, আমায় ছেড়ে একরত্তি স্থির থাকতে পারে না।—হাঁলো সই, আমাকে কি ভাল দেখাচ্চে ? রাজা দেখলে পরতো খুসি হবেন ?

বিভ্রমাবতি।

দিদি !—দেখিস্, রাজা দেখলে পরেই অম্নি মুচ্ছ যাবেন, এলিয়ে পোড়বেন।

রঙ্গিণী চৌপদী।

যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পোড়েছে খোসে,
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কস্-লো,
ঠোটে দিয়ে কস্
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর,
এখন' লাবণ্য তোর, করে টস্-টস্ লো।
করে টস্ টস্॥
তোয়েরি তোমার চেয়ে, এমন কে আছে মেয়ে,
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো,
কর সব বশ।
তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো,
সবে গায় যশ॥
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিক্ দশ লো,
ছোটে দিক্ দশ।
দলহীন হ'লো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
হাঁলো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো,
তবু এত রস।

হাঁলো সই !—তোরা কয় বুন ?

বিভ্রমবতী।

বুদী মাসী, ক্ষুদী পিসী, বিমলী গোয়ালিনী, আর আমি, আম্‌রা এই চারটি বুন।

মিথ্যাদৃষ্টি।

সই!—আজ শেষ বেলাটা রাজার সঙ্গে দেখা ক’র্ব্ব কি?

বিভ্রমাবতী।

দিদি!—রাৎ পহর্ তেবো, কি সতেরো। ঐ মাতার উপর সুজ্জি ঝিক্ মিক্ কচ্চে। এই সময়টাই ভাল সময়।

দিদি!—ঐ মহারাজ সিঙ্গেসনে বোসে আচেন, তুমি তাঁহার নিকট শীগ্‌গির যাও শীগ্‌গির যাও।

মিথ্যাদৃষ্টি।

মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমি আপনার দাসী, “মিথ্যাদৃষ্টি”, প্রণাম করি, আমাকে কেন ডেকেচেন?

মহামোহ

গীত।

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল আড়া।

ছিছি ধনি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আর।
এসো এসো, কোলে এসো, ব’সো একবার॥
আজ্ একি শুভদিন, আমি তব প্রেমাধীন,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার।
তোল’ প্রিয়ে মুখ তোল’, মুখের আঁচল্ খোল’,
শোভায় হরণ কর, মনের আঁধার॥
করযুগে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার!
তুমি-লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
তোমায় করেছি দান, হৃদয়-ভাণ্ডার॥
শুন শুন প্রাণ-প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
প্রাণের আসন গিয়ে, কর অধিকার।
নধর-পল্লব যেন, অধর শোভিত হেন,
নূপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
বচন কোকিল-স্বর, নয়নেতে পঞ্চশর,
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার॥

হে প্রিয়ে! সেই দাসীর বেটী ভয়ঙ্করী, কুলাঙ্গারী শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংঘটন দ্বারা প্রবোধ উৎপাদনের জন্য কুটুনীর ন্যায় আঁটুনি করিয়া জুটুনি করিবার খুঁটুনি তুলিতেছে। তুমি সেই পাপিয়সী ভণ্ডা রণ্ডার চুলের গোছা ধরিয়া ষণ্ডাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। পাষণ্ডেরা তাহাকে মুষ্টাঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে সংহারমুদ্রা দর্শন করাক্।

মিথ্যাদৃষ্টি।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

জয় মহারাজ, ভয় কোরোনা আর।
আমি কোর্ব্বো একা, একাকার॥
এমন্ পতিব্রতা সতী আছে কে।
আমি সাত্-পুরুষ্‌কে, রমণ্ করাই অতি পুলকে
সেই স্বাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার॥
আমার একটুখানি, বাতাস্ লাগ্‌লে গায়।
বেচে কোশা কুশী, মুনি ঋষি, বেশ্যাবাড়ী যায়।
লোকের পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন্ কিছু নাই বিচার॥

হে মহারাজ! এই দাসী হ'তেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হ'বে। তার একটা ভাবনা কি? আমি এক হুঙ্কারে টুঙ্কাবে সকলকেই কাণা কোর্ব্ব, কেউ কি কিছু দেখ্‌তে পাবে? ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শাস্ত্র নাই, বেদ নাই, গায়িত্রী নাই, মোক্ষ নাই, সকলি মিছে।—মহারাজ! উপনিষদ্‌, সে—কে? বেদের একটা ভাগ বইতো নয়। তারেতো একগাছা তৃণের চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে যে বড় অপদার্থ, রস নাই, কস নাই, সুখ নাই, তাতে লোকের শ্রদ্ধা কেন হবে? মোক্ষ, সে আবার কি? মহারাজ মনের কোণেও ঠাঁই দিবেন্‌ না, সে শ্রদ্ধার এত আস্পর্দ্ধা? অশ্রদ্ধা এখনি তারে দাঁতে চিব্‌য়ে, গুড়ো করুক্‌। আমি তা'র বুকে দাঁড়াবো, পায়ে পায়ে মাড়াবো, দেশ-তাড়াবো, বেদ্‌ ছাড়াবো, ভেদ ঝাড়াবো।

আর কি তারে আস্ত রাখি—আস্ত রাখি?
এই দেখনা, ঘাড়্‌টী ভেঙে,
রক্ত চাকি-রক্ত চাকি॥

মহামোহ।

আর আনন্দের সীমা নাই।

হে হৃদয়রঞ্জিনি! এত দিনে আমার মনের সকল উদ্বেগ দূর হইল, আর আমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই। হে প্রিয়ে! যেমন মহাদেবের বামভাগে পার্ব্বতী বসিয়া শোভা করিতে থাকেন, তুমি সেইরূপে আমার বামাঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

(অতিশয় ব্যাকুল হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করণে অগ্রসর।)

মিথ্যাদৃষ্টি।

ও মহারাজ! ও কি? ও কি? আমি মেয়ে মানুষ—সভার মাঝে—দিনের বেলা দিনের বেলা—এই সব নোক্‌ র'য়েছে, নোক্‌ র'য়েছে—আই আই আই।—আমি নজ্জাপাই, নজ্জাপাই। ছি ছি ছি, সোরে যাও, সোরে যাও।

আদরিণীচ্ছন্দ।

ছি ছি ছি, দোড়্‌য়ে এসে, জোড়্‌য়ে ধ'রে,
মনের আগুণ কেন জ্বালো।
ওকথা, আর বোলোনা, আর বোলোনা,
আর বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।

ছি ছি ছি, সভার মাজে, মরি লাজে,
দিনেব বেলা রবির আলো।
ওকথা, আর বোলোনা, আর বোলোনা,
আর বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো॥

ছি ছি ছি সময় আছে, সবাই কাছে,
কামের পাশা কেন চালো।
ওকথা, আর বোলোনা, আর বোলোনা,
আর বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো॥

ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে,
ঠিক্‌ যেন, ত্রিভঙ্গ কালো।
ওকথা, আর বোলোনা, আর বোলোনা,
আর বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।

মহারাজ! চল এখন্‌ আমরা সাজঘরে গমন করি।

[তদনন্তর মহামোহ এবং মিথ্যাদৃষ্টি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

শান্তি এবং করুণার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ

শান্তি।

(জগদীশ্বরকে প্রণাম।)

হে জগদীশ্বর পরমাত্মন্। তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(সভ্যগণের প্রতি উপদেশ পূর্ব্বক বক্তৃতা।)

হে জীব সকল! এই সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিয়তই মরণকে স্মরণ কর,—মনের সকল অভিমান হরণ কর,—সন্তোষকে মনের মন্দিরে বরণ কর,—কেবল আনন্দদ্বীপে চরণ কর,—জীবন জীবনবিম্ব-বৎ, নিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস নাই, এখনি বিনাশ হইবে, অতএব যত পার ততই সৎকার্য্য সাধন কর,—ইন্দ্রিয়-গণের বশীভূত হইয়া সৎকার্য্যের সৎকার্য্য করা উচিত হয়না; পরম-প্রেমের প্রেমিক হও, সকলের প্রিয় হইয়া প্রেমপাসে সকলকে বদ্ধ কর।—এই জগতীবাসে কে তোমার শত্রু আছে? তুমি কাহাকে শত্রু জ্ঞান কর? তুমি বিবেচনা-দোষে আপনিই আপনার শত্রু হইতেছ; কারণ দেহের কারণ না জানিয়া দেহেতে আত্ম-বোধ করত ঘোরতর অভিমান-বশত কেবল রিপুদিগ্যে চরিতার্থ করিতেছ।—এই অভিমান, এই অহঙ্কার, এই দম্ভ, ইহারা তোমার যত শত্রু, তত শত্রু আর কেহই নাই।—যদি এই রিপুমণ্ডিত বপুরাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ তোমার চিরপ্রাপ্য-ধন হইত, তবে অহঙ্কার একদিন শোভা পাইত।—মৃত্যু প্রতিক্ষণেই নিজ নিকটে আহ্বান করিতেছে, এখনই মৃত্যুঞ্জয়েরচরণ-শরণ লও।

জগতের শোভা দর্শন কর,—কি বিনোদ-ব্যাপার-ব্যূহ বিলোকিত হইতেছে! কিন্তু এই অদ্ভুত ভূতের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ভূতে অভিভূত হওয়া উচিত হয়না। যিনি সকল ভূতের কর্ত্তা, ভূতাতীত ভূতনাথ, তাঁহারি ভাবে অভিভূত হও। রত্নাকর সমুদ্রে এবং এই রত্নময়ী বসুধা-গর্ভে যে সকল রত্নরাজি রাজিত আছে, তৎসমূহ একত্র করিয়া সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমাত্র যথার্থ সুখের সঞ্চার হইতে পারে না। এই বিচিত্র গগনক্ষেত্র-বিরাজিত চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বায়ু, বারি প্রভৃতি কি কখনও তোমাকে চিরসুখে

সুখী করিতে পারে? কেননা মানব-কৃত কার্য্যজনিত অথবা প্রাকৃতিক-সুখকে প্রকৃত-সুখের মধ্যেই গণনা করা যায়না, যেহেতু এই সমস্ত সুখ অবিনাশি এবং অনন্ত নহে; ক্ষণে-ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, অথচ ইহাতে কেবল দুঃখের অংশই অধিক, ঐ সমুদয় অনিত্য-সুখের বিচ্ছেদকালীন যেরূপ দুঃখের উদয় হয় তাহা শরীর এবং মনের পক্ষে কত কষ্টদায়ক বিবেচনা কর।—হে মানব! বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এই অসারসংসারে সংসার-সম্বন্ধীয় সুখের আশা পরিহার কর। সুদ্ধ সুদ্ধচিত্তে এক অক্ষয়, অখণ্ড, অনন্ত, সুখ সম্ভোগ কর, যাহার সহিত দুঃখের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।

এই মোহকরী মহী-মাতার মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেন মোহিত হও?—এই ভবরাজ্য এই সব ভব-কার্য্য যাহার দ্বারা অবধার্য্য হইতেছে, তাহার অনিবার্য্য অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।—বনে এবং উপবনে পুষ্পপুঞ্জ মকরন্দ ভরে প্রফুল্লিত হইয়া সুবাস দ্বারা কি আমোদ বিতরণ করিতেছে!—হে জীব! তুমি এই ফুলের আমোদে আমোদিত হইয়া কেন অঙ্গরাগ ও ইন্দ্রিয়যাগ করিতেছ? এই বিকসিত কুসুমের মনোহর দ্যুতি দর্শন করিয়া এবং আঘ্রাণ লইয়া ভগবানের ভাবে গদ্‌গদ হও, এবং প্রেমরূপ-পদ্মে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা কর।

হে মনুষ্য! তুমি এই অলীক সুখময় বসন্তকালে ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কার, কোকিল-কুলের কুহুঃ কুহুঃ মধুর ধ্বনি শ্রবনে এবং পূর্ণেন্দু-প্রকটিত জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিত সুবিমল রজনী দৃষ্টে কেন প্রমত্ত হইয়া রিপুকে বিকল ও চঞ্চল করিতেছ?—আহা! স্থির হও, স্থির হও।—কোকিল এবং ভ্রমরের সুধাময় সংগীত শ্রবণ কর, ইহারা তোমাকে ব্যাকুল করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করে নাই, তোমারে প্রিয়-ভাষের-উপদেশ দিবার নিমিত্তই গুরু হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ-গান করিতেছে। তুমি তাহার-দিগের শিষ্য হইয়া প্রিয়বচনে অমৃত-বর্ষণ কর, এবং ব্রহ্মসংগীত গান-দ্বারা আপনি মুগ্ধ হইয়া সকলকেই মুগ্ধকর, আর এই সুনির্ম্মল রজনীতে স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানযোগে জগদীশ্বরের ধ্যান কর।

শাস্ত্রকর্ত্তা-জ্ঞানি-লোকেরা এই বসন্তকালে ভ্রমণের বিধি বিধি করিয়াছেন। যদি ভ্রমন করিতে ইচ্ছা হয় তবে ভ্রমণ কর, কিন্তু কোন্ পথে ভ্রমন করিতে হয় তাহার কিছু স্থির করিয়াছ?—দেখ, জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া সর্ব্বজীবের সুখের জন্য "প্রবৃত্তি" এবং "নিবৃত্তি, এই দুটি পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার কারণ যাহার যে পথে গমনে অভিরুচি হইবে, সে ব্যক্তি সেই পথেই গমন করিবে। হায়, কি আশ্চর্য্য! প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তিপথ পরিভ্রমণে প্রীত হইয়া প্রকর প্রযত্ন প্রচার করিতেছে। প্রায় কাহা-কেই নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে দেখা যায়না, কেননা প্রবৃত্তিপথে পুনরায়গমনের ব্যাঘাত নাই, নিবৃত্তিপথে ভ্রমণ করিলে আর কোনমতেই আসার আশা থাকেনা, সুতরাং ইচ্ছাক্রমে কেহই তাহাতে অনুরত হয়না। যেমন কোন মনুষ্য বিদেশে-গমনের বিচার-কালে এরূপ বিবেচনা করে, যে "এ পথে যাত্রা করিলে আমি অতি সহজে অতি শীঘ্রই গৃহে আসিতে পারিব, ও পথটা অতি ভঙ্কর, কি জানি, পাছে কোন বিড়ম্বনা হয়, দূর হউক্, আমার পক্ষে এই পথই ভাল, সেইরূপ আশু-সুখকর-ব্যাপার-বৃন্দ বিলোকিত না হওয়াতে তোমার মনে নিবৃত্তি-পথের নিবৃত্তি জন্মিয়া কেবল প্রবৃত্তিপথের প্রবৃত্তিই উদয় হইতেছে।

আহা, কি অযোগ্য-দুর্ভাগ্য! এই উত্তর

পথের মধ্যে কোন্ পথ অতি উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত সুখকর, তাহার বিতর্ক কেহই করে না। ওহে জীব! তুমি আর কতদিন মায়ার কুহকে পতিত থাকিবে? এই দণ্ডেই আপনার সুপথ দেখ। অতি অলীক ক্ষণিক আমোদকর প্রবৃত্তিরূপ কন্টকাবৃত্ত কুপথ-ভ্রমণে আর কেন প্রবৃত্ত হও? এ পথের সুখ যাহা সে সকলি অনিত্য ও পরিণামে দারুণ দুঃখদায়ক। প্রবৃত্তিপথের পথিক হইলে কখনই নিত্যসুখের উৎপাদনকারক তারক-ব্রহ্মের নিকটস্থ হইতে পারিবেনা, ভয়ানক বনচর প্রভৃতি দস্যু সকল পথিমধ্যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। নিবৃত্তিপথে কাঁটা নাই, হিংস্রক জন্তু নাই, এবং দস্যু নাই। সে পথ অতি পবিত্র, কোন ভাবনার বিষয় নাই; ঐ সত্য সুখময়-সুন্দর সুপথে যাত্রা করিলে অবিলম্বেই পরমপ্রেমময় পরমপুরুষের সমীপস্থ হইবে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি একেবারেই কৃতকৃতার্থ হইবে, ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্তোষ-সদনে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে।

তুমি প্রবৃত্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুখের আস্বাদনে তৃপ্ত হইতেছ, কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র রস নাই, বিষম-বিরস, এই পন্থা যে সংসার-কাননের চতুর্দ্দিক দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বনে হিম, শিশির, বসন্ত গীষ্ম, বর্ষা এবং ছয় ঋতু যথা-রীতিক্রমে নিয়মিত সময়ে স্ব স্ব স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, তন্মধ্যে পাঁচ ঋতু তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, শুদ্ধ এক সুরভিকাল যৎকিঞ্চিৎ আহ্লাদজনক, কেননা তুমি এই কালে নব নব নয়নবল্লভ-পল্লবমঞ্জরী-মণ্ডলমণ্ডিত-নবনব সুচারু-সুন্দর-সুরভি-ফুল্লফুল-দল-সুশোভিত-মৃদুমৃদু-মলয়ানিল-সেবিত-মধুপান-মত্ত-মধুকর-নিকর-গুঞ্জিত-কোকিলকুল-কলকুজিত কমনীয়-কুঞ্জ-কাননে কুটিল-কুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী-কুলকামিনী-কুল-কর-সন্ধারণ-পুরঃসর বিহার-সুখে সুখী হইতেই ইচ্ছা কর, কিন্তু তুমি জাননা, এ বসন্ত তোমার পক্ষে কৃতান্ত সম, শ্রীমন্ত নহে।—তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, যাহা সুধাময় জ্ঞান করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় বিষময় নিরয়-নিলয়।

তুমি নিবৃত্তিপথ অবলম্বন কর, তাহাতে সমূহ-শিব সম্ভাবনা, এই বর্ত্মে কোন ঋতুর প্রাদুর্ভাব নাই, বর্ষাতেও হর্ষের অবধি নাই, শরদেও আমোদের হ্রাস নাই, হেমন্তেও সন্তোষের অন্ত নাই, এবং গ্রীষ্ম ও ভীষ্মবৎ ভীষ্ম নহে।--ইহারা কেহই প্রবল হইয়া পীড়া প্রদান করিতে পারে না, কারণ তথায় প্রতি-নিয়তই কেবল "বিবেক"নামক বসন্ত-ঋতুর প্রাদুর্ভাব।

উঠ উঠ, উঠ, জীব, চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥
নিত্যসুখানন্দময়, বন আছে যথা।
"বিবেক" বসন্ত-ঋতু, বিরাজিত তথা॥
সে বনে অপর ঋতু, না হয় উদয়।
সদাকাল সুখময়, সুরভি সদয়॥
ঈশ্বর-সাধন "কাম" করিছে বিহার।
শ্রীমতী "সুমতি রতি", সতী-প্রিয়া তা'র॥
এখনি দেখিতে পাবে, বিজ্ঞান-নয়নে।
ইন্দ্রিয়-শাখির শোভে দেহ উপবনে॥
অপরূপ, বৃত্তিরূপ, শাখা শতশত।
অনুরাগ-নবপত্র, শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা, আহা মরি মরি।
মাঝে মাঝে, ঝুলিতেছে, ভক্তির মুঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত বলে, বাড়িছে বিলাস।
ফুটেছে কুসুম কত, ছুটেছে সুবাস॥
"সন্তোষ" মলয়-বায়ু, প্রবাহিত হ'য়ে!
করিতেছে পুলকিত, গন্ধ তা'র ল'য়ে॥
দয়া-যূতী, ক্ষমা-জাতি, শান্তির সেয়তী।
অহিংসা-অপরাজিতা, করুণা-মালতী॥

মুকুলিত হইয়াছে, যত তরু-লতা।
লজ্জা "লজ্জাবতী" ফুল, মাধবী-শীলতা॥
সত্যরূপ চম্পক, সৌরভ কত তাতে।
প্রমোদিত করিয়াছে, প্রেম-পারিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত, করি বিচরণ।
শ্রবণবিবরে করে, সুধা-বরিষণ॥
মরি কিবা "শ্রুতি-শুক," শ্রুতিসুখকর।
"গীতা" শারিকার সহ, ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর, নিজ-স্বর ধ'রে।
"সুরাগ,, সুরাগে লয়, প্রাণ মন হ'রে॥
সুললিত সুমধুর-রবে ধরি তান।
"একমেবা দ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥
তা'র গানে যা'র কাণে, রস ঢুকিয়াছে।
একেবারে সেই জীব, শিব হইয়াছে॥
"বেদান্ত" কোকিল-কুল, করিতেছে গান।
ধরিতেছে নিজরাগ, হরিতেছে প্রাণ॥
"কলঘোষ*" কলরবে, এই কথা কয়।
"জয় জয়, জয় বিভো" জগদীশ জয়॥
নির্ব্বিকার নিরাকার, নিত্য-নিরাময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার, সদানন্দময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
তৎ, সৎ, ওঁকার,নির্গুণ-নিরালয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
গুণাতীত গুণাকর, সর্ব্বগুণময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
কৃপালোকে ত্রিতাপ, তিমির কর ক্ষয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
দয়াকর, দয়া কর, দীন দয়াময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥

কোকিলের মুখে এই, শুনিয়া সুরব।
"কাম্যকর্ম্ম" কাক-কুল, হ'য়েছে নীরব॥
আরে জীব পাবি শিব, দূরে যাবে জ্বালা।
হবেনা কাকের ডাকে, কাণ ঝালাপালা॥
শুক, পিক, ছাড়া আর, পাখি আছে যত।
শাখাপরে, পাখা নেড়ে, দেখাতেছে কত॥
এক গাছে, এক ডালে, বসেনাক' কটা।
কলরব ক'রে সব, বাধায়েছে ঘটা॥
নানাদিকে উড়ে যায়, নানাপথে চলে।
ফলত সে ছয় পাখি, এক বুলি বলে॥
"ছয় দরশন" পাখি, হয়, ছ, প্রকার,
সকলেই করিতেছে কুশল তোমার॥
"ন্যায়" নামে এক পাখি, ন্যায়পথে রয়।
না করে অন্যায় কিছু, ন্যায়কথা কয়॥
পাতঞ্জল শাংখ্য আদি, আর আছে যত।
নানা কথা ক'য়ে দেয়, এক মতে মত॥
একানন, কি কহিবে এ কানন গুণ।
এ কানন-গুণে পাবে, গুণেশ-নির্গুণ॥
"হৃদি-সরোবরে" ভাবপদ্মে, কতগুণ্।
মধুকর, মন, তায়, করে গুণ্ গুণ্॥
"মকরন্দ", আনন্দ, ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ।
পান করি পরিতোষে, তৃপ্ত হয় মন॥
পরিহরি ভ্রম, ভ্রম, সুখে এই বনে।
পাইবে সমান সুখ, বনে আর মনে॥
এই বনে আছে এক, ভুবনভামিনী।
তা'র কাছে কোথা আছে, কামের কামিনী॥
"বিদ্যা" নামে, সুরূপসী, সুপথগামিনী।
হাসে ভাষে, তমোনাশে, প্রকাশে দমিনী॥
স্বভাবে প্রসন্না বালা, দিবস-যামিনী।
পরিণয় করি তা'রে, করহ স্বামিনী॥
'সাধুসঙ্গ, "ঘটক,, বিরাগ, পুরোহিত।
তোমার বিবাহে দোঁহে, করিবেন হিত॥
বরসজ্জা করাইবে, "বিশ্বাস" আসিয়া।
"শ্রদ্ধানারী" ঘরে লবে, বরণ করিয়া॥

---

* কলঘোষ—কোকিল।

পতিব্রতা সতী বিদ্যা-অবিদ্যানাশিনী।
হইবে তোমার চির, হৃদয়বাসিনী॥
সে বিদ্যা, সুন্দর, তুমি, তায় কত সুখ।
একেবারে দূর হ'বে, সমুদয় দুখ॥
এ বিদ্যা-সুন্দর-লীলা, পাঠ যেই করে।
সে কি, বিদ্যা-সুন্দর, করেতে আর ধরে॥
ওহে জীব! বৃথা কেন, আয়ু কর গত।
বিদ্যা-নায়িকার প্রেমে, হও অনুরত॥
তাহার অধরে খেলে, বোধরূপ সুধা।
আর না রহিবে এই, সংসারেরক্ষুধা॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে তা'রে, করিলে বিহার।
প্রসূত হইবে সুত, "প্রবোধ" কুমার॥
হেরিলে পুত্রের মুখ, সুখ কত পাবে।
সংসারী হইয়া শেষ, সংসার ছাড়িবে॥
বপু-উপবনে, আর, না রহিবে ভয়।
পলাইবে "মহামোহ,, ল'য়ে শত্রু-চয়॥
প্রবোধ প্রাণের পুত্র, অতি হিতকর।
স্ববংশ-নির্ব্বংশকারী, প্রিয়-বংশধর॥
তোমার বিরহ-জ্বালা, সকল নাশিবে।
কাটিয়া মাতার মাথা, বিমাতা* আনিবে॥
সে নারী আসিয়া যদি, করে আলিঙ্গন।
তখনি মোচন হ'বে, ভবের বন্ধন॥
করিবে স্বরূপ পেয়ে, স্বধামে বিহার।
আশা-বাসা ভেঙে যাবে, আসা নাই আর॥
অতএব, শুন শুন, বলি সুবিহিত।
বসন্ত সময়ে হয়, ভ্রমন উচিত॥
উঠ উঠ উঠ, জীব, চড় জ্ঞানরথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥

রাখিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তোমার ভোগের নহে, এভব বিভব,
ভাবের ভবন-ভব, স্বভাবে সম্ভব।
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব॥
ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্নভব,
কাম আদি মনোভব, কর পরাভব॥

* প্রবোধের বিমাতা মুক্তি।

করুণা।

পরমেশ্বরের স্তব।

হে জগদীশ্বর! তোমাকে প্রণাম করি, সদয় হও। হে করুণাময় করুণাকর! আমার প্রতি করুণা কর,—দুঃখহর, দুঃখ হর। আমাকে কৃপার আলোকে এই ভুলোকে পুলকে পূর্ণ কর। হে নাথ! নিরন্তর আমার অন্তরে রও, আমায় মনের সঙ্গে কথা কও। তুমি অনাথবন্ধু, করুণাসিন্ধু, বিমলেন্দু, সুধাসিন্ধু,—আমাকে বিন্দুসুধা দান কর,—একেবারে ক্ষুধা হর,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—প্রণিপাত রূপ উপহার ধর।

আহা! তোমার সৃজিত এই স্বভাব স্বভাবে কি শোভা প্রকাশ করিতেছে! মনের সকল সন্তাপ হরিতেছে,—জীব সকল মনের সুখে চরাচরে চরিতেছে,—বিচিত্র বিশ্ববাসে কতই অদ্ভুত-ভাব ধরিতেছে,—সকলেই সানন্দে সরলচিত্তে তোমাকে স্মরিতেছে,—প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করত উষা কি চমৎকার ভূষা পরিতেছে!—চারুতরু-বিরাজিত বিকসিত-কুসুম হইতে কি মধুর মধু ক্ষরিতেছে!—ক্ষুধাতুর বিহঙ্গ, পতঙ্গ, কীটাদির উদর-সমুদ্র ভরিতেছে,—আহা! তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দৃষ্টে সাধু সমূহের নয়ননীরদে নিরন্তর দরদর নীরধারা ঝরিতেছে,—ভাবকগণ তোমাকে ভাবনাপথে ভাবনা করত ভয়ঙ্কর-ভবপাশ হইতে অনায়াসেই তরিতেছে।

আহা! পূর্ব্বভাগে গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করত কি এক নয়নপ্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে।—দারুণ দুঃখের আধার-স্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে,—বোধ হয় তিমিরারি তিমিরকে সহস্রকরে ধারণ করিয়া আপন উদরে গ্রাসিতেছে,—শাসক হইয়া তোমার এই সংসার-রাজ্য শাসিতেছে।—এই মহির মহির মনের মালিন্য মোচন-মানসে পূর্ব্ব হইতে অতি অপূর্ব্বভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম-দিকে আসিতেছে।—মিত্র মিত্রের মুখ দেখিয়া দিবা কিবা হাসিতেছে! আলোক দ্বারা তপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সমল-কমল অমল হইয়া কমল-হৃদয়ে মধু ভরে লপন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে,—গুণ্ গুণ্ রবকর-মধুকরনিকর মধু পানানন্দে মুগ্ধ হইয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে তোমার অনন্ত গুণ ভাষিতেছে।

হে দয়াময়! তোমার অব্যক্ত কৌশলে এই পৃথিবী-সতী নিয়তই স্থিরভাবে রহিতেছে,—সর্ব্বসংহা হইয়া সকল ভার সহিতেছে—জগৎ-স্বভাবে অনবরতই শ্বণ্ শ্বণ্ শব্দে বহিতেছে,—হুতাশন আপনার প্রখর-প্রভাব ধারণ করত উত্তাপ-দ্বারা দিক্ সকল দহিতেছে,—ঐ অনলের উত্তাপ বারণ কারণ বিশ্বজীবন জীবন নদ-নদী নির্ঝর-রূপ বদন ব্যাদন করত কলকল-কলরব-দ্বারা "ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই" এই কথা কহিতেছে,—আহা! জলে, স্থলে অনলে, অনিলে, আকাশমণ্ডলে কি অদ্ভুত কার্য্য কলাপ উদ্ভূত হইতেছে!—ভূত সকল কি অদ্ভুতভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতেছে।

হে নির্ব্বিকার-নিরাকার-নিরাধার-মূলাধার-সর্ব্বাধার সর্ব্বসার!—তোমার প্রণীত এই অসার-সংসার যে প্রকার চমৎকার শোভার-ভাণ্ডার, তাহার উল্লেখ কি করিব আর? মরি, মরি! নমস্কার নমস্কার;—তোমার অপার মহিমার সুসার কৃপার বিস্তার ব্যাপার বর্ণনা করিবার সাধ্যই বা কা'র?—আমি স্বভাবে জ্ঞানহীন—অতি দীন—সহজে মলিন—ভজনাবিহীন—উপাসনা—কল্পে অত্যন্ত ক্ষীণ,—রিপুর অধীন। এতদিন কি করিলাম? মিথ্যা কাল হরিলাম? স্থিরচিত্তে তোমাকে ভজিলাম না,—তোমার তত্ত্বরসে মজিলাম না,—দিন দিন দিন যতই নিকট হইতেছে, কাল ততই দেহের বল হরণ করিয়া লইতেছে।

হে অনাথনাথ—জগন্নাথ! তোমার এই ভাবময়-ভবভাণ্ডারে যাহা দর্শন করি—যাহা সম্ভোগ করি—তাহাই কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি!—এই জগতের বিচিত্র শোভা, কি মনোলোভা!—আহা! কি অদ্ভুত কালের সৃষ্টি! শরদ, শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,—এই সকল কাল কি মনোহর! জীবের পক্ষে কি শিবকর! এই গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া যদিও দেহির দেহ দহে—তথাচ গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া ভীষ্মই নহে,—এই নিদাঘে ধরা কি মনোহরা হইয়া আপন হৃদয়ে নানরূপ শস্য, মূল, ফল, নির্ম্মল-জল ধারণ করিতেছেন,—আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিতেছেন,—আহা! বর্ষা সময়—কি রসময়!—সুধার-সুধার বৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।—অবনীর সকল সন্তাপ হরিতেছেন। সুখময় শরদ—জীবের পক্ষে কি বরদ?—এই কালে ধরণী জননী শস্যশালিনী হইতেছেন,—আমাদিগের জীবিকার ভার লইতেছেন।—হিমঋতু কি সুখের হেতু! নিশির শিশির কৃষির পক্ষে কি কল্যাণ করে!—সমুদয় অভাব হরে। ঋতুকান্ত—কান্ত—যাহার নাম বসন্ত।—সেই কান্ত—কি কান্ত! এই বসন্তে স্বভাব কি সুন্দর স্বভাব ধরে।—শোভায় মানস হরে,

কানন পুষ্পরূপ—আনন প্রকাশ পূর্ব্বক গন্ধভরে—তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে।

এই স্থিরকাল চিরকাল সমভাবে স্ব স্ব ভাবে ভাব ধরে। কত যুগ, কত বর্ষ, কত অয়ন, রাশিরাশি কত রাশি, লক্ষ লক্ষ কত পক্ষ, বারবার কত বার—দিন দিন কত দিন প্রকাশ করে।—কাল কাল কতই কাল।—ছয় ঋতুর ছয় কাল,—দিবাকাল, নিশাকাল, উষা-কাল, উসী-কাল। এই এই—সেই সেই,—সেই সেই,—এই এই,—এই কাল—সেই কাল—সেই কাল এই কাল,—এইরূপে একাল ওকাল—সেকাল আর কত করিব? কাল-কাল কবিয়া কত কাল কাল হরিব? যে কাল দিবসকাল, সেই কাল রাত্রি-কাল, সেই কাল প্রাতঃকাল, সেই কাল সন্ধ্যাকাল, কাল কাল সেই কাল, সেই কাল মহাকাল।

হে কালপাল কালেশ্বর! এই কালের পরিবর্ত্তনীয় ভাতি কি রমণীয়! ইহার প্রত্যেক কালের কান্তি কি কমনীয়! আহা! বিভা-দ্বারা দিবা কিবা বিভা ধরিয়াছে! বোধ হয় সুচারু শ্বেতশতদল-সহিত বিমলরক্তোৎপল-মিলিত-হার পরিয়াছে। উর্দ্ধভাগে তপ্তকাঞ্চন রেখা-বৎ কি এক অগ্নিচক্র জ্বলিতেছে,—খরতর-করভঙ্গিমাদ্বারা প্রাণি-পুঞ্জের নয়ন-নীরজকে ঢলিতেছে,—দিবাকরের করে পুষ্পপ্রকর প্রফুল্ল হইয়া পবন-হিল্লোলে মকরন্দ-ভরে টলিতেছে,—চলিতেছে,—তাহার বাস পাইয়া বাস ছাড়িয়া পতঙ্গগণ পতঙ্গপ্রেয়সীর অন্বেষণে চলিতেছে,—বনে বনে কত কলিকা দলিতেছে,—কুহু-কুহু-কলরবকারি-কলরব কদম্ব কি সুধাস্বরে কুহুকুহু কলিতেছে। তচ্ছ্রবণে প্রেমিকপুঞ্জ প্রেমরসে গলিতেছে, নিরন্তর বিশুদ্ধ-বদনে তোমাকে সাধু সাধু বলিতেছে।—তাহাদিগের চিত্তরূপ-বৃক্ষশাখায় বাঞ্ছাফল ফলিতেছে।

হে হরি!—মরি মরি! বিভাবরী কি সন্তোষকরী! এই যামিনী সমূহ সুখদায়িনী-সর্ব্বদুঃখ সংহারিণী-তৃপ্তিকারিণী-সুপ্তিপ্রসবিনী। জগতের তিমিরহর-শোভাকর-সুখাকর সুধাকর নিশাকর কি মনোহর! এই কুমুদ বিকচকর শশধর কি বিনোদ-ভাতি প্রকটন করে!—মনের সকল অন্ধকার হরে! শ্রান্তির শান্তি করে,—কান্তির-দ্বারা নয়নের ভ্রান্তি হরে,—যখন আকাশে ঈক্ষণ করিয়া দেখি, সুচারুরূপে নক্ষত্র সকল উঠিয়াছে, তখন অনুমান হয়, বিশ্ববৃক্ষের উচ্চ শাখায় ফল সকল ফুটিয়াছে।—যখন দৃষ্টি করি চক্রাকারে চন্দ্রমণ্ডল জলিয়াছে, তখন বোধ হয়, এই পরমদ্রুমের চরম-শাখায় একটি ফল ফলিয়াছে।

কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গতি,
পাপে পূর্ণ মানসের-পুর।
দৃষ্টি করি আমা পানে, দেখা দিয়া দয়া-দানে,
দুখিনীর দুঃখ কর দূর॥
ভাবের ভাবনা ভরে, যে তোমার ভাব ধরে,
সাধু সাধু, সাধু তা'রে কই।
তেমন্ যে সাধু হয়, তা'রে বলি সদাশয়,
আমি তা'র কেনা-দাসী হই॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব, কি ভাবে তোমায় পাব,
ভাবিয়া না বুঝি হিতাহিত।
প্রভু হে প্রণাম লহ, অহরহ দেহে রহ,
কথা কহ, মনের সহিত॥
দেহ সার উপদেশ, উদ্দেশেতে হ'ক্ দ্বেষ,
দেশ দেশ ভ্রমিতে না হয়।
যেখানে সেখানে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
চাতকের ভাব ধরি, পাতকের ভোগ করি,
পিপাসায় নাহি বাঁচে প্রাণ।
হৃদয়-আকাশে র'য়ে, করুণ-বরুণ হ'য়ে,
করুণ করুণাবারি দান॥

এ ঘোব ভেগেব তৃষা, একেবারে হোক্ কৃশা,
ডাকিতে না হয় যেন আর।
জলদে জলদে-রব, না করি নীরবে রব,
মনে মনে আনন্দ-অপার॥
এখন্, যে 'আমি, কই, তখন, এ 'আমি, কই,
যখন্ তোমাতে হ'ব লীন।
চরণ স্মরণ ধরি, সময় হরণ করি,
মরণ না হয় যতদিন॥
সন্তোষের সরোবরে, প্রেম-মকরন্দ ভরে,
হৃদিপদ্ম ফুটুক্ আমার।
হ'য়ে নাথ মধুকব, করিয়া মধুরস্বর,
তুমি তায় কহিয়া বিহার॥
এ ভাবে আমার হ'লে, তোমায় আমার ব'লে,
লয় করি দল রূপ দশে।*
সুখের হিল্লোলে টোলে, গদগদ ভাবে ঢোলে,
একেবারে গ'লে যাব রসে॥

হে নাথ! তুমি করুণা বরুণালয়। তুমি সুবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া যেমন বাহ্য-গ্রীষ্ম বিনাশ করিতেছ, সেইরূপ আমার মনের গ্রীষ্ম হরণ কর। হে করুণাময়!—করুণ-বরুণরূপ ধরুন, অহঙ্কার অরুণের তাপ হরুন, আমাকে শান্তি সলিলে শীতল করুন, তুমি জগত্তৃপ্তকর জলধর হইয়া ক্ষুদ্র এক খগঞ্চুর তৃষা কৃষা করিবে, এ কোন্ বিচিত্র।

ধর নাম, দাতারাম, ধরি হে চরণে।
দয়াকর, দয়াকর, দীন হীন- জনে॥
কালের নিদাঘে আমি, নাহি করি ভয়।
ভিতরের গ্রীষ্ম যত, সব কর ক্ষয়॥
তাপেতে দহিছে দেহ, রহেনা রহেনা।
সহেনা সহেনা আর, যাতনা সহেনা॥
"অহঙ্কার দিবাকর" খর-কর ধরে।
"অভিমান অনিল" অনল-বৃষ্টি করে॥
"আশারূপ ঘূর্ণাবাতে" ঘোর অন্ধকার।
দেখিতে না পাই কিছু, করি হাহাকার॥
"কর্ম্মভোগ-ধূলা উড়ে" অন্ধ কোরে রাখে।
ক্ষণেকে প্রলয় করি, দিক্ সব ঢাকে॥
"ধনতৃষা" নহে কৃশা, সদাই প্রবল।
"মানব-চাতক" ডাকে, দে জল দে জল॥
"লোভ রূপ ঘন" ঘন, করিছে গর্জ্জন।
নিরন্তর চেয়ে থাকে, তাহার বদন॥
মাঝে মাঝে "ক্রোধ-রূপ,, বজ্রনাদ হয়।
শুনে রব, হই শব, জীবন-সংশয়॥
"কামনার অনল, প্রবল হ'য়ে জ্বলে।
সে অনল শীতল, না হয়, কোন জলে॥
বল আর, কি প্রকার, রাখিব জীবন।
পিপাসায় প্রাণ যায়, না পাই জীবন॥
"দয়া-নদী, শুখায়েছে, বেগ নাই আর।
"হিংসা-রূপ, পাঁকে ভরা, কলেবর তা'র॥
সাধ্য কা'র, তাহার, উপরে করে গতি।
পদার্পণ করিলে, অমনি অধোগতি॥
কোথা হে অনাথনাথ! করুণানিধান।
তোমা বিনে, শঙ্কটে, কে করিবে ত্রাণ॥
অন্তরতো নও তুমি, অন্তরেই রও।
কি-দোষ দেখিয়া তবে, সদয় না হও॥
ভাবময় ভগবান, তুমি গুণাকর।
গুণেরসাগর হ'য়ে, গুণ তা'র ধর॥
হর হর পাপ তাপ, এ যাতনা হর।
কৃপাকর, কৃপা করি, কৃপাবৃষ্টি কর॥
অনুগত অকিঞ্চন, অনুতাপে মরে।
কিঞ্চিৎ করুণা কর, কাতর-কিঙ্করে॥
করুণা-বরুণালয়,তুমি দয়াময়।
এ বিপদে, বারি-দান, সুবিহিত হয়॥
হে নাথ! হৃদয়রূপ, গগণে আমার।
করহ "বিবেক রূপ" বরষা সঞ্চার॥
অবিরত "বোধ-বারি, করি বিতরণ।
অন্তরে করিয়ে দেহ, বরষা-শ্রাবণ॥

* দলরূপ দশ।—জ্ঞান-কর্ম্ম দশেন্দ্রিয়।

সুধার সুধার মত, পড়িবে হে নীর।
একেবারে জুড়াইবে, অন্তর, বাহির॥
পাপ তাপ নিদাঘের, দায় এড়াইয়া।
লইব তোমার নাম, শীতল হইয়া॥
আর না রহিবে দেহে, কোন'রূপ ভয়।
সুখেতে করিব, গান "জগদীশ জয়"॥

(সভ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ! তাল আড়া।

ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমাব?
সরল-স্বভাবে কর, সাধু ব্যবহার॥
সুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে সুখভোগ,
ভে'গ, মোক্ষ ভরা এই, ভবের ভাণ্ডার।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুষার্থ, যা'র নাম,
সুখে চতুর্ব্বর্গধাম, কর অধিকার॥
"করুণা-তরুর" তলে, যে বসেছে কুতূহলে,
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তা'র।
বায়ুবৎ ব্যবহারে, গতি করি, এ সংসারে,
করুণা-কুসুম-বাস, কররে বিস্তার॥
দ্বেষহিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম্ম ধর ধর,
যত পার, কর কর, পর উপকার।
সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খায়, ভাল পরে,
কেহ যেন নাহি করে, দুখে হাহাকার॥
যেজন পামরমতি, হৃদয়-নিদয় অতি,
কেন গো-মা-বসুমতি, বহ তা'র ভার।
আপনিই সুখে রয়, সে কি হয়, দয়াময়,
পর দুখে দুখী নয়, বৃথা-জন্ম তা'র॥
বুঝিয়া দেহের মর্ম্ম, করিবে যে সব কর্ম্ম,
তা'র মাঝে দান-ধর্ম্ম,শ্রেষ্ঠ সবাকার।
করি ধন, উপার্জ্জন, কর কর, বিতরণ,
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার॥
যা, করিবে বিতরণ, সে ধন, তোমার ধন,
মোলে পরে, ধন জন, সঙ্গে যায় কা'র।
আপনি না খায় পরে, করেতে না, দান করে,
বৃথায় শরীর ধরে, সেই দুরাচার॥
যে জন কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে ম'রে রয়,
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর।
কভু, সে, জীবিত নয়, ভ্রমেতে জীবিত কয়,
কামারের জাঁতা সম, শ্বাসের সঞ্চার॥
না পায় সুযশ রস, ধরাময় অপযশ,
কখন' না থাকে বশ, দারা পরিবার।
যত জন পরিজন, সবে করে অযতন,
পিতা ব'লে পুত্র নাহি, ডাকে একবার॥
মোলে বাপ, যায় পাপ, নাহি তায় পরিতাপ,
দারা মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার।
কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
কখন' কি কন্ ইনি, তনয় আমার॥
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে,
কৃপণ আপনি নাহি, হয় আপনার।
অদাতা অধম জন, মাটি খুঁড়ে পোতে ধন,
তা'র মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তা'র॥
টাকা পোতে লোকে কয়,মাটি খোঁড়া সে ত নয়
অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার।
"কমলা" বচন ধর, সকলের দুখ হর,
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার॥
প্রকাশিয়া নিজ-স্নেহ, ধন, ধান্য দেহ দেহ,
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার।
সমভাবে রবে সবে, কারো না বিপদ হ'বে,
উথলে উঠুক্ ভবে, সুখ-পারাবার॥
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার।
লক্ষ্মীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়,
পূজ্য সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যা'র॥
ধন বলে বল ধরে, দরিদ্রের দুঃখ হরে,
হিতকরকর্ম্ম করে, অশেষ প্রকার।

ধনেতে ধর্ম্মের যোগ, ধনে হয়, স্বর্গ-ভোগ
এই ধন সুবিমল, সুখের আধার।
তুমি কৃপা কর য'ারে, ভোগ, মোক্ষ, দেহ তা'রে,
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহার॥
ওমা লক্ষ্মি! তাই কই, "লক্ষ্মীছাড়া" যদি হই
"দয়াময়ী" নামে হ'বে, কলঙ্ক অপার।
কৃপণতা কর কেন?, "কৃপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
"লক্ষ্মীছাড়া" নাম যেন, না হয় প্রচার॥

(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।)

হে সজলা-নদি, নদ, সরোবরাদি জলাশয় সকল! আমি তোমাদিগকে প্রণমে করি,—আহা! ধন্য ধন্য, তোমাদিগের করুণার কথা কি কহিব? তোমরা কত কত জলচরকে বক্ষঃস্থলে স্থান প্রদান পূর্ব্বক অকাতরে ধারণ, পালন, চালন, করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ। মানবগণ তোমাদিগের কৃপায় ও সংপূর্ণ সাহায্যে নৌকাযোগে শত শত নিজ নিজ অভিলষিত এবং কত শত দেশহিতজনক-মাঙ্গলিক-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয় করত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হে জলনিধি রত্নাকর! তুমি স্বভাবে যেমন স্বয়ং অপার, সেইরূপ তোমার কৃপাও অপার হইয়াছে।

হে প্রভাকর! তোমাকে প্রণাম করি, তোমার তুল্য করুণাময় আর কাহাকেই দেখিতে পাইনা, তুমি সর্ব্বসাক্ষী লোকলোচন-জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এই চরাচর বিশ্ব-সংসার প্রচার করিতেছ, তুমি সহস্র করে লবণসমুদ্রের জলাকর্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পরূপে মেঘ সঞ্চার দ্বারা পুনর্ব্বার সুধা-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ—তুমি অচল সচল সকল পদার্থেই সমান দয়া প্রকাশ করিতেছ, তুমি আপনি অন্ন হইয়া অপর্য্যাপ্ত অন্ন জল প্রদান করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতেছ।—নিশাকর সুধাকর কেবল তোমার কৃপাতেই সুধার আধার হইয়া রজনীর অন্ধকার সংহার এবং আর আর অশেষ প্রকার উপকার-সাধন করিতেছে।

হে জননি-ধরণি! তোমার ধারণা-শক্তি, সহ্যগুণ, ধৈর্য্যগুণ, দাতৃত্বগুণ, তুলনা-রহিত হইয়াছে। এত অত্যাচার সহ্য করিয়া কখনই বিরক্ত হওনা, অনবরত কেবল দাতব্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছ। যে যত পারিতেছে, ততই, লইতেছে, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে ক্ষণমাত্র কাতর হওনা। মাগো! তুমিই সাক্ষাৎ করুণাময়ি ব্রহ্মরূপা।

হে ভাই তরু সকল! হে ভগিনি লতা-সকল! তোমরা এই পরমপ্রিয় প্রচুর-প্রেমকর করুণার কার্য্য কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? মূলের ছালের, ডালের-পত্রের, ফুলের ও ফলের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া সমস্ত জীবের অশেষবিধ, উপকার করিতেছ। সাধু সাধু, তোমাদিগের এই কারুণ্যগুণে আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! আহা! তোমাদিগের আশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্ত জনেরা অসহ্য ক্লেশ নিবারণ পূর্ব্বক সময় বিশেষে কি পরম-সন্তোষ লাভ করিতেছে? ইহার অপেক্ষা আর অধিক মহত্ত্ব কোথায় আছে? যাহারা অস্ত্রাঘাতে সংহার করিতেছে, তোমরা তাহাদিগের বিবিধ কল্যাণ-বিধান করিতেছ।

ভাবি বিনা, স্বভাবের, ভাব কেবা ধরে।
জ্ঞানি বিনা, জ্ঞানপথে, কেবা আর চরে॥
বর্ষা বিনা, সাগরের, উদর কে ভরে।
মাতা বিনা, সন্তানের, আদর কে করে॥
রবি বিনা, জগতের, ধ্বান্ত কেবা হরে।
দাতা বিনা, দরিদ্রের, দুঃখে কেবা মরে॥

প্রভাতে উঠিয়া কবি, হাস্য পরিহাস।
সে দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যাবে যাবে।
সাধু সহ সদালাপে, কত সুধা পাবে॥
অমৃত-ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া, যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, ক্ষতি কিছু নাই।
লেখ লেখ, হরি গুণ, সুধা খাও ভাই॥
লক্ষীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দেও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
"প্যাঁচা" নিয়ে যান্ মাতা, কৃপণের ঘরে॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঝাঁপতাল।

জানা গেল যত, করুণাময়, করুণা তোমার হে
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বলনা কে আছে আর হে।
ভবের ব্যাপারে হ'য়েছ ব্যাপারী,
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে।
মলেম্ মলেম্ হলেম্ মাটি,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
খাঁটি কর একবার হে।
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর,
সকলি আপন, সকলি-তো পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কা'রে বলি নিজ, কা'রে বলি পর,
জনক, জননী, সুত, সহোদর,
শত শত পরিবার হে।
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম-ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হ'লো, কি হ'লো, কি হ'বে কি হ'বে,
কা'রে দিব ভার, কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে, আহা, হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে।
সকলেরি দেখি মলিনমুখ,
বিপুল-বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক-সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে।
বিষয়ী করিয়া দিলেনা বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এই বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হ'য়ে ভার নানিলে যদি,
কা'রে দিব তবে ভার হে।
দিলেনা, হ'লোনা, সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখন' রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ, যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কা'র হে!

ভোগের সুভোগ আর্ তো ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর্ তো করিনে,
আসার আশায় আর তো মরিনে,
চরাচরে আমি আর্ তো চরিনে,
আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে।
আর্ কি হে, আমি, এ, আমি রব,
আর্ কি তোমারে, আমি হে কব,
একেবারে নাথ, শেষ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, তব নাম লব,
সুখে হব ভব-পার হে।

শান্তি।

(কাঁদিতে কাঁদিতে।)

মা জননি শ্রদ্ধে!—তুমি এখন্ কোথায়? ওমা, মাগো, তুমি কোথায়? তুমি কোথায় আছ গো?—জননি একবার আমাকে দেখা দেও স্নেহের বচনে আমাকে তৃপ্ত কর। গাভী চণ্ডালের হস্তে পতিত হইলে সে কি আর জীবিত থাকে? তুমি এখন' কি বেঁচে আছ মা? আমি তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছি, যে কাননে ব্যাধ নাই, হিংসা নাই, পাপের প্রসঙ্গ মাত্রই নাই।—হরিণাদি মৃগ সকল নির্ভয়ে নব নব শ্যামল দুর্ব্বাদল ও নির্ম্মল-শীতল-জল আহার করিয়া মনের সুখে চরণ করে। মুনি ঋষিদিগের যাগ যজ্ঞের আশ্রম। সুপবিত্র গঙ্গাদ্বার। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ সকল। এই সমস্তই ভ্রমণ করিলাম। ওমা! মাগো! আমি বুঝি এতদিনে মাতৃহীন হইলাম! আমি তোমা ভিন্ন ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণ ধরিতে পারি না এখন আর আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন? আমার কপালে কি এই ছিল। মাগো! তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে স্থির থাকিতে পারনা। আমি না খেলে খাওনা, না ঘুমালে ঘুমাওনা, আমা ছাড়া তোমার স্নান ভোজনাদি কিছুই হয় না। হায় কি বিড়ম্বনা! কি বিড়ম্বনা! আমি জননীশোকে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতেছি, সকলি অন্ধকারময়। আরে ও পাপ প্রাণ! তুমি এখন্ আর কেন আমার এই দেহে থাকিস্? এখনি বিদায় হ! বিদায় হ। আমার জননী যে পথে গমন ক'রেছেন, আমি সেই পথে গমন করি।

হে সখি করুণে! তুমি শীঘ্রই চিতা সজ্জা কর। আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া এখনিই প্রাণ পরিত্যাগ করি। আর আমি এই দুঃসহ-মাতৃ-বিচ্ছেদ-শোকানলে দগ্ধ হইতে পারিনে।

করুণা।

সজলনয়নে।

হে সখি!—তুমি আর কেন এই বিষমতর বিষবাক্যের যাতনায় আমাকে জর জর কর? তোমার কথায় আমি অত্যন্ত কাতর হইতেছি। আর মন প্রবোধ মানেনা, স্থির হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে। সই, আমাতে আর আমি নাই, মৃতবৎ হইয়াছি। সখি শান্তি! তুমি স্থির হও, স্থির হও। মন্কে প্রবোধ দেও। তোমার কোন ভয় নাই। তোমার জননীর কোন অমঙ্গল হয় নাই, বোধ করি তিনি প্রবল-শত্রু মহামোহের ভয়ে কোন বিশুদ্ধ-স্থান বিশেষে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি ক্ষণকাল মাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া এই খানে বাস কর, আমি একবার সুন্দররূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান করি।

শান্তি।

বল সই কোথা যাবে, কোথা গেলে দেখা পাবে
কোথায় করিবে অন্বেষণ॥
তীর্থ আদি সব ঠাঁই, কিছু আর বাঁকি নাই,
সমুদয় করেছি ভ্রমণ॥
বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি আর গৃহধারী,
ঘুরিলাম সবার আশ্রম।
বনে বনে স্থলে জলে, শূন্য আর রসাতলে,
কতই করেছি পরিক্রম॥
চোখে দেখা থাক্ দূরে, ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে,
কোনখানে সন্ধান না হয়।
সবারি নিদয়-দেহ, একবার মুখে কেহ,
ভুলে তাঁর নাম নাহি লয়॥
গঙ্গাতীর আগে যত, দেখিয়াছি শত শত,
মুনিগণে ছিল সুশোভিত।
কি কহিব আহা, আহা, এখন কেবল তাহা,
তৃণ আর কন্টকে পুরিত॥
কোথা যজ্ঞ, কোথা যাগ, কোথা সেই অনুরাগ,
ভোগ-রাগে শুধু অভিলাষ।
কোথায় যজ্ঞের ধূম, রন্ধনে পড়েছে ধূম,
সেই ধূম ব্যাপেছে আকাশ॥
মা জননী শ্রদ্ধা যিনি, আর কি আছেন তিনি
আর কি দেখিব তাঁর মুখ।
মিছে কেন দেহ ধরি, সলিলে ডুবিয়া মরি,
সহেনা সহেনা আর দুখ॥
জননী না থাকে যা'র, এ সংসার মিথ্যা তা'র,
দেখে সব অন্ধকারময়।
ক্ষুধায় সুধায় ডেকে, রক্ষা করে বুকে রেখে,
আর কি তেমন্ কেহ হয়্॥
কত কষ্টে দশ-মাস, গর্ভবাসে দিয়ে বাস,
কত কষ্টে করেছে প্রসব।
কতরূপ কষ্ট নিয়া, স্তনের অমৃত দিয়া,
বাঁচায়েছে শীরর বিভব॥

কিছু পীড়া হ'লে পরে, কত মাথা-খুঁড়ে-মরে,
জলবিন্দু নাহি করে পান।
ভাল হ'লে পূজা নিয়া, কালির মন্দিরে গিয়া,
বুক্‌চিরে রক্ত করে দান॥
সন্তানের সুখে সুখী, সন্তানের দুখে দুখী,
সন্তান বাঁচিলে বাঁচে প্রাণ।
যা'র কাছে যথা যাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই,
কেহ নাই মায়ের সমান;
দিবাকর, নিশাকর, তোমাদের ধরি কর,
বল বল, যাই কা'র কাছে।
বল মাতা-বসুমতি, কোথায় করিব গতি,
আমার প্রসূতি কোথা আছে॥
লতা আর তরুবর, সহোদরা, সহোদর,
পরস্পর পর, কেহ নও।
তোমরা আমার মার, জান যদি সমাচার,
মাতা খাও, সত্য তবে কও॥
অচল, সচল যত, চরাচরে শত শত,
সকলেতো করিছ বিহার।
বল বল সবিশেষে, কোন বেশে, কোন্ দেশে,
র'য়েছেন্ জননী আমার॥
ওগো ওগো মাগো মাগো, জাগো জাগো মনে
জাগো, আছ তুমি কোথায় এখন্।
দেবতার একি দ্বেষ, এই কি হইল শেষ,
আর কি পাবনা দরশন॥
একবার দেখা দিয়ে, শান্ত কর কোলে নিয়ে,
দুখিনীর জুড়াও জীবন।
জনমের মত মাতা, দিয়ে ফুল, বেলপাতা,
পূজা করি তোমার চরণ॥
তুমি মম, মা-জননী, গুরু ব্রহ্মসনাতনি,
ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী মাতা।
মাতা সম কেবা আছে, কথন' মায়ের কাছে,
তুল্য নন, হরি, হর, ধাতা॥
যে করে মায়ের সেবা, তা'র চেয়ে সাধু কেবা,
কপালে হ'লোনা সেই সুখ।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, নাহি হয় সুপ্রভাত,
নিদারুণ বিধাতা বিমুখ ॥
চণ্ডাল পাষণ্ড যা'রা, তোমায় করেছে সারা
আর কি রেখেছে তা'রা প্রাণ।
চরাচর ঘুরে মরি, যাহারে জিজ্ঞাসা করি,
কেহ কিছু বলে না সন্ধান ॥
যদি নাহি দেহ দেখা, যে পথে গিয়েছ একা,
সেই পথে কর আকর্ষণ।
মহাবৈদ্যে দেহ দিয়া, মহানিদ্রা, যাই গিয়া,
একেবারে মুদিয়া নয়ন ॥
ওরে প্রাণ! মিছে স্নেহে, এখন' আছিস্ দেহে,
পাষাণ না দেখি তোর মত।
যেখানে জননী আছে, এখনি তাঁহার কাছে,
হও গিয়ে পদতলে নত ॥
ওলো প্রাণ সহচরি! করুণা, করুণা করি,
শীঘ্র দেহ চিতে সাজাইয়া।
দেহে আর কাজ নাই, মায়ের নিকটে যাই,
অনলেতে প্রবেশ করিয়া ॥

করুণা।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

ভেবনা, ভেবনা সখি, মিছে, ভেবনাক' আর।
অজরা, অমরা, সেই, জননী, তোমার ॥
সাত্ত্বিকী-সে শ্রদ্ধা মাতা, বিশ্বমাতা বিশ্বত্রাতা,
কার্ সাধ্য তোলে মাতা, কাছে এসে তা'র।
বিধি-ধাতা, শিব-ত্রাতা চারিমাতা, পাঁচমাতা,
মাতা ব'লে, মাতা-খুঁড়ে, করে নমস্কার ॥
নাম শুনে ভয়ে হারে, নিকটে কি যেতে পারে,
কেমনে পাষণ্ড তা'রে, করিবে প্রহার।
কটাক্ষে করিলে দৃষ্টি, প্রলয় অনল-বৃষ্টি,
শত শত রিপু সৃষ্টি, তখনি সংহার ॥
কোথা সেই মিথ্যাদৃষ্টি, করে মাগী মিথ্যাদৃষ্টি,
ভোগ করে মহা-রিষ্টি, শত্রু-পরিবার।
তুইতো সে মার মেয়ে, প্রিয়সখি দেখ্ চেয়ে,
এখন' কি বেঁচে আছে, কাম দুরাচার ॥
কোথা লোভ, কোথা ক্রোধ, হৃদয়ে উদয় বোধ,
ভোগ করে মহামোহ, মোহ-কারাগার।
সই কই, সার কথা, শ্রদ্ধার নিবাস যথা,
পাষাণ্ড কি কভু তথা, পায় অধিকার।
কেঁদোনা কেঁদোনা দুখে, জননী মনের সুখে,
সাধক-হৃদয়-মাঝে, করিছে বিহার ॥

শান্তি।

যা বলিলে প্রাণ সই, সত্য সমুদয়।
সময় বিগুণ হ'লে, সকলিতো হয় ॥
সময়ের দোষে সখি, সব হ'তে পারে ॥
বিধাতা- বিমুখ যা'রে, কে বাঁচাবে তা'রে ॥
দেখনা "পাতালকেতু" নামে দৈত্যরাজ।
সময়ে প্রবল হ'য়ে করিল কি কাজ ॥
"মদালসা" নামে কন্যা, গন্ধর্ব্ব রাজার।
হরণ করিল তা'রে, দুষ্ট দুরাচার ॥
"বেদত্রয়রূপা" যিনি, মাতা ভগবতী।
দানবে হরিয়া তাঁর, করিল কি গতি ॥
ব্রহ্মময়ী মহাদেবী, শঙ্করের সতী।
তদবধি হ'লো মার' পাতালে বসতি ॥
"দ্রৌপদী" প্রধানা সতী, কৃষ্ণা, বলে যা'রে।
নারায়ণী রূপা যিনি, বিখ্যাতা সংসারে ॥
"দুঃশাসন" দুঃশাসন, বিষম বিশাল।
বসন হরিল তাঁর, ধরি কেশজাল ॥
সভা-মাঝে এনে তাঁরে কি দশা করিল।
"কুরুপতি" উরুদেশে, বসায়ে রাখিল ॥

বলিতে দুখের কথা, চোখে ঝরে জল।
যে সময়ে বনবাসে, যান রাজা নল॥
পতিব্রতা স্বাধ্বী নারী, "দময়ন্তী" সতী।
রাজকন্যা, রাজভার্য্যা, রূপগুণবতী॥
অসময়ে সুখফল, কভু নাহি ফলে।
দগ্ধ-করা মরা-মাচ, পলাইল জলে॥
স্বামি সহ এক বস্ত্রে, দুখে নিদ্রা যান।
অর্দ্ধবাস ছিঁড়ে নল, করিল প্রস্থান॥
নলের বিরহানল হৃদয়েতে ধ'রে।
বনে বনে ফিরেছেন, হাহাকার ক'রে॥
সময়-বিগুণে হয়, স্বজন বিরূপ।
বিপক্ষ বিরূপ হ'বে, নহে অপরূপ॥
ধানকী রামের প্রিয়া, কানকী জানকী।
জানকীর কথা তুমি, জান কি? জান কি॥
পতিত পাবন পেয়ে, পিতার আদেশ।
ধরিলেন জটাধারী, ব্রহ্মচারী-বেশ॥
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হ'লে পরে মনে।
কোথা রাম, রাজা হন, কোথা যান্ বনে॥
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, আইলেন বন।
সীতা সতী সঙ্গে তাঁর, করিল গমন॥
পঞ্চবটী বনে রাম, কুটির করিয়া।
যত সব পশু, পাখি, প্রতিবাসী নিয়া॥
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-বলে, বিভু-গুণ গেয়ে।
সুখেতে করেন বাস, কলা, মূল খেয়ে॥
স্বর্পনখা, রাক্ষসী, আসিয়া সেই বনে।
বিবাহ করিতে চাহে, শ্রীরাম, লক্ষ্মণে॥
সীতা ধোরে খেতে যায়, দিতে যায় পেটে।
লক্ষ্মণ দিলেন তা'র, নাক, কাণ, কেটে॥
খোনারবে, খাঁদানাকী, নাকে হাত দিয়া।
কহিল সকল কথা, রাবণেরে গিয়া॥
হইল সম্ভোগে লোভ, রাবণের মনে।
মারিচিরে পাঠাইল, সীতার হরণে॥
মারিচি ভাবিল মনে, এরূপ তখন।
গেলে পরে, বধে "রাম", না গেলে "রাবণ॥
মায়া করি, স্বর্ণমৃগ, হ'লো নিশাচর।
রাবণ হইল, মায়া-ব্রহ্মচারী নর॥
সীতার হইল লোভ, মৃগ পুষিবারে।
ধনু ল'য়ে গেল রাম, ধরিবারে তা'রে॥
মৃত্যুকালে মায়ামৃগ, করিল চিৎকার।
"কোথায় প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ আমার॥
সে রবে ব্যাকুল হ'য়ে দেবী অবশেষে।
পাঠালেন, লক্ষ্মণেরে, রামের উদ্দেশে॥
সেই যোগে দশানন, দণ্ডী-ছলে ছ'লে।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে, ভিক্ষা দেও ব'লে॥
দণ্ডী দেখে, গণ্ডি ছেড়ে, ভিক্ষা দিতে যান।
অমনি হরিয়া তাঁরে করিল প্রস্থান॥
রাজীবলোচন রাম শুনে সে বচন।
সজললোচনে বনে, করেন রোদন॥
হরিণ নাশিতে যান, হাসিতে হাসিতে।
আসিতে আসিতে পথে, হা সীতে! হা সীতে!
নারায়ণী সনাতনী, হ'রে দশাননে।
কত শোক দিলে তাঁরে, অশোকের বনে॥
সময়ের ভোগ সই, কব আর কায়।
অসিতা হ'লেন সীতা, হায় হায় হায়॥
আমার মায়ের দশা, হ'য়েছে তেমন।
পাষণ্ডের ঘরে চল, করি অন্বেষণ॥

করুণা।

সই চল তবে, তাহাই কর্ত্তব্য বটে।

[পরে উভয়ে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

(পথে যেতে যেতে একটা ভয়ঙ্কর বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া।)

করুণা।

(সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।)
ও দিকেতে যেতে আর, না হয় সাহস্।
রাক্ষস্ আসিছে ওই, রাক্ষস্, রাক্ষস্॥

এ দিকেতে চুপিচুপি, যাই চল স'রে।
যদ্যপি দেখিতে পায়, খাবে শেষ ধ'রে॥

শান্তি।

একি একি, রাক্ষস্, রাক্ষস্, প্রাণ সই।
রাক্ষস্ দেখিলে কোথা, কই কই কই॥

করুণা।

দেখ দেখ, রাক্ষস্, আসিছে প্রাণ সই।
ওই ওই, ওই দেখ, ওই ওই ওই॥
বিষম বিকটাকার, বিষ্ঠা গায়-মাখা।
হাতে ক'রে আনিতেছে, ময়ূরের পাখা॥
ভয়ঙ্কর দিগম্বর, চুল-গুলো এলো।
খেলে খেলে, খেলে বুঝি এলো এই এলো।
ধর ধর, ভয়ে মরি, এ কোন্ বালাই।
ভালাই ভালাই চল, পালাই পালাই॥

শান্তি।

রাক্ষস্-ত নয় এটা, রক্ষস্-ত নয়।
রাক্ষস্ হইলে কেন, বীর্য্য হীন হয়॥

করুণা।

কি, এটা, তা কও, যদি নয় নিশাচর।
যতই নিকটে আসে, তত হয় ডর॥

শান্তি।

রাক্ষসের মূর্ত্তি নয়, দেখ দেখি তবে।
বোধ হয়, প্রিয় সখি, পিচাশ এ হ'বে॥

করুণা।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে, দগ্ধ হয় সবে।
পিচাশের গতি তবে, কিরূপে সম্ভবে॥

শান্তি।

তবে বুঝি, নারকী, হইবে এই জন।
নরক হইতে কোথা, করিছে গমন॥

(ক্ষণকাল বিলক্ষণরূপ দৃষ্টি করিয়া।)

সখি, আমি জেনেছি জেনেছি, চিনেছি চিনেছি, এটা সেই রাজা মহামোহের প্রেরিত দিগম্বর-সিদ্ধান্তই হইবে,—তাহাতে কোন সংশয় নাই। সই, এ অতি পাপাত্মা, ইহার মুখাবলোকন করা আমাদের উচিত হয় না।

[উভয়ে বিমুখী হইয়া রহিলেন।]

করুণা।

সই, এসো কিঞ্চিৎকাল এইখানে থাকিয়াই শ্রদ্ধা-মাতার অন্বেষণ করি।

(উভয়ে তথায় ঐরূপেই অবস্থান করিলেন।)

অনন্তর দিগম্বরসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

হে গুরো! তোমায় প্রণাম করি।
নমো অর্হতে।
জয় অর্হৎ কি জয়। জয় অর্হৎ কি জয়।
অর্হৎ, অর্হৎ, অর্হৎ*।

---

* অর্হৎ—অর্থাৎ দিগম্বরসিদ্ধান্তের মতের আদি-প্রবর্ত্তক গুরু, ইহার-উদ্ভব-স্থান দক্ষিণকর্ণাট দেশের কোঙ্ক বেঙ্কট নগরের কুটকচাল নামক পর্ব্বত।

ভজন।

অরহৎ অরহৎ, শিরকো জহরৎ,
মেরা গুরুজী অরহৎ।
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার্ হোয়েগা,
লেহ এহীকা মৎ।
বাবা লেহ এহীকা মৎ॥

কহি জাৎকো নামানো বাবা,
নামানো দেবী, দেবা।
এক্ মন্‌সে, অর্হৎ জীঁকো,
পাওমে করো সেবা।
বাবা পাওমে করো সেবা॥

যব্‌হি যেসা, আয়ে মন্‌মে,
তেস্‌সে করো ভোগ্।
ছোড়্ দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ,
ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥
বাবা ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥

আব্ কি নারী, পর্‌কি নারী,
যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড়্ দেও, ক্যা খুসি হ্যায়্,
কাম্ দেও-কি রঙ্গ।
বাবা কাম দেওকি রঙ্গ॥

এসে পাপ্, এসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ
মরণ্‌সে যব্ মুক্ত হোয়্ তব্,
পাপ্ যায়্ কোন্ সাৎ।
বাবা পাপ্ যায়্ কোন্ সাৎ॥

দিন্ দিন দিন্, গাওমে ঢালো, সবহুঁ গঙ্গাজল্।
তবু তেরে কি, শোধন্ হোবে, জঠরভরা সব্ মল্
বাবা জঠর্ ভরা সব্ মল্॥

কাম্ বাজার্ সে, লুট্ করো সব্,
কাঁহে রহোতো ভাক্কা।
এহি লোগ্‌মে, ভোগ্ করো সব্,
কাঁহা পরলোগ্, ফাক্কা॥
বাবা কাঁহা পরলোগ্ ফাক্কা॥

অর্হৎ মেরা, প্রাণ্-পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান
অর্হৎ পাওমে প্রণৎ করো সব্,
আয়োর্ নাজানো আন্।
বাবা আয়োর্ নাজানো আন্॥

হে স্বাভিমতদেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

(সভ্যগণের প্রতি বক্তৃতা।)

আহা! এই সকল লোক অন্ধ হইয়াছে; চক্ষু থাকিতে কিছুই দেখিতে পায়না, হিতাহিত কিছুই জ্ঞাত হইলনা, শরীরের সার্থকতা কিছুই করিলনা, ভ্রান্তি-বশতঃ সকলে হস্তস্থিত-প্রত্যক্ষ-সঞ্চিত-সুখে বঞ্চিত হইয়া অনর্থক পাপরূপ-কষ্ট ভোগ করিতেছে।

এই নবদ্বার-গৃহ মধ্যে একমাত্র পরমাত্মা প্রজ্জ্বলিত-দীপের ন্যায় রহিয়াছেন।—তিনিই এই সংসারে পরমার্থ-সুখ এবং অন্তে মোক্ষ প্রদান করিয়াথাকেন।—আমার গুরু আমাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন!

(আর এক দিকে চাহিয়া।)

ও ভাই সাধু সকল! তোমরা ও কি করিতেছ? তোমায়দিগের এই ভ্রম, সামান্য ভ্রম নহে। এই শরীর বিষ্ঠা-রশিতে পরিপূর্ণ, ইহা জলের দ্বারা কি কখনো শুদ্ধ হইতে পারে?

অতএব দেহের শুদ্ধি কদাচই হয়না। কিন্তু ভাই দেহের অশুদ্ধিতে আত্মা কখনই অশুদ্ধ হয়েননা, কারণ তিনি নির্ম্মল-স্বভাব,—হে ভাই! তোমরা সকলে নিশ্চয় জানিবা, মল-মূত্র গাত্র মধ্যে লেপন করিলে কেহই অশুচি হয়না, শুচি আর অশুচি, এটা কেবল তোমাদের মনের ভ্রম মাত্র।

অপিচ যে স্ত্রীতে যাহার অভিরুচি হইবে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাতেই গমন করিবে, ইহাতে পুণ্যই হয়, পাপ হয় না, এ বিষয়ে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য হয় না, কারণ ঈর্ষাই অতিশয় পাপের কারণ। অভিলষিত-সুখ-সম্ভোগকেই পরমার্থ, পুণ্য, এবং স্বর্গভোগ কহিতে হইবে, ঈর্ষার নাম পাপ এবং কষ্টভোগের নাম নরক।

ও ভাই-কাশীবাসী মানবগণ! তোমরা আর কবে ভাবের ভাবিক হবে? স্বভাবে কেন অভাব করিতেছ? মনে কর, যখন তোমরা জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হও, তখন কিরূপ অবস্থায় আগমন করিয়াছ? তোমাদের এই শরীর কিছু তৎকালে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিল না, সকলেই উলঙ্গ ছিলে, অতএব বস্ত্রের কি প্রয়োজন? অনর্থক কেন একটা মিছে কাচ্ কাচিতেছ?

হে প্রিয়ে শ্রদ্ধে! তুমি আমার সম্মুখে এসো।

তামসী।

সভ্যগণের প্রতি গীতাচ্ছলে বক্তৃতা।

মনেরে পবিত্র সবে, কর কর ভাইরে।
মুখে এক্, মনে আর্, সে, বড় "বাগাইরে।"

ধুয়া।

"নিজ-অভিমত" যাহা, "পরব্রহ্ম" বস্তু তাহা,
অভিমত বিনা আর, "ব্রহ্ম" নাই, নাইরে।
সবারি অশুদ্ধ-মন, সাঁচা, নহে একজন,
ভিতরে বাহিরে বাটা, খাটি কোথা পাইরে॥
লোকাচারে হ'য়ে রত, ভ্রান্তি-মদে মত্ত যত,
স্বেচ্ছাচার-শাস্ত্রমত, কা'রে বা বুঝাইরে।
যত নারী, যত নরে, পস্পরে দ্বেষ করে,
ভেদভাব কেন ধরে, ভেবে মরি তাইরে॥
কেন করে খোঁচা খুঁচি, মুল মাত্র অভিরুচি,
স্বভাবে সবাই শুচি, দেখি সব ঠাঁইরে।
ভিতরে মলের ভার, বাহিরেতে পরিস্কার,
সদাচার, কদাচার, মিছে শুচি-বাইরে॥
সোজা পথে নাহি চলে, সোজা কথা নাহি বলে,
হায় এই ধরাতলে, খেপেছে সবাইরে!
ইচ্ছামত-কর্ম্ম করে ইচ্ছামত ধর্ম্ম-ধরে,
ইচ্ছাপথে সুখে চরে, তা'র গুণ গাইবে॥
অন্ধ সব অভিমানে, সত্য নাই কোনোখানে,
মুখ্ তুলে কার্ পানে, ফিরে আমি চাইরে।
মানুষ কোথায় আছে, মন্ খাটি করিয়াছে,
আহা আমি কা'র কাছে, জুড়াইতে যাইরে॥
মানবের দেহ ধরে, মর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম করে,
ইনি, তিনি, ঘরে ঘরে, ভস্ম আর ছাইরে।
এভব মেলার মাজে, কত কাজে, কত সাজে,
কেহ-বা "গোঁসাই" সাজে, কেহ সাজে সাঁইরে
বিষয়ে করিয়ে হেলা, সবাই করিছে খেলা,
কেহ কেহ হয় "চেলা" কেহ হয় "চাঁইরে"।
ওরে তোরা বল বল্, ঈর্ষা ক'রে কিবা ফল?
ঈর্ষাহীনপথে চল্, সুখেতে বেড়াইরে॥
কষ্ট-ভোগ মহারোগ, সে ভোগ, নরক-ভোগ,
সুখ-ভোগ, স্বর্গ-ভোগ, সেই ভোগ চাইরে।
ছিলে তুমি কা'র ছেলে, মনে কর কোথা এলে।
আসিয়া কেমনে খেলে, জননীর "মাইরে"?

যখন্ যাইবে সবে, শূন্য-দেহ পোড়ে রবে,
তখন্ কি দশা হ'বে, কা'রে বা সুধাইরে।
যত খল, ক'রে ছল, মানাতেছে কর্ম্ম-ফল,
এ পাপ্ শঠের হাৎ, কেমনে এড়াইরে।
ভেদ ভাব নাহি যা'র, সমুদয় আপনার,
দাসী হ'য়ে আমি তা'র, পদধুলি খাইরে॥

হে প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

শান্তি।

[তামসী-শ্রদ্ধাকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুর্চ্ছা।]

দিগম্বর সিদ্ধান্ত।

প্রেয়সি শ্রদ্ধে—নাস্তিকেরা তোমা-ভিন্ন এক-মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধরিতে পারে না, তুমি তাহাদিগের প্রেমবর্দ্ধিনী হও।

তামসী শ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা প্রভু—তাহাই হইবে।

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

করুণা।

(আঁচলের- দ্বারা শান্তির গায়ে বাতাস এবং মুখে জল প্রদান।)

হে সখি!—তুমি মুর্চ্ছা-ত্যাগ কর, উঠো, উঠো, শ্রদ্ধার নাম শুনিয়াই কেন ভয় কর? কেন এত কাতর হও?—তুমি অহিংসাদেবীর মুখে কখন' কি শ্রবণ করনি, যে, পাষাণ্ডদিগের "তামসী" নামে এক "শ্রদ্ধা" আছে? এই শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা, এ তোমার মা নহে।

শান্তি।

হাঁ সখি!—এখন বিবেচনা করিলাম তাহাই বটে,—আমার জননী সাত্ত্বিকী—অতি সদাচারা, পবিত্রা, এই তামসী,—অতি কদাকারা, কদাচারা।

এসো আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মায়ের অনুসন্ধান করি।

(এই বলিয়া শান্তি এবং করুণা চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

তদনন্তর পুস্তক হস্তে করিয়া মুণ্ডিতমুণ্ড-কাষায়-বস্ত্র-পরিধারণ-ভিক্ষুক-বেশধারী-বুদ্ধাগম রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুক।

জয় গুরুদেব-বুদ্ধ। তোমাকে প্রণাম করি।

মন্ত্র।

তোটকচ্ছন্দঃ।

সুবিনাশিত- হিংশিত-ধর্ম্মচয়ং।
বিনিবারিত-ভাবিত- ভক্তভয়ং।
পরলোক-নিরাকৃতি--যুক্তিকরং॥
প্রণমামি গুরুং মম-বুদ্ধবরং॥

যাহাতে পশুহিংসা আছে, এমত ঘৃণিত-নির্দ্দয় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম যিনি রহিত করিয়াছেন,

আর ভক্ত সকলের ভয় যিনি নিবারণ করিয়াছেন, এবং পরলোক নাই, এবিষয়ে যিনি প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষবাদি শাস্ত্রবক্তাদিগকে পরাভব করিয়াছেন,—আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমগুরু বুদ্ধ-দেবের চরণে প্রণাম করি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল রূপক।

হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
"অহিংসা-পরমধর্ম্ম" করে না প্রচার।
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার।
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ, যজ্ঞ, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার।
হত্যা ক'রে পুণ্য হয়, এই কিবে শাস্ত্রে কয়?
ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম-লাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।
পাপি যদি নর হয়, রাক্ষস্ কাহারে কয়?
সাপের্ অধিক এরা, পাপের্ আধার।
এতদূর ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হ'বে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার।
কিসে পাবে স্বর্গফল? গোড়া কেটে ডালে জল,
পাপ্ ক'রে, পুণ্য বল্, ক'রে হ'য় কা'র।
চিরস্থায়ী, "আত্মা" নয়, মোলেই-তো মুক্তি হয়,
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তা'র।
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,
দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হ'বে আর?
অতি শঠ দুষ্ট যা'রা, ভোগায় ভোগায় তা'রা,
হ'য়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার।
'আত্মা''না থাকিলে আর, ভোগ তবে হ'বে কা'র
আহা কেহ একবার, করে না বিচার।
কেন তোরা কষ্ট সোস্? দুখে কেন নষ্ট হ'স্,
বুদ্ধ-মত যদি ল'স্ ভাবনা কি আর।
হিংসা পাপে তোরে যাবি, সুখ, মোক্ষ, হাতে পাবি,
একেবারে দূর হ'বে, মনের বিকার।
যে, নারীতে, যে, সময়, ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্যা আপনার।
সে, যে, প্রিয়া, তুমি, প্রিয়, উভয়েই "রমণীয়,
স্বীয় আর পরকীয়, ক'রোনা বিচার।
সুপাদ্, সম্পর্ক, যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা,
এখনি হ'তেছে, সৃষ্টি, এখনি সংহার।
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত,
অন্ধ ক'রে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!—আহা আহা! এই পুস্তকখানিকে সকলে প্রণাম কর,-এমন সংশয়চ্ছেদক সুখ-মোক্ষভেদক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরিপূরিত-সাদ্‌সন্দর্ভ সূচক জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থ আর কুত্রাপিই নাই,—আমাদিগের এই সৌগতধর্ম্ম অর্থাৎ বৌধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম,—অতি সুন্দর-কেন-না ইহাতে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ই তুল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ এই মতে মৃত্যুই মুক্তি, মুক্তি আর কিছু একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই মুক্তির জন্য কোনরূপ সাধনের আবশ্যক করে না, অতএব জীবদ্দশাতে যত সুখভোগ করিতে পার তাহাই কর,—তাহাতে কোন নিবারণ নাই, যেহেতু আত্মা চিরস্থায়ী নহেন, পরলোক নাই, স্বর্গ নাই,—অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম—হিংসা করাই পাপের কর্ম্ম, দশদণ্ড সময়ের মধ্যে সুখসেব্য সামগ্রী সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন কর, মুনিকন্যা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা সকল স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ কর। যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,—এই ভাবময় ভব, কেবল ভোগের ভবন,—ভোগ কর—ভোগ কর। আমরা ভিক্ষুক,—আমরা

যদি পরাকান্তাধরামৃত পানানন্দে প্রেম প্রাপ্ত হই তবে যেন কেহ তাহাতে ঈর্ষা করে না,—বিরক্ত হয় না,—কারণ সকল পদার্থের ক্ষণেক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণেক্ষণেই বিনাশ হইতেছে, সুতরাং যখন যে পুরুষ যে স্ত্রীতে গমন করে, তখন সেই স্ত্রী সেই পুরুষের স্বজাতীয় ভোগ্যা হয়, পরক্ষণে আর সে সম্বন্ধ গন্ধ থাকে না। অতএব অজ্ঞান-লোকেরা কেন স্বীয়া, পরকীয়া ভেদ রাখিয়া ভ্রান্তিক্রমে ঈর্ষা করে,—এই ঈর্ষা কেবল চিত্তের মল।

(সাজঘরের-দিকে দৃষ্টি করিয়া)

প্রিয়তমা শ্রদ্ধা-তুমি একবার আমার নিকটে এসো।

শ্রদ্ধা।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

প্রাণে, জ্ব'লতে হ'লেই, ব'ল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের্ লোকের্, আচার্ দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হ'ল চোর্,
বন্দি-গুলো ফন্দি ক'রে, পালায়্ ভেঙে দ্বোর্
এক্ ফাকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে,
জোর্ বাতাসে সে, কি, রয়।
ওরে, "পাঁচ্‌ঘরা" আর্ "দশঘরার্ মেলা,
সাৎগাঁয়ের্ লোক্ "এক্ গাঁয়েতে,
ক'র্ত্তেছে খেলা।
ক'রে ঢলাঢলি দশ্‌দিকেতে,
ঢোল্‌তে থাকে সমুদয়।
এরা, অগ্রদ্বীপের্ মেলা ক'রে সায়,
নেড়া হ'য়ে নবদ্বীপে, চ'লে যেতে চায়্,
কেটা জলের্ ঘরে আগুন্ জ্বালে?
সহজ্ বড় সহজ্ নয়।
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাং সমুদ্র পার,
কাছে থাকৃতে পাবে, রাখ্‌তে পাবে,
শক্তি আছে কা'র্,
ওরে মুখের্ বাহির্ হোলে পরে,
সাধ্য কি আর্ কথা কয়॥
সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্-আমার্
আমার্, তোমার্ তোমার্,-ছাড়ো মিছে ঠাট্,
এই ভাঙাহাটে ঢেঁড্‌রা পিটে,
দিচ্ছ কা'রে পরিচয়॥
দেখি সমভাবে, সব্-গুলো অসৎ,
কেউ বেঁচেথেকে সৎ হ'ল না, মোরে হ'বে সৎ,
যার্ মাথা নাই তা'র্ মাথা ব্যথা, খেপেছে
সব জগৎময়॥

হে নাথ! আমি এই এসেছি, আজ্ঞা করুন, কি করিব?

ভিক্ষুক।

প্রিয়ে! তুমি এই সকল উপাসক ও ভিক্ষুককে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন কর।

শ্রদ্ধা।

যে আজ্ঞা-নাথ! তাহাই করি।

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

শান্তি

করুণা, করুণা, ঐ দেখ,—ঐ দেখ, এই শ্রদ্ধাও তামসী-শ্রদ্ধা

করুণা।

সই-তাই-বটে, তাই বটে, ঐ যে, দেখি অতিশয় কদাকারা কদাচারা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

(ভিক্ষুককে দেখিয়া হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে।)
ওরে ভিক্ষুক! এখানে আয়, আমার কাছে আয়, তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

ভিক্ষুক।

(ক্রোধপূর্ব্বক।)

আ! পাপ-পিচাশ! আমি তোর নিকটে যাব? দূর দূর—এ, যে তোর্ ঘোর্ প্রলাপ্।

ক্ষপণক অর্থাৎ দিগম্বর।

মর্ মর্—ভিখারি—আমি শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোর্ এত রাগ কেন?

ভিক্ষুক।

(হাসিতে হাসিতে।)

হাঃ হাঃ—ন্যাংটা তুই শাস্ত্রের কথা জানিস্, ভাল ভাল,—এ, যে, বড় সুখের কথা, আমি সকল শাস্ত্রেই মূর্ত্তিমন্ত।

(নিকটে গিয়া)

বল্ বল্, তোর কি প্রশ্ন আছে শুনি?

ক্ষপণক।

ওরে, ভিখারি। ক, দেখি ক, এই শরীর ক্ষণবিনাশী, এখনি নাশ হইবে, তুই কি জন্যে এরূপ কঠিনব্রত ধারণ করিতেছিস্।

ভিক্ষুক।

শোন্ ন্যাংটা, শোন্। আমাদিগের এই ব্রতেব ফল তোরা কি জানিবি? এইরূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিষয়-সুখ-সম্ভোগানন্তর দেহ নিপাত হইলেই মুক্তি হয়।

ক্ষপণক।

ওরে মূর্খ! ওরে নেড়া! তোর্, যে, ভেড়ার্ মত বুদ্ধি দেখি। যদিস্যাৎ মরিলেই মুক্তি হয়, তবে তোর্ এ প্রকার কঠিন-ব্রত ধারণ-করণের প্রয়োজন কি? তোরে এই অসৎপথের উপদেশ কে দিয়াছে? বল্ দেখি?

ভিক্ষুক॥

কি মূঢ়! এই পথ অসৎ পথ? সর্ব্বজ্ঞ-বুদ্ধদেব আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ওরে অজ্ঞান! বলি তবে শোন্ যদি কেবল এক নাম-মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হয়, তবে এ জগতে সকলেই ত সর্ব্বজ্ঞ। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, তোরা পিতা পিতামহ প্রভৃতি সপ্তপুরুষ আমাব ক্রীতদাস। আমি তোদের প্রভু।

ভিক্ষুক।

(ঘোরতর ক্রোধ পূর্ব্বক।)

কি পিচাশ! যত দূর মুখ, ততদূর কথা, আমি তোর্ দাস-রে, আমি তোর্ দাস?

আর তোর্ মুখ দেখ্‌বনা, তোর্ সঙ্গে আর কথা কব না।

ক্ষপণক।

(হাসিতে হাসিতে।)

ওরে শাস্ত্রের বিচারে ক্রোধ করিলে কি হ'বে রে? তুই এখনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অর্হৎ-মত গ্রহণ কর।

ভিক্ষুক।

ওরে অধম! তুই আপনি নষ্ট হ'য়ে আবার পরকে নষ্ট করিতে চাস্। আমি এই সাম্রাজ্য-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন তোর ন্যায় পিচাশরূপ ধারণ করিব? দূর পাপ্ দূর পাপ্।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়খেম্‌টা।

ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে।
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥
এমন্ মানব্ জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।

নিষ্ঠে, মেখে বিষ্ঠে-গায়, গন্ধে কাছে টেঁকা দায়,
কিলিবিলি করে "কৃমি" ফুঁড়ে পচা-চর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম॥

মস্তকেতে মাখা-মল্, করিতেছে ভল্‌ভল্,
রবিতাপে হ'য়ে জল্, মুখে ঢোকে ঘর্ম্ম।
ছিছি এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম॥

মূর্ত্তিখানা কদাকার, তাহে অতি দুরাচার,
পিচাশের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥

নরকেতে ডুবে রোস্, নিজে কভু নর্ নোস্,
শাস্ত্র ধ'রে কথা ক'স্, কোথা পেলি মর্ম্ম॥
ছিছি, এই কিরে, তোর ধর্ম্ম?
ওরে ন্যাংটা ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥

গণ্ড-গবা মূর্খ ঘোর্, বৃথায় করিস্ শোর্,
শাস্ত্রের বিচারে তোর্, কিসে হবে শর্ম্ম॥
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

(কিঞ্চিৎ ক্রোধ অথচ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক।)

গীত।

রাগিণী পরজ। তাল পোস্তা।

ওরে ভিখারি! এই কিরে, তোর্ প্রসঙ্গ।
তোর্ ধর্ম্ম-কথায়, মর্ম্ম-ব্যথায়,
কর্ম্মদোষের্ আসঙ্গ॥
এই কিরে, তোর প্রসঙ্গ।
দেখ্ যুক্তি-মতে, এ জগতে,
স্বভাবে সব, "উলঙ্গ"॥
তুই যখন্ এলি, ন্যাংটা ছিলি,
খালি ছিল সর্ব্বাঙ্গ॥
শেষ্ যাবি যখন্, ন্যাংটা তখন্,
হবি পুন অসঙ্গ।
কেন ভবের নাটে, কাপড় পোরে,
করিস্ মিছে কুরঙ্গ॥
রাখ্ জ্ঞানাঙ্কুশে, শাসন্ ক'রে,
মানস্ মাতাল মাতঙ্গ।
আমার্ স্বভাবসিদ্ধ-মূর্ত্তি দেখে,
কেন করিস্ আতঙ্গ॥
তোর বুদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে করিস্ কুসঙ্গ।
ছিছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হ'লি,
কবে হ'বে সুসঙ্গ॥
তোর মনে ময়লা কয়লা ভরা,
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ।
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাঁদা,
বিষদন্ত-ভুজঙ্গ॥
তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল,
দেখিস্ ভাল্ তরঙ্গ।
ওরে স্থির পানিতে পাতর ভাসে,
জলে কলের শূড়ঙ্গ॥
ডোব্ আমার সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে,
দেখ্‌বি কত সুরঙ্গ।
ডুবে থাক্‌লে খানিক্, পাবি মাণিক,
নাচবি হ'য়ে ত্রিভঙ্গ॥
তোর কাঁচাবাঁধন্ খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ।
নে আমার দীক্ষে, কেটে শীক্ষে,
ফেলে ভিক্ষে-করঙ্গ॥

ভিক্ষুক।

ভয়ঙ্কর কলেবর, লজ্জাহীন-দিগম্বর,
কদাকার বিষম অধীর।
গাত্র হ'তে অনর্গল, পড়িছে বিষ্ঠার-জল,
মলভরা সকল শরীর॥
দারুণ-দুর্গন্ধ গায়, নিকটে দাঁড়ানো দায়,
ঘৃণা করি ডাকেনাক' যম।
নরকে নিবাস করে, কৃমি খেয়ে প্রাণ-ধরে,
পামর পিচাশ, নরাধম॥
ছাড়িয়া পবিত্র-মত, আমি হব তোর্ মত,
প্রেত সেজে করিব গমন।
দূর্ দূর্ মর্ মর্, কাছে থেকে সর্ সর্,
কি বলিস্, দাম্ভিক দুর্জ্জন॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

(খেদ পূর্ব্বক সংগীত।)

রাগিণী আড়ানা। তাল আড়া।

মনরে আমার, কর ভ্রম পরিহার।
না জেনে অহং, কেন, কর অহঙ্কার॥
মিছে আঁচে তুলে আঁচ্, করিতেছ সাতপাচ্,
করিতেছ কত কাচ্, অশেষ প্রকার।

প্যাঁচে করি প্যাঁচাপ্যাঁচি, আঁচে কব আঁচাআঁচি,
এদিকে, যে, কাছাকাছি, হ'য়েছে তোমার।
প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি প্রকৃতি তুমি ধর,
আকৃতির ভেদে কর, স্বকৃতি স্বীকার।
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে,
স্বভাবের ভাবে নাহি, চরে একবার।
কল্পিত-ভাবেতে সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে ভবে,
তবে আর কবে হ'বে, ভাবের সঞ্চার।
তোমরা মানবযত, র'য়েছ-ত শত শত,
অবিরত কত মত, করিছ আচার।
টলিতেছ ঢলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ,
চলিতেছ, বলিতেছ, নরের আকার।
টল টল, ঢল ঢল, ছল ছল, যত ছল,
কিন্তু ভাই বল বল, বল কর কা'র।
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হ'বে শেষে সব একাকার।
দেশ দেশ করে দ্বেষ, বেশ বেশ ধরে বেশ,
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার।
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
কিছু নয়, কিছু নয়, আকার প্রকার!
যখন্ এসেছ ভবে, উলঙ্গতো ছিলে সবে,
এখন্ বসন তবে, সাজে কি প্রকার।
যখন্ মরণ হ'বে, বসন কোথায় র'বে,
দিগম্বর হ'য়ে সবে, যাবে ভব-পার।
মনে যা'র থাকে নিষ্ঠে, কি তা'র, চন্দন, বিষ্ঠে,
এ শুচি, এ অশুচি, কি; সে করে বিচার।
ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল,
বাহিরে ঢালিয়ে জল, কর পরিষ্কার।
হায় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে,
বাহির পবিত্র করে, ভিতর অসার।
যা'রে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
যত দেখ স্থল, জল, মলের ভাণ্ডার।
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়,
মলময় সমুদয়, অখিল-সংসার।
খাও অন্ন, খাও জল, খাও মূল, খাও ফল,
পরিণামে হ'বে মল, সংশয় কি তা'র॥
সেই মল পুনর্ব্বার, স্থলরূপে হয় সার,
অসারের মাঝে সার, কে বুঝিবে সার।
অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
এ অসার, এই সার, বিষম-বিকার।
দেহ মাঝে 'আত্মা' যিনি, অতি শুদ্ধ, সার তিনি,
অসারে সারত্ব তাঁর, কে করে সংহার।
ভুল-পথে সবে চলে, পুণ্য, পাপ, কা'রে বলে,
জলবিম্ব মিশে জলে, হয় জলাকার।
মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
পরলোক কা'রে কয়, কা'রে কই আর।
দেহে 'আত্মা' যারে কয়, অবিনাশী সেতো নয়,
শরীর হইলে লয়, লয় হয় তাঁর।
এই হয়, এই লয়, হ'য়ে আর নাহি রয়,
স্বপ্নবৎ সমুদয়; কেবা হ'য় কা'র।
সবাই খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ,
পরস্পর ভুলে কয়, আমার আমার।
কেন ভাবে নারী নর, এ,—আমার এ, যে, পর,
নয়ন মুদিলে পর, সব অন্ধকার।
কেবা কা'র হয় যোগ্য, কেবা কা'র চিরভোগ্য,
যখন যে ভোগ করে, তখন তাহার।
কা'রে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ,
তখন সম্বন্ধ লেশ, নাহি থাকে আর।
আমিতো আমার নয়, নারী কি আমার হয়,
যাহে যা'র অভিরুচি, করুক্ বিহার।
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে,
এই দ্বেষ ঘোরতর, পাপের আগার।
পর-কার' নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ,
ভোগের আধার দেহ, ভোগের আধার।
দ্বেষহীন মহাধর্ম্ম, বুঝে তা'র সার মর্ম্ম,
আত্মহিতে কর কর্ম্ম, ইচ্ছা যে প্রকার॥

শান্তি এবং করুণা।

(পথে যাইতে যাইতে।)

শান্তি।

সখি-করুণে! দেখ দেখ, ঐ সোমসিদ্ধান্ত আসিতেছেন, ইনি মহামোহের প্রেরিত অনুচর, ওদিকে দৃষ্টি করা নয়, চল আমরা যাই।

(তদনন্তর সোমসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।)

সোমসিদ্ধান্ত।

(চারিদিকে ফিরিয়া।)

হর-হর-হর-হর।—শিব-কাশী,-শিব-কাশী।—জয়-কাশীনাথ।—জয়-কাশীনাথ! বম্-বম্-বমবম্-বম্। বম্-ভোলা। ভোলানাথ। ভোলানাথ,—শিবগুরু। কাশীশ্বর,—জয় পার্ব্বতী-নাথ।—হরহর—হরহর। তাপহর—পাপহর, শোকহর,—রোগহর,—হর হর, দুঃখহর,—হর-পশুপাশহর।—হে শঙ্কর পরমেশ্বর! তুমিই গতি, তুমিই গতি, জয় মহাদেব, তোমাকে প্রণাম করি।

সংগীতচ্ছলে স্তব।

ভজন।

তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টিবিনাশক,
সৃষ্টি-পালন-লয়কারি।
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর,
ভস্মভূষণ, জটাধারি॥
সর্ব্বশিবময়, সম্পদসদন,
পঞ্চবদন, মদনারি।
রক্ষ নিজ-সুতে, মোক্ষপ্রদায়ক,
দক্ষদুহিতামনোহারি॥
সর্ব্ব-শুভঙ্কর, শঙ্কর-সুরেশ,
শুদ্ধ সতত,-সদাচারি।
নির্ম্মল-নির্গুণ, নিত্য-নিরাময়,
ত্বংহি-ত্রিগুণ-ত্রিপুরারি॥
শাশ্বত-চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাশক,
আত্মা-অনাদি-অবিকারি।
সংহর ঈশ্বর-সংসারপিপাসা,
দেহি-চরণ-সুধাবারি॥
মা কালি-মা কালি, জয়কালি, জয়কালি।
মা তোমাকে প্রণাম করি।

সুরতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

জয় জয় কালিকে। গ্রহ-তিথি চালিকে।
ত্রিভুবনপালিকে। মাগো মা।
শশিখণ্ডভালিকে। নরশিরমালিকে।
গিরিরাজবালিকে। মাগো মা॥
অট্ট-অট্ট হাসিকে। যক্ষ-রক্ষশাসিকে।
দৈত্যকুলনাশিকে। মাগো মা।
ভবভাষভাষিকে। ভবভাসভাসিকে।
ভববাসবাসিকে। মাগো মা॥
স্বেচ্ছাচারচারিকে। স্বেচ্ছাচারবারিকে।
স্বেচ্ছাচারকারিকে। মাগো মা।
সর্ব্বদুঃখহারিকে। সর্ব্বতাপতারিকে।
সর্ব্বশক্তিধারিকে। মাগো মা॥
জয়জয় চণ্ডিকে। চণ্ডদণ্ডদণ্ডিকে।
কালদণ্ডখণ্ডিকে। মাগো মা।
রবিসুতগঞ্জিকে। ভবভয়ভঞ্জিকে।
হরমনোরঞ্জিকে। মাগো মা॥

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

নিদ্রাগত কত মন, রহিবেরে আর॥
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সর্ব্বসার॥
বিষয়-বাসনাধীনে জাগিলেনা চিরদিনে,
জাননা, যে, দিনেদিনে, যেতে হ'বে পার॥
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন ব'সেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।
জ্ঞানেবে জাগাও আগে,নিজে জাগো যোগেযাগে,
এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্মসার॥
গুপ্ত-আজ্ঞা, আঙ্গা ছাড়ি, বায়ু ভরে দিয়ে পাড়ি,
সিন্ধু পারে গুরু-বাড়ী চল "সহস্রার"।
তবেতো চরমকালে, মিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার॥

শিবভক্ত এবং শক্তিভক্তিপরায়ণ সাধকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

ওহে প্রাণাধিক-সাধক সকল!—শ্রবণ কর,— তোমরা "কুলার্ণব" নিরুত্তর, এবং আর আর তন্ত্র সকল শিরোধার্য্য করিয়া তন্মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

স্বয়ং ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান-মহাদেব "কুলার্ণবে" কহিয়াছেন।

যথা।

কুলাচার প্রসক্তানাং সাধুনাং সুকৃতাত্মনাং।
সাক্ষাৎশিবস্বরূপাণাং প্রভাবং বেত্তিকোভুবি
দৃষ্টাতুভৈরবীচক্রং মমরূপাংশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ কলিকল্মষ দূষিতাঃ॥
কৌলিকোহি গুরুঃসাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিবএবনঃ।
ইত্যাদি।

(১) হে ভাই কুলসাধকগণ! করুণাময় মহাদেব এরূপ কহিয়াছেন, যে, তোমরা সকলে তাঁহার স্বরূপ, এই জগতের মধ্যে তোমাদিগের মহাত্ম্য, মনুষ্য দূরে থাক্, দেবতারাও জ্ঞাত নহেন,—পশুপাশবদ্ধ-অজ্ঞান-জীব সকল তোমা-দিগের দর্শন পাইবামাত্রই তথনি অমনি উদ্ধার হইয়া যায়।

(২) জীব সকলকে নিস্তার এবং কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ-করণ কারণ পৃথিবীতে তোমাদিগের অবস্থান হইয়াছে।

(৩) তোমরা কুলাচার এবং মহামন্ত্র-প্রভাবে স্বেচ্ছাচারব্রত ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

(৪) ম্লেচ্ছাদি মানব সকল তোমাদিগের সংসর্গ-কৃপায় পবিত্র হইতেছে।

(৫) কুলধর্ম্মের অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম আর নাই, সদাশিবের এই যুক্তিযুক্ত উক্তি।

(৬) অপরাপর সাধনের দ্বারা যে ভোগ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তোমরা কুলধর্ম্ম-সাধন-বলে অনায়াসে অতি সহজেই তাহা লাভ করিতেছ।

(৭) কি ম্লেচ্ছ, কি শ্বপচ, কি কিরাত্,-যে সকল সর্ব্বত্যজ্য-নীচজাতি এই কুলচক্রে প্রবেশ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে পবিত্র হয়।

(৮) তোমরা যে স্থানে চক্রারম্ভ কর, তোমাদিগের তেজের প্রতাপে বিঘ্ন সকল ভয়াকুল হইয়া তথা হইতে কোথায় পলায়ন করে।

(৯) যে কোন জল হউক, যেমন গঙ্গাজলে পতিত হইয়ামাত্রই গঙ্গাজল হইয়া যায়, সেইরূপ তোমাদিগের এই কুলধর্ম্মে যে কোনো ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ কৌলপদ প্রাপ্ত হয়।

(১০) যে প্রকার সমুদ্রে নদী সকলের

পৃথকভাব বোধ হয়না, সেইপ্রকার কুলধর্ম্ম-প্রাপ্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর পৃথক্‌ভাব থাকেনা।

(১১) যে দেশে কুলযোগী পদার্পণ করেণ, সেই দেশ পবিত্র হয়, তাঁহাকে দর্শন এবং স্পর্শন করিলে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়।

(১২) যে কুলে একটী কৌলিকপুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্রের মাতা ও পিতা সাধূ, কেননা সেই কুলের পিতৃলোক সকল মহানন্দে দেবতা-দিগের সহিত বাস করেন।

(১৩) চণ্ডাল ব্যক্তি কুলাচার করিলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়,—যে ব্রাহ্মণ কুলাচাররহিত তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম।

(১৪) যেদিকে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই দিক্‌কে লোক যেমন পূর্ব্বদিক্ কহে, সেইরূপ কুলযোগিগণ যে যে ব্যবহার করেন, সেই সেই ব্যবহারের পথকেই পরমপথ কহিতে হইবে।

(১৫) যেরূপ বক্র-নদীতে কেহ সরল করিতে পারেনা,—যেমন নদীর স্রোত রোধ করিতে কেহই সমর্থ হয়না,—সেইরূপ কূলযেগির স্বেচ্ছাচারকে নিবারণ করিতে কেহই শক্ত হয়না।

(১৬) সত্যযুগে বেদোক্ত কর্ম্ম, ত্রেতাতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, দ্বাপরে সংহিতা-সম্মত-কর্ম্মদ্বারা মানুষ সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-ফল পাইয়া নিস্তার হইয়াছে, কলিতে ব্রাহ্মণাদি বেদ, স্মৃতি, সংহিতা ও পুরাণোক্ত শৌচাচার-বর্জ্জিত, সুতরাং শ্রুতি- সম্মত কর্ম্মের দ্বারা ইহাদিগের ক্রিয়াসিদ্ধ হয় না-একারণ পতিতপাবন করুণা-সাগর শিব জীবের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্য বারম্বার সত্য সত্য করিয়া কহিয়াছেন, যে, আগমোক্ত কর্ম্ম ভিন্ন কলিযুগে আর গতি নাই, এই, কলিতে আমার মত ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার ফলসিদ্ধ হয় না,—এবং সেই ক্রিয়াকর্ত্তা নরক-গামী হয়।—এই প্রবল কলিযুগে শৈবশাস্ত্র-মত অবলম্বন না করিয়া যে লোক অন্য-মত আশ্রয় করে, সে লোক ব্রহ্মহত্যাজনিত-পাপ-ভোগ করে।

(১৭) জপ,যজ্ঞাদি কর্ম্মে তান্ত্রিক-মতই প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত, যেহেতু এই সিদ্ধ-মন্ত্র আশু-ফলদ, যে দুর্ম্মতি কলিকালে আগমোক্ত কর্ম্ম না করে, সে কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ক্রিমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।

(১৮) শিব কহেন—কলিতে আমার মত ভিন্ন, যে, দীক্ষা, সে দীক্ষাই নহে,—সাধকের নাশেব কারণ, দেবতা কুপিত হন। পূজা, হোম, ব্যর্থ হয়, সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটে। অগম শাস্ত্র ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করে, সে মহাপাতকী হয়।

(১৯) এই সকল শিবের আগমোক্ত বিধান স্মার্ত্ত পরমপূজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।

(২০) হে সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ কুলীনগণ! বলদেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি-এতাদৃশ স্পষ্ট-প্রমাণপূরিত-শিবআজ্ঞা প্রবল থাকাতেও তোমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ-ঘৃণিত-পশুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া কেন স্বধর্ম্মের সঙ্কোচ করিতেছ? প্রাণান্তেও যাহাদিগের সংসর্গ করিতে নাই, এমত পশুর সহিত কেন ব্যবহার কর।

(২১) আর পশুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিলে, আলাপ করিলে, স্পর্শ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,—পশুসংসর্গে বীর সকল পশু হয়েন।—যে সাধক জ্ঞান-পূর্ব্বক পশুর অন্ন ভোজন করে,—সে নরাধম সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও নরক হইতে নিস্কৃতি পায় না, এবং লোভ, মোহ, ভয়-প্রযুক্ত কোন ভক্ত যদি কথন পশুর অন্ন ভোজন করে, তবে লক্ষ পাদুকামন্ত্র জপ, পুনরায় অভিষেক,—শ্রীচক্র ও কৌল পূজা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়,—নতুবা নিস্তার নাই,—অতএব তোমরা মহাদেবের বাক্য কেন লঙ্ঘন করিতেছ?—কি জন্য পশু-সঙ্গে পাপগ্রস্ত হইতেছ? পশুদিগের কোন ধর্ম্ম নাই,—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক-ধর্ম্মের অনু-

ঠানো জানেনা।—তবে গায়িত্রী-মন্ত্র মাত্র আছে, তাহারও অর্থ জানেনা, অর্থ না জানিলে ফল-সিদ্ধহয়না, কেননা মন্ত্রের অর্থ ও মন্ত্রের চৈতন্য যে ব্যক্তি না জানে শত শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়না।—বিশেষতঃ দেখ, কলিতে পশুধর্ম্ম কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতে-পারেনা, কেননা "স্মার্ত্তাচার" ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া দেবতা-স্মরণ, পৃথিবীনমস্কার, দক্ষিণপদ পুরঃসর গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক শত ধনু-পরিমিত গ্রামের বাহিরে গিয়া গর্ত্ত খনন ও মুখ-নাসিকা বন্ধন-পূর্ব্বক কোন্ পশু মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়াথাকে?—অপিচ সূর্য্যোদয়ের পরে দন্ত-ধাবন করিলে পাপিষ্ঠ পশু বিষ্ণুপূজা করিতেও অধিকারী হয়না, আর আহারের ও সময়ের, এবং দ্রব্য-শুদ্ধি করণের যে যে নিয়ম আছে তাহাই-বা কোন্ পশুতে করিয়া থাকে? অতএব পশুরা এইরূপ বিহিত-ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া কেবল সর্ব্বধর্ম্ম হইতেই বহিস্কৃত হইতেছে।—পত্র,—পুষ্প, ফল, জল, প্রভৃতি সকল পশুরা স্বহস্তে সংগ্রহ করিবে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের মুখ দেখিবে না, মনেতেও পরস্ত্রীর স্মরণ করিবে না, এবং সিদ্ধি, চরস, তামাকু ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ও মৎস্যাদি আমিষ, ব্যবহার করিবে না, দেখ ভাই,—দেখ দেখ। কোন্ পশু ইহার কি করে? কেনা তামাক খায়? চরস খায়? গাঁজা খায়? মাচ খায়? মাংস খায়? এবং কেনা শূদ্রসেবা করে? কে না পরস্ত্রী গমন করে? ধর্ম্মহীন এই সমস্ত পশু মহাকাল, ভৈরব বামন, নৃসিংহ, রামচন্দ্র, গোপাল প্রভৃতি এবং কালী, তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ইত্যাদি মহাবিদ্যা-মন্ত্রে উপাসক হইয়া কুলাচার অনুষ্ঠানের অভাবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপরের সহিত নরকে বাস করিতেছে। সুতরাং সকলে পশুসঙ্গ পরিহার কর, ভয় পাইয়া কেন কুলাচারধর্ম্ম গোপন পূর্ব্বক সত্যে অপহ্নব করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ?

কোন কোন পশু বলে" স্মৃত্যাদি শাস্ত্রমতে মদ্যের দান, পান গ্রহণ নিষেধ। ইহাতে ব্রাহ্ম-ণের ব্রাহ্মণ্য থাকেনা" এ কথা তাহাদিগের প্রলাপ-মাত্র, মদ্য পানাদির, যে, নিষেধ, সে অসংস্কৃত-মদ্যের বিষয়ে, এবং অনভিষিক্ত-সাধ-কের প্রতি জানিবে, অভিষিক্ত-সাধকের সংস্কৃত-মদ্য পান-বিষয়ে আগম-শাস্ত্রের সহিত স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণের কিছুমাত্রই বিরোধ নাই।

প্রমাণ।

নিগমকল্পদ্রুমো অসংস্কৃতংত্তমদ্যাদি মহা-পাপকরং হর ইত্যাদি॥শ্রুতিঃ সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোমদিরাং পিবেৎ।

নবিধি র্নিষেধোবা নপুণ্যং নচপাতকং।
নস্বর্গোনাপিনরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরি॥

হে ভাই, ইহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আর কি আছে!—উত্তম, মধ্যম, তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ, ব্যবহারভেদে মহাদেব এই চারি প্রকার সাধক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিধি নিষেধ উপেক্ষা পূর্ব্বক শোধন, সংস্কার, নিবেদনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল "ব্রহ্মাত্ম ভাবে" আহার বিহারাদি করেণ, তাঁহা-দিগ্যে উত্তম-কৌল কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ জনেরা ইঁহাদিগকেই ব্রাহ্ম কহেন। কারণ এই অব-স্থাই লয়ের অবস্থা, ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন থাকেনা, কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

যিনি পূজা, ধ্যান, ন্যাসাদির প্রয়োজন না রাখিয়া দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রানদ্বারা দ্রব্যশোধন-পূর্ব্বক "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই বাক্যে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা

আনন্দে কালক্ষয় করেন তাঁহাকে মধ্যম-কৌল কহেন।

যিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপাদি পূর্ব্বক তত্ত্বসংস্কার করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে দেবতা রূপ ভাবিয়া নিবেদিত নৈবেদ্যের পান ভোজনদ্বারা কালক্ষয় করেন, তাঁহাকে তৃতীয় কহেন।

যিনি শাক্তাভিষিক্ত হইয়া আপনার ইষ্টদেবতা পূজা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি-শোধন করত নিবেদিত-প্রসাদ যথাবিধিক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করিয়া ভজন সাধন দ্বারা কাল-যাপন করেন, তিনি কনিষ্ঠ-কৌল।

ইহাঁরা সাধু, সাক্ষাৎ শিব, ও ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্মাত্মকমন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বশোধনাদি কর্ম্ম করিয়া সকল দ্রব্যকেই ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া থাকেন।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত।

ওরে ভিখারি! দেখ্‌তেছিস্‌,—ঐ যে পুরুষ, কাপালিকব্রত ধারণ করেছে, চল্‌না কেন আমরা উভয়েই উহার নিকটে যাই

দিগম্বর এবং ভিক্ষুক দুই জনেরই সোম-সিদ্ধান্তের নিকট গমন।

দিগম্বর।

(হাস্য পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা।)

ওরে কাপালিক! বল্‌ দেখি তোর মতে সুখ এবং মোক্ষ কিরূপে সাধন হয়।

সোমসিদ্ধান্ত।

ও উলঙ্গ! আমাদিগের মত শ্রবণ কর। আমরা মহাবলি প্রদান পূর্ব্বক নরমাংস-শোণিত এবং ঘৃতের দ্বারা মহাভৈরবের পূজা করিয়া-প্রসাদ গ্রহণ করি।

ভিক্ষুক।

(দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।)

হে বুদ্ধ! হে বুদ্ধ! আমাকে নিস্তার কর, এদের এই ধর্ম্ম কি ভয়ঙ্কর?

দিগম্বর।

হে স্বাভিমত-দেবতা! তোমাকে প্রণাম করি।

আরে! কোন্‌ পাপাত্মা তোরে এই জঘন্য নিষ্ঠুর ধর্ম্মের উপদেশ করেছে?

সোমসিদ্ধান্ত।

(ক্রোধ পূর্ব্বক।)

ওরে পাষণ্ড! তোরা কি বলিস্‌, এক ব্যাটা ন্যাংটা প্রেত, এক ব্যাটা ধামাধরা-নেড়া, এরা আবার আমার এই পরমধর্ম্মের নিন্দা করে। ওরে দুরাচার দেবনিন্দক! শোন্‌, চতুর্দ্দশ—ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান ভবানীপতি মহাদেব, যাঁহার মহিমা বেদান্তসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত করণে অক্ষম, তাঁহার প্রভাব দর্শন করাই। আমি এখনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাদিকে এখানে

আনিতে পারি; আকাশের নক্ষত্র সকলের গতি রোধ করিতে পারি, পৃথিবীকে জলপূর্ণা করিয়া পুনর্ব্বার সেই জল এক চুমুকেই পান করিতে পারি।

দিগম্বর।

ও উন্মত্ত মাংসাসি রাক্ষস! ওরে দাঁতাল! ও মাতাল! তুই অলীক ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা দ্বারা আকাশ পাতাল চালিবার কুহুক দেখাস্।

সোমসিদ্ধান্ত।

(ক্রোধে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক।)

পুন পুন দুরাচার, নিন্দা করি দেবতার,
ঈশ্বরকে ইন্দ্রজালী কয়।
উচিত যে প্রতীকার, এখনই করি তা'র,
পাপাত্মার প্রাণ রাখা নয়॥
বলি বলি, তবে বলি, এখনই দিয়ে বলি,
ক'রে তোর রুধির গ্রহণ।
মুণ্ড দিয়ে পদ সেবি, মহাদেব, মহাদেবী,
উভয়ের করিব তর্পণ॥
দিয়েছিস্ হাতনাড়া, যাবি কোথা, দাঁড়া দাঁড়া,
খাঁড়া ধ'রে দিই যমালয়।
তোর মাংসে দিগম্বর, পূজি দুর্গা, দিগম্বর,
দেখুক্ সাধক সমুদয়॥
নরাধম নরপশু, নিয়ে আজ তোর অসু,
বসুধারে করাই ভোজন।
হর হর ব'লে মুখে, প্রসাদ খাইবে সুখে,
যত বীর কুলযোগিগণ॥

(খাঁড়া তুলিয়া কাটিতে উদ্যত।)

ক্ষপণক।

(প্রাণভয়ে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে।)

অহিংসা—পরমধর্ম্ম। অহিংসা—পরমধর্ম্ম। হে ভিক্ষুক! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

ভিক্ষুক।

(উপহাস পূর্ব্বক।)

ওহে ধার্ম্মিক সোমসিদ্ধান্ত।—তোমার এ কেমন্ ধর্ম্ম? কৌতুক পূর্ব্বক বাক্ কলহ, ইহাতে তপস্বিকে হত্যা করা কি তোমার কর্ত্তব্য হয়?

সোমসিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বর ইষ্টদেবতার নিন্দা, এ আবার কৌতুক কোথায়? আমি এখনই ইহার মুণ্ড-পাত করিতাম্, কেবল তোমার কথায় এবার ক্ষমা করিলাম, এই আমি অসি ফেলিতেছি।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

ও মহাশয়! এত ক্রোধ কেন? স্থির হউন, এখন অস্ত্র ফেলেছেন, অতএব বিরক্ত হবেন না, বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি। শান্ত হইয়া উত্তর করুন। অপনাদের পরমধর্ম্মতো শ্রবণ করিলাম, চক্ষেও কিছু দেখিলাম, এখন বলুন দেখি, এ ধর্ম্মে সুখ এবং মোক্ষ কি প্রকার?

সোমসিদ্ধান্ত।

শোন্ নাস্তিক শোন্। বিষয় ভিন্ন কথনই সুখ হয় না, তবে কেন তোরা এরূপ মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিস্।

আনন্দ ও জ্ঞানরহিত যে মুক্তি, তাহাতে সুখ কি আছে? যেহেতু পাষাণস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অতএব তোদের মতসিদ্ধ এইরূপ যে মুক্তি, সে মুক্তিই নয়।— যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অথচ দিব্যাঙ্গনা-সম্ভোগজনিত যে সুখ তাহারি নাম মুক্তি,— আগমশাস্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এইরূপ মুক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি চিরকাল জীবন্মুক্ত হইয়া মহামায়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এইতো সাক্ষাৎ মুক্তি, বল্ দেখি, অমৃত হওয়া ভাল? না অমৃত ভোজন করা ভাল?

ভিক্ষুক।

ও মহাশয়! তোমার এই মোক্ষশ্রদ্ধার যোগ্য নহে, যেহেতুক ইহাদিগের-সন্মত-ধর্ম্ম।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত।

ওরে কাপালিক!—যদি তুই বিরক্ত না হ'স্, তবে কিছু বলি, ওরে! যে শরীরী, সে কিরূপে মুক্ত? যে ব্যক্তি বন্দী হইয়া কারাগার ভোগ করে, তাহাকে তুই কি প্রকারে অব্যাহতি প্রাপ্ত সাধুর ন্যায় কহিতেছিস্?

সোমসিদ্ধান্ত।

(ক্ষণকাল নীরব হইয়া মনে মনে বিবেচনা)

এই দুটো পশুর মন অতি অপবিত্র, ঘোরতর অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, ভাল আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি, প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রদ্ধা এখন্ কোথায় আছেন্? তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভ্রান্ত-দিগের ভ্রান্তি দূর হইবে না।

(কাপালিনী-বেশধারিণী রাজসী-শ্রদ্ধা)

গীত

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেরে বামা,—বারিদবরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহা'র ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ,
চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে.
হুহুঙ্কার-রবে, সকল শাসি
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ
গ্রাসিছে বারণ।)
বামা, টলিছে ঢলিছে,
সঘনে বলিছে, গগকি বলিস্, এক
কোপেতে জ্বলিছে, দটা ধামাধরা-নেড়া,
ছলিছে ভুবনমপরমধর্ম্মের নিন্দা
কেরে, ললিত রসনা, বিবন্দক! শোন্,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে প্রলয়ের কর্ত্তা
হ'য়ে শবাসনা, বামাবিবসংহার মহিমা
আসবে মগণা রয় অক্ষম, তাঁহার
হে নাথ আজ্ঞা করুন্! অথনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু
দিকে এখানে

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয়ে।—এই দুরহঙ্কৃত ভিক্ষুককে এখনি আলিঙ্গন কর।

রাজসীশ্রদ্ধা।

(ভিক্ষুককে স্পর্শ করিয়া।)

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দনুজদলনী দুর্গা, জননী যাহার রে
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে॥
মুখে বল দুর্গে দুর্গে, তরিবে এ ভব-দুর্গে,
নাহি দুর্গানাম দুর্গে, কাল অধিকার রে।
কালীনামে কাল হর, কালী-রূপ ধ্যানে ধর,
দেহ, মন, কালী কর, কালী সর্ব্বসার রে।
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তা'বে দেন শিব,
আপনি করেন তা'র, অশিব-সংহার রে।
...য় নয়ন তারা, অন্তরে জাগাও তারা,
...প্রেমধারা, ফেলো অনিবার রে।
মুণ্ড দিয়ে পদ... গান, তারা বিনে নাই ত্রাণ,
উভয়ে... পান, কর একবার রে।
দিয়েছিস্ হাতনাড়... রে, ধিক্ ধিক্ সেই নবে,
খাঁড়া ধ... রে, বৃথা জন্ম তা'র রে।
তোর মাংসে দিগ... ল, কালেতে পলাবে কাল,
দেখ... কাল, সফল তোমার রে।
নরাধম নরপ...,—কালী বল, কালী বল,—
বস্তু... কর, শ্রদ্ধারসে দ্রব হও! জয়
হর হর ব...ব, জয় কালী, জয় কালী।

ভিক্ষুক।

(কাপালিনী স্পর্শে লোমাঞ্চিত।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঐ।

হায় হায় হায়, একি, সুখের বিহার।
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার।
ছেড়না ছেড়না ধনি, হৃদয় আমার॥
কা'রে আমি, আমি, কই, আমাতে-তো, আমি, নই,
আমরে তোমায় দিয়ে, হ'য়েছি তোমাব।
এ প্রকার সুখোদয়, হয়নি হবার নয়,
এমন্ সুখের ভোগ ক'বে হ'বে কা'র।
ঘুচিল মনের খেদ, এখন্ পেয়েছি ভেদ,
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ, না হয়, যেন আব।
তোমারে হৃদয়ে ধরি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
তৃণ সম জ্ঞান করি, নিখিল সংসার॥

কি আনন্দ! কি আনন্দ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, এতদিনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার কর্ম্ম সফল হইল।

আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! সোম-সিদ্ধান্ত! তুমিই সাধু।—তোমার শ্রদ্ধার স্পর্শে আমি পবিত্র হইলাম, আমার মনের ভ্রান্তি দূর হইল, আমি একেবারে শপথ করিয়া বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিলাম,—তুমি আমার গুরু হইলে, আমি তোমার শিষ্য হইলাম, এখনিই আমাকে পরমেশ্বর মহাভৈরবের মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

(ক্রোধ পূর্ব্বক হাত নাড়িয়া।)

ওরে ব্যলীক ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর

স্পর্শে, ভ্রষ্ট হলি,—দূর হ,—তোর মুখ্ দেখ্‌তে নাই।

ভিক্ষুক।

ওরে হতভাগ্য ন্যাংটা! তুই কেবল পশু রৈলি, তুই ঘোর পাপাত্মা পিশাচ,—তোর পাপের কপাল, কাপালিনীর আনন্দজনিত অধরামৃত লাভ কেন হইবে?

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয়ে কাপালিনি! এই দুর্দ্দপে দর্পিত দিগম্বরকে বশীভূত কর।

কাপালিনী।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেরে বামা,—ষোড়শী রূপসী,
সুবেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশি, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেলরে পৃথী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥
কেরে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহারো স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, ক'রেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস।
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেলরে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি নিকট মরণ, কররে স্মরণ,
মরণ হরণ, অভয় চরণ,
নিবিড়-নবীননীরদবরণ,
মানসে কর প্রকাশ।

(দিগম্বরকে ভুজলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া।)

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি।

তারাতত্ত্বরসে মজ।

মজ মজ মজ, তারাতত্ত্বরসে মজ।
ভজ ভজ ভজ ভজ, শিবকালী ভজ॥
হ'য়ে মন মধুকর, আনন্দে ঝঙ্কার কর,
ধর ধর ধর দেহে, পাদপদ্মরজ।
দুর্গা যেই মুখে রটে, তার কি দুর্গতি ঘটে,
কাবে শঙ্কা, মারো ডঙ্কা, চোড়ে ভক্তিগজ।
আর কি কালের ভয়, সে কাল কোথায় রয়,
মহাকাল কালী-মন্ত্রে, তুলে দেও ধ্বজ।
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হ'বে ব্রহ্মপদ,
করহ সম্পদ পদ, কালীপদকজ॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

সুখের আর পরিসীমা নাই।

গীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল তেওট।

রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনি মন হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে॥

শশধর ধরে শশ, কি তা'র রূপের যশ,
পরিপূর্ণ সুধারস, চারু মুখসুধাকরে।
অধরে মধুরহাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিলকটাক্ষ-শরে।
এ, যে, অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি লোভে পায়ে ধরে।
কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বক্ষায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে।
আর দেখ বিষধরী, কেশদ্বেষ-বিষ-ধরি,
মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁষ্ ফোঁষ্ করে।
হেরি করপদ্মরজে, নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কণ্টক-সাজে, প্রবেশিল সরোবরে।
খঞ্জন-গঞ্জনকর, রঞ্জন-নয়নবর,
অঞ্জন কি মনোহর, মন নিরঞ্জ করে।
কটি মানে মানী মানী * নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে।
বদনে রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনকমুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে।
সুরভি-বাসের বাসা, মরি কি সুন্দরনাসা,
নিশ্বাসে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে।
অধর-ললিত রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে,
রাগদেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গোলেমরে,
কুচ-কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে।
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি হায় হায়, গ'ড়েছে নবনী সরে।
পরশ "পরশ" প্রায়, অথচ সরস হায়,
হইল সুবর্ণ কায়, ঢল ঢল রসভরে।
স্বর্গ মিছে উপসর্গ, মানিনে স্বর্গের বর্গ,
কাপালিনী চতুর্ব্বর্গ, ধরিয়াছে নিজ করে।
ছাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত,
পেলেম পরম পথ, হায় হায়, হরে হরে।

* মানী—সিংহ

হে মহাত্মন্!—হে শিবময়! হে সুখ—মোক্ষপ্রদায়ক—সোমসিদ্ধান্ত! আমি তোমার চরণ শরণ লইলাম, আমাকে শীঘ্রই মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিয়া পশুপাশ হইতে পরিত্রাণ কর, আর বিলম্ব বিধান হয় না। আমি আর সেই তামসী শ্রদ্ধার মুখাবলোকন করিব না।—কাপালিনী স্পর্শে পবিত্র হইয়া অর্হৎমত একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম।

করুণা এবং শান্তি।

করুণা।

সখি শান্তি!—এই দেখ, ইনি রাজসীশ্রদ্ধা, আমাদিগের জননী নহেন! আহা! এই রাজসী কি সুন্দরী! সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় রূপবতী।

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রিয় ভিক্ষুক!—হে দিগম্বর! তোমরা আপনাপন অপবিত্র-বেশ পরিহার পুরঃসর সুপবিত্র সুদৃশ্য কুলীনের বেশ ধারণ কর। এবং উভয়ে এই আসনে উপবিষ্ট হও।

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর।

হাঁ প্রভু!—আমরা এই দুইজনে পবিত্র হইয়া আসনে বসিলাম।

সোমসিদ্ধান্ত।

প্রথমে মহাদেবকে প্রণাম কর।

[ভিক্ষুক এবং দিগম্বর ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম।]

প্রণাম মন্ত্র।

পঞ্চচামরচ্ছন্দ।

শ্মশানভস্মলেপনং ভুজঙ্গভোগভূষণং।
পিনাক-শূলধারিণং, স্বভক্তপাপহারিণং।
শশাঙ্কখণ্ডশেখরং, হিমালয়াত্মজাবরং,
সমস্তলোকশঙ্করং। নমামি দেবশঙ্করং॥

কালিকাকে প্রণাম কর।

প্রণাম মন্ত্র।

প্রমাণিকাছন্দ।

বিপক্ষপক্ষনাশিনীং, মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং, নমামি ভদ্রকালিকাং॥

হে প্রিয়ে কাপালিনি! অদ্য বড় আনন্দের দিন, তোমার অনুকম্পায় ইহারা দুটি আমার শিষ্য হইল, তুমি পূজার আয়োজন কর, এবং নৈবেদ্য কর।

হর-হর-হর জপিতে জপিতে। আঙুল্ নাড়িয়া-হুঁ ঐ-যন্ত্র,—হুঁ-ঐ-পাত্র, হুঁ-ঐ-জপের মালা।

পুনর্ব্বার ঘাড় নাড়িয়া চক্ষের ভঙ্গিমায়।
হাঁ—এখানে,-হুঁ-রাখো, রাখো।

হর হর হর হর, বম বম বম।

কাপালিনী।

হে হৃদয়েশ!—সমুদয় প্রস্তুত। পঞ্চমকার-- পানপাত্র পরিপূর্ণ।

সোমসিদ্ধান্ত।

যথা ভঙ্গিতে পানপাত্র ধারণ পূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র-জপ।

(এক চুমুক্ অগ্রে আপনি খাইয়া।)

লও বাপু লও, তোমরা এই প্রসাদ পাও— এই পাত্রপূরিত পরমামৃত সংসার স্বরূপ ব্যাধির মহৌষধ, এবং ভাব, রূপ, রসের সৃজন আর পশুপাশ ছেদনের কারণ এই কারণ। শিবের আনন্দকাননে আসিয়াছ, কেবল আনন্দ কর,— কালী গুণ গান কর—নামামৃত পান কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক।

বিমর্ষ হইয়া দুজনে চুপি চুপি, কাণাকাণি, ফুস্ ফুস্।

(দি।—প্রথমে নাকে হাত দিয়া মুখ বাঁকাইয়া।)

হুঁ বড় গন্ধ, ভর্ ভর্ ক'রে গন্ধ ছুট্‌ছে।— হুঁ—কেমন্ ক'রে খাব?—আমাদের মতে সুরাপান বড় নিষেধ,—বড় নিন্দা, আগে কি জানি, যে, মদ খেতে হয়? তা হ'লে কি মন্ত্র নিই?

(ভি।—ঘৃণা পূর্ব্বক বিকট-ভঙ্গিমায় শিহরে উঠিয়া।)

একেতো মদ অপেয়, তাতে আবার কাপালিকের এঁটো করা, মুখের লাল, লাগা, দেখিইতো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।—আমাকে মেরেই ফেলুক্, আর কেটেই ফেলুক্, আমিতো প্রাণ, গেলেও খেতে পার্ব্বনা।

সোমসিদ্ধান্ত।

(আড়্ চক্ষে চাহিয়া।)

আঃ, তোমরা দুজনে চুপি চুপি কি বলিতেছ?

আমি বুঝেছি। হাহাঃ কাপালিনি! এখনো এ দুজনের পশুত্ব দূর হয় নাই। তীর্থ-বাসিরা কহে, স্ত্রীমুখ সর্ব্বদাই শুচি, মনের বিকারে এঁটো বলিয়া অমৃতপানে ঘৃণা করে, তুমি প্রসাদ করিয়া স্বহস্তে প্রদান কর।

তামসীশ্রদ্ধা।

বটে এমন্,—অমৃত খেতে অরুচি, এখনো বিকার যায়নি।

(যথা নিয়মে দক্ষিণহস্তে পাত্র লইয়া এক ঢোঁক্ খাইয়া।)

আঃ কি ভ্রম! কি ভ্রম! হুঁ, এঁরাতো মন্দ নন, রামো বলেন, কাপড়ো তোলেন। হে ভক্তি তুমি অনুকূলা হও।

গীত।

কতদিনে জীব তুমি, শিব হবে আর।
এখ'ন রয়েছে মনে, বিষম-বিকার॥
এ কারণ, কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী-কালী, মনে জাগে যা'র।
হরে অভিমান-ক্ষুদা, এ সুধা কেমন্ সুধা,
যে খেয়েছে, তা'রে গিয়ে, সুধা একবার॥
বিষ্ খেয়ে রিষ্ করে, অমৃতে অরুচি ধরে,
কিসে সুখ, কিসে দুখ, করেনা বিচার।
সুরপ্রিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধুরা,
এমন্ মধুর মধু, কোথা আছে আর॥
সানাস্ততো অন্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়,
অন্ধকারে অন্ধ চয়, করে হাহাকার।
ভোগি জনে দেয় ভোগ, যোগি জনে দেয় যোগ,
ভোগের আধার, এ যে, যোগের আধার॥
ঢল ঢল পানপাত্রে, গ্রহণ করিবামাত্রে,
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আনন্দ অপার।
নিগমে নিগূঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি,
এখনি প্রমাণ পাবে, করি ব্যবহার॥
খায় যেই এই মদ, * নাহি টলে তা'র পদ,
পদে থেকে পায় পদ, নেসা কোথা তা'র।
এ মদ না খায় যা'রা, মদের মাতাল তা'রা,
তাদের নেসার ঝোঁক্, না হয় সংহার॥
কখন' না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,
সে মদের মত্ততার, নাম অহঙ্কার।
যা'রা ভালবাসে মদ, তা'রা নাহি করে মদ,
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার।
যা'রা নাহি খায় মদ, তা'রা কয় মদ মদ,
মদ নয় এই মদ, মদের ব্যাপার।
পূর্ণসুখ-ষোলকলা, পুণ্য, পাপ, দেখে কলা,
কুলযোগি খায় কলা, † রেখে কুলাচার।
কুলীনের শুদ্ধ কুল, কুলহীন অনুকুল,
আপনার তিনকুল, সে করে উদ্ধার।
লোকের কেমন ভুল, কুলের না জেনে মূল,
কুল কুল ক'রে দেখে অকূল পাথার॥
যেনা আসে এই কুলে, দাঁড়াবে সে কোন্ কুলে,
একুল, ওকুল তা'র, দুকুল আঁধার।
ভক্তিভাবে করি ভর, শিব কালী জপ কর,
সকলের মূল শ্রদ্ধা, সর্ব্বমূলাধার॥
এই শ্রদ্ধা যা'র মনে, আত্ম, পর, সে কি গণে,
এক ভাবে সমুদয়, করে একাকার।
স্নান, করি শ্রদ্ধা-জলে শুচি সদা কুতুহলে,
তার কাছে, কোথা আছে, আচার বিচার॥
ব্রহ্মরূপ নিজে হয়, দেখ সব ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ রয়, জপিয়া ওঁকার।
অধোবায়ু করি ধ্বসং, সোহং, সোহং,হংস হংস,
ওঁকারেতে, কুণ্ডলিনী, চালে সহস্রার॥

* মদ।—মদ্য। দর্প। হর্ষ

† কলা।—বরাহমাংস কুলচক্রে এই মাংস প্রসিদ্ধ।

যে করে "অজপা" বোধ, সে পেয়েছে তত্ত্ব বোধ,
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তা'র।
ভ্রমসিন্ধুপার হেতু, কুলাচার-শুদ্ধ-সেতু,
সে সেতুর ওপারেতে তত্ত্ব-পারাবার॥
তাহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্ম্ময় তাহে ঘর,
সেই ঘরে পরাৎপর, করেন বিহার।
মূল মাত্র এক আঁক, সেই আঁকে দিলে ফাক,
এক আঁকে লাক লাক, হাজার হাজার॥
টানো সেই এক আঁক, ফাকেই থাকিবে ফাক,
কোথা কোটি, কোথ লাক, সব ফক্কিকার।
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক,
শ্রদ্ধাজলে অভিষেক, শুদ্ধ সদাচর॥
চেঁচায়োনা ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা,
মনের ভিতরে মলা, কর পরিস্কার।
এই জল, এই ফল, কা'রে তুমি এঁটো বল,
এঁটো-ছাড়া খাবে তুমি, কি আছে তোমার॥
বায়ু, বারি, বহ্নি, ধরা, সমুদয় এঁটো-করা,
কেবলি এঁটোর চেটো, এ তিন সংসার।
কত মদে মত্ত রয়, মাতালে মাতাল কয়,
তার চেয়ে নাহি আর, হাসির ব্যাপার॥
ছাড়িয়া সকল তত্ত্ব, তত্ত্ব রসে হও মত্ত,
খাও খাও নাচো, গাও, ইচ্ছে যত যা'র॥

সুরাপাত্রে চুমুক মারিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক।

হে ভিক্ষুক।—লও লও, প্রসাদ পাও।

ভিক্ষুক।

[আহ্লাদে আটখানা হইয়া দেও দেও বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অমনি চুমুক।— লোমাঞ্চিত।]

আবে এ, কি বে? কি-রে?—হা বুদ্ধ! হা বুদ্ধ! তোমার দিব্য, তোমার দিব্য, তোমার দিব্য, আমি শরীর-ধারণে এমত সুমধুর পরমামৃত কখনই পান করিনাই, আহা, সমস্ত শরীর তৃপ্ত হইল, আঘ্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইল।

আবার এক চুমুক।

(আহা অহং ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্ম)

ইসৎ নাচিয়া।

সুরাদেবি, তোর নামে, ভাবে গদগদ রে।
শুঁড়ির আমানি দেখি, অমৃতের হ্রদ রে॥
পানপাত্র করে করি, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ রে।
বলিহারি তোর গুণে হায় হায় মদ রে॥

দিগম্বর।

ওরে ভিক্ষুক!—ও পেটুক!—কাপালিনীর অধরামৃত তুই একাই সকল খাবি, দে দে, আমায় দে।

ভিক্ষুক।

(হাত, বাড়াইয়া টলিতে টলিতে।)

নেম্বে—নেম্বে নেম্বে নেম্বে, ম্বা-ম্বা-লা ম্বে, ম্বে, ধ-ধ্বব ধ-ম্বব, ধ্বব্।

দিগম্বর।

প্রথম চুমুক—আঃ।

দ্বিতীয় চুমুকে ষাঁড়ের ন্যায় প্রথমে নীচে, ঘাড় নাড়িয়া পরে উপরে "না" এই শব্দে ঘাড় নাড়িয়া সর্ব্বশেষে আবার নীচু পানে মুখ করিলেন।

প্রথম নীচু পানে মুখ। এই কামিনী, এই কামিনী, অর্থাৎ এই কাপালিনী কামিনী, অর্থাৎ এই কামিনী এবং এই সুরা কামিনী, ইহাই কি স্বর্গ,—উৰ্দ্ধে মুখ, অর্থাৎ উপরেই বুঝি স্বর্গ। সর্ব্বশেষ ঘাড় নাড়িয়া অধোদেশে মুখ,-না, উপরে স্বর্গ নয়—নীচেই স্বর্গ, – এই কামিনী, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, আর সমুদয় উপসর্গ।

হায়, – দেবতারা কি খায়? ছাই খায়,। তা'রা যে সুরা খায়, তাতেত কাপালিনীর অধরামৃতের সংশ্রব নই। – আহা – আহা! এতদিন ভণ্ড এক গুরুর মতে ভ্রান্ত হইয়া এই সুখ মোক্ষ-সাধন-স্বরূপা সুমধুর তত্ত্ব তত্ত্বে বঞ্চিত ছিলাম।

(পুনর্ব্বার পান করিয়া।)

হে ভিক্ষুক! আমার গাটা, যে, টল, মল করছে। মুখে কথা এড়াচ্ছে। ভাই আমি খানিকক্ষণ শয়ন করি।

।

আমিও বড় অস্থির হ'য়েছি, পড়ি পড়ি, আমায় ধর—ধর,—এসো আমরা দুজনেই ঘুমুই!

[পপাত ধরণীতলে।]

সোমসিদ্ধান্ত।

হে প্রেয়সি,—হে হৃদয়রঞ্জিনি-কাপালিনি! অদ্য বিনামূল্যে এই দুটি দাস লাভ হইল; এসো আমরা নৃত্য করি, গান গাই।

(সোমসিদ্ধান্ত এবং কাপালিনীর নৃত্য।)

ডুগুড়, ডুগুড়, ডুম্ ডুম্ ডুম্। ডুডুম্ ডুডুম্। ডুম্ ডুম্ ডুম্। তিনাক্ ধাঁদা তিনাক্ ধাঁদা।—ধ্বাঁ ধ্বাঁ, ধ্বাঁ—তিতুড়্ তিতুড়্ ধ্বাঁ ধ্বাঁ ধ্বাঁ। তিতুড়্ তিতুড়্। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ঝিঝিড়্ ঘিসা, ঝিঝিড়্ ঘিসা! ঝেড়াক্ ঝেড়াক্,-ঝাঁ ঝাঁঃ। ধেই ধেই ধেই, তাধেই, তাধেই। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(মুখামুখী ও হাত-ধরাধরি করিয়া।)

গীত।

আনন্দধামেতে সবে, আসিয়াছ ভাই রে।
কেবল আনন্দ কর, নিরানন্দ নাই রে॥
ক্ষুধাহরা-সুধা দেবে, তৃপ্ত হ'য়ে খাই রে।
আহা আহা, মরি মরি, বলিহারি যাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই। ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(আর একদিকে মুখ করিয়া।)

গীত

অন্নপূর্ণা অন্ন-রাঁধে, খেতে যেন পাই রে।
মায়ের প্রসাদ বিনে, কিছু নাহি চাই রে॥
নিজ ধামে ব'সে থাকি, কোথাও না যাই রে।
নেচে কুঁদে, হেসে খেলে, কালীগুণ গাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(আর একদিকে মুখ করিয়া।)

গীত।

তারানাম বড় মিঠে, পুলি পিটে ছাই বে।
গানে, পানে, মুক্ত হবি, বলি তোরে তাই রে॥
ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে,মুখে তোলো হাই রে
আর না হইবে খেতে, জননীর মাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই, ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(আর একদিকে মুখ করিয়া।)

গীত।

তারাতত্ত্ব-সাগরেতে, ভাল ক'রে নাই রে।
এ সাগরে, জলচরে, নাহি করে ঘাই রে।
একেবারে ডুবে যাব, নাহি পাব থাই রে।
ডুবেছিতো ডুবে দেখি, পাতাল যদি পাই রে।

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত

ওরে ভিখারি! ওট্ ওট্, দেখ্ দেখ্। ঐ দেখ্। কত্তা, গিন্নী নাচ্তেছে, গাইতেছে। এসো এই সঙ্গে আমরাও নাচি, আমরাও গাই।

(উভয়ে উঠিয়া অস্থিরচরণে নৃত্য।)
ক্ষণে কান্না। ক্ষণে হাসি।
একবার ওঠে, একরার পড়ে।

(সোমসিদ্ধান্ত ও কাপালিনী পুনর্ব্বার পান পূর্ব্বক শিষ্যদিকে প্রসাদ দিয়া চারিজনে হাত-ছেক্লাছিক্লি করিয়া তালে তালে নৃত্য।)

তিন্তাধিনা, তিন্তাধিনা। তিন্তাধিনা, তিন্তাধিনা। তাঁকুড়্ তাকুড়্, তিনিতা তাকুড়্। ধাঁকুড়্ ধাঁকুড় ধিঁনিতা ধাঁকুড়া। ধিনিতা ধাকুড়্। তিন্তাধিনা, তিন্তাধিনা। পাকালোনা, মণ্ডা ছানা, চিনির পানা, ক'সে খানা। পাকুড়্ পাকুড়্ উচ্ছেকাঁকুড়্। ধিন্ ধিন্ ধিন্, বাজা খুড়ো। রান্না আছে পাঁটার মুড়ো। বম্ বম্ বম্, ববম্ ভোলা। সিদ্ধিগোলা, ভাজা ছোলা। তিন্তাধিনা, তিন্তাধিনা।

(নাচিতে নাচিতে তালে তালে গান।)

গীত।

দুর্গাবাড়ী, দুর্গাপূজা, ভাল দেখি জাঁক্ রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রি ঝাঁকে ঝাঁক্ রে॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল্ ঢাক্ রে।
তুরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক্ রে॥
রেখেছে ছাগল্ কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
বাবা রক্ত গায়ে মাখ্ রে॥

কালী কালী কালী কালী, কালী ব'লে ডাক্ রে,
ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, শ্যামামারে ডাক্ রে ॥

এখন', রয়েছ কেন, হ'য়ে তীর্থকাক্ রে ।
যত পার, তত খাও, মধু-ভরা চাক্ রে ॥
মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধি-টুকু চাক্ রে।
কেন বাছা, থাকো কাঁচা, ভাল ক'রে পাক্ রে ॥
নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে ।
বাবা সিদ্ধ হ'বে বাক্ রে ॥
কালী কালী কালী কালী,কালী ব'লে ডাক্ রে,।
ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে শ্যামামারে ডা'ক্ রে ॥

মাচ আছে, মাংস আছে,আছে, অন্ন শাক্ রে।
বিচার কোরো না কিছু, কে ক'রেছে পাক্ রে ॥
সুধাতে প'ড়েছে মাচি, বস্ত্র দিয়ে ছাঁক্ রে ।
রয়েছে মজার ভাজা, টুকি টুকি টাক্ রে ॥
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ কুটো পড়ে, থালা দিয়ে ঢাক্ রে।
বাবা থালা দিয়ে ঢাক্ রে।
কালী কালী কালী কালী, কালী ব'লে ডাক্ রে ।
ডাক্‌রে ডাক্‌রে, ডাক্‌রে শ্যামামারে ডাক্ রে ॥

নিন্দাগায়ে মেখনাকো, সে যে, পচা পাঁক রে ।
নিন্দাকারি যারা, তা'রা পুড়ে হবে খাক্ রে ॥
শিব সম শাদা মনে, শাদা হ'য়ে থাক্ রে ।
শাদার উপরে কালী, কিছু নাহি ফাক্ রে ॥
ছেড়নাকো কটু কথা, নেড়নাকো নাক্ রে ।
বাবা নেড়নাকো নাক্ রে ॥
কালী কালী কালী কালী, কালী ব'লে ডাক্‌রে ।
ডাক্‌রে ডকারে ডাক্‌রে, শ্যামামারে ডাক্‌রে ।

লাকে লাকে, থাকে থাকে, কেন বাঁ'ধা থাক্‌রে,
চাতকের মত হ'য়ে,-উর্দ্ধেচেয়ে থাক্ রে ॥
নবনীল কাদম্বিনী, শ্যামারূপ তাক্ রে ।
দে জল, দে জল, ব'লে উচ্চস্বরে ডাক্ রে ॥
এখনি করিবে বৃষ্টি, শুনে তোর হাঁক্ রে ।
বাবা শুনে, তোর হাঁক্ রে ॥
কালী কালী কালী কালী,কালী ব'লে ডাক্ রে ।
ডাক্‌রে ডাক্‌রে ডাক্‌রে, শ্যামামারে ডাকরে ॥

তারা-তত্ত্বে মত্ত হ'য়ে, নেচে দেও পাক্ রে
যত ভক্ত, অনুরক্ত, তারাগুণ গাক্ রে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, শিকে তুলে রাখ্ রে ॥
পবিত্র হৃদয় পটে, তারামূর্ত্তি আঁক্ রে ॥
পড়িলে কুঁদের মুখে কোথা রবে বাঁক্ রে ।
বাবা কোথা রবে বাঁক্ রে ।
কালী কালী কালী কালী,কালী ব'লে ডাক্ রে ।
ডাক্‌রে ডাক্‌রে ডাক্‌রে শ্যামামারে ডাক্‌রে ।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত ।

নৃত্য-গীত ।

ওমা — দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে ।
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মাগোমা, দেখে মরি লাজে ॥

মায়ের বসন নাই, বাপের ভূষণ ছাই,
কিবে ভঙ্গি মরি মরি, দিগম্বর দিগম্বরী,
এখন কাপোড়-পরা, আমারে কি আর সাজে ।
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা রণমাজে ॥

ভিতরেতে সার মর্ম্ম, কে বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম,
মা বাপের এই ধর্ম্ম' পাগলের মত কর্ম্ম,
দেখে শুনে পাগল হয়েছি, আমি কাজে কাজে,
ওমা-দিগম্বরি, নাচোগো, শ্যামা, রণমাজে ॥

এ দুখ কাহারে কব, মুখে মাত্র নাহি রব,
ভবধব ছলে শব, পদতলে পোড়ে তব,
হায় হায়, আমার বুকেতে যেন লাঠি বাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচে গো, শ্যামা, রণমাজে॥

কালীমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া।

সেচ্ছাছন্দ।

তোমার দুটি চরণ সবে।
যা বাঞ্ছা করে সবে॥
শুধু সন্তানে সম্ভবে। ছিছি, ছেলেরে মা
ভাড়য়ে সে পদ, দাঁড়য়ে আছো শবে॥
এসে এই ভবে। আমার কি হ'বে।
তৃপ্ত হব কবে?
যদি রাঙ্গাপদে, ঠাঁই দিলেনা,
কা'র কাছে যাই তবে॥

কাণখেয়ে হয়েছ কালী, আমার যে, হাড়কালী,
কালী কালী ব'লে কারে, ডাকি উচ্চরবে?
জনক হ'লেন মড়া, তুমি হ'লে মড়াচড়া,
আমার গলায় দড়া, কাজে কাজে তবে॥
ওগো পাষাণের মেয়ে, মেলে তিন আঁকি।
সেত নয় এ তনয়, ছাড়িবার এত নয়,
ভোগাদিয়ে ভগবতী, কা'রে দেবে ফাঁকি।
মাতৃধনে অংশ গেলে, কা'র কাছে মা যাবো।
পিতৃধনেঅংশী হ'লে ছাই আছে তাই পাবো।

আর বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা,
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়োনা মা॥
মহামায়া কেন তুমি, এত, মায়া ধর।
বাজীকরের মেয়ের মত, বাজী কেন কর॥
এই দেখি মা আছো তুমি, মনের ঘর জুড়ে,
আবার তুমি, শিক্‌লিকেটে, কোথা যাও মা উড়ে,
ওমা আর উড়োনা, আর উড়োনা
আর বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বের্‌য়োনা মা॥

হর হর হর, ভোলামহেশ্বর, বধেছ ত্রিপুরাসুর,
ভবানী ভবানী, ভাঁড়েমা ভবানী,
এইতো ভবানীপুর॥
আর বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা,
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়োনা মা॥

ভিক্ষুক।

ঘোর নেসায়।

মা গঙ্গে—তুমি যদি হও ভঙ্গে।
তো ডুব্ কি ডুব্ কি যাই—চুমকি চুমকি খাই॥

পরে কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া।

বক্তৃতা ছলে গীত।

দুর্ দুর্ দুর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্॥
মর ব্যাটা লক্ষীছাড়া, মুর্খ নাই তোর বাড়া,
বেচে খাস্ সৃষ্টি ছাড়া এমন মধুর।
দিস্ কিনা তত্ত্ব, মদ, যে মদে না থাকে মদ,
নিস্ কিনা ধন-মদ, হ'য়ে অতি ক্রুর॥
যে মদে বাড়ায় মদ, তা'রে লোকে বলে মদ,
অভিমান অহঙ্কার, মদ করে দূর॥
এর ক্রম কতক্ষণ, নেসা বলে কোন্ জন,
শোক, তাপ নিবারণ স্বভাবে অক্রুর।
দুর্ দুর্ দুর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্॥

স্বাদে শুঁড়ি আমি সোম, তুই ব্যাটা বড় সোম,
নেসা দিতে নেসা দিস, করিয়া ভাঙুর॥
দিস শুধু জোলো জোলো,তবু মুখ তোলো তোলো
মলো মলো, যন্ত্রে তোর, কেবল পুকুর।
দানের না জান নাম, জোরে নেও ছুনো দাম,
জাননা এখনি হ'বে, যেতে যমপুর।
কেবল চিনেছ টাকা, "ফাউ" দিতে মুখ বাঁকা,
এক দিন মেরে দেবো, হাড় ক'বে চূর॥
দূর্ দূর্ দূর্ শুঁড়ি, দূর্ দূর্ দূর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দূর্ দূর দূর॥

সাধুর-তো ঋণী নই, রাজার না প্রজা হই,
কেবল কিঙ্কর আমি, আমার প্রভুর।
অমল আনন্দ হাট, গুরু-শিষ্য নাস্তি-পাট,
সমভাব সমুদয়, ঠাকুর, কুকুর॥
অভিমান অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাহি যা'র,
আমি তা'র, সে আমার, বাপের ঠাকুর।
নিজ বলে হই বলী, জোর ক'রে ডেকে বলি,
কোথা শূর, কোথা সুর, কোথায় অসুর॥
জয় জয় কালী জয়, কা'রে নাহি করি ভয়,
ত্রিভুবন করি জয়, একা বাহাদুর।
মনের আনন্দে খাই, যথা তথা নিদ্রা যাই,
না চাই, বালিস, গদি, না চাই মাদুর॥
কিছু নাই উপসর্গ, যেখানে সেখানে স্বর্গ,
করতলে চতুর্বর্গ, কোথা স্বর্গপুর।
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম, কোথা সেই, মিছে নাম,
সেখানেতে পরিতোষ, কি আছে প্রচুর॥
এই ধূলি, এই ঝুলি, ইথে সব ঝুলোঝুলি,
হ'লেপরে খোলাখুলি, নাহি থাকে ভুর।
দেবরাজে ডেকে সুধা, শচীতে কি আছে সুধা,
কাপালিনী সোমবধু, নিজে মধুপুর॥
চাঁদের সে, সুধা, ছাই, তাতে এত মিষ্ট নাই,
কোথাও পাবেনা ভাই, খুঁজে তিন পুর।

ত্রিভুবন টলমল, মুখে হেসে খলখল,
হাতে ক'রে দেয় জল, অতি সুমধুর॥

ওরে তোরা, কেরে কেরে, বল্ বল্, এরে এরে,
দেরে দেরে, এনে দেরে, পায়ের নূপুর।
আমি খুব সুখে আছি, ধেই ধেই নাচি নাচি,
ধর্ ধর্ দিগম্বর, তুই ধর সুর॥
খেয়েছি অধিক সুধা, হ'য়েছে বিষম ক্ষুধা,
চাট্ করি, দেরে দেরে, দুটো চানাচুর।
নিলে আধ, এক পাপ, ভিখারির নাহি পাপ,
ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আয়, ডালিম আঙ্গুর॥

আস্বাদনে মন হরে, সৌরভে আমোদ করে,
জিনিয়া বকুল ফুল, গন্ধ ভুর্ ভুর্।
অতিশয় সুখময়, এমন কি আর হয়,
দক্ষিণে বাতাস বয়, ফুর্ ফুর্ ফুর্॥
পুষ্পকলি ছোটো ছোটো, মুখ যেন ওটো ওটো,
ফুল সব ফোটো ফোটো ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।
যে খায়, সে হয় কবি, রূপ যিনি রবি ছবি,
কার্ত্তিক ছাড়িয়া দেয়, আপন ময়ূর॥
ঈশ্বরের কিবে লীলে, প্রেমে দ্রব হয় শিলে,
এককোঁটা মুখে দিলে, মজা ভরপুর্।
দূর্ দূর্ দূর্ শুঁড়ি, দূর্ দূর্ দূর্॥
চিনির বলদ্ শুঁড়ি দূর্ দূর্ দূর্॥

সোমসিদ্ধান্ত।

হে বাপু তোমরা স্থির হও, এই কারণের কারণ জানো।

(মুখের পান উভয়কেই প্রদান।)

দুই জনে প্রসাদ পাইয়া সুস্থচিত্তে,—আঃ! কৃতার্থ হইলাম।

হে গুরো! হে অচার্য্য হে পরম-পূজ্য! আমাদিগের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, এইক্ষণে অনায়াসেই অভিলষিত ফল ভোগ করিতে পাবি।

সোমসিদ্ধান্ত।

ইহাব আশ্চর্য্য কি পর্য্যন্ত তাহা দেথ। অভিলাষ মাত্রেই কোন বিষয়েব অভাব থাকে না। সুখসেব্য, সুখাদ্য, দিব্যাঙ্গনা-ভোগ, এতো সামান্য কথা, অক্লেশেই অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি হয়, সিদ্ধিযোগ হইয়া বশীকরণ সম্মোহন, স্তম্ভন, প্রক্ষোভণ, এবং উচাটন ইত্যাদি অতি সহজেই সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুবনে বস্তু কিছুই নাই আমরা এই বিদ্যার দ্বাবা যাহা আকর্ষণ করিতে না পারি।

ভিক্ষুক।

এই সকল নিন্দক পাষণ্ডেরা নিন্দা করিতেছে, হাসিতেছে,—তুমি মদিরার যে যথার্থ গুণ তাহা প্রকাশ করিয়া দুরাত্মা দুর্জ্জনদিগের মনের ভ্রান্তি হরণ কর।

সোমসিদ্ধান্ত।

ওরে লোক সকল! তোরা কি কৌতুক দেখিতেছিস্? ভগবান্ ভবানীপতির অতি মনোহরা, সুমধুরা সুরা। শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহার গুণ ও মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিধানে অভিধান প্রদান করিয়াছেন।

ওরে পশু শোন্-তোরা শোন্।
শোন্ শোন্। সুরার নাম।

মদিরা-সুর। হলিপ্রিয়া। পরিশ্রুৎ। বরুণাত্মজা। গন্ধোত্তমা। কাদম্বরী। প্রসন্না। পরিশ্রুতা। কশ্য। মদ্য। মানিকা। কপিশী। গন্ধ-মাদনী। মাধুরী। কত্তোয়। মদ। মত্তা। কাপিশায়ন। বারুণী। সীতা। চপলা। কামিনী। প্রিয়া। মদগন্ধা। মাধ্বীক। মধু। সন্ধান। আসব। অমৃতা। বীরা। মেধাবী। মদনী। সুপ্রতিভা। মনোজ্ঞা। বিধাতা। মোদিনী। হলী। গুণারিষ্ট। সরক। মধুলিকা। মদোৎকটা। মহা-নন্দা। সীধু। মৈরেয়। বলবল্লভা। কারণ। তত্ত্ব। কৈত। মদিষ্টা। পরিপ্লুতা। কল্প। স্বাদুরসা। শুণ্ডা। হারহুর মার্দ্বীক। মদনা। দেবসৃষ্টা। কাপিশ। অব্জিজা। অলি। মণ্ডা। মধুল।

কামিনী ভোগ।

গদগদ প্রেমভবে, ল'য়ে প্রিয়া প্রিয়া।
মধুকালে, মধুমূলে, করে ক্রিয়া ক্রিয়া *॥
মত্ত হ'য়ে মধুকোষ †, বৃষ্টি করে মধু।
মধুর আলাপ করি, সৃষ্টি করে মধু॥
দূর করে সব দুখ, সুখের সন্ধান।
অরসিক যা'রা তা'রা, কি জানে সন্ধান॥
কত পুণ্য হয়, হ'লে বারুণীর ‡ ভোগ।
তা'র কাছে কোথা আছে, বারুণীর যোগ॥
অক্ষয়-বারুণী প্রতি, প্রীতি নাই যা'র।
করুক্ সে মাঠে গিয়া, বারুণী আহার॥
নানাগুণে গুণবতী, দেখিয়া চপলা।

* ক্রিয়া—লীলা। পদার্থ। বিভূতি। বুধ। পণ্ডিত। গৌরবিত।

† মধুকোষ—কোকিল।

‡ বারুণী—সুরা। পশ্চিম দিক্। দূর্ব্বা।

গগনেতে অভিমানে, মরিছে চপলা ॥
যে সময়ে নিজ প্রভা প্রকাশে কামিনী ॥
সে সময়ে কোথা থাকে কামের কামিনী।
কামিনীর হার দিয়া, কামিনীর গলে।
কামিনী যদ্যপি দেও, তা'র করতলে ॥
এক ঠাঁই দৃষ্টি করি, কামিনী কামিনী।
দাস হয় ছেড়ে কাম, আপন কামিনী ॥
কপাল প্রসন্ন যা'র, কোন কালে নয়।
প্রসন্না, প্রসন্না তা'রে, কখন' না হয় ॥
ভক্তি ভাবে হয় যেই কাদম্বরী দাস।
কাদম্বরী এসে তা'র, কণ্ঠে করে বাস ॥
কাদম্বরী কৃপা-বলে কথা যেই কয়।
শিক্ষা হেতু কাদম্বরী, * দাসী তা'র হয় ॥
জগৎ হ'য়েছে শুধু, কারণ কারণ ॥
কারণ কারণ শুধু, জানেন কারণ ॥
কারণ ধরিয়া যেই, না লয় কারণ।
বৃথায় কারণ তার, বৃথায় কারণ ॥
কারণ না জেনে যেই, দোষে অকারণ।
এখনি ধরিয়া তা'রে, করহ কারণ ॥
সাধু সাধু সাধু সেই, বিশ্বের কারণ ॥
যাহার প্রসাদী এই, সুখের কারণ ॥
কারণের গুণে কর, কারণ কারণ ॥
ছেড়োনা কারণ † কেউ, ছেড়োনা কারণ ॥
এই মহানন্দা যদি, মহানন্দা ‡ হয়।
মহাদন্দে ভাসে তবে, ত্রিভুবনময় ॥
সার-তত্ত্ব আছে যা'র, তত্ত্বজ্ঞানী যেই।
তত্ত্বী হ'য়ে এ তত্ত্বের, তত্ত্ব করে সেই ॥

তত্ত্বের যে তত্ত্বী হয়, তত্ত্ব, তা'র সার।
তত্ত্বের না লয় তত্ত্ব, সে হয় অসার ॥
কত রস, কত গুণ, ধরেন্ বিধাতা ॥
সে কেবল একমাত্র, জানেন বিধাতা ॥
এই কল্প *, কল্পতরু † আশ্রিত যে নয়।
কোন কল্পে, কোনরূপে, সুখী নাহি হয় ॥
যে জন হ'য়েছে নত, মদনার পায়।
মদনা তাহাকে নিয়া মদনা পড়ায় ॥
স্বাদুরসা, স্বাদুরসা, মোহিনী মদনী § ।
এর কাছে কোথা আছে, সুরভি মদনী ॥
কিবা রূপ, কি লাবণ্য, ধোরেছে মাধুরী।
প্রেমহীন কি জানিবে, তাহার মাধুরী ॥
সে জন মেধাবী নয়, যে হয় মেধাবী।
মেধাবী ॥ যে নয়, সেই, না লয় মেধাবী ॥
বলের বল্লভা দেবী, শ্রীবলবল্লভা।
মানুষ কোথায় আছে, দেবের দুর্ল্লভা ॥
সুখময়ী সুরূপসী, অতি সুমধুরা।
শিবদাত্রী সুরপ্রিয়া, নাম তাই সুরা ॥
সুরা (১) হ'য়ে যে না করে সুরার সেবন।
বৃথায় জীবন তা'র, বৃথায় জীবন ॥
হৃদয়েতে বিকসিতা, সদা এই সীতা।
দাসরথী সীতা লন, পরিহরি সীতা ॥
মথুরায়, দ্বারকায়, বৃন্দাবনে হলী।
পুলকে প্রমত্ত হ'য়ে, পান করে হলী ॥
হলিরে বলাই দাদা, ভালবেসে হলী।
কি জানে হলীর স্বাদ, নিজে যেই হলী। (২)

---

* কাদম্বরী—মদিরা। কোকিলা। সরস্বতী।

† কারণ—হেতু। বীজ। নিমিত্ত। প্রত্যয়। করণ। বধ। ইন্দ্রিয়। দেহ সাধন কর্ম্ম। কায়স্থ। বাদ্যভেদ। গীতভেদ।

‡ মহানন্দা—মদ্য। মহানন্দানদী। মালদহের নীচে যে নদী।

* কল্প—বিধি। প্রলয়। বিকল্প। ন্যায়।

† কল্পতরু। শাস্ত্রবিশেষ, সুরা, ইত্যাদি।

§ মদনী—মদ্য। কস্তুরী।

॥ মেধাবী—সুরা। পণ্ডিত। শুকপক্ষী।

(১) সুরা—বলবল্লভা। ধনবান। মদ্য।

(২) হলী মদ্য। বলদেব। ক্ষেত্রী কৃষক।

মত্তার মহিমা কেবা, স্বরূপে প্রকাশে।
মত্তাপানে মত্তা দেবী, দৈবী, দৈত্যকুল নাশে॥
মণ্ডার মধুর রস, পেটে যা'র যায়।
শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে সেকি, মণ্ডা আর খায়॥
যে জানে অলির গুণ, সেই রাখে পেটে।
অলির কি গুণ গুণ, অলির নিকটে॥
করে করে মদ যেই মদ * যায় তা'র॥
একেবারে করে মদ, মন অধিকার॥
সকলি বিপদযুক্ত, কেহ নাই পদে।
মদমত্ত যত লোক, নিন্দা, করে মদে॥
সুনিয়মে শুদ্ধ মনে, মদ খায় যা'রা।
মদ নাহি খায় তা'রা, মদ খায় তা'রা॥
তোমার মাতাল মন, মাতিয়াছে মদে।
কেন বাপু মিছে তুমি, দ্বেষ কর মদে॥
এই মদে, স্থির পদে, নাহি রাখে যা'রে।
সেতো নাহি মদ খায়, মদ খায় তা'রে॥
অমৃত অমৃত হ'য়ে, চারি যুগ আছে।
অমৃত যাহারে বল, মৃত এর কাছে॥
দেবস্রষ্টা, দেবস্রষ্টা, নাম হ'লো তাই।
ত্রিজগতে তুল্য তা'র, কিছু আর নাই॥
বীর আর বীরভোগ্যা হন এই বীরা (১)।
দয়া, জ্ঞান-প্রসবিনী, নাম তাই বীরা॥
এবীরা হইলে ভোগ কেবা চায় বীরা।
তুচ্ছ করি বাসসের, বিদ্যাধরী বীরা॥
শুভকরী এ বীরার, দ্বেষ করে যেই।
অবীরার দাস হ'য়ে বীরা থাক্ সেই॥
মনোজ্ঞ (২) মনোজ্ঞ, সাধে, অভিধানে কয়।
মনোজ্ঞা ইহার কাছে, দাসী সম নয়॥

* মদ—দর্প। হর্ষ। মত্ততা। মানিকা।
(১) বীরা—সুরা। পতিপুত্রবতী। রম্ভা। মদিরা।
(২) মনোজ্ঞা-মনঃশিলা। রাজপুত্রী। মদিরা।

অকারণে কারণের মিছা পরিবাদ।
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত (১) এত, ক'রেছে প্রমাদ॥
স্বরূপ সম্বন্ধে যা'র, স্থির আছে স্মৃতি।
শ্রুতি তার সুখে থাক্, মানিবেনা স্মৃতি।
বিধি বিধি * ক'রেছেন, বিধি অনুসারে।
সে বিধি অবিধি আর, কে করিতে পারে॥
ক্রম ক্রমে, ক্রম ক্রমে, করে যেই বিধি।
"প্রসন্না" প্রসন্না তা'রে, অনুকুল বিধি॥
দেবভোগ্য সুরানিধি, করি এই বিধি।
আপনি মোহিনী-রূপ ধরিলেন বিধি॥
অতিশয় হিতকর, জানিয়া বিধাতা।
আপনার নামে নাম, রাখিল "বিধাতা"॥
কেমন বিপাক্ † হায়, না ভাবে বিপাক্।
এমন বিপাক বস্তু, না করে বিপাক॥
ভ্রমে কয় খেলে পরে, যাইবে বিপাক।
ইথে কি বিপাক যায়, বাড়ায় বিপাক॥
সুখে সবে ভোগ কর, এই মহানিধি।
গুণ দেখে বিধি করি, জেতে আমি "বিধি"॥
অন্ধকারে আলো করে, রাত্রি করে দিবা।
এ জগতে এর চেয়ে, শুভকরী কিবা॥
ছলগ্রাহি খল যত, ছাড়ে তা'রা ছল॥
বোদ্ধা পায় বুদ্ধি, জ্ঞান, যোদ্ধা পায় বল।
যোগী পায় যোগ-বল, ভোগী পায় ভোগ॥
রোগির থাকেনা ইথে, কোন রূপ রোগ।

(১) স্মার্ত্ত—স্মৃতি সম্বন্ধীয়। স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী। স্মৃতি শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম।

* বিধি—ব্রহ্মা। ভাগ্য। ক্রম। বিধান। কাল। প্রকার। নিয়োগ। বিষ্ণু। কর্ম্ম। গজান্ন। বৈদ্য। যোগোপদেশক গ্রন্থ। ভারত-কৃত-কোষ। ইত্যাদি।

† বিপাক—পচন। স্বেদ। পরিণাম। দুর্গতি। স্বাদু। জাতি। আয়ুঃ। ভোগ।

ছবির প্রভাস বাড়ে, রূপের নিলয়ে।
কবির প্রেয়সী ফুটে, কবির হৃদয়ে ॥
কুরূপের কুরূপ, থাকে না কিছু আর।
বৃদ্ধের শরীরে হয়, যৌবন সঞ্চার ॥
অতি মূক মূক যেই, ফুটে তা'র মুখ।
মুখপ্রিয়া দেবী ‡ বরে, হয় সেই মুখ ॥
অরসিক যে জন, সে হয় রসময়।
অভাবির মনে কত, ভাবের উদয় ॥
বধিরের কর্ণ ইনি, অন্ধের নয়ন।
অকরের কর ইনি, খঞ্জের চরণ ॥
বাসব আসব পেলে, শচী দেন ছেড়ে।
কেশব ছাড়িয়া প্রিয়া, প্রিয়া লন কেড়ে ॥
সদাশিব সদা শিব, পান নিশি দিবা।
শিবের অশিব নাই, নাহি চান শিবা ॥
সমরূপে এক ভাব, স্বর্ণ আর ধূলি।
ভূপতির সিংহাসন, ভিখারির ঝুলি ॥
কৃষির লাঙ্গল যন্ত্র, কুবেরের ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, নিষাদের বন ॥
বক্তা যদি হ'বে কেউ, ভোক্তা যদি হ'বে।
দোক্তার দোকানে আর, যেওনারে তবে ॥
নিদয় লেঠেল্ নেসা, বেড়ায় ঘুরিয়া।
ডেঙায় দেখিতে পেলে, ঠেঙায় ধরিয়া ॥
জনম সফল কর, ব্যয় কর বসু §।
ইচ্ছা করি ছুঁওনাকো, তাপকর বসু ॥
কেবল সেবন কর, সুশীতল বসু।
হইবে দেহের বর্ণ, ঠিক যেন বসু ॥
বীর হও, বীর হও, হোওনাক' পশু।
কিন্তু যেন দোষ ঘোটে নাহি যায় অসু ॥

‡ সুরার এই নাম নূতন স্থাপিত হইল।

§ বসু—ধন। বকবৃক্ষ। অনল। রশ্মি। অষ্টবসু। শ্যাম। হাটক। জল।

এ মধু মধুর অতি, রাখে পরিতোষে।
এ মধু *, মধুর হয়, ব্যবহার দোষে ॥
অভিমান অহঙ্কার, দ্বেষবিনাশিনী।
স্বভাবেই শুচিরূপা, অশুচি হারিণী ॥
ভোগ মোক্ষ-প্রদায়িনী, ভোগ মোক্ষ হরা।
একাকারময়ী দেবী, একাকার করা ॥
সুখের আধেয় ইনি, সুখের আধার ॥
নীরাকার হ'য়ে যেন, নিত্য নিরাকার ॥
নীরাকারে মূর্ত্তিময়ী, ভুবনভাবিনী।
মহানন্দা মহানন্দ, পদ প্রদায়িনী ॥
পরমপদার্থপ্রদা, প্রণয়রূপিণী।
শুদ্ধ শুদ্ধময়ী বরা, বিকারবারিণী ॥
রোগ, শোক, তাপ আদি, সর্ব্ব-দুঃখনাশা।
নিজে কিন্তু বহুবিধ, বিপদের বাসা ॥
আপনি বিপদ নন, দ্বিপদের স্থানে।
সে করে বিপদ, যেই, ব্যাভার না জানে ॥
পরিমিত পরিমাণ না থাকিলে পরে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনিই মরে ॥
ছাড়িয়া ঘরের কড়ি, ঢেলে দেও গলে।
দেখো দেখো, কেহ যেন, মাতাল না বলে ॥
সাঁতার না জানে যেই, তা'র ঘাটে দায়।
বাপের পুকুরে ডুবে, প্রাণে ম'রে যায় ॥
যদি না রাখিতে পার, স্থির পরিমাণ।
কেন তবে নষ্ট হও, করি বিষ পান ॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা, সুখ-অভিলাষ।
ধন, মান, বুদ্ধি, বল, কেন কর নাশ ॥
কখন' না সহ্য হয়, পর-পরিবাদ।
প্রমোদের কর্ম্মে কেন, ঘটাও প্রমাদ ॥
যে বিধি, এ নিধি তোরে, দিয়াছেন ভবে।
তাঁরে কর নিবেদন, নিবেদন হ'বে ॥
কমল জিনিয়া চারু, তোমার বদন।
শুনীর সন্তান যেন, না করে চুম্বন ॥

* মধুর—অমৃত। এবং বিষ।

পালঙ্গে হইবে স্থিত, যে দেহ তোমার।
সে দেহ না করে যেন, ধূলায় বিহার॥
যে মুখ প্রসব করে, অমিয় বচন।
সে মুখে না হয় যেন, বিষ-বরিষণ॥
যে কর রচনা করে, করে উপহার।
সে করে কাহারে যেন, করেনা প্রহার॥
কোরোনা অনিষ্ট করে, হোরোনা সম্পদ।
পদে রাখ পদ, যদি, পাইয়াছ পদ॥
যে কাণে শুনিছ তুমি, জ্ঞান উপদেশ।
সে কাণে শুনোনা কার' নিন্দা আর দ্বেষ॥
যে নয়নে হেরিতেছ, ভবের ব্যাপার।
সে নয়নে বিষদৃষ্টি, কোরোনা হে আর॥
লোচন পেয়েছ যদি, জ্বালো গৃহমণি *।
চিনে লও মহামণি, কোথা চিন্তামণি॥
আছে নেত্র যত তত্র, নেত্র মেলে রও!
পাত্র হ'য়ে পাত্র ল'য়ে স্বত্র (১) কেন হও।
পেয়েছ ইন্দ্রিয়রাজ, মহাশয় মন।
যে মন হইলে বশ, দেয় মহাধন॥
সে মন যদ্যপি থাকে, কারণের বশে।
কারণের কর্ত্তা হ'য়ে, আর নাহি বসে॥
আপনিই আপনার, হইলে অবশ।
কারণ শাসিবে কিসে, হইয়া অবস॥
এক মদ, দুই মদ, তিন মদ, পেয়ে।
অবস (২) কিরূপ তাহা, দেখিলে না চেয়ে॥
এই মন মহোদয়, কারণের প্রভৃতি।
কারণের পথে যদি, স্থির রাখে গতি।
তবে আর নাহি ভয়, হয় জয়-লাভ।
অভাব না থাকে কিছু, ভাবে রয় ভাব॥
মনঃকরী, বশ করি, কররে কারণ।

কারণ কারণ কারে, করিনে কারণ॥
কি কারণ, এ কারণ বুঝিনে কারণ।
কারণের দোষে কভু, ভুল'না কারণ।
স্থূল কথা বলি এই, থাকে যেন কুল।
কারণে হইলে ভুল, হারাইবে মূল॥
কুলীন যদ্যপি হও, রাখ তবে কুল।
একুল, ওকুল, যেন, না যায় দুকুল॥
কুলে থাকো কুল রাখো, ডুবোনা অকুলে।
কুলীন মলিন হয়, না থাকিলে কুলে॥
রাখ রাখ যত্ন করি, কুলের আচার।
বেচোনা কুলের হাটে তুলের আচার॥
কুলীনের কর্ত্তা যাহে, হয় অনুকুল।
একরূপ করিয়া সদা, রক্ষা কর কুল॥
কুলাচার ধর্ম্ম বলি, রাখিলে কৌলিক্।
কুলীন হইয়া যেন, হ'ওনা মৌলিক্॥
কুলাচার রক্ষা করি, হও তুমি বীর।
রিপু যা'র বশে থাকে, সেই বীর বীর॥
তুমি যদি বীর হ'য়ে, ধীর নাহি হ'বে।
বীরের বীরত্ব কোথা, বল তবে র'বে,
খানা খানা, খানা, খানা, সাধ্ সব ঘুচো।
খানায় পড়িয়া যেন, ধোরোনাকো ছুঁচো॥
শশী, পক্ষ, নেত্র, বেদ, বাণের বিধান।
পরিমিত পরিমাণ, উপায় প্রধান॥
অনিয়মে পাঁচের অতীত করে যেই।
পাঁচের অতীত ধন, নাহি পায় সেই॥
আঁচ ছড়া পাঁচ ছাড়া, সুবিহিত নয়।
পাঁচভুতে, পাঁচ ভুতে খায় সমুদয়॥
এই পাঁচ পাঁচ পাঁচ, পঁচিশ * হ'য়েছে।
কত পাঁচ, এই পাঁচ, ধরিয়া রয়েছে॥
স্থূল † জান সূক্ষ্ম জান, জানিয়া কারণ।
কারণের প্রেম হেতু, করহ কারণ॥

* গৃহমণি—প্রদীপদীপ। দীপক। জ্যোৎসা-বৃক্ষ। শিখাতরু। স্নেহাশ। নয়নোৎসব।

(১) স্বত্র—অন্ধ।

(২) অবস—সূর্য্য। রাজা

* পঞ্চবিংশতি—তত্ত্ব।

† শরীরত্রয়। স্থূল। সূক্ষ্ম। কারণ জাগ্রৎ। স্বপ্ন। সুষুপ্তি। ইত্যাদি।

পাঁচের ভবনে তিন, তিন ছাড়া নাই।
পাঁচ আর তিন বই, দেখিতে না পাই॥
ফলত এ সব তিন, পাঁচের অধীন।
দেহ ‡ তত্ত্বে § গুণ॥ তাপ॥ হয় তিন তিন॥
তত্ত্বে তত্ত্বে তত্ত্ব রেখে, তত্ত্বপথে চল।
তত্ত্বরসে মত্ত হ'য়ে, তত্ত্ব কথা বল॥
কর আর কার তত্ত্ব, সার তত্ত্ব ধর।
তত্ত্বের অতীত যেই, তা'র তত্ত্ব কর॥
এ তত্ত্বের তত্ত্বী হ'তে, ইচ্ছা যদি হয়।
সেইরূপ কর্ম্ম কর, শাস্ত্রে যাহা কয়॥
ভক্তিভাবে যদি লয়, জ্ঞানির আদেশ।
যাবে কষ্ট, তবে নষ্ট, হবেনাক' দেশ॥
গত নিশি বাঁচিয়াছ, যাঁর কৃপাবলে।
তাঁর হেতু এক পাত্র, লহ কুতূহলে॥
নিদ্রাদেবী নেত্রে আসি, করি অবস্থান।
দিবসের দুখ হ'তে, করিবেন ত্রাণ॥
পাইবে বিমল সুখ, বিতরিত সহ।
তাঁর হেতু, প্রেমভরে, এক পাত্র লহ॥
অন্যকার সহ ক্লেশ, নাশের কারণ।
হৃষ্ট হ'য়ে এক পাত্র, কররে ধারণ॥
এই নিশি প্রভাত, হইবে পুনর্ব্বার।
থাকিবে তোমার দেহে, প্রাণের সঞ্চার॥
ভাবি ভাবি সুখলাভ, বিভু ধ্যান কর।
থাকিয়া জ্ঞানের বশে, এক পাত্র ধর॥
ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি আদি, নিজ পরিবার।
জ্ঞানদাতা, হিতকারি, যত আছে আর॥
গরিমা গরল রাশি, রাখিয়া অন্তরে।
তাদের কল্যাণ চাও, সরল অন্তরে॥
জন্মভূমি জননীর, শিব হয় যাতে।
সর্ব্বশেষ একবার, পাত্র ধর হাতে॥
কিন্তু ভাই এই বলি, না হয় অধিক্।
পরিমিত পরিমাণ, থাকে যেন ঠিক্॥

পাইবে অধিক দুখ, অধিক লইলে।
হবে রব ধিক্ ধিক্, অধিক্ হইলে॥
কিছু নাই দোষ, ইথে, কিছু নাই দোষ।
যে লয় নিয়ম মত, সেই আশুতোষ॥
গুপ্তাদেবী গুপ্তভাবে, হৃদে যেন রয়।
প্রকাশ না হয় যেন, প্রকাশ না হয়॥
এই প্রিয়া অতি প্রিয়া, রাখিয়া গোপনে।
যথাকালে প্রেমালাপ, করিবে যতনে॥
রসিক, প্রেমিক সাধু, সুজন যে জন।
কেবল সে জন পারে, করিতে গ্রহণ॥
সহ-গুণ, ধৈর্য্য-গুণ, কিছু নাই যার।
সে যেন কামিনী সহ, না করে বিহার॥
চপল, চপলা পেলে, স্থির নহে মনে।
চাসায় মদের স্বাদ, জানিবে কেমনে॥
পার হও, মিছে আশা, কর্ম্মনাশানদী।
তবে তুমি পাত্র লও, পাত্র হও যদি॥
পাত্র নিতে বিধি দিই, পাত্র যদি হও।
কদাচ নিওনা পাত্র, পাত্র যদি নও॥
সুচারু সোনার পাত্র, না লইলে করে।
সিংহীর স্তনের দুগ্, ধারণ কে করে॥
সুবোধ সুশীল সদা, থাকে পরিতোষে।
বস্তুর কুনাম সুধু, ব্যবহার দোষে॥
কিরাতের করতলে, যদি পড়ে হেম।
ধূলায় আছাড় মারে, নাহি জানে প্রেম॥
বানর পাইলে মণি, দাঁতে ফ্যালে কেটে।
ঘৃত নাহি পাক পায়, কুকুরের পেটে॥
উত্তম আধেয় থাকে, উত্তম আধারে।
বিষ্ঠা-ভোজী শূকর কি, ক্ষীর খেতে পারে।
করির বলের ক্রম, জানে শুধু হরি।
হরির বলের ক্রম, জানে শুধু হরি।
মেঘের কি গুণ, তাহা জানে শুধু হরি।
হরির বিক্রম যত, জানে শুধু হরি॥
যা কর তা কর কিন্তু, মনে রাখ হরি।
দেখিতেছে সমুদয়' ছাড়িবে না হরি॥

‡ শরীরত্রয় § তত্ত্বত্রয়॥ গুণত্রয়॥ তাপত্রয়।

মুচী, শুচী, শুচী, মুচী, দোষ আর গুণে।
মুচী নিজে শুচি হয়, হিত যদি শুনে ॥
মাত্র-গুণ, মাত্রা দোষ, ওজনের দাঁড়ী।
চাঁড়াল ব্রাহ্মণ হয়, দ্বিজ হয় হাড়ী ॥
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত্ত, কিছু করেনি নিষেধ।
বুঝিলে তাহার অর্থ, দুর হবে খেদ ॥
অবোধ, অধীর দীন, শিশু যদি খায়।
না পাবে কুশল কিছু, ঘটাইবে দায় ॥
কালাকাল স্থানাস্থান, রবেনা বিচার।
অতিরেক পানেতে, হইবে অপকার ॥
কেবল বাড়িবে মনে, অধিক আবেশ।
অবিচারে, অত্যাচারে পূর্ণ হবে দেশ ॥
কারণ 'অপেয়, বলে, এই সে কারণ।
এ বারণ বাধা নহে, ছলের বারণ ॥
অশেষ পামর যারা, তাদের বারণ।
এ কারণ জ্ঞানি আর, ধনির কারণ ॥
পূর্ব্বকার মুনি, ঋষি, মহীপাল কত।
কালিদাস আদি করি, মহাকবি যত ॥
জানিয়া নিগূঢ় তত্ব, প্রফুল্ল অন্তর।
সকলে ক'রেছেন, তত্ত্বের আদর ॥
সন্ধানের সন্ধান, লইয়া তাঁরা কত।
সন্ধানের প্রেমে তবে, হ'য়েছেন রত ॥
শরীরের রোগ নাশে, বৃদ্ধি করে শিব।
এই হেতু গুণ তা'র, লিখেছেন শিব ॥
নিগমে নিগূঢ় ভাব, নিদানে নির্দ্দেশ।
না জেনে স্বরূপ গুণ, দ্বেষি করে দ্বেষ ॥
ভারতের স্বাধীনতা, ছিল যে সময়।
হায়, ছিল, সে সময়, কত সুখময় ॥
ভূপতি, বিনয়, মিত্র, সেনা, সেনাপতি।
আচার্য্য, পণ্ডিত, কবি, ঋষি যোগি যতি ॥
করিতেন প্রিয়ালাপ, যথায় তথায়।
"মধুপর্ক,, আদি ভোগ, কথায় কথায় ॥
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা,যশ, ধন আর মান।
সব অংশে হিন্দুগণ, ছিলেন প্রধান ॥

এক ধর্ম্ম, এক বিদ্যা, ছিল সবাকার।
একরূপ রীতি নীতি, আচার বিচার ॥
ছিলনাক' দ্বেষাদ্বেষ, সবাই সমান।
সুখে ভারতের গুণ, করিতেন গান ॥
এখন্ স্বপন্‌বৎ, হেরি সমুদয়।
কি ছিল, কি হলো আহা! আবার কি হয়।
ভারতে ভারতী-মাতা, অতি প্রতিকূলা।
বিপুল বিলাপ ভোগ, করিছে বিপুলা ॥
খেয়ে, হেগে, আঁচাইয়ে, ছোঁচাইতে হয়।
অদ্যাপিও যে জাতির সুগোচর নয় ॥
তাহারা হইল সভ্য, একতার বলে।
আকাশে উড়িছে জীব, কৌশলের কলে ॥
জলে কলে তরি চলে, দেখ দেখ চেয়ে।
বাষ্পরথ অপরূপ, সকলের চেয়ে ॥
বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, আর বাহুবল।
তিন বলে করে জয়, সমুদয় স্থল ॥
তাহারা হইলে রত, কাদম্বরী দ্বেষে।
যেতেন্ কি কাদম্বরী, তাহাদের দেশে ॥
কাদম্বরী বলে পেয়ে, কাদম্বরী বর।
স্বাধীনতা ভোগ করে, যত শ্বেত নর ॥
এক মতে, এক রথে, এক পথে চলে।
এক মন, এক পণ, এক কথা বলে ॥
এই এক যত দিন, দুই নাহি হ'বে।
এক ভাবে, একরূপে, এক সুখে র'বে ॥
এ এক হইলে দুই, দূর হবে সব।
রহিবে হিঁদুর মত, শুধু এক রব ॥
"আমরা হ'য়েছি", আর কহিতে কি হবে।
"আমরা ছিলাম", এই ঘোষণাই র'বে ॥
অতএব অধিক কি, কর্ব বল আর।
করিলাম সবিশেষ, সকল প্রচার ॥
আপনার হিতাহিত, করিয়া বিচার।
বাধ্য হ'য়ে সাধ্যমত, কর ব্যবহার ॥
প্রণিধান করি, যেন, উপদেশ ধরে।
যাহার অসাধ্য যাহা, তা যেন না করে ॥

ভাঙ্গিতে পর্ব্বত চূড়া, যদি থাকে বল।
বলেতে আনিতে পার জলদের জল॥
জলনিধি সন্তরণে, শক্তি যদি হয়।
পাতাল প্রবেশে যদি, নাহি থাকে ভয়॥
যদ্যপি অনলে নাহি, দেহ হয় ক্ষয়।
এখনি করিয়া তাহা, লাভ কর জয়॥
যদ্যপি ভাঙ্গিতে পার, ভুজঙ্গের দাঁত।
এখনি সাহসে দেও, তা'র মুখে হাত॥
যদ্যপি না পার, তবে, নিকটে যেওনা।
চেওনা চেওনা আর, ওদিকে চেওনা॥
খেওনা, খেওনা আর, খেওনা, খেওনা।
মহানন্দা নীরে আর, নেওনা নেওনা॥
কিন্তু তা'র অপযশ, গেওনা গেওনা॥
নিজ-মতে ভ্রম পথে, ধেওনা ধেওনা॥
অমৃত সেবন আর, আমিষ ভোজন।
এই দুই উপাদেয়, ভোগের কারণ॥
উভয়ের সার গুণ, যেজন না বোঝে।
কর্জ্জ করি পরমত, দ্বেষী হ'য়ে জোঝে॥
আপনি পড়িয়া ভ্রমে, দোষ শুধু খোঁজে।
তা'র গলে দড়ি দিয়া, বেঁধে রাখ' গোঁজে॥
তাহার সহিত আর, কর'না বিচার।
করুক্ সে পশু হ'য়ে, পশুর আচার॥
ফল, জল, অন্ন মূল, কেন তা'রা খায়।
তাহে কত জীব আছে, দেখিতে না পায়॥
বায়ু যোগে কত প্রাণি, উদরে পড়িছে।
এ সব জানিয়া মিছে, কথায় লড়িছে॥
তরু, শাখা, লতা আদি, করিছে ছেদন।
নিদয় হইয়া বধে, তাদের জীবন॥
জলে জীব, স্থলে জীব, ফলে জীব খায়।
তৃণ-লতা, যাহা খায়, জীব আছে তায়॥
নাশিতে সে সব জীব, দয়া নাহি হয়।
অহিংসা পরমধর্ম্ম, মুখে শুধু কয়॥
ভাতে, রসে, গুড়ে ফলে, ফুলে, আর গাছে!
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কত মদ আছে॥

মনুষ্যের মধ্যে জীব, অশেষ প্রকার।
মানব রূপেতে যা'রা, করিছে বিহার॥
কেহ আর অনশনে, কাল নাহি হরে।
যেমন নিয়মে হ'ক্, জেমন * তো করে॥
শপথ করিয়া কেউ, বলুক আমায়।
"না করে আসব পান, আমিষ না খায়॥
নানা জীব, নানা ভাবে, তর্ক করে নানা।
কেহ না দেখিতে পায়, সকলেই কাণা॥
স্রষ্টার স্থজিত সব, অতি অপরূপ।
নয়নের দোষে দেখি, কুরূপ স্বরূপ॥
তা'র সার দোষ গুণ, বুঝিবার নয়।
স্বরূপ না জেনে লোক, ভাল মন্দ কয়॥
আমি কা'রে ভাল বলি, মন্দ বলি কা'রে।
আমি তাহা কি বুঝিব, কে বুঝিতে পারে॥
বুঝিতে যদ্যপি পারি, বোঝাবার নয়।
বস্তু-গুণ না বুঝিলে, বোঝা বোঝা হয়॥
সোজা হ'লে বোঝা তার, বাঁকা বোঝে কেবা।
এই বুঝি সোজাসুজি, রুচিমত সেবা॥
যাহে যা'র রুচি হয়, সেই তাহা কর।
সরল স্বভাব ধর, দ্বেষ পরিহর॥
রুচি মত কার্য্য করি, সদা হও শুচি।
রুচির বিভুর প্রেমে, থাকে যেন রুচি॥

দিগাম্বরসিদ্ধান্ত।

হে আচার্য্য! জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা-দ্বারা জ্ঞাত হইলাম-আমরা সকলেই মহামোহের দাস, প্রভুর কার্য্য-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি।

ভিক্ষুক এবং সোমসিদ্ধান্ত।

তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছ তাহাই যথার্থ বটে।

আহাব

দিগম্বর।

যাহাহউক, এইক্ষণে রাজকার্য্যের মন্ত্রণা কর।

সোমসিদ্ধান্ত।

ওরে দিগম্বর—বাপু তুমি যে বড় গণক দেখিতে পাই, ভাল ভাল, আমি মনে মনে একটা প্রশ্ন করিলাম, তুমি গণনা করিয়া বল দেখি।

ক্ষপণক।

হে মহাশয় এ কোন্ বিচিত্র? আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনাপ্রভাবে এই স্থানে বসিয়া ত্রিলোকের সকল কথাই কহিতে পাবি। বসুন্ বসুন্। এখনি বলিব।

গণিতে বসিলেন।

(আকাশে মুখ করিয়া।)

নমঃ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যোনমঃ।
কাকা-কাকা, কাকাতা। কাকা কাকা কা।
মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা। ডেকে বলে, কেলে মা।
কহতকালী, কহত শ্যামা।
কহত ভীমা, কহত বামা॥
কহত কহত, মা মাতঙ্গী।
কহত কহত, রণরঙ্গী॥
সত্য সত্য কহত বেটী।
পরাব তোরে রাঙা ঠেঁটি॥
সত্য কহত জোটে-বুড়ী।
খেতে দেব ভাজা মুড়ী॥
কাকা-কাকা, কা কা, কা,
ঝড়ে মরে কাকের ছাঁ।
গুণে করি আঁচাআঁচি।
হেন কালে কেন হাঁচি॥
কেলে বেটী ফাঁকে ফাঁকে।
মাভৈ মাভৈ মুখে হাঁকে॥
খড়ি পাতি আঁকে আঁকে।
টিক্‌টিকিটে কেন ডাকে॥
খড়ি পেতে পড়ে বাধা।
তায় দেখিনে কোন ধাঁধা॥
মহাশয় একটী ফুলের নাম করুন্।

সোমসিদ্ধান্ত।

"করবীর।"

ক্ষপণক।

করবীর, করবীর। বাঞ্ছাপূর্ণ কর বীর॥
গ্রহগণ হও ধীর। গুণে গেঁথে করি স্থির॥
ছাড়া থাকে পৃথিবীর। স্বগফুড়ে যাও তীর॥
ঠেলে নীর জলধির। বাসুকীর কাট' শির॥
কেলে বেটী চল চল। তলাতল রসাতল॥
চরাচর ধর ধর। সব ঠাঁই তত্ত্ব কর॥

ঘাড় হেট করিয়া শিরঃকম্পন।

খড়িতে আঁক, পাড়িতে পাড়িতে।
মুখেতে বাক্ ঝাড়িতে ঝাড়িতে॥

১৫
| ১২ | ॥৶০ | ৭ |

তমু ধমু সহোদর। লগ্ন মগ্ন পরস্পর।
সিংহ, কন্যা, বিছা, তুলো।

বিনা বাতে উড়ে ধূলো ॥
মেষ, বৃষে ডাকে মেঘ।
সূর্য্য, সোম, ছাড়ে বেগ ॥
বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া ॥
সপ্তমের মাতা ছায়া ॥
এক, তিন, পাঁচ, ছয়। একাদেশ সর্ব্বজয় ॥
চারাক্ষরে, প্রশ্ন হয়। এটা বড় শুভ নয় ॥
মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বল'ত বাবা, বৈদ্যনাথ ॥
তোর নামে কলঙ্ক র'বে।
শঙ্কর শ্বাশুড়ে হ'বে ॥

দেখি দেখি।

ক অক্ষবে প্রশ্ন এটা, মিথুন রাশি কয়।

জীব, মূল, ধাতু, ধাতু। ধাতু, মূল, জীব।

ধাতু-ধাতু-ধাতু!—সোনা, রূপা, পিতল, কাঁশা, না-না।—ধাতু নয়, ধাতু নয়।

তবে কি? মূল, মূল-মূল। বিছানা, বালিস, কড়ী, দড়ী।—না না তা নয় তা নয়।—তবে বুঝি জীব। জীব জীব-জীব। জীবের মধ্যে কি? কৃমি, কীট, কি পতঙ্গ। গো-অজ কি মাতঙ্গ। সিংহ, ব্যাঘ্র, কি কুরঙ্গ। উষ্ট্র, ঋক্ষ, কি তুরঙ্গ। তা নয় তা নয়। তবে কি মানুষ? মানুষের মধ্যে কি বিচারি? পুরুষ কিম্বা হবে নারী।

পুরুষ নয়, পুরুষ নয়।
বটে বটে, মেয়ে হয় ॥
সে মেয়েটা কেমন্ ধারা।
সদাচারা কি কদাচারা ॥
মিথুন্ লগ্নে প্রশ্ন হয়।
সেটা কিছু একা নয় ॥
কার সঙ্গে কোথা রয়।
দিতে হ'বে পরিচয় ॥

মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
বল'ত বাবা বৈদ্যনাথ ॥
হুঁ হুঁ হুঁ—স্থির করেছি।
ঠিক বটে ঠিক বটে।

তোমরা প্রশ্ন করেছ? সেই স্বাত্বিকী শ্রদ্ধা কোথায় এখন?

শান্তি।

করুণা—কুন্ শুন শুন, এই দিগম্বর সিদ্ধান্তদিগের মুখে আমাদের মঙ্গল আলাপ শুনা যাইতেছে, অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

করুণা।

হাঁ সই, এ বড় ভাল কথা।-এসো আমরা দুজনে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক গোপনে সমুদয় শ্রবণ করি।

সোমসিদ্ধান্ত।

হাঁ বাপু সাবাস, সাবাস, সাবাস। তুমি ভাল গণক, জানের ব্যাটা জান বটে। ওহে জান। বাবাজান, তুমি জান', সেই সর্ব্বনাশী রাঁড়ী এবং নিষ্কামধর্ম্ম এখন কোথায় আছে।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

$\frac{২}{২০}$ $\frac{১৫}{৭২}$ | ২২ $\frac{১৭}{৩২}$

ভাল আবার একটা ফুলের নাম করুন ত।

ভিক্ষুক।

"বকুল।"

ক্ষপণক।

বকুল-বকুল-বকুল। বৃন্দাবন, গোকুল।
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র। কাশী আর কুরুক্ষেত্র।
চেরে আর তিনে সাত, জগন্নাথ, চন্দ্রনাথ॥
তারা, তিথি, রাশি, বার। জ্বলামুখী, হরিদ্বার।
এসব্ তীর্থে নাহিবার। কোথা তবে আছে আর,

দেখি দেখি।

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল রসাতল, পাতাল, ইহার মধ্যে তো নাই।

ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সপ্তলোক, এখানেও তো নাই।

জলে নাই, স্থলে নাই, পাতালে নাই, গিরি গহ্বরে নাই। বটে বটে।

ও মহাশয় স্থির করিলাম সেই মাগী এখন বিষ্ণুভক্তির সহিত কোন কোন মহাত্মার নির্ম্মলচিত্তে বাস করিতেছে—নিষ্কামধর্ম্মও তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে।

যে লগ্নে প্রশ্ন করা। চিরজীবি হয় মরা॥
রন্ধ্র গত আছে শনি। কার্য্যসিদ্ধি প্রমাদ গণি॥

শান্তি।

নাচিতে নাচিতে গীত।

মা আমার তো বেঁচে আছে।
সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর আছে॥
নিষ্কাম যে মহাধর্ম্ম, তিনিও তাঁর পাছে পাছে,

করুণা।

আহা! কি আহ্লাদ, কি আহ্লাদ, সখি, এবা আরো কি কৃরে দেখা যাক্।

সোমসিদ্ধান্ত।

(বিষণ্ণ ভাবে গালে হাত দিয়া।)

কি সর্ব্বনাশ এতদূর পর্য্যন্ত করিয়াছে? মহাত্মার মনে? বিষ্ণু ভক্তির সঙ্গে? মর্ মর্ মর্—কালামুখী কান্টী-মাগীর কাণ্ডখানাতো খাটো নয়। ওরে বাপু—আমাদের মহারাজা মহামোহের যে ঘোরতর বিপদ দেখিতে পাই, বুঝি এত দিনে বা বিবেকের বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হয়, কারণ সাত্বিকী-শ্রদ্ধা ও নিষ্কামধর্ম্মবিষ্ণু-ভক্তির অনুগত হইয়া একত্রে যোগিদিগের হৃদয়ে বাস করিতেছে, তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। তবে মন্ত্রের সাধন, বা শরীর পাতন। যাহা হউক রাজাজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।—কাপালিনী—আমাকে সুরা দেও—সুরা দেও। আমি পূজা এবং জপ আরম্ভ করি। ও দিগম্বর ও ভিক্ষুক। বাপু তোমরা পান করিয়া স্থির-চিত্তে মন্ত্র জপো, হে প্রেয়সি! তুমি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবীর স্তব পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর। আমরা সাত্বিকী-শ্রদ্ধার আকর্ষণের নিমিত্ত মহাভৈরবীকে প্রেরণ করি।

তদনন্তর ভিক্ষুক এবং দিগম্বর আসনে বসিয়া সোমসিদ্ধান্তের দত্ত মহাদেব এবং মহা-দেবীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

সোমসিদ্ধান্ত মহাভৈরবীয় ধ্যান করিয়া আকর্ষণী-মন্ত্র চালনা কবিতে লাগিলেন।

রাজসীশ্রদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত মহাকালীর স্তব আরম্ভ করিলেন।

স্তব করিতেকরিতে দিব্যজ্ঞানের উদয়।

পরাপরক্ষরী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা !
বিহরসি সহস্রারে, হ-ল-ক্ষ মণ্ডলাকারে,
শরচ্চন্দ্রাদিত্যানলাকারা ॥
প্রণব পৃথক্ করা, বরা বরা ভয়করা,
অসিকরা অসিতবরণী।
মূলারারে সর্পাকারে, স্বয়ম্ভু হৃদয়াগারে,
সুপ্তা শ্যামা-শঙ্করঘরণী।
সীধুপানে সদা সুখী, উচ্চপুচ্ছ অধোমুখী,
লোহিতাঙ্গী, মুদ্রিতলোচনী।
মেরুদণ্ডে চতুর্দ্দলে, বিষতন্তু তন্ত্রে বলে,
জ্ঞানগম্যা কুলকুণ্ডলিনী ॥
ইড়াদি পিঙ্গলাদ্বয়, সুষুম্না বিজ্ঞানালয়,
চিত্রিণী প্রভৃতি নাড়ী যাহে।
তা'র মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী, বিশেষে বিশ্রাম বাড়ী,
ছেড়ে ব্রীড়া কর ক্রীড়া তাহে ॥
ডাকিনী শক্তির সহ, গজ-পৃষ্ঠে পিতামহ,
আধারাখ্য সরোরুহরাজে।
পারিজাত শতশত, বেদ বিধি, নানা মত,
কত শোভা কর্ণিকার মাজে ॥
বাদি,—শান্ত, কামবীজ, বেদবর্ণে সরসীজ,
আদিচক্র ত্রিকোণ-আকার।
তদূর্দ্ধে কমল,-ব-ল, ছয় বর্ণে ছয় দল,
স্বাধিষ্ঠান,—লিঙ্গ, নীরাধার ॥
তা'র উর্দ্ধে দশদল, ডাদি-ফান্তানল স্থল,
মণিপুর, নাভি, নিরূপণ।
তদূর্দ্ধ হৃদয়স্থল, কাদি-ঠান্ত বারোদল,
অনাহত পদ্ম-সমীরণ ॥
তথা কল্পতরুতলে, কমলকর্ণিকা-দলে,
গুপ্তভাবে জীবাত্মার বাস।
তার উর্দ্ধে ষোলদল, ষোলস্বর, কণ্ঠস্থল,
বিশুদ্ধাখ্য, শব্দাধারাকাশ ॥
ভ্রূ মধ্যে মনের ধাম, চিন্তামণিপুর নাম,
হ-ক্ষ, বর্ণে দুই দল যথা।
কলেবর রত্নাকর, গুরুবাক্যে করি ভর,
চিন্তাময়ী ভাব-চিন্তা তথা ॥
প্রথমে গণনা ক্ষিতি, পৃথক পঙ্কজে স্থিতি,
ক্রমে দেবী সপ্তকুলাচলা।
অকারাদি-ক্ষকারান্ত, ইন্দু-বিন্দু-নাদ-লান্ত,
শব্দরূপা বৈখরী বগলা ॥
মূলাধারা সর্ব্বাধারা, আধেয় আধারাধারা,
নিরাধারা নিরাকারাকারা।
সূক্ষ্মসূত্রে গাঁথা ভাব, বিশ্বাসে বিশেষ লাভ,
গুপ্তভাব ব্যক্ত করাকারা ॥
আজ্ঞাচক্রে জ্ঞানব্রহ্ম, জ্ঞানি-জ্ঞাত গূঢ়মর্ম্ম,
অজ্ঞানে কি তত্ত্ব' তার পায় !
তারাতত্ত্বহারা যা'রা, তারা কি জানিবে তারা,
ভ্রমে ভ্রমে কুরঙ্গের প্রায় ॥
গুণত্রয়ী তত্ত্বত্রয়ী, সর্ব্বদা সর্ব্বদাময়ী,
মনোময়ী মানস বাসিনী।
গদ্য-পদ্যময়ী বরা, ত্রিতাপ তিমির হরা,
শিবশক্তি শঙ্কট নাশিনী ॥
আদ্যাসিদ্ধাসিদ্ধ বিদ্যা, অবিদ্যানাশিনী-বিদ্যা,
বেদমাতা বীজপ্রসবিনী।
মহিমা না জানে ধাতা, মহেশ মহিলা মাতা,
মহামায়া মরালমোহিনী ॥
দুর্গা দুর্গহরা সদা' চিরজীবিপদপ্রদা,
পর্ব্বতেশ প্রিয়পুত্রী পরা।
নিখিল শরণ্যা ধন্যা, দেবারাধ্যা দক্ষ কন্যা,
দয়াময়ী দৈত্যদশাহরা ॥
ত্রিপুরা ত্র্যম্বকদারা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোক তারিণী।

কার্য্য ধার্য্য যাহে হয়, কারণ তাহারে কয়,
কালী সেই কারণ কারিণী ॥
বিমলা কমলা মলা, করালাক্ষী কাম কলা,
কলুষ-কদম্ব বিমোচনী।
কালী কালাকলদাত্রী, কালকান্তা কালরাত্রি,
কামরূপা করাল বদনী ॥
সোহংতত্ত্বে, তত্ত্বধরা, জপাজপাশেষ করা,
সমাধি সমিধ স্বরূপিণী।
ককারে আকার ভূতা, কলি কালী গুণযুতা,
গিরিসুতা গিরিশগৃহিণী ॥
চতুর বিংশতি তত্ত্ব, তমঃ-আর রজঃ সত্ত্ব,
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা।
অনন্তা অনন্ত লীলা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাশীলা,
বিশ্বময়ী বিষধরহারা ॥
নির্গমে লিখিত স্পষ্ট, অবন্যাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
তারা অষ্ট তারা ছাড়া নয়।
নয় গ্রহ, দিক্ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
তারা, তিথি, তীর্থের আলয় ॥
সর্ব্বসহা, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বের সর্ব্বস্ব-ধন,
সর্ব্বশক্তি শর্ব্বতত্ত্বাদেশে।
বিধিরূপে সৃষ্টিপর্ব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব্ব,
শর্ব্বরূপে সর্ব্বনাশ শেষে ॥
নানারূপে রূপধর, নানারূপে মায়া কর,
কালীরূপে মত্তা রণমদে।
লীলা সব অসম্ভব, কত কব হতরব,
ভবধব শব তব পদে ॥
জলদে দামিনী ঘটা, অপরূপ রূপচ্ছটা,
তিমিরে তিমির করে নাশ।
নীরধর হস্ত দিশা, সূর্য্য শশী অমানিশা,
সমভাবে একত্র প্রকাশ ॥
গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধর ধরা,
সুহাস মধুরাধর ধরা।
ক্ষণে সূক্ষ্মাক্ষণে স্থূলা, প্রতিকূলা অনুকূলা,
হীনামূলা জ্যেষ্ঠামূলা জরা ॥

বিশ্ববাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মসনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দপ্রদা।
তব-ভাবে মহাহ্লাদে, তত্ত্বজ্ঞান-রসাস্বাদে,
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা ॥
লীলাচল আদি স্থল, গঙ্গাজল স্নান ফল,
অবিকল শতদল পায়।
শ্রীনাথ পরম গুরু, ভাবদাতা কল্পতরু,
গুরু বিনা সন্ধান কে পায় ॥
সে মূখের উপদেশ, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শেষ,
লেশ মাত্রে ক্লেশ উপশম।
তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে,
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম ॥
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়,
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনম ভূমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
এক বস্তু সকলের সার ॥
তীর্থ-পর্য্যটন-শ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
ব্যতিক্রম আপন জীবনে।
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল ধন,
সুখ, দুখ, পাপ, পুণ্য মনে ॥
এটা নয়, এটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ দ্বন্দ্ব করে সব।
সুধীর সাধক যেই, সার মর্ম্ম পায় সেই,
ভাবে তা'র বদন নীরব ॥
ব্রহ্মনিরূপণ কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ।
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥
যে, যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবিরাত্রি দিবা
শিবা-শীতিকণ্ঠকুটুম্বিনী।
বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব কাদম্বিনী ॥
উদ্ধারের পাঁচ মত, ফলিতার্থ এক পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হ'লে যায় খেদ।

শিব, রাধা, তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা, শ্যাম, আকারের ভেদ ॥
তুমিশ্যাম, তুমি শ্যামা, আকরে আকারে বামা,
একাকারে একাকারে লয়।
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয় শিব সেই হয় ॥
কে বুঝে বিষম তঞ্চ, মন্মময় তনু পঞ্চ,
গণপতি বিশ্বধ্বান্তহারী।
অংশে অংশী হংস হংসী, দুষ্ট দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়্গ, শৃঙ্গ, চূড়া-বংশীধারী ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিদ্বীপে একচিত্রে ধ্যান।
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
দ্বেষ করে পামর অজ্ঞান ॥
তবেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেষ,
তুমি তার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া।
জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া ॥
কুমতি সুমতি দ্বয়, তোমাহতে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ।
তুমি কৃপা কর যা'রে, সংসারে তরাও তা'রে,
ভব-আসা আশা কর শেষ ॥
তোমার পরম তত্ত্ব, কে পারে করিতে তত্ত্ব,
তারাতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু তারা।
আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তবদত্ত তত্ত্ববর্ত্ম হারা ॥
নিশাগতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান নির্ম্মল নেত্র দিয়া।
ক্ষম দোষ, ছাড় রোষ, করগো মা পরিতোষ,
আশু তোষ, পাশুতোষপ্রিয়া ॥
দিয়েছ অস্থির চিত্ত, তা'র দায়ে মরি নিত্য,
উপদেশ কথা নাহি মানে।
পাপে-নত বোধ হত, অবিরত সুখে রত,
পরকান্তাধরামৃত পানে ॥

এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান,
ক্ষণপরে বিপরীত ভাব।
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
একাদশ নহে বশ, লোকে করে অপযশ,
দিক্‌দশ ডুবিল কলঙ্কে।
খরতর স্মরশর, থরথর কলেবর,
জরজর শত্রুর আতঙ্কে ॥
আসিয়াছি এক পথে, সুপাদ্ সম্পর্ক মতে,
মন হয় সহোদর ভাই।
থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে,
তা'র সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥
প্রবৃত্তি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।
তা'র পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়,
সবে মেলে পুরী দগ্ধ করে ॥
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যোগেযাগে,
যদি মন জাগে একবার।
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দ ধামে যাই,
বিষয়বারিধি হই পার ॥
মিছামিছি করি রোষ, মনের কি দিব দোষ,
সে, যে, নিজে দুখী নিজ দুখে।
ইচ্ছা বায়ু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে,
তেমনি সে নৃত্য করে সুখে ॥
দেহ-যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া-তন্ত্রে তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা, তুমি মন্ত্রী তার।
যেমত, বলাও বলে, যেপথে, চলাও, চলে,
তা'রে বাধ্য করে সাধ্য কা'র ॥
ক্ষণেক যদ্যপি জীব, চিন্তা করে নিজ শিব,
অশিব ঘটাও তায় এসে।
মোহ দিয়ে নানারূপে, বিষয় বিষের কূপে,
একেবারে ফেলে দেও শেষে ॥
বিষম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল,
কা'র সাধ্য কাটিতে তা পারে।

মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্র-ছাল,
গৃহ ধর্ম্ম করাইলে তাঁরে ॥
দেব দেব বিভু যেই, তাঁহার দুর্দ্দশা এই,
ইহাতে মানব কোন ছার।
জলজজন্মরহর, মোহন মুরলি ধর,
মায়া ছাড়া গতি আছে কা'র ॥
কি মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারাম, মুগ্ধ মায়া,
মায়ানদী অকূল পাথার।
তবে পার হই নদী, তুমি মা, শিখাও যদি,
স্বীয়জ্ঞান-সাহস-সাঁতার ॥
পাশযুক্ত-জন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব,
শিববাক্য না হয় বিফল।
কর্ম্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
ভেদ কর কমলদ্বিদল ॥
কটাক্ষে করুণা করি, ক্ষিতি চক্র পরিহরি,
বায়ুভরে ক্রমে উঠোপরে।
আসি দশশত দলে, হংসীরূপে কুতূহলে,
মিলহ পরম হংস বরে ॥
তাপিত তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি,
পরমেশী প্রপন্নপালিনী।
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, শুনিছি মা, তুমি দুর্গে,
পাষাণের কুলে কমলিনী ॥
পদতলে পড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
যমে যেন নাহি লয় প্রাণ।
ব'সে রব এ প্রকারে, চেলে নিয়া সহস্রারে,
পরম-অমৃত কর দান ॥
দেহের না হ'বে নাশ, ভোগের না র'বে আশ,
রব আমি আমি, নাই জ্ঞান!
সে ভোগ ভোগের সার, সে যোগ না হয় যা'র,
মরা বাঁচা, উভয় সমান ॥
ম'রে জীব মুক্ত হয়, জল বিম্ব জলে লয়,
সুখোদয় কিছু নাহি তায়।
সশরীরে মুক্ত হব, দেহ রবে আমি রব,
কেন হব পাষাণের প্রায় ॥

এই ভাব অবয়ব, স্বভাবেই রবে সব,
শব কভু হইবে না দেহ।
ধরি পায় মা জননি, বিধি লিপিবিমোচিনী,
চিরজীবী সেই পদ দেহ ॥
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়,
অমর কেমনে হ'বে প্রাণী।
এক মাত্র তুমি পরা, মরণহরণকরা,
মরণের মরণকারিণী ॥
শক্তি বিনা শবময়, শক্তিযোগে শিব হয়,
মৃত্যুঞ্জয় পতি তবভীমা।
শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেবল,
মা তোমার শাঁখার মহিমা ॥
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে যাই,
অমর হয়েছে তাই হর।
মহাদেব মহাভোগী, জ্যোতির্ম্ময় মহাযোগী,
পরমাত্মা ব্রহ্ম-পরাৎপর ॥
কুণ্ডলিনী জাগো২, জাগো২ জাগো, মাগো,
কত নিদ্রা যাবে তুমি আর।
অধোবায়ু গতি হর, আছি জীব শিব কর,
সিদ্ধ হ'ক্ সাধনা আমার ॥
ভবপ্রিয়া তুষ্টাভব, ভাবিলে চরণ তব,
কাল-পরাভব ভববাণী।
নাহি ভাবি ভয় ভাবি, ভাবিদত্ত ভাবে ভাবি,
ভয়ভাঙা ভক্তের ভবানী ॥
জেনে ব্রহ্ম গুপ্ত মর্ম্ম, দুঃখ শর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জন্ম কর্ম্ম ইহ জন্মে সায়।
পুরাও মনের আশা, দক্ষিণে দক্ষিণে আসা,
দক্ষিণান্ত করি তব পায় ॥
ভাব ময়ি প্রেমময়ি, দেহি দিন দিনময়ি,
দূরকর দাসের দুর্দ্দশা।
তুমি সর্ব্ব সিদ্ধকরি, পরমেশ প্রাণেশ্বরী,
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরসা ॥

মাগো মা,—অনুকূলা হও, মনের বাসনা পূর্ণ কর।

মহাভৈরবীকে প্রেরণ করিয়া সোমসিদ্ধান্ত, কাপালিনী, দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

শান্তি।

প্রিয় সখি করুণে!—চল আমরা উভয়ে বিষ্ণুভক্তি দেবীর নিকট গমন করিয়া এই দুশ্চেষ্ট দুর্জ্জনদিগের সমুদয় ব্যাপার নিবেদন করি।

তদনন্তর শান্তি এবং করুণা উভয়েই রঙ্গভূমি-হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

মৈত্রী এবং শ্রদ্ধার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

মৈত্রী

হে জীব! তুমি যতদিন এই দেহগেহে অবস্থান পূর্ব্বক এই জগতীপুরে বিচরণ করিবে, ততদিন তুমি পরমারাধ্য পরমপূজ্য পরমপ্রিয় পরমেশ্বরকে নিরন্তর অন্তর মধ্যে স্মরণ করিবে, ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তরের অন্তর করিও না। যদি জগতে আসিয়া জগতীয় যাবতীয় সরল-সুখ সম্ভোগ করণের অভিলাষ হয়, তবে জগতের প্রিয় হও।—জগতের প্রিয় হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রিয় কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, প্রিয়জন হইয়া তাহাই কর। তুমি জগতের প্রিয় হইতে পারিলেই জগদীশ্বরের প্রিয় হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। করুণাময় জগন্নাথের প্রধান অভিপ্রায় এই, যে, জীব মাত্রেই তাঁহার নিয়মানুসারে হিতকর কর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, তাঁহার নিযোজিত নির্ম্মল নিয়ম পালন পূর্ব্বক সমুদয় ইন্দ্রিয় সহিত শরীর সার্থক ও জন্ম সার্থক করিবে।

এইক্ষণে তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ববেচনা কর। কি কি কল্যাণের কার্য্য করিলে তোমার "প্রেম,, এই সংসারীয় সমুদয় জনের মনের মন্দির অধিকায় করিতে পারে তৎকল্পে অনুরাগী হও। সর্ব্বাগ্রে তোমার ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে পরের প্রতি কটাক্ষ করাই উচিৎ হয়। দেহকে বশীভূত কর।—ইন্দ্রিয়-গণকে যথাযোগ্য শুভময় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া চরিতার্থ কর।—নয়নকে জ্ঞান-পূরিত-গ্রন্থ দর্শনে এবং এই বিনোদ-বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপার ব্যূহ বিলোকনে।—শ্রবণকে ভৌতিক ধ্বনিসকল ও সাধু সমূহের সদুপদেশ শ্রবণে।—নাসিকাকে সুখময় সুরভি সকলের সৌরভ গ্রহণে।—ত্বক্‌কে শীত উষ্ণাদি অনুভব করণে।—রসনাকে শুভদ সুস্বাদু সামগ্রীর রসাস্বাদনে স্বাদিত করণে, প্রিয়-কথনে, পরমপুরুষের গুণ-সংকীর্ত্তনে।—চরণকে সজ্জন সমাজে গমনে, শিবকর বস্তু বিশেষ আনয়ন জন্য গতি করণে—করকে পাত্র বিশেষে দান করণে, মহা-মাঙ্গলিক কার্য্য সাধনে ও মহামঙ্গলময় মহেশ্বরের গুণ লেখনে নিয়োযিত কর।—কামকে নানাবিধ বিষয়ভোগে বিরত করিয়া ঈশ্বরপ্রেম কামনায় কামী কর।—ক্রোধের বারণ কারণ বোধের আরাধনা কর।—লোভকে সামান্য ধনতৃষ্ণায় বিরত করিয়া পরম পুরুষার্থ পরমার্থ ধনাহরণে উৎসুক কর।—মোহকে

পরম প্রেমে মোহযুক্ত কর, তাহা হইলে আর দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে না—অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার গৃহ, আমার বিষয়—আমার আমার আর করিবেনা।—মদকে ভক্তি-মদে মত্ত করিয়া রাখ—মদ তত্ত্ববিষয়ে মত্ত হইয়া যত মদ প্রকাশ করিতে পারে করুক।—মাৎসর্য্যকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রিপুর প্রতিকূলে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে আদেশ কর।—মনকে জ্ঞানের গৃহে স্থাপন করত আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, আর কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিবেনা, মনের কল্যাণকরী বৃত্তি সকল স্ব স্ব ভাবে আবির্ভূতা হইয়া তোমাকে অশেষ সুখে সুখী করিবে।

তুমি যেমন আপনার সম্মান, আপনার সম্ভ্রম, আপনার সুখ, আপনার স্বাস্থ্য ও আপনার মঙ্গল আপনি প্রার্থনা কর; সেইরূপ এই সংসারে আপনার ন্যায় সমভাবে সকলের সুখ, সকলের স্বাস্থ্য ও সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি কর। তুমি যেমন আপনার সুখে আপনি সুখী, আপনার দুঃখে আপনি দুঃখী ও আপনার ক্লেশে আপনি ক্লিষ্ট হও তদ্রূপ পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ ও পরের ক্লেশে ক্লেশ ভোগ কর।—তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে।—তুমি যখন নয়নাগ্রে দর্পণ অর্পণ কর, তখন কিরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও? তুমি আপনার মুখভঙ্গিমা যদ্রূপ কর, প্রতিবিম্বের ভঙ্গিমা অবিকল তদ্রূপই দৃশ্য হইয়া থাকে, অতএব যখন তুমি আপনার দেহ ভঙ্গিমাদোষে আপনিই আপনার রূপের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হও, তখন অপ্রিয় ব্যবহার-দ্বারা পরের নিকট প্রেম লাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভাব হইতে পারে? তুমি স্বয়ং যদি মহাশয় হইয়া মহাশয় পদে বাচ্য হওনের ও গৌরবযুক্ত সুসম্ভাষণের প্রার্থনা কর, তবে সমুদয় মনুষ্যকে সাধুভাবে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাশয় শব্দে সম্বোধন কর।—প্রিয় হইবার উপায় কেবল "প্রিয় হওয়া" তুমি আপনি যদি সকলকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে তাবতেই তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করিবে। তুমি অভিমান ও অহঙ্কারের অধীন হইয়া যদিস্যাৎ সকলকে ঘৃণা পূর্ব্বক তাচ্ছীল্য করিয়া কুকথা উল্লেখ কর, তবে কে তোমার পদে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিবে? কে তোমাকে মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিবে? কে তোমাকে সুজন বলিয়া সমাদর করিবে? তুমি যাহার উপর এক গুণ দুর্ব্ব্যবহার করিবে, সে শতগুণে-তাহার পরিশোধ লইতে ত্রুটি করিবে না, আপনার সুখ সম্মান কেবল আপনার ব্যবহারের প্রতিই নির্ভর করে।—তুমি যাহার শরীরে প্রহার করিবে, সে কিছু স্বীয় করদ্বারা তোমার শরীরের সেবা করিবে না।—তুমি যাহাকে পীড়া প্রদান করিবে, যাহাকে অপমান, করিবে যাহার ধন হরণ করিবে ও যাহার মনে বেদনা দিবে জগতে সেই ব্যক্তিই তোমাকে পীড়িত করিবে, ব্যথিত করিবে তোমার মান নাশ ও তোমার সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করিবে। একটী প্রচীন কথা অছে "আপ্ ভালা তো," জগৎ ভালা,, তুমি আপনি ভাল হও, তো জগৎ তোমার পক্ষে ভালই হইবে, এবং ইহার বিপরীত হইলে সমুদয় বিপরীত হইবে।

তুমি এই ভূতময় সংসারকে কেন মনোময় কর।—মমতা ছাড়িয়া সকল বিষয়ে স্নেহের সমতা কর। তুমি অভেদ-জ্ঞানে এই কলেবরে বাস করাতে ইহার প্রতি আমার বলিয়া তোমার মমতা হইয়াছে, একারণ ইহার কষ্ট জন্য রুষ্ট ও পুষ্ট জন্য তুষ্ট হইতেছ।—আমার দেহ, আমি

দেহের কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান-সুখে সুখী হইয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক কতই কল্পিত শোভা ধারণ করিতেছ। এই দেহ চিরস্থায়ি ভাবিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, চিরকাল সুখে সম্ভোগ হইবে ভাবিয়া উপার্জ্জনার্থ না করিতেছ এমত কর্ম্মই নাই।—আমার গৃহ, আমার শয্যা, আমার পরিচ্ছদ, আমার ভাণ্ডার আমার ভূমি, আমার শস্য, আমার সরোবর, আমার উদ্যান, আমার বৃক্ষ, আমার পরিবার, আমার দাস, আমার দাসী, আমার জ্ঞাতি, আমার কুটুম্ব, আমার গ্রাম, আমার পল্লী, আমার হট্ট, এবম্প্রকার প্রত্যেক্ প্রত্যেক্ যাহাতে যাহাতে তুমি আমার আমার উল্লেখ করিতেছ, তাহাতে তাহাতেই তোমার মমতার আধিক্য হইতেছে। তুমি আপনার দেহে বেদনা পাইলে যেমন কাতর হও, পরকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে পীড়িত দেখিলে কখনই তাহার শতাংশের একাংশ কাতরতা প্রকাশ কর না। অনলে আপনার গৃহ দগ্ধ হইলে দৈব-ঘটনায় আপনার স্থাবর বস্তুর ব্যাঘাত হইলে, আপনার অস্থাবর বস্তু অপহৃত হইলে, রাজদ্বারে বা জনসমাজে তিরস্কৃত হইলে, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে এবং আপনার পুত্র পৌত্রাদি কেহ মরিলে দুঃখে কত খেদ ও কত বিলাপ করিতে থাক, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, মৃতবৎ হইয়া ধূলিশয্যা সার কর। কিন্তু অপরের সেইরূপ শত শত বিপদ দেখিলে তোমার কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয় না, যেহেতু সেই সকল বিষয়ে তোমার স্বকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, পরকীয় বোধে আমার বলিয়া মমতা জন্মে নাই, সুতরাং তাহাতে তোমার স্নেহ হয় না, প্রেম হয় না, মায়া হয় না, এজন্য খেদও হয় না। ফলে স্থিররূপে প্রণিধান করিলে তোমার পক্ষে উভয় তুল্য। তুমি যাহাকে আমার বলিতেছ, বিচার মতে তাহাতো তোমার নহে। যদি তোমারি সাব্যস্ত হয়, হউক, হানি কি? এই স্থলে বিবেচনা কর, তুমি যেমন আপন বস্তুকে আমার বলিয়া মমতায় ব্যাকুল হইতেছ, সেইরূপ জগতীধামে তাবতেই স্ব স্ব বিষয়ে আমার আমার করিয়া তোমার ন্যায় অধিক মোহে মুগ্ধ হইতেছে। অতএব তুমি যখন আপনার মিথ্যা গেহ, বিষয় ও পরিজনাদির মঙ্গলামঙ্গলে ও সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হইতেছ, তখন অন্যের শুভাশুভ ঘটনায় সেইরূপ সুখী ও সেইরূপ দুঃখী কেন না হও?—হে জীব! তুমি যত দিন এরূপ না করিবে, তত দিন যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দিনকর যেমন স্বীয় করে সর্ব্বত্র আলো করে।—বিধু যেমন মৃদুকরে সকলকে তৃপ্ত করে।—মেঘ যেমন বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমভাবে সর্ব্বত্র বর্ষণ করে।—শিশির যেমন নীহার বৃষ্টি করিয়া সকল স্থান আর্দ্র করে। বায়ু যেমন প্রবাহিত হইয়া সকলের শরীর শীতল করে।—পুষ্প যেমন সকলকে সমান সুবাস প্রদান করে।—নদ নদী সকল যেমন জীবন-দানে তৃষাতুরদিগের জীবন রক্ষা করে। তুমি সেইরূপ স্বীয় সাধ্যক্রমে সর্ব্বজীবে সমান ভাব, সমান দয়া, সমান প্রেম ও সমান স্নেহ বিতরণ কর। তুমি একা এক গুণ ব্যয় করিলে কোটি কোটি জীবের নিকট হইতে কোটি গুণে প্রাপ্ত হইবে।

হে মানব! তুমি বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হও, ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও, জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও, কামের ন্যায় সুন্দর হও, বলির দাতা হও, ভীষ্মের ন্যায় বীর হও, কুবেরের ন্যায় ধনী হও এবং সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও, কিন্তু মনে কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান ও অহঙ্কার থাকিলে সকলি বৃথা হইবে, তোমার সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, বল, বিক্রম,

বিষয়, বিভব, রাজত্ব, প্রভুত্ব কিছুতেই কিছু করিবে না। সমুদ্র রত্নাকর ও জলনিধি হইয়াও লবণ-দোষে সকলের ত্যাজ্য হইয়াছে।—চন্দ্র জগতৃপ্তিকর সুধাকর হইয়াও মৃগ-চিহ্ন জন্য কলঙ্কিতরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।—ফণি মণিধর হইয়াও গরল দোষে তাবতের অবিশ্বাসী হইয়াছে।—দুর্ব্বাসা-মুনি মহর্ষি হইয়াও উদর দোষে লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন।—নারদ-মুনি দেবঋষি হইয়াও কোন্দল দোষে দেবমণ্ডলে অমান্য হইয়াছেন।—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক হইয়াও অশ্বত্থামার বিষয়ে কৌশলে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করাতে নরক দর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি পর্ব্বত তুল্য উচ্চ হইলেও গর্ব্ব-দোষে খর্ব্ব হইবে ইহা বিচিত্র নহে। দাম্ভিকতা, ছলনা, চাতুরী, অভিমান প্রভৃতিকে শান্তিসলিলে বিসর্জ্জন কর।—হৃদয় মন্দিরে সত্যদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদিকে মনের ক্রোড়ে সমর্পণ কর।—মন যেন আর ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদিগের অঙ্গ সঙ্গ ভঙ্গ দিয়া অনঙ্গ রঙ্গের রঙ্গি ও সঙ্গের সঙ্গি না হয়। যিনি এক অদ্বিতীয় অনঙ্গ অসঙ্গ, কেবল তাঁহারি সঙ্গে সঙ্গ করুক ও তাঁহারই রঙ্গে রঙ্গ করুক।

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে তোমায় মহারাজ চক্রবর্ত্তী বড়মানুষ বলিয়া মহা-সম্ভ্রমে সম্বোধন করে, কিন্তু তুমি যদি আপনি মানুষ না হও, তবে মানুষে তোমায় কখনই মানুষ বলিবে না; মানুষ বড়মানুষ, সে বড়মানুষ কি ধনে হয়? ধনের বড়মানুষ কখনই মনের বড়মানুষ নহে; ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষ মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, বাহুবলে তোমার সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদিস্যাৎ স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া দণ্ড ধরিয়া আমাকে দণ্ড করণে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ড ভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধুস্বভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমায় দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি ধূলি ধূষরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও সরল কর।—আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে। বড় হইলে কখনই বড় হইতে পারিবে না।

তুমি এই পৃথিবীকে আমার আমার বলিয়া যতই অভিমান করিবে, পৃথিবী ততই হাস্য করিবেন, কারণ তোমার ন্যায় এমন-ধারা কত "আমি" আমার আমার করিয়া গত হইয়াছে, গত হইতেছে ও গত হইবে তাহার সংখ্যাই নাই। "তুমি" বলিতে অথবা "আমি" বলিতে আমার বলিতে বা তোমার বলিতে, জগতে রহিবে না, কিন্তু বসুমাতা যেরূপ স্বভাবে শোভা করিয়া আছেন, চিরকাল সেইরূপ থাকিবেন। যদি এই অবনীকে তোমার নিতান্তই আমার বলিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বল, কিন্তু আমার বলা উচিত হয় না, আমার পৈতৃকধন বলিয়া সম্ভোগ কর, অভিমান কর, অহঙ্কার কর, তাহাতে কেহই তোমাকে পরিহাস করিতে পারিবে না এবং বসুধা-সতীও আর হাস্য করিবেন না, কারণ জগদীশ্বরের এই জগৎ। জগদীশ্বর তোমার পিতা, তুমি তাঁহার পুত্র, হইয়া পিতৃধন আমার ধন বলিয়া ভোগ করিলে কে তোমাকে হাস্যাস্পদ বলিয়া ঘৃণা করিবে?

পৈতৃক সম্পত্তির স্বত্বের প্রতি আপত্তি কেহ করিতে পারে না।—হে জীব! তোমরা তাবতেই পরমপিতা পরমেশ্বরের বংশ, সমভাবে অংশ করিয়া ভোগ কর, কেহ কাহাকে বঞ্চিত করিও না, বলপূর্ব্বক যিনি পিতৃধনের অধিকাংশ অধিকার করিয়া অন্যান্য ভ্রাতাদিকে বঞ্চনা করেন, তিনি পিতার প্রিয় হইতে পারেন ন, পিতা যে তাঁহাকে গোপনে গোপনে ত্যাজ্য-পুত্র করেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না। তাঁহাকেই উত্তম সৎপুত্র বলি, যিনি পিতার অভিমতানুযায়ি কর্ম্ম করেন, তাঁহাকেই পিতার মধ্যম পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করেন, এবং তাঁহাকেই পিতার অতি অধম অসৎ পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক অভিমতের বিপরীত কর্ম্ম করেন। তুমি যদি অতি উত্তম সৎপুত্র হওনের অভিলাষ কর, তবে অভিপ্রেত রূপ কার্য্যসাধন করিয়া তাঁহার কৃপা এবং প্রসাদ লাভ কর।—ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিলে সকলের প্রিয়তম, জগতের প্রিয়তম এবং সর্ব্ব-প্রিয়তম জগদীশ কৃপাময়ের কৃপাপাত্র হইবে।

বল দেখি ভাই, শুনি আমি তাই,
কি তোমার আছে পুঁজি।
এসে এই ভবে, চির দিন র'বে,
মনেতে ভেবেত বুঝি॥
আমার আমার, মুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ।
পেয়ে কলেবর, হ'লে তুমি নর,
কখন' অমর নহ॥
ভাব নিজ ভাব, হবে সুখ লাভ,
সরল স্বভাব ধর।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
অভিমান পরিহর॥
আমার এ সব, আমার বিভব,
সুত, সুতা সহোদর।
তোমার তনয়, তোমার, ত, নয়,
মমতা সমতা কর॥
পথ ছেড়ে সোজা, ল'য়ে মিছে বোজা,
কুমতে কুপথে চর।
বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
কার ভার বোয়ে মর॥
অসত সহিত, বসত বিহিত,
এ ভাব কভু না ধর।
অহিত, রহিত, সুজন সহিত,
সতত বসত কর॥
পরবাসে র'য়ে, পরবশ হ'য়ে,
মিছে কেন কাল হর।
ভাব কি ভাবনা, কেনরে ভাবনা,
পরম পুরুষ পর।
ভ্রমে পরস্পর, দেখে নিজ পর,
নাহি জানে নিজ পর।
সকলেই পর, শুধু সেই পর,
পর নাহি তা'র পর॥
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যা'রে,
নিজ নহে সেই পর।
তোমার যে জন, হইবে আপন,
কেমনে সে হ'বে পর॥
ভবের ভিতরে, যে তোরে, বিতরে,
অশেষ সুখের নিধি।
তাহারে ভজনা, সে রসে মজনা,
এ কিরে, বিহিত বিধি॥
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে,
কিছুই না করি ভয়।
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
সব ঠাঁই পাব জয়॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ।

রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
বেড়াও সবার সহ ॥
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন,
আইলে জনমভূমি।
যে তা'রে দেখিল, সকলে হাসিল,
কেবলি কাঁদিলে তুমি ॥
শেষেতে, যখন, মুদিয়া নয়ন,
যাইবে আপন বাসে।
তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
সে সময়ে নাহি হাসে ॥
সদা সদাচার, হইলে প্রচার,
দশদিকে যশ ছুটে।
দেহ হ'লে শব, কাঁদে যেন সব,
হাহারব যেন উঠে ॥
যত দিন আছ, যত দিন বাঁচ,
যত দিন র'বে ভবে।
প্রেমেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
হাসিয়া হাসাও সবে ॥
সাধু যদি হও, সাধু-পথে র'ও,
নাহিক সুখের লেখা।
খলের আচার, ছলের আগার,
যেমন জলের রেখা ॥
জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
আপনা দেখ'না একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা ॥
ভালবাস যাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে সবে।
পাবে সুখ সার, ভূলোকে সবার,
ভালবাসা তুমি হ'বে ॥
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া,
করিলে না, কিছু যত্ন।
আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
হেলায় হারালে রত্ন ॥

করিয়া যতন, পাইয়া রতন,
দেহ ঢাকো চারু-বাসে।
আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে ॥
জারজ কুমার, ভেবে আপনার,
যেজন আদর করে।
ভ্রম শুধু তা'র, তনয় আমার,
মনে কত সাধ ধরে ॥
তাহার জননী, এ দিকে অমনি,
আপনারি মান মানে।
বলে একি পাপ, তুমি কা'র বাপ,
যা'র বাপ্ সে না জানে ॥
নাহি জেনে মূল, স্থূলে হ'য়ে ভুল,
বিষয়-আসবে রত।
ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
অপমান হয় তত ॥
এই যে, আমার, ধরা অধিকার,
আমি হই ক্ষিতিপতি।
শুনে তা'র ভাষ, করি পরিহাস,
হাসেন ধরণী সতী ॥
অবনী আমার, স্বামি আমি তা'র,
এ কথা শুনিবে যেই।
লাজ না বাসিবে, কুভাষ ভাষিবে,
কুহাস হাসিবে সেই ॥—
পেয়েছে রসনা, পূরাও বাসনা,
ঘোষণা করহ মুখে।
আমার পিতার, অখিল সংসার,
ভোগ করি আমি সুখে ॥
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
ভোগ কর ভবে থেকে।
কেহ না দুষিবে, সকলে তুষিবে,
পুষিবে হৃদয়ে রেখে ॥
ভাই আছ যত, হ'য়ে এক মত,
এক ভাব সবে ধর।

করি এক মন, করি এক পণ,
সমানে সুভোগ কর ॥
কেহ নহে পর সব সহোদর,
পরস্পর কর স্নেহ।
এক মনে সব, কর এক রব,
একের দোহাই দেহ ॥
একের বাজার, একেই হাজার,
একে হয় কত শত।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মেলে,
সমুদয় হয় হত ॥
তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের সাধনা ধর।
সদা এক জ্ঞানে, থেকে এক ধ্যানে,
জীবন সফল কর ॥

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।
সর্ব্বজীবে সমভাব, ভাব ওরে মন।
মমতা সমতা কর, ক্ষমতা যেমন ॥
এই আমি, এই মম, কেবলি মনেরি ভ্রম,
নিশির স্বপন সম, দেহ, ধন, জন।
আপন আপন রব, কেন কর জীব সব,
আপন শরীর তব, নহে রে আপন ॥
কেবা আত্ম, কেবা পর, প্রেমভাবে পরস্পর,
পূজ প্রভু পরাৎপর, পতিতপাবন।
কত দিন আর র'বে, এখনিতো যেতে হ'বে,
হেসে, খেলে, নেচে, গেয়ে, কররে গমন ॥

শ্রদ্ধা।

হে মহামঙ্গলময় অকিঞ্চননাথ! এই অনাথের নাথ হইয়া অকিঞ্চনের আকিঞ্চন-পথ পরিষ্কৃত কর। আমার হৃদয়পদ্মে উদয় হইয়া গুণগুণ রব কর গুণাকর মধুকরের ন্যায় নিরন্তর প্রেমপূরিত আনন্দ-ধ্বনি ধ্বনিত কর। আমার মানসাকাশে চন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইয়া ত্রিতাপ-তিমির হরণ কর। আমাকে নিতান্ত পদাশ্রিত নিজ-চিহ্নিত বলিয়া স্মরণ কর। সুখময় শুকপক্ষী হইয়া আমার বুদ্ধিবৃক্ষে চরণ কর। তোমার সাধনাস্বরূপ সত্যব্রতে ব্রতিরূপে আমাকে বরণ কর। তুমি জলধররূপে কৃপা-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া এই তৃষিত-চাতকের উদর-সমুদ্র ভরণ কর। আমি ভবসিন্ধুর তটে বসিয়া আতর * অভাবে অতিশয় কাতর হইয়াছি, এ সময় আমার পক্ষে পাতর হওয়া উচিত হয় না। এই সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে, সীমাশূন্য অকূল পাথার,—ইহাতে সাঁতার দিয়া পার হইবার বিষয় কি? আমার খেলা সাঙ্গ হইতে হইতেই বেলা সাঙ্গ হইল,—এ দিকে মেলাও ভঙ্গ হইল।—সম্মুখে ভেলা দেখিতে পাই না; এখন তুমি হেলা করিলে এই উপায়হীনের উপায় কি হইবে?—আমি শুনিয়াছি, তুমি ভবজলধির ভাবিক নাবিক! ওহে হরি! যদি দয়া করি পদতরি প্রদান কর, তবেই তরি, নচেৎ উপায়-বিরহে শঙ্কটেই মরি! আমি এই ঘোর-বিপদ কেমনে হরিব?—কাহাকে স্মরিব? চর নাই যে চরিব? কি করিব? কিরূপে তরিব? তরঙ্গ রঙ্গে আতঙ্কেই মরিব?—তুমি, বিশ্বভাণ্ডারের ভাণ্ডারী, তুমিই বিশ্বসমুদ্রের কাণ্ডারী। এতদিন কাণ্ডারী হইয়া দান করিয়াছ, এইক্ষণে কাণ্ডারী হইয়া ত্রাণ কর।

হে কর্ণধার! আমাকে পার কর, পার কর। আকুল দেখিয়া আর কেন অকূলের কূলে রাখিতেছ?—আমি যে কূলে ছিলাম, সেই

* আতর—পার হইবার অর্থ, খেয়ার কড়ি।

স্কুলেই লইয়া চল। তুমি মহাকুলীন কুলার্ণব হইয়া আমার এ কুল ও কুল দুকুল নষ্ট কেন কর? আমাকে বিদেশে রাখিয়া অভাবে পরিপূর্ণ করা কি উচিত হয়?—আমি স্বদেশে সমাগত হইলেই পুনর্ব্বার স্বভাব প্রাপ্ত হইব, তখন আর আমার কোনরূপ অভাব থাকিবে না।

হে অনাথবন্ধো—দয়াসিন্ধো!—আমি যদি এই সমুদ্রে মায়ার স্রোতে পতিত হইয়া মোহ-গর্ভে প্রবেশ করি, তবে আর পরিত্রাণ পাইবার অবলম্বন মাত্র প্রাপ্ত হইবনা। তখন তুমি কোথা, আমি কোথা, তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। আমি। যখন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না, কেবল তোমারি উপর নির্ভর করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহাই হইবে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র খেদ করি না, কিন্তু দেখো নাথ।—তোমার "দয়াময় নামের নৌকা" যেন কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন না হয়।

সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল আড়া।

এ ভব-ভীমজলধি, অকুল পাথার।
যদি না জানি সাঁতার।
তবু কি ভয় আমার॥
অকুলে কি আমি রব, হরি হরি মুখে কব,
সুখে তব, নাম লব, হব ভব পার।
পদতরি দেহ তরি, হরি ভয়, হরি হরি,
ভাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার॥
তরঙ্গে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর,
নির্গুণের গুণে আছে, ত্রিগুণ সঞ্চার।
আছি প্রতিকূল কূলে, লহ অনুকূল কূলে,
অকূল সাগরকূলে, কেন রাখ আর॥
কিছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার,
নীরাকারে হ'লে বিভু, তুমি নিরাকার।
কি কব দুখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখা,
অকূলে পড়িয়া একা, হেরি অন্ধকার॥
বিষম ভীষণ ভব ভবধব তুমি ভব,
প্রপন্নে প্রসন্নভব, ভবমূলাধার।

ঘোরতর নাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে, ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল, ও কূল, বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের-কূলে, ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল-পাথাব ইথে সাঁতার কি খাটে॥
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ॥
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাঁটি, বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুরাচার, ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই, কিছু নাই স্থির।
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর॥
মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়।
মিছে দিন হারালেম, খেলায় খেলায়॥
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হ'লেম পার, বেলায় বেলায়॥
নিশা নিশাচারী প্রায়, হ'তেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর, তায়, তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছো চোখের মাথা, নাহি দে'খ চেয়ে॥
বারবার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কাণ॥

হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা।
দেখে তুমি কাণা হ'লে, শুনে হ'লে কালা ॥
দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে ॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে র'য়ে।
দিনহারা দীন আমি, দিন যায় ব'য়ে ॥
ক্রমেতে উথলে জল, ডুবে যায় ভুমি।
ওরে জেলে, পারে ফেলে ক'থা গেলে তুমি ?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ, অপার সলিলে ॥
চাতর করিয়া তুমি, হ'য়েছ পাতর।
আতর প্রদানে আমি, হবনা কাতর ॥
এই বেলা, চাল ভেলা, সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব, মুল যাহা আঁটা ॥
ক'রোনা আঁটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিব না পাটুনির খাটুনীর কড়ী ॥
যদি না হইতে পার, পারি এই ভবে।
হাঁরে, ও ধীবর! ত'রে ধীবর কে কবে ॥
যা বলিবে, তা করিব, তাতে আছি রাজি।
পার কর, পার কর, পার কর মাজি ॥
পার হ'লে একেবারে, হ'য়ে যাই পার।
আব না করিব পুন, এ পার ও পার ॥
যে পারের যত সুখ, সব জানিয়াছি।
কোনরূপে পারে পারে, পারে গেলে বাঁচি ॥
কিছুতেই পার নাই, অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার, এ পারে আসিয়া ॥
সে পারে, সে পারে থাক, যে পারে যে পারে
আমি কিন্তু কোনমতে, র'বনা এ পারে ॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায়।
প্রাণ-আছে পণ দিব, ভাবনা কি তায় ॥
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাবো।
যা'র ধন তা'রে দিয়ে, পারে হ'য়ে যাবো ॥
তোল তোল, ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল ॥
পারে চল, পারে চল, দুটি পায় ধরি।
দেখো মাজি, মাজামাঝি,ডুবাওনা তরি ॥
তুমি তরি ডুবাইলে, কে বাঁচাতে পারে।
কার সাধ্য, এ অসাধ্য, পারে যেতে পারে ॥
"পূর্ব্ব ঝড়" মনে হ'লে, ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুখ, "উত্তর পবনে" ॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে ॥
ছাড়িয়াছি যা'র ঘর, যাব তা'র ঘরে।
তোমায়, আমায়, দিব, পার হ'লে পরে ॥
তুমি আমি, বলি শুধু, এপারেতে এলে।
তুমি, আমি, বলা নাই, ও পারেতে গেলে ॥
আমায় একেলা ফেলে ক'থা তুমি যাবে।
আমায় না ক'রে পার, কিসে পার পাবে ॥
পার জাই, পার যাই, পার কর কই।
না পা'র, না পার-হব, পার আছে কই ॥
বোঝাপাড়া হ'বে শেষ, ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড়, ছাড়িবার নই ॥
যায় হরি, হরিহরি, করে হরি হরি।
হরিসুত হরি ভয়, লহ হরি হরি ॥
রবনা একুলে আর, খুলে দেও তরি।
হরি হরি, হরি বোল, হরি বোল হরি ॥

মৈত্রী।

(চতুর্দ্দিক ভ্রমণ পূর্ব্বক।)

আমি মুদিতার মুখে শ্রবণ করিলাম, আমার সহচরী শ্রদ্ধা ভয়ঙ্করী মহাভৈরবীর করাল-গ্রাসে পতিতা হইয়া কত কষ্টে ভগবতী বিষ্ণু ভক্তির কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন।—এই শোক সূচক সমাচার শ্রবণে আমি বিষমতর ব্যাকুলা হইয়াছি,—দুঃখের অনলে আমার হৃদয় নিরন্তর

দগ্ধ হইতেছে, আহা!—আমি কতক্ষণে সেই প্রিয় সখীর মুখ দেখব? আহা!—কতক্ষণে সাক্ষাৎজনিত-সুখের সলিলে এই দুঃখের অনল শীতল হইবে!—আমার হৃদয়রঞ্জিনী সখী এখন কোথায়? এখন কোথায়?—আমি কোথায় গমন করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

শ্রদ্ধা।

(চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।)

সেই মহাভৈরবীকে দেখিয়া আমার মন এ পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে নাই, আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কদলী তরুর ন্যায় নিরন্তর কেবল কাঁপিতেছে,—সেই ডাকিনী ভৈরবী অতি-ঘোররূপা, ভীষণাকারা,—মূলার মত দন্ত, কুলার মত নখ,—কর্ণে নরকপাল-নির্ম্মিত-কুণ্ডল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুদৃশ্যা, অথচ বিকটবেশা, অনলশিখাবৎ পিঙ্গলবর্ণকেশা। লোলরসনা,—বিবসনা—কি নাসা?—প্রাণনাসা। অনলবাসা খলখল-হাসা,—গভীরভাষা। কি ভয়ঙ্করী,—কি ভয়ঙ্করী?

মৈত্রী।

(শ্রদ্ধাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিতর্ক।)

হাঁ,—ঐ যে, দেখি,—ইনিই আমার সেই প্রিয়সখী শ্রদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মরি মরি,—আহা!—ভয়েতে এখনও কদলির ন্যায় চঞ্চলা—বাহ্যজ্ঞান-বিহীনা,—বুঝি মনে মনে কোনরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই কারণ অন্যমনস্ক থাকাতে আমাকে দেখিতে পান নাই,—যাই অগ্রে আমিই নিকটে যাই। আমি নিজেই গিয়া কথা কই,—মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণটা শীতল হ'ক্।

(সম্মুখে গিয়া গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক।)

হে সখি!—তুমি এত চিন্তিতা,—এত অন্য-মনা, এই আমি তোমার নয়নাগ্রেই রহিয়াছি, তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে একটিবারও দেখিতে পাওনা।

শ্রদ্ধা।

(দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে।)

এই জন্মে পুনর্ব্বার,　তোমায় দেখিব আর,
　এ প্রকার ছিল না ভরসা।
ভৈরবী ভীষণ-বেশে,　ধরিয়া আমার কেশে,
　করিয়াছে দারুণ দুর্দ্দশা॥
ঘাড়ে এসে ধ'রেছিল,　নখাঘাত ক'রেছিল,
　হ'রেছিল জীবন আমার।
নিষ্কাম যে, মহাধর্ম্ম,　ভেদ করি ত'ার মর্ম্ম,
　পদাঘাতে করেছে প্রহার॥
শোন-পাখি যে প্রকার,　দুই করে আপনার,
　ছোঁ, মারিয়া দুই পাখি লয়?
ভৈরবী সে ভাব ধরি,　আমাদের নিলে হরি,
　শূন্য করি সাধুর হৃদয়॥
কোপ-চক্ষে চেয়েছিল,　অতি বেগে ধেয়েছিল,
　খেয়েছিল শরীরের রস।
দাঁত করি কড়মড়,　ক'য়েছে বাক্যের ঝড়,
　কুবচনে কেবল কর্কশ॥
দেহে আগুণের জ্যোতি,　বদন বিকট অতি,
　ঘন ঘোর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
নখ-কুলা, দন্ত-মূলা,　এলোচুলা, গায় ধূলা,
　ভয়ানক ভীষণ আকার॥

মন আর স্থির নয়, এখন' হতেছে ভয়,
খেলে খেলে আবার আসিয়া।
মূর্ত্তিখানা মনে হ'লে, তখনিই পড়ি টোলে,
ভয়ে যায় প্রাণ শুখাইরা।
কাঁপিতেছি থরথর, প্রিয়সখি ধর ধর,
আলিঙ্গন কর একবার।
পোড়ে কাল করতলে, মা বাপের পূণ্যফলে,
কত কষ্টে হয়েছি উদ্ধার॥

মৈত্রী।

(আলিঙ্গন করিতে করিতে অমনি মূর্চ্ছা।)

শ্রদ্ধা।

(মুখে জলের ছিটে দিয়া চেতন প্রদান।)

মৈত্রী।

(শ্রদ্ধার মুখে হাত দিয়া।)

শুনিয়া তোমার কথা, ব্যাকুল হৃদয়।
কোনরূপে মন আর, স্থির নাহি হয়॥
সর্ব্বনাশী ধ'রে প্রায়, করেছে সংহার।
শরীরেতে রস কস, কিছু নাই আর॥
তোমার সুধীর প্রাণ, হয়েছে অধীর।
নখাঘাতে সব গায়, ক্ষরিছে রুধির॥
মরি মরি মুখখানি, গিয়াছে শুখায়ে।
চাঁচর চিকুর চারু, পড়েছে এলায়ে॥
দুকুল অকুল দেখি, কটির বসন।
কালিন্দীর জল যেন, আঁখির অঞ্জন॥
ঘটেছে দশমদশা, এরূপ আকার।
বল বল, কিরূপেতে, হইলে উদ্ধার॥

শ্রদ্ধা।

(চক্ষের জল সম্বরণ পূর্ব্বক।)

সখি,—এই বিষমতর বিপদ-কালে আমারদিগের ঘোরতর রোদন ও চিৎকার শ্রবণে দয়াময়ী বিষ্ণুভক্তি ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটিভঙ্গিমা-ভূষিত আরক্তনয়নে যখন ক্রোধানল-বাণ নিক্ষেপ করিলেন তখন সেই কালভৈরবী বজ্রাঘাতে ভগ্নপর্ব্বতশিলাব ন্যায় গভীর-নাদ ছাড়িতে ছাড়িতে ভূমিতলে চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণত্যাগ করিল,—সখি,—যেমন দৈববলে ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে মৃগী রক্ষা পায়, দেবী বিষ্ণুভক্তির কৃপায় অদ্য সেইরূপ রক্ষা পাইয়াছি।

মৈত্রী।

সজনি,—তাহার পর কি হইল?

শ্রদ্ধা।

মাতা বিষ্ণুভক্তি বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, দুরাচার কামাদি আমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক মহামোহের বশ হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ন্যায়তীত কার্য্যের দ্বারা সংসারে সকলকে অন্ধ করিয়াছে,—জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় না,—অতএব অদ্যই আমি সমুচিত প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক দুরাত্মাদিগে সমূলে নিপাত করিব।—হে বৎসে শ্রদ্ধে! তুমি এখনিই বিবেকের নিকট গমন করিয়া এই কথা কহ "মহারাজ!—কাম ক্রোধাদির পরাজয় নিমিত্ত-সংপূর্ণরূপ উদ্যোগ কর, এই অনুষ্ঠানেই বৈরাগ্য উদ্ভব হইবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই,—কারণ আমি শম, দম, প্রণায়ম

প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা এই দণ্ডেই সমরসজ্জায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে।—আর কহিবে-আমি শ্রীমতী সত্যবাণী এবং শান্তি প্রভৃতির দ্বারা উপনিষদের সহিত মিলন করিয়া প্রবোধ উৎপাদনের জন্য বিলক্ষণ-রূপ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছি,—বিবেক যেন সে বিষয়ে ক্ষণকালমাত্র ব্যাকুল না হন, তাহার সকল সুযোগ হইতেছে, আমি দেবীর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবেকের নিকট গমন করি-তেছি,—হে সখি!—তুমি এখন কি করিবে কহ।

মৈত্রী।

শুন সহচরী!—আমরাও চারি ভগিনী সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর আজ্ঞানুসারে মহারাজ বিবেকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মাগণের হৃদয়ধামে অবস্থান করিতেছি।

এ জগতে সুজন, সদাত্মা, যত আছে।
আমাদের অবস্থান, তাহাদের কাছে॥
সুখি জনে করে সদা, আমার সঞ্চার।
দীন হীন জনে করে, করুণা প্রচার।
পুণ্যশীল জনে করে, মুদিতার যোগ।
কুমতি কুজনে করে, ক্ষমার নিয়োগ॥
স্বভাবে হইলে ধ্যান, এরূপ প্রকার।
কিছুতেই নাই হয়, মনের বিকার॥
নানারূপে যদি হয়; মলিন বিরস।
তথাচ হইবে মন, বিবেকের বশ॥
অতএব আমরা, ভগিনী চতুষ্টয়।
রাজার মঙ্গল হেতু, করি কালক্ষয়॥
বল দিদি, কোথা আমি, করিব গমন।
কোথা গেলে বিবেকের, পাব দরশন॥

শ্রদ্ধা।

লঘুগতিচ্ছন্দ।

বারাণসী নাম। পুণ্যতীর্থ ধাম॥
ভাগীরথী তীর। শীতল সমীর॥
জল সন্নিধান। মনোহর স্থান॥
শিলাময় ঘাট। হয় বেদ পাঠ॥
চক্রতীর্থ যথা। মহারাজ তথা॥
কর্ম্মকাণ্ড বেদ। ঘুচাতেছে খেদ॥
ল'য়ে তা'র মত। হ'য়ে অনুগত॥
ভাবে অনুব্রত। উপাসনা কত॥
উপনিষদের। সহ মিলনের॥
তপস্যা বিশেষ। অস্থি চর্ম্ম শেষ॥
প্রবোধের সেহে। প্রাণ আছে দেহে॥
করহ গমন। পাবে দরশন॥

মৈত্রী।

সখি তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমি তোমার পশ্চাতেই যাইতেছি।

[তদনন্তর মৈত্রী এবং শ্রদ্ধা রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

প্রবেশক।

(রঙ্গভূমিতে মহারাজ বিবেকের শুভাগমন ঘোষণা।)

ওহে কাশীবাসি ধর্ম্মশীল সুজন সকল! তোমরা শীঘ্রই গাত্রোত্থান কর,—ধীর বীর শান্ত দান্ত শ্রীমন্ত মহারাজ বিবেকের শুভাগমন হইতেছে, সকলে জয় জয় শব্দে আনন্দধ্বনি কর, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি কর, মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারে দ্বারে

মন আর স্থির নয়, এখন' হতেছে ভয়,
খেলে খেলে আবার আসিয়া।
মূর্ত্তিখানা মনে হ'লে, তখনিই পড়ি টোলে,
ভয়ে যায় প্রাণ শুখাইরা।
কাঁপিতেছি থরথর, প্রিয়সখি ধর ধর,
আলিঙ্গন কর একবার।
পোড়ে কাল করতলে, মা বাপের পুণ্যফলে,
কত কষ্টে হয়েছি উদ্ধার॥

মৈত্রী।

(আলিঙ্গন করিতে করিতে অমনি মূর্চ্ছা।)

শ্রদ্ধা।

(মুখে জলের ছিটে দিয়া চেতন প্রদান।)

মৈত্রী।

(শ্রদ্ধার মুখে হাত দিয়া।)

শুনিয়া তোমার কথা, ব্যাকুল হৃদয়।
কোনরূপে মন আর, স্থির নাহি হয়॥
সর্ব্বনাশী ধ'রে প্রায়, করেছে সংহার।
শরীরেতে রস কস, কিছু নাই আর॥
তোমার সুধীর প্রাণ, হয়েছে অধীর।
নখাঘাতে সব গায়, ক্ষরিছে রুধির॥
মরি মরি মুখখানি, গিয়াছে শুখায়ে।
চাঁচর চিকুর চারু, পড়েছে এলায়ে॥
দুকুল অকুল দেখি, কটির বসন।
কালিন্দীর জল যেন, আঁখির অঞ্জন॥
ঘটেছে দশমদশা, এরূপ আকার।
বল বল, কিরূপেতে, হইলে উদ্ধার॥

শ্রদ্ধা।

(চক্ষের জল সম্বরণ পূর্ব্বক।)

সখি,—এই বিষমতর বিপদ-কালে আমার-দিগের ঘোরতর রোদন ও চিৎকার শ্রবণে দয়াময়ী বিষ্ণুভক্তি ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটিভঙ্গিমা-ভূষিত আরক্তনয়নে যখন ক্রোধানল-বাণ নিক্ষেপ করিলেন তখন সেই কালভৈরবী বজ্রাঘাতে ভগ্ন-পর্ব্বতশিলাব ন্যায় গভীর-নাদ ছাড়িতে ছাড়িতে ভূমিতলে চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণত্যাগ করিল,—সখি,—যেমন দৈববলে ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে মৃগী রক্ষা পায়, দেবী বিষ্ণুভক্তির কৃপায় অদ্য সেইরূপ রক্ষা পাইয়াছি।

মৈত্রী।

সজনি,—তাহার পর কি হইল?

।

মাতা বিষ্ণুভক্তি বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, দুরাচার কামাদি আমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক মহামোহের বশ হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ন্যায়তীত কার্য্যের দ্বারা সংসারে সকলকে অন্ধ করিয়াছে,—জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় না,—অতএব অদ্যই আমি সমুচিত প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক দুরাত্মাদিগে সমূলে নিপাত করিব।—হে বৎসে শ্রদ্ধে! তুমি এখনিই বিবেকের নিকট গমন করিয়া এই কথা কহ "মহারাজ!—কাম ক্রোধাদির পরাজয় নিমিত্ত-সংপূর্ণরূপ উদ্যোগ কর, এই অনুষ্ঠানেই বৈরাগ্য উদ্ভব হইবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই,—কারণ আমি শম, দম, প্রণায়ম

প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা এই দণ্ডেই সমরসজ্জায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে।—আর কহিবে-আমি শ্রীমতী সত্যবাণী এবং শান্তি প্রভৃতির দ্বারা উপনিষদের সহিত মিলন করিয়া প্রবোধ উৎপাদনের জন্য বিলক্ষণ-রূপ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছি,—বিবেক যেন সে বিষয়ে ক্ষণকালমাত্র ব্যাকুল না হন, তাহার সকল সুযোগ হইতেছে, আমি দেবীর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবেকের নিকট গমন করিতেছি,—হে সখি!—তুমি এক্ষন কি করিবে কহ।

মৈত্রী।

শুন সহচরী!—আমরাও চারি ভগিনী সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর আজ্ঞানুসারে মহারাজ বিবেকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মাগণের হৃদয়ধামে অবস্থান করিতেছি।

এ জগতে সুজন, সদাত্মা, যত আছে।
আমাদের অবস্থান, তাহাদের কাছে॥
সুখি জনে করে সদা, আমার সঞ্চার।
দীন হীন জনে করে, করুণা প্রচার।
পুণ্যশীল জনে করে, মুদিতার যোগ।
কুমতি কুজনে করে, ক্ষমার নিয়োগ॥
স্বভাবে হইলে ধ্যান, এরূপ প্রকার।
কিছুতেই নাই হয়, মনের বিকার॥
নানারূপে যদি হয়; মলিন বিরস।
তথাচ হইবে মন, বিবেকের বশ॥
অতএব আমরা, ভগিনী চতুষ্টয়।
রাজার মঙ্গল হেতু, করি কালক্ষয়॥
বল দিদি, কোথা আমি, করিব গমন।
কোথা গেলে বিবেকের, পাব দরশন॥

শ্রদ্ধা।

লঘুগতিচ্ছন্দ।

বারাণসী নাম। পুণ্যতীর্থ ধাম॥
ভাগীরথী তীর। শীতল সমীর॥
জল সন্নিধান। মনোহর স্থান॥
শিলাময় ঘাট। হয় বেদ পাঠ॥
চক্রতীর্থ যথা। মহারাজ তথা॥
কর্ম্মকাণ্ড বেদ। ঘুচাতেছে খেদ॥
ল'য়ে তা'র মত। হ'য়ে অনুগত॥
ভাবে অনুব্রত। উপাসনা কত॥
উপনিষদের। সহ মিলনের॥
তপস্যা বিশেষ। অস্থি চর্ম্ম শেষ॥
প্রবোধের স্নেহে। প্রাণ আছে দেহে॥
করহ গমন। পাবে দরশন॥

মৈত্রী।

সখি তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমি তোমার পশ্চাতেই যাইতেছি।

[তদনন্তর মৈত্রী এবং শ্রদ্ধা রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

প্রবেশক।

(রঙ্গভূমিতে মহারাজ বিবেকের শুভাগমন ঘোষণা।)

'ওহে কাশীবাসি ধর্ম্মশীল সুজন সকল! তোমরা শীঘ্রই গাত্রোত্থান কর,—ধীর বীর শান্ত দান্ত শ্রীমন্ত মহারাজ বিবেকের শুভাগমন হইতেছে, সকলে জয় জয় শব্দে আনন্দধ্বনি কর, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি কর, মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারে দ্বারে

সুশীতল জাহ্নবী সলিলে কলস সকল পূর্ণ করিয়া তাহাতে শ্যামল আম্রশাখা স্থাপিত কর।— মহারাজের কুশল কামনায় যথাবিধি জপ কর, তপ কর। যাগ কর,—স্বস্ত্যয়ন কর।

মহারাজ কি জয়! মহারাজ কি জয়!!

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল আড়া।

ভবে বৃথা জন্ম তা'র, মিছে ধরে নরাকার।
ভবে বৃথা জন্ম তা'র।
যা'র মনে নাহি করে, বিবেক বিহার॥
যদি চাও চিরপদ, ভাবে হও গদগদ,
ছাড় অভিমান মদ, দ্বেষ, অহঙ্কার॥
মোহ মদে হ'য়ে মত্ত, ভুলিয়া পরমতত্ত্ব
তত্ত্বের না জেনে তত্ত্ব, তত্ত্ব কর কার?
তত্ত্ব তত্ত্বে পড় টোলে, ভক্তিরসে যাও গোলে,
সে তত্ত্বের তত্ত্বী হ'লে, তত্ত্ব নাই আর।
আপনার নহে কেহ, কা'র প্রতি কর স্নেহ,
তুমি কা'র, কা'র দেহ, কররে বিচার॥
মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র ধরি,
কাম আদি যত অরি, করহ সংহার॥

(মীমাংসানুগতামতির সহিত মহারাজ বিবেকের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

বিবেক।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কোথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
কতদিনে হীন হীনে, হইবে সদয়॥
ঘোরতর মনোরোগ, কতই করিব ভোগ,
সুখের সুযোগ যোগ, কখন' না হয়।
বিষয়-বাসনা-রস, পরিহরি একাদশ,
যদি এসে হয় বশ, তবে কা'রে ভয়॥
হ'য়ে মন আজ্ঞাচারী, প্রবৃত্তির আজ্ঞাধারী,
রিপুদের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী নয়।
কল্পনার সিংহাসনে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,
কেমনে হইবে মনে, বৈরাগ্য উদয়॥
না জেনে আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়া নিত্য,
বিষম বিকল চিত্ত, সকল সময়।
করি এই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজবোধ,
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, করি পরাজয়॥

হে পরমাত্মন্!—তুমি আমার পিতার পিতা, পিতামহ, আমার পিতা মন তোমার পুত্র,— হে নাথ! অনুকম্পা পূর্ব্বক স্বীয় সুত সেই মনকে মোহপাশ হইতে মুক্ত কর,—মনের সকল ভ্রান্তি হর।—হে পিতামহ!—যিনি পিতামহ, তিনি যে সকল বাক্যে তোমার বর্ণনা করিয়াছেন।—সেই সমুদয় শ্রুতিবাক্য প্রতি নিয়তই আমার শ্রুতিপথে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আমি তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারি না, তুমি অনুকূল হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। বিমাতাসুতেরা পিতাকে বশীভূত করত অতিশয় ভ্রান্ত ও মলিন করিয়াছে, তিনি স্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন। তোমার অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমি কোনক্রমেই প্রবল শত্রু মহামোহকে পরাজয় পূর্ব্বক পিতৃবন্ধন মোচন করিতে পারিব না।—অতএব প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও! আমি কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়া তোমার পরল-প্রেম লাভ করিব আমাকে তাহার সদুপদেশ কর।

জয় জয় জগন্নাথ, জগতের সার।
একমাত্র তুমি বিভু, অন্য নাই আর॥
অপরূপ ভূতময়, অখিল-সংসার।
তোমার প্রভাবে নাথ, হ'য়েছে প্রচার॥
ভূতাতীত ভূতনাথ, তুমি নিরাধার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, সর্ব্বমূলাধার॥
অনিত্য ভূতের দেহ, দিয়াছ আমার।
ভূত সেজে বেড়াতেছি, ভূতের মেলায়॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অভিভূত, কত হ'ব আর॥
এ ভূত অদ্ভুত অতি, স্বভাবে সম্ভব।
ভিতরে বাহিরে ভূত, ভূতময় সব॥
একভাবে নানা ভাব, ভাবে সমভাব।
কে করিবে অন্যভাব, স্বভাব স্বভাব॥
ভাবিতে ভাবিতে হয়, ভাবের অভাব।
অভাবে আবার কত, ভাবের প্রভাব॥
অভাব, স্বভাব, ভাব, ভাবিবার নয়।
যত ভাবি, তত ভাবে, ভাবের উদয়॥
ভেবে ভেবে স্থির ভাব, না পাই বিশেষ।
ভাবের ভাবনা করি, আয়ু হ'লো শেষ॥
মিছে কেন ভাবি ভাবি, ভবের ব্যাপারে।
ভবভাবি, তব ভাবি, কে হইতে পারে॥
ভাবের অতিত ভাবি, তুমি ভাবময়।
সভাবে স্বভাব হ'ক, তোমাতেই লয়॥
একভাবে এক ভাব, অন্তরেই রয়।
আর যেন কোন ভাব, ভাবিতে না হয়॥
ভাবহীনে কৃপা কর, করুণা নিধান।
ভাবের ভেদক হ'য়ে, ভাব কর দান॥

জানিতে না পারি কিছু, কি আছে কপালে।
মোহিত হ'য়েছে মন, জগদিন্দ্রজালে॥
মোহিনী-মায়ার খেলা, মহামোহকর।
কিছু তার নাহি হয়, জ্ঞানের গোচর॥

কেমন কৌতুকে এঁটে, কুহক-কপাট।
ভব-হাটে, কত ঠাটে, করিতেছে নাট॥
বাহিরের নাট শুধু, দেখিয়া বেড়াই।
ভিতরে কি আছে তা'র, দেখিতে না পাই॥
বিনা খিলে, কি কৌশলে, রাখিয়াছে এঁটে।
সাধ্য নাই, ঘরে যাই, সে কপাট কেটে॥
অসারে ভাবিয়া সার, মিছে করি শোর।
দেখিতে দেখিতে বাজী, বাজী হ'ল ভোর॥
বপুবাসে, রিপুচোর, হইয়া প্রবল।
হরণ করিল সব, যে ছিল সম্বল॥
একে একে সমুদয়, হ'য়ে গেল ক্ষয়।
পরমার্থ পুরুষার্থ, আর নাহি রয়॥
দীনহীনে দয়া কর, দীন দয়াময়।
আর যেন পাপ তাপ, ভুগিতে না হয়॥
কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ, করিয়া ছেদন।
মোচন করিয়া, দেহ, মায়ার বন্ধন।
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই, বিনা সূত্রে বাঁধা।
দেখিতে না পাই কিছু, লাগিয়াছে ধাঁধা॥
বাঁধা পোড়ে, ধাঁধা ভোগ, কেন করি আর।
মোচন করিয়া দেহ, লোচনের দ্বার॥
আপনি আপন দেখে, করি নিজ-হিত।
রিপুভাব ঘুচে যাক্, রিপুব সহিত॥

দেহে যেন আত্মভাব, নাহি থাকে আর।
আর যেন নাহি করি, আমার আমার॥
এ দেহ, আমার নয়, আমি নই দেহ।
ভ্রম পাশে বদ্ধ হ'য়ে মিছে করি স্নেহ॥
আমি কা'র, কা'র দেহ, বিচার না করি।
মোহ মদ, পান ক'রে, অভিমানে মরি॥
ভূতের ভবন দেহ, দেহ এই জ্ঞান।
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান॥
দেহের গরবে করি, মিছে অহঙ্কার।
শরীর, আমার কই, আমি কই তা'র॥

আমি কই, আমি কই, নাহি হয় স্থির।
কিরূপে হইবে তবে, আমার শরীর॥
না চিনিয়া আপনারে, করি অভিমান।
আপনি আপন বোধে, হ'তেছে প্রধান॥
আমি শুচি, আমি জ্ঞানী, ধর্ম্মশীল আমি।
ধনে মানে বড় আমি, অনেকের স্বামী॥
এইরূপে তত্ত্বহীন, মত্ত হ'য়ে মদে।
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে॥
জাতি, ধর্ম্ম' বড়, ছোট, ভেদাভেদ নাই।
তোমার নিকটে নাথ, সমান সবাই॥
আত্মবোধ, না হইলে, কিছু নাহি হয়।
অজ্ঞানে কিরূপে পাব, আত্ম পরিচয়॥
একে আমি অন্ধ, তাহে, ঘোর অন্ধকার।
কেমনে নেত্রের জ্যোতি, হইবে প্রচার॥
হৃদাকাশে রবিরূপে, উদয় হইয়া।
বাসনা রজনী দেহ, প্রোভাত করিয়া॥
অবিদ্যার অন্ধকার, দূর হ'বে তায়।
মনের মন্দিরে আমি, দেখিব তোমায়॥

তুমি আমি দুই পাখি, এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব, না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি, ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে, নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার, কব কা'র কাছে।
এমন আশ্চর্য্য নাকি, আর কোথা আছে।
বলহীন হইতেছি, আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া, তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি, তথাচ অস্থির।
কিরূপেতে অনাহারে, আছ তুমি স্থির॥
প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম, সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে; কি হইবে ফল॥
এই ভাবে কত কাল, হারাইব বল।
কতকাল ভোগ হবে, এ গাছের ফল।
দীনের সকল দিন, যায় ক্ষণে ক্ষণে।
দিন, দিন, দীননাথ, দীন-হীন জনে॥
কতদিন রব আর, কত দিন রব।
কতদিন করিব হে, আমি, আমি, রব॥
চরণ করিয়া দেহ, হরণ আশায়।
মরণ বরণ করি, ডাকিছে আমায়॥
কখন্ নয়ন মুদে, করিব শয়ন।
এখন্ তখন্ নাই, কি হয় কখন॥
শরীরে যতন করি, রতন ভাবিয়া।
পতন হইলে যাব, কোথায় চলিয়া॥
তখন এ ভাবে তুমি, আমায় কি পাবে।
দেখিতে দেখিতে সব, শেষ হ'য়ে যাবে॥
পাইলে আপন কাল, কাল লবে হ'বে।
মিছে কেন মরি আর, হাহাকার ক'রে॥
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
তোমায় না ভেবে করি, মিছে পরিক্রম।
অজর, অমর, আমি, মনে এই ভ্রম॥
সম্পদ সম্ভোগ সুখ, স্বপনের প্রায়।
না বুঝিয়া মিছামিছি, করি হায় হায়॥
বিকসিত ফুল সম, দেহের আকার।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা, পরে নাই আর॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ি কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন কি হয়॥
আকাশে চপল-খেলা, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ, এই দেহে, আয়ুর সঞ্চার॥
এই দেহ, এই প্রাণ, তোমারিতো সব।
মরণ বারণ করা, সাধ্য নাই তব॥
সকলি সৃজন কর, নাশ কর তুমি।
সাগর শোষণ করি, জল কর ভূমি॥
গগন আচ্ছন্ন করে, যেই ধরাধর।
সে ভূধর কালে হয়, ধূলাতে ধূষর॥
ধরাধর নাম তা'র, আর নাহি রয়।
ধরাধরে, ধরা ধরে, পাতিয়া হৃদয়॥

কোথা বিধি কোথা বিষ্ণু, কোথা কৃত্তিবাস ॥
সমুদয় দেবাসুর, করিয়াছ নাশ ॥
কে বুঝিবে তোমার এ, ভাঙ্গা গড়া ক্রিয়া।
গহন দহন কর, দাবানল দিয়া ॥
এক ভাঙ্গ', আর গড়' কত যোগে যোগ।
গেল না তোমার এই, ভাঙ্গা গড়া রোগ ॥
ভাঙ্গ' ভাঙ্গ', গড় গড়, ইচ্ছা যাহা হয়।
সকলি তোমার ইচ্ছা, তুমি ইচ্ছাময় ॥
মোরে যদি বেচে আসি, থাকে জ্ঞানযোগ।
তবেতো জানিতে পারি ভাঙাগড়া রোগ ॥
যাহা গড়, তাই ভাঙো, পুন কর তাই।
ভাঙ্গা গড়া দেখে হ'ল, ভাঙ্গাগড়া বাই ॥
একরূপে, একরূপ, কার' নয় স্থির।
কেহ বা তোমার গড়ে, প্রণব শরীর ॥
যাহার মনের ভাব, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপে গড়ে সেই, তোমার আকার ॥
আকার তোমার নাই, তুমি নিরাকার।
কল্পনায় করে জীব, আকার স্বীকার ॥
অভিকচিমত কত, মন্ত্র তায় পড়ে।
পূজিয়া তোমায় সবে, ভাঙ্গে আর গড়ে ॥
ধরাধামে এইরূপ, উপাসক যত।
কল্পনায় অপরূপ, রূপ করে কত ॥
যেরূপে যে ভাবে যেই, করে উপাসনা।
সে ভাবেতে তুমি তা'র, পূরাও বাসনা ॥
তোমাতে রাখিয়া মন, পূজুক্ পুঁতুল।
সাধনায় সিদ্ধ হ'বে, কিছু নাই ভুল ॥
কার' মনে সূক্ষ্ম ভাব, কার' মনে স্থূল।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয়, সকলের মূল ॥
নানা-শাস্ত্রে উক্তি আছে, যুক্তি কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে, মুক্তি পায় সেই ॥
তুমি হে ভক্তের ধন, ভক্তাধীন নাম।
কেহ বলে হরি, হর, কেহ বলে রাম ॥
স্বরূপ, কিরূপ, তুমি, নাহি যায় জানা।
দেশে দেশে মতে মতে, নাম তাই নানা ॥

কেহ কহে, জগতের পিতা, তুমি ধাতা।
কেহ কহে, ব্রহ্মময়ী, জগতের মাতা ॥
মাতা হও, পিতা হও, যে হও সে হও।
ফলে তুমি, একমাত্র, তুমি ছাড়া নও ॥
তরু, খাট, শয্যা আদি, অশেষ প্রকার।
পৃথিবী একাকী হন, সবার আধার ॥
কত কত নদী নদ, দেখি কত স্থলে।
সকলি মিশেছে গিয়া, জলধির জলে ॥
সেইরূপ বাঁকা, সোজা, নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে, আগে আর পাছে ॥
নানারূপ মত বটে, তুমি, এক, স্থির।
বহু বর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর ॥
কিছু নাহি মানে সেই, তোমায় যে মানে।
কিছু নাহি জানে সেই, তোমায় যে জানে ॥
রসনায় ঘৃতের, আস্বাদ যেই ধরে।
সেতো আর, ঘোল খেয়ে, গোল নাহি করে।
কমলের মধু খেয়ে, মন যা'র ভুলে।
সে কি আর, উড়ে যায়, শিমুলের ফুলে ॥
আনন্দ-কাননে যা'র, মন পাখি চরে।
কানন ভ্রমণে সে কি, আশা আর করে?
পরম পীযূষ রস, সুখে যেই খায়।
বিষম বাসনা বিষ, সে কি আর চায়?
মন যা'র সুশোভিত, প্রেম-হেম-হারে।
কুবেরের ধনে নাহি, মুগ্ধ করে তা'রে ॥
শান্তির সলিলে যা'র, শীতল শরীর।
সে কি আর খেতে চায়, নীরদের নীর ॥
সন্তোষের সমীরণ, লাগে যদি গায়।
প্রয়োজন কিছু নাই, তালের পাখায় ॥
সাধু সহ বাস যা'র, হয় একবার।
বসৎ অসৎপুরে, সে করে না আর ॥
প্রত্যয় পরম ধন, সর্ব্ব মূলাধার।
মনের মন্দিরে যেন, বাস হয় তা'র ॥
কিরূপ আকারে আমি, গড়িব তোমায়।
কি বচনে মন্ত্র পড়ি, ফুল দিব পায় ॥

গূঢ় ভাব নাহি পাই, আমি মূঢ়মতি।
প্রকাশ করহ নিজ, পূজার পদ্ধতি॥
মনোময়-রূপ, তুমি, করহ ধারণ।
নয়ন মুদিয়া আমি, করি দরশন॥
তাহাতে যেরূপ হ'বে রূপের সঞ্চার।
স্বরূপ সেরূপ রূপ, জানিব তোমার॥
তাহাতে যে ভাবে হ'বে, ভাবের সঞ্চার।
সেই ভাবে পূজা আমি, করিব তোমার॥
কোথায় বসাব, নাহি, ভেবে পাই মনে।
বোস বোস বোস মম, হৃদয়-আসনে॥
বনফুলে বিধি নয়, তোমার অর্চ্চন।
মন্ খুলে, মন-ফুলে পূজিব চরণ॥
কেমনে পূজিব আমি, দিয়ে গঙ্গাজল।
ভক্তি-জলে পূজা করি, চরণ কমল॥
শ্রদ্ধারূপ-চন্দনেতে, চর্চ্চিত করিয়া।
মানসে পড়িব মন্ত্র, নীরব হইয়া॥
শাঁক, ঘণ্টা, কাঁশর, প্রভৃতি দিয়া ফেলে।
আবতি তোমায় করি, জ্ঞানদীপ জেলে॥
ছয় রিপু বলি দিই, লহ লহ ভোগ।
অভোগের ভোগ এই, দূর কর ভোগ॥
প্রেমের আগুন তব' বিগুণ কি তায়।
জীবন আহুতি দিলে, পূজা হ'বে সায়॥
আজ্ মরি, কাল্ মরি, কিম্বা মরি যবে।
নিশ্চয় মরিতে হ'বে, থাকিব না ভবে॥
এ অবধি যদবধি, মরণ না হয়।
তদবধি, মন যেন, তোমাতেই রয়॥
যখন যে রূপে আমি, যেখানেতে রই।
তিল অধো তোমা ছাড়া, যেন নাহি হই।
যদ্যপি ঘুমায়ে রই, মুদিয়া নয়ন।
স্বপনে তোমায় যেন, করি দরশন॥
ঘুমায়ে ঘুমায়ে যেন, জপি তব নাম।
ক্ষণমাত্র নাহি হয়, জপের বিশ্রাম॥
দিনে, রেতে, জাগরণে, যতক্ষণ যায়।
অন্তর বাহিরে শুধু, হেরিব তোমায়॥
অন্য আলাপন, যেন, না করিতে হয়।
করিব তোমার ধ্যান, সকল সময়॥
যে সময়ে, দেহে, প্রাণে, হইবে বিচ্ছেদ।
সে সময়ে মনে যেন, নাহি থাকে খেদ॥
জ্ঞানেতে তেজিব প্রাণ, আনন্দিত হ'য়ে।
হাসিতে হাসিতে যা'ব, তব নাম ল'য়ে॥
আমার সরল মন, করিয়া অমল।
মরণ সময়ে দিয়ো, চরণ কমল॥

পতিত পাবন নাম, করেছ ধারণ।
পতিতে পবিত্র কর, পতিত পাবন॥
অতীত হ'তেছে কাল, না পাই ভাবিয়া॥
কত দিন রব আর, পতিত হইয়া।
পতিত বলিয়া যদি, ঘৃণা করা হয়।
বল তবে কিসে এই, পাপ হ'বে ক্ষয়।
রাখ রাখ, ঠেলে রাখ, তাহে নাই খেদ।
কিসে পাপ, কিসে পুণ্য কিসে পাব ভেদ॥
ঠেলা যেন নাহি হই, মানব সভায়।
যদ্যপি ঠেলিতে হয়, তুমি ঠেলো পায়॥
তুমি যদি পায়ে ক'রে ঠেলো একবার।
তবে সব পাপ তাপ, ঘুচিবে আমার॥
পরিত্রাণ পতিতে, না, কর যদি ভবে।
পতিতপাবন নাম, কেহ নাহি লবে॥
রাখ রাখ রাখ নাথ, নামের গৌরব।
ফুটুক্ করুণাফুল, ছুটুক্ সৌরভ॥
"অপরাধ তরু" যেন, নাহি ফলে আর।
কর কর কর তা'রে, সমূলে সংহার॥
পাপ-কাঁটাবন ভরা, কলেবর ভূমি।
ভিতরের যত কিছু, সব জান তুমি॥
যেন আর পাপ পথে, নাহি হই রত।
ক্ষমাকর, ক্ষমাকর, অপরাধ যত॥
তব নাম অনল, উঠুক্ মুখ ফুঁড়ে।
পাপরূপ তৃণরাশি, ছাই হ'ক্ পুড়ে॥

আধি-ব্যাধি- বিমোচন, সত্য সনাতন।
মনের সকল পীড়া, কর নিবারণ ॥
লোভজ্বরে জর জর, মানস আমার।
সমভাবে সদা তা'র, ভোগের সঞ্চার ॥
আপনার পূর্ব্বভাব, বলিতে না পারে।
একেবারে অভিভূত, মায়ার বিকারে ॥
ঘোর অহঙ্কার দাহ, দহিছে হৃদয়।
ধনাগম আশাতৃষা, কৃশা নাহি হয় ॥
কামনা কুপথ্যে আরো, বাড়িছে বিলাপ।
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয়, প্রবৃত্তি প্রলাপ ॥
মমতা মোহের ঘোরে, অচেতন হয়।
থেকে থেকে প্রলাপেতে, ভুল কথা কয়।
এই জ্বরে, লঙ্ঘনের, কথা শুনে হাসে।
গুরু বাক্য "লঙ্ঘন,, সে, করে অনায়াসে।
সত্যের সুপথ্যে তা'র, রুচি নাহি যায়।
কেবল কুপথ্য করি, যাতনা বাড়ায় ॥
পীড়ায় কাতর হ'য়ে জ্ঞানহীন মন।
বিষয়-বাসনা-বিষ, করিছে ভোজন ॥
ছট্ ফট্ করে যত, বিশের জ্বালায়।
ততই পিপাসা বাড়ে, ঘটে ঘোর দায় ॥
প্রণিপাত, করি নাথ, চরণে তোমার।
মনের এ রোগ, ভোগ, কত সহে আর ॥
তুমিতো দিখিছ সব, অন্তরেতে র'য়ে।
মনোরোগে দূর কর, বৈদ্যরাজ হ'য়ে ॥
শান্তি-জল দেও তা'রে, তৃপ্ত হ'য়ে থাবে।
ধনাগম আশা তৃষা, কৃষা হ'য়ে যাবে।
শান্তি রসামৃত যদি, খায় একবার।
বাসনা বিষের জ্বালা, রহিবেনা আর ॥
আত্মবোধ বটিকায়, জ্বরত্যাগ হ'বে।
মমতা মোহের ঘোর, আর নাহি র'বে ॥
তখনি কাটিয়া যা'বে, মায়ার বিকার।
অভিমান দাহ তবে, কোথা র'বে আর ॥
বিবেক-বটিকা-রস, করিলে সেবন।
কামনা কুপথ্য তা'র, হ'বে নিবারণ ॥

নিবৃত্তির রসে যাবে, প্রবৃত্তি প্রলাপ।
সত্যের সুপথ্যে যাবে, সকল বিলাপ ॥
মনের এ মহারোগ, নাশ যদি হয়।
তবেই করিব আমি, ত্রিভুবন জয় ॥
এই মন যদি হয়, মনের মতন।
মনের মতন তবে, পাইব রতন ॥
নিত্য পাব, নিত্য-সুখ, ভাবনা কি আর।
আনন্দে আনন্দপুরে, করিব বিহার ॥
গদ-গদ ভাব-ভরে, পড়িব হে ঢ'লে।
তব নামামৃত রসে, মন যাবে গ'লে ॥
অন্তর অন্তর তুমি, হইবেনা আর।
নিরন্তর রবে নাথ, অন্তরে আমার ॥
কিছুই না চাই আর, কিছুই না চাই।
হৃদি-দোলমঞ্চে তুলে, তোমায় নাচাই ॥
ভাবময় হ'য়ে ধর, মনোময়-কায়।
নাচিতে নাচিতে তুমি, নাচাও আমায় ॥
জীবে করি শিব দান, বাঁচাও বাচাও।
না চাও নাচিতে যদি, আমায় নাচাও ॥
বাহ্যভাব গ্রাহ্য যেন, নাহি হয় মনে।
নৃত্য করি, নিত্য-সুখে, নিত্য-নিকেতনে ॥
অভিলাস নগরেতে, নাহি আর আশ।
দ্বেষহীন দেশে গিয়া, সুখে করি বাস ॥
রোগ, শোক, পাপ, তাপ, কিছু নাই তথা।
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা ॥
সত্যের সদন সেই, অহিত-রহিত।
সুখের সাক্ষাৎ হ'বে, তোমার সহিত ॥
অসতের বসতের, নহে সেই বাস।
কোনকালে নাহি বহে, দুখের বতাস ॥
ভেদাভেদ নাই তথা, বিচার আচার।
সর্ব্বজীবে সমভাব, সদা সদাচার ॥
একাকার নাই তথা, সব একাকার।
একাকারে এক হ'য়ে, করিব বিহার ॥
নাহি রবে, আমি আমি, আমার আমার।
তোমায়, তোমায়, দিয়া, হইব তোমার ॥

বলিবার কথা আর, নাহিক বিশেষ।
একেবারে সমুদয়, করিলাম শেষ ॥
মন যেন আর নাহি, পাপ পথে ধায়।
থাকো থাকো হৃদয়েতে, রাখো রাখো পায়

মীমাংসানুগতানতি।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

একমেবা দ্বিতীয়ম্, এই জেনো সার।
এক বিনা নিত্যময়, কিছু নাই আর ॥
ভ্রমে কেন ভ্রম মন, কোথা কর অন্বেষণ,
র'য়েছে পরম ধন, ঘরেতে তোমার।
স্মৃতি, শ্রুতি, যত বল, ন্যায় সাংখ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত সিদ্ধান্ত-স্থল, হ'বে কি প্রকার ॥
করি বাক্য প্রতিপন্ন, কর শাস্ত্র তন্ন তন্ন,
তবু কভু সুসম্পন্ন হবেনা বিচার।
কেহ বা প্রণব কয়, কেহ কয় শব্দময়,
ইথে ব্রহ্ম পরিচয়, ক'বে হয় কা'র ॥
বাক্য মনোগম্য নয়, বর্ণে কি বর্ণনা হয়,
কিরূপ, কিরূপ রূপ, করিব স্বীকার।
ভুতময় সমুদয়, অকাট্য যাহারে কয়,
স্বভাবের শাস্ত্র হয়, নিখিল-সংসার ॥
নয়ন র'য়েছে তব, দেখ দেখ এই ভব,
এখনি হইবে সব, সংশয় সংহার।
তর্কপথে কেন রও, শাস্ত্র পোড়ে মর্ম্ম লও,
ভাবের ভাবিক হও, ভাব আছে যা'র ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
ভাবগ্রাহী ভগবান, ভাবের আধার ॥
ভ্রমদোলে কেন দোলো, সার পথ কেন ভোলো,
মনের মন্দিরে খোলো, বিশ্বাসের দ্বার।
যাবে নিত্য নিকেতনে, পাবে সেই নিত্যধনে,
এক ভাবে এক মনে, ভজ একবার ॥

হে জগদীশ্বর ?—এই সকল জীব তোমার যথার্থতা বোধে বঞ্চিত হইয়া মায়াঘোরে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে।—শাস্ত্রালাপ পূর্ব্বক বিদ্যার অনুশীলনে শতকোটি বর্ষ পরমায়ু ক্ষয় করিলেও আমরা এই বন্ধনে অব্যাহতি পাইতে পারিব না। অতএব অনুকূল হও।—নিজবোধ বিতরণ কর।

হে করুণাপূর্ণ পরম পরাৎপর পরমেশ্বর! আমার প্রতি সদয় হও, কৃপা বিতরণ কর, শরীরে স্বাস্থ্য দেও।—রোগ শোক নাশ কর, প্রতিক্ষণেই যেন তোমাকে স্মরণ করি। প্রচুর দান-প্রাপ্ত হইয়া প্রদাতার হস্ত স্মরণ না করিলে অকৃতজ্ঞ পামর জনের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।—অতএব আমি যেন তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ না হই, তুমি সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের একমাত্র কারণ, তুমি এই অপরিচ্ছিন্ন কালকে যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি, বারে বিভক্ত করিয়াছ, ইহাতেই অপরিচ্ছিন্ন কাল পরিচ্ছিন্নরূপে পরিগণ্য হইতেছে। আহা! সাধু সাধু!—তুমি কি এক অভাবনীয় মহদুপায়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণের পরস্পর সংগ্রাম ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমুহের মধ্য দিয়া এই জগতের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, হে নাথ! আমি অতি মূঢ়, জ্ঞানহীন, তোমার এই ভবকার্য্য অবধার্য্য করি, এমত শক্তি কিছুই নাই, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক!—আমি আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা করিনা, যেন তোমাকে জানিতে পারি।—আমি আর কোন অভিমানের প্রত্যাশা করিনা, যেন তোমার অভিমানে অভিমানী হই। আমি আর কাহারও আশা করি না, কেবল তোমারি

আশা করি। আমি আর কাহারও ভরসা করিনা, কেবল তোমারি ভরসা করি। আমি আর কোন সঙ্গের প্রার্থনা করিনা, কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী হইতেই প্রার্থনা করি।

হে ভক্তবৎসল ভগবান্! যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তোমার ভজনা করে, অন্য সকল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারি উপাসনা করে, সকল আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ তোমারি শরণাগত হয়, তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিমলানন্দ প্রদান কর, তাহার সকল সন্তাপ হরণ কর, তাহাকে মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত সুখে সুখী কর! ধীরাজ হইয়া তাহার হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিয়া অমূল্য ধন চরণ-রত্ন বিতরণ কর।—আমি ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করণের অভিলাস করি, কিন্তু কি করি,—মানস করি, মানস করিকে শাসন করি, ফলে সে করী প্রবোধপাশে বদ্ধ হয় না।—জ্ঞানাঙ্কুশে বশ হয় না, আমি মনকে স্থির করণে অশক্ত হওয়াতে অভিমান মদে নষ্ট হইতেছি, কষ্ট পাইতেছি। হে নাথ! আমার প্রতি অনুকূল হইয়া প্রমত্ত মনের মত্ততারোগ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ প্রদান কর।—তোমার করুণা ভিন্ন আমি কোনমতেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিবনা। তত্ত্বসুধায় বঞ্চিত করিয়া আমাকে আর কেন বিষয়-বিষে জর জর কর? এই অসার সংসারকে সার ভাবিয়া আমি আর কতকাল অনর্থক কাল হরণ করিব? এদিকে যত দিনের শেষ হইতেছে।—অতএব আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না, আমাকে মহারত্ন প্রদান কর, আর যেন সামান্য ধনের তৃষ্ণায় কাতর হইতে না হয়।—হে পুরুষোত্তম! আমি গৃহাভাবে মহারণ্যে তরুতলে, গিরিগহ্বরে বাস করি, বালুকাময় সমুদ্রতীরে ধূলি শয্যায় শয়ন করি, অন্নাভাবে গলিত-পত্র ভোজন করি, বারিদ-বদন-বিনির্গত-জীবন ধারণ করি, বিবসন হইয়া হিংস্র জন্তু সকলের প্রতিবাসী হই, ঐশ্বর্য্য-পূরিত-কোলাহলময় লোকালয়ের সুখ হইতে এককালেই বঞ্চিত হই; সে আমার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইবে, তথাচ যেন অনর্থজনক অর্থমাদকে মত্ত হইয়া পরমার্থপথ বিস্মৃত না হই, তোমার পরম প্রসঙ্গাধীন যে আনন্দ, সেই আনন্দই আনন্দ, অপর আনন্দ আনন্দই নহে। তোমার সাধনা করিয়া যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও মহা মঙ্গলের আধার বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তোমার ভজনাভাজন না হইয়া যদি ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হই তাহাকে সৌভাগ্য না বলিয়া দুর্ভাগ্য রূপেই গণ্য করিব, কারণ তুমিই সর্ব্বস্য ধন, নিধনের ধন, সাধনের ধন পরমধন।—যে মনুষ্য একান্তচিত্তে এই পরম-ধনের প্রার্থনা করে, সে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনকে তৃণ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করে।—যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তোমার নামামৃত পান করে, তাহার কি আর সামান্য সুধার ক্ষুধা থাকে?—যে ব্যক্তি মনকে সরল করিয়া সন্তোষসাগরে অবগাহন করে, তাহার কি আর ক্ষিরোদসমুদ্রের ক্ষীর সেবনের বাসনা থাকে?—যে ব্যক্তি শান্তি সমীরণে মনকে শীতল করিয়াছে, তাহার কি আর মলয়ানিলের শীতলতা সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে?—যে ব্যক্তি করুণাকুসুমের সুগন্ধে আমোদিত হয়, তাহার কি আর বন-শোভাকর কুসুমবাসের আমোদের আশা থাকে?—যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুরে আনন্দ-মন্দিরে বসতি করে, তাহার মনে কি আর কখনও কনকাদি রত্নরাজী রাজিত-পুর মধ্যে প্রবেশ করণের প্রত্যাশা থাকে?—যাহার মনের শরীর বৈরাগ্যবসনে আচ্ছাদিত ও ভক্তি

ভুষায় ভূষিত হইয়াছে, তাহার কি আর কখন চারুবিচিত্র পট্টবস্ত্র এবং মাণিক্যাদি রত্নভুষার আশা থাকে?—সেই ব্যক্তিই সাধু ও সত্যসুখে সুখী, তাহার আর কোন বিষয়ের স্পৃহা থাকে না, সে বিবেকের বলে রিপু সকলকে শাসন করিয়া অন্তঃকরণের আসন পবিত্র করে।

হে আধিব্যাধিবিমোচন সনাতন! আমি তোমার নিকট কেবল শারীরিক পীড়ার সুস্থতার নিমিত্তেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি এমত নহে, মানসিক পীড়ার প্রতীকারার্থই অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।—তুমি মহারাধিরাজ কবিরাজ বৈদ্যরাজ হইয়া অনুকম্পা-রূপ ঔষধ দ্বারা দৈহিক পীড়া নাশ করত মহাবৈদ্যের ভয়-ভঞ্জন করণের পূর্ব্বেই আমার মনের পীড়া দূর কর, আমি মানসিক পীড়াতেই অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, একখানা নয়, ছয়খানা রোগ, তাহার উপর আবার অশেষ প্রকার উপসর্গ ভোগ করিতে হয়, আমার নিকট মূল ঔষধ কিছুই নাই, দুই একটা মুষ্টিযোগ প্রযোগ করিয়া কতই করিতে পারিব? কারণ খলের দোষে প্রতিক্ষণেই ফলের দোষ হইতেছে।—অধুনা অসারে জলসার এবং মহৌষধ "মৃতুঞ্জয়" ও "চিন্তামণিরসামৃত" ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাই না। হে পরম ভিষক! যদি অসারে জলসার করাই কর্ত্তব্য, তবে আমাকে শান্তি সলিলে স্নাত করিলেই ভ্রান্তিরোগের শান্তি হইবে।—হে মৃতুঞ্জয়! আমাকে "মৃতুঞ্জয়, ও চিন্তামণিরসামৃত" শীঘ্রই সেবন করাও।—তাহাতে আমার মন আরোগ্য-স্নান করিলে বৈদ্য বিদায় করা বিধেয় বটে, কিন্তু কি করি, আমার সম্ভাবনা কিছুমাত্রই নাই, সকলি তোমার, তোমার ধন তুমিই লইবে, প্রাণের সহিত মনকে একত্র করিয়া প্রণামি বিদায় প্রদান করিব, হে চরম-ধন পরম ধন! তুমি কিছু বিদায়ের ধন নহ, আমি বিদায় সূত্রে তোমার ধন তোমাকে দিয়াই বিদায় হইব। আমার নিধন সময়ে তুমিই জান, আমি কিরূপে জানিতে পারিব? হে প্রাণেশ্বর প্রাণধন! আমি তোমার নিকট কেবল ত্রাণধনের প্রার্থনা করি। তুমি আমাব প্রাণধন লইয়া ত্রাণধন বিতরণ কর, আমি অদ্যই মরি, কল্যই মরি, যখন মরি, মরণকালে যেন একবার মধুকর হইয়া চরণ কমলে মধুপান করি, তুমি ক্ষণমাত্র আমার মনের সঙ্গ ভঙ্গ দিতে পারিবে না। তুমি বিরূব, স্বরূপ, কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না, যেরূপ হও, কিন্তু আমি যেন প্রত্যক্ষ তোমার অপরূপ-রূপ দর্শন করিতে পারি, জ্ঞানযোগে তোমার ধ্যান করিতে করিতে এবং পরমপীযুষ পরিপূরিত নাম জপিতে জপিতে যেন দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, আর যেন পুনর্ব্বার সংসার যাতনা জ্ঞাত না হই।

হে নাথ! সংসার-যন্ত্রণার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর কিছুই দেখিতে পাই না, এই অনিত্য সংসার-সুখে আসক্তি প্রযুক্তই জীব শিবসঞ্চয়ে বঞ্চিত হইতেছে। বিষয়বাসনা-বিষপান করিয়া মত্ত হইতেছে, আপনার কল্যাণের ব্যাপার জ্ঞাত নহে, আনন্দের পথ দেখিয়া পায় না, কি সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধ ভ্রমের-পথেই ভ্রমণ করিতেছে। আপনার দেহরূপ রত্নভাণ্ডারে অমূল্য মহারত্ন রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র যত্ন করে না, শুদ্ধ সংসারকে সার ভাবিয়া অসার সম্ভোগ করিতেছে। সুরঞ্জন নিরঞ্জন ভুলিয়া পুরঞ্জন হইয়া অঞ্জন সার করিতেছে। হে অবিজ্ঞাত নিরঞ্জন! আমি এইক্ষণে পুরঞ্জন হইয়া সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি, মিথ্যাতে আমার সত্যভ্রম হইতেছে, আমি আমি, আমার' আমার, করিয়াই মায়া ঘোরে অন্ধ হইতেছি, এই মমতার শমতা করি এমত ক্ষমতা

আমার কিছুই নাই, অতএব কৃপাকর কৃপা করিয়া এই মায়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেহ। তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন এই বন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার অপর উপায় দেখিতে পাই না। আমি মায়াতে মোহিত হওয়াতেই অহিত-রহিত-নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করণে অশক্ত হইয়াছি, অসৎপুরে বসৎ করিয়া কি প্রকারে সতের পথের পথিক হইব? কি প্রকারে সতের মতে মতি করিব? কি আশ্চর্য্য? তোমার মায়া ছায়ারূপে আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রতিনিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছে, তোমার স্পর্শ ব্যতীত তাহার এত হর্ষই বা কেন হইতেছে? আমি এতই কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে ভবের মেলায় আনিয়া মায়ার খেলা খেলাইতেছ? আমাকে অদ্ভুত ভূতে অভিভূত করিয়া কেন এত বঙ্গ করিতেছ? তুমি দয়া করিয়া মায়ার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেহ, তবেই আমার দেহ পবিত্র হইবে, আমি স্বয়ং মায়াকে দমন করিয়া তোমার নিকট গমন করি এমন সাধ্য আমার নাই, অতএব যেরূপ বিহিত বিধান হয় তাহাই কর। আমার মনকে বিষয়বাসনা হইতে বিরত করিলেই সংসার-রূপ বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুর ছেদ হইবে, তাহা হইলেই আমি আর কোন বাহ্যবস্তু করিব না ভোগরূপ মহারোগের উপশম হইলে আর আমার ভাবনা কি? মনকে স্থির করিয়া শুদ্ধ তোমাকেই ভাবনা করিব, আর বিকলেন্দ্রিয় হইয়া কোন বিষয়েই ব্যাকুল হইব না। তুমি সর্ব্বগত-শান্ত-সর্ব্ব স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তোমাতেই সকল সমর্পণ করিব। সংশয়শূন্য হইয়া উদ্বেগকে জয় করিতে পারিলেই অনুদ্বেগে মনকে জয় করিতে পারিব, মনকে জয় করিতে পারিলেই মায়াকে জয় করিয়া তৃণের ন্যায় ত্রিভুবনকে জয় করিব। তখন এই আমি, আমার এই, আমার ধন, আমার জন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গেহ, আমার দেহ, এইরূপ ইন্দ্রজাল-জড়িত-ভ্রম আর থাকিবে না, অনাত্ম মিথ্যাবস্তুতে আত্মভাব ভাবিয়া আর মূঢ়ের ন্যায় অনর্থক রোদন করিব না। এই ক্ষণধ্বংসি জড় দেহে আর আমার আত্মবোধ থাকিবে না, আমি "ব্রাহ্মণ" আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কুলীন, আমি রাজা, আমি, পবিত্র, আমি শুচি, এই অভিমান আর রহিবে না। আমি, তুমি, উনি, তিনি সকলি সমান হইবে, মাংস ও অস্থিময় দেহেতে, "আত্মভ্রম" হওয়াতেই এতদ্রূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমার এই ভ্রম যেন আর না থাকে। হে দয়াময়! আমি শুনিয়াছি, তুমি ইচ্ছাময়, অতএব ইচ্ছাময় হইয়া আমার ইচ্ছাকে বিনাশ কর। এই ইচ্ছা চির-দুঃখদায়িনী অকল্যাণী, ইচ্ছার নাম অবিদ্যা এবং ইচ্ছানাশের নাম মোক্ষ। হে চিন্ময় চিরন্তন! তুমি সূর্য্যরূপে আমার মানসাকাশে প্রকাশ হইয়া "বাসনারজনী,, প্রভাত কর। অবিদ্যা-রূপ অন্ধকার সংহার করিয়া বোধের আলোক বিকীর্ণ কর।

রোগ, শোক, ভয়, বন্ধন, দীনতা এবং ব্যসনাদি "আত্ম-অপরাধ,, রূপ-বৃক্ষের ফল স্বরূপ হইয়াছে। এই সকল ফল ফলকর নহে, ইহার দিগের আস্বাদনে আমার অরুচি হউক। আমি আর এই ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রভব সর্ব্ব দুঃখের আকর, আশ্রয় সকল আপদের আলয় এবং আলয় সকল পাপের আধার হইয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও প্রচুর পরিজনে পরিবেষ্টিত যে সংসারী সে কখনই সুখী নহে, যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগী সেই ব্যক্তিই সুখী, কারণ সংসারে দুঃখের বীজ এবং সংসারত্যাগ সুখের মূল হইয়াছে। কাঁচা কল-সীর জল যেমন শীতল হইয়াও মলিন দোষে

গুণকর হয় না, সেইরূপ সাংসারিক সুখ সুখ-নাম ধারণ করিয়া কোনমতেই সন্তোষদায়ক হয় না; যেহেতু সে বিষ মিশ্রিত অমৃতবৎ। আমি বিনা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া বিনা দণ্ডে দণ্ড পাইতেছি, এ কি ভয়ঙ্কর।

হে ভক্তাধীন ভাবময়! আমার মনের ভাব তোমার অগোচর কিছুই নাই, যেহেতু তুমি সর্ব্বজ্ঞ মনোময়, তুমি স্থিবরূপে মনোময় হইয়া আমাব মনকে তোমার ভাবের ভাবিক কর, তোমার প্রেমেব প্রেমিক কর, এবং তোমার রসের বসিক কর, মনেব চাঞ্চল্য হবণ কবিলেই আমি শান্ত হইয়া সমুদয় ভয় হরিব, ত্রিতাপকে ক্ষয় কবিব, শত্রুকে জয় কবিব, মনকে তোমাতেই লয় কবিব। হে নাথ! কি পবিতাপ,—এই আমি তোমার স্মবণ পথে চরণ করিতেছি, হঠাৎ যেন কে আসিয়া আমাব চত্তকে হরণ করিয়া মায়িককার্য্যে বরণ করিতেছে। রক্ষাকব, রক্ষা কর, তুমি অবিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া স্মবণ-পথ পবিত্র কর, অন্তঃকরণেব অকল্যাণীবৃত্তি ব্যূহ বিনাশ কব। হে আনন্দময়, কেবল আনন্দ প্রদান কর, এই আনন্দ-কাননে কখন বা অতি উচ্চৈঃস্বরে তোমার আনন্দময় নাম উচ্চাবণ করিয়া আনন্দ সংকীর্ত্তন করিব, কখন বা নীরব হইয়া নয়ন মুদিরা ধ্যান ধারণাদ্বারা তোমার আনন্দদায়িনী মোহহারিণী মনোময়ী মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিব।—আমি ক্ষণার্দ্ধ কালের নিমিত্ত যেন তোমার আনন্দ সম্ভোগে অবস্থিত না হই। তোমাকে অন্তরে দেখিয়া, বাহিরে দেখিয়া, সর্ব্বত্রই দেখিয়া, যেন নিত্যানন্দ লাভ করি।—আমি যখন যে অবস্থায় যে ভাবে তোমার অতুল্য অমূল্য প্রেমপুরিত নাম উচ্চারণ করিব, তখন যেন শব্দাধারে অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকে। আপনার মুখনির্গত বচন মধুতে যেন আপনিই মোহিত হই। আমি যখন লেখনী ধারণ করিয়া তোমার গুণ বর্ণনা করিব, তখন যেন অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষবে। আমার হস্ত লিখিত বর্ণ সুধায় আমি যেন আপনিই তৃপ্ত হই। হে শব্দাতীত! তুমি আমার শব্দ-রথের রথী হইয়া ভাব-পথে আগমন কর। হে বর্ণনাতীত! তুমি আমার বর্ণপথের পথিক হইয়া সাধনা-সদন বিশুদ্ধ কর। তুমি ভাবাকাশে রবি ছবি ধারণ করিযা কবিকুলের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল না করিলে মানস-মধুপ কখনই মধুপানে মুগ্ধ হইতে পারে না। হে নির্ব্বিশেষ হৃদয়েশ! তুমি সদয় হইয়া আমার হৃদয়রাজীব বিকসিত কর। আমি যেন আব-মোহমদেমত্ত হইয়া কুভাষভাষিণী, কুপথদর্শিনী, কুরূপিণী কুলটা কবিতা কামিনীর কামনা না করি। আমি যেন নিরন্তর তোমার তত্ত্বমদে মত্ত হইয়া সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্বতত্ত্বনিরূপিণী সর্ব্বদুঃখবিনাশিণী সর্ব্বশুভবিধায়িনী পুরঞ্জনী প্রগঞ্জিনী সুরঞ্জনী পরমামৃতপ্রদায়িনী পরমা কবিতা সতীর দ্বারাই সেবিত হই।

হে করুণানিধান! আমি কিরূপে তোমার আবাধনা কবিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব তাহার উপদেশ নির্দ্দেশ তুমিই কর? আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব এমত বিশ্বাস হয় না, কারণ আমি অতি অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান, এজন্য শাস্ত্র পড়িয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। শাস্ত্র বিশেষে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ নিয়োগ হইয়াছে, কোটি বর্ষ জীবিত থাকিয়া নিয়ত অধ্যয়ন পূর্ব্বক প্রাণ-বিয়োগ করিলেও তাহার সুসংযোগ করা সুসাধ্য হয় না। নানা শাস্ত্রে নিপুণ কত কত পণ্ডিত এবং কত কত তাপসকে দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহারা আপনারাই সম্পূর্ণ সংশয়ে

সংযুক্ত হইয়া সন্তাপ সম্ভোগ করিতেছেন, ইহাতে কিরূপে আমার মনের মালিন্য-রূপ-অন্ধকার সংহার করণে সমর্থ হইবেন? আপনারা এ পর্য্যন্ত নৌকার সঙ্গতি করিতে পারেন নাই, অতএব কি প্রকারে ভাবিক নাবিক হইয়া আমাকে ভবসমুদ্র পার করিবেন? হে মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যু শক্র আমার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া উঠিতেছে। সবল শরীর অচল হইয়া ধবল গিরির ন্যায় আকার ধরিতেছে, প্রতিক্ষণেই ইন্দ্রিয়দিগের অবস্থার অন্যথা হইতেছে, আর দেহের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না, যেমন জলে আঘাত পাইলে বিম্ব সকল উদ্ভূত হইয়া ফেনার সঞ্চার করে, সেই প্রকার রোগ সকল পুনঃ পুনঃ শরীর সরোবরে আঘাত করিয়া অশেষপ্রকার যাতনা-ফেনা বিস্তার করিতেছে। তুমি কখন্ কি করিবে, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে নাশ করিতেছ,—তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে শুষ্ক করিতেছ—তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে জীর্ণ করিতেছ, তখন আমি ক্ষুদ্র এক যৎসামান্য নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে চিরজীবনের প্রত্যাশা করিতে পারি? তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি সকলকেই সংহার করিয়াছ, আমাকে জন্মমাত্রেই বিনাশ না করিয়া অদ্যাপি সজীব রাখিয়াছ, আমি এই দেহ ধারণ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিপিনে বিচরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার অপার কৃপার ব্যাপার স্বীকার করত কেবল কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছি। হে নাথ! আমার কৌমার-কাল স্বপ্নের ন্যায় শেষ হইয়াছে। যৌবন কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া অমনি লয় প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে জীবনকে বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রচণ্ড পবনাঘাতে প্রদীপ শিখা নির্ব্বাণ হওনের ন্যায় কালের বাতাসে এই প্রাণ-প্রদীপ এখনিই নির্ব্বাণ হইবেক! যেমন আকাশকে খণ্ডন করা সাধ্যের অধীন নহে,—যেমন বায়ুকে বন্ধন করা কোনমতেই সম্ভব নহে,—যেমন সমুদ্র তরঙ্গের হার গ্রন্থন করা কখনই সাধ্যপর নহে,—এবং যেমন চপলাকে বেষ্টন করা কোনক্রমেই সঙ্গতপর নহে, সেইরূপ দেহাগারে আয়ুকে বদ্ধ রাখা কোন প্রকারেই সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে না। আমি এতদ্রূপ সংশয় সম্বলিত শঙ্কটাবস্থায় পতিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস পূর্ব্বক তোমাকে জ্ঞাত হইব সে কেবল ভ্রমমাত্র। তুমি কল্পতরু, আমি কৃপাছায়ার আশ্রিত হইয়াছি, আমাকে অভিলষিত ফল প্রদান কর। তুমি বিশ্বগুরু, অতএব দয়া করিয়া স্বয়ং আমার উপদেশক হও।

হে সর্ব্বসন্তাপসংহারক সর্ব্বগুরো! যাঁহারা "গুরু" উপাধি ধারণ করিয়া এই সংসারে সঞ্চরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্গুরু অতি দুর্ল্লভ। মায়ামুগ্ধ সকল নরলোক পরলোক চিন্তায় পরাঙ্মুখ, যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে রত, তাঁহারা নাম মাত্রেই সন্তুষ্ট। ক্রিয়া আয়াসেই অনুরক্ত প্রতারণা পূর্ব্বক নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া কেবল দাম্ভিকতাই প্রকাশ করেন, নিয়তই ধনাহরণে বিষম ব্যাকুল, স্বদেহ ও স্ত্রী, পুত্রাদি কুটুম্ব চিন্তায় নিরন্তর কাতর। বাহিরে নানা প্রকার প্রকাশ্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শুদ্ধ লো· সকলকে বঞ্চনা করিতিছেন, আপনাকে মহাবিজ্ঞ জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান পর্ব্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উল্লেখ করে ও অভিমান করে, সে ব্যক্তি কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া অতি

কষ্টদায়ক অপকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। আমি বেদ শাস্ত্ররূপ সমুদ্র সলিলের লহরী লীলা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ অনেকেই বেদ পড়িয়া ভেদ রহিত হইতেছেন। যিনি এই জলনিধি মন্থন করিয়া অমৃত ভোজন করিয়াছেন, তিনিই সার লইয়া তৃপ্তচিত্তে নীরব আছেন, নচেৎ প্রায় সকলেই অতি অসার ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন। ষড়্ দর্শন মহা-কূপে পতিত হইয়া অনেকেই অন্ধের ন্যায় হইয়াছেন। কেহই সার তত্ত্বের তত্ত্বী হইয়া আত্ম নিরূপণ করেন না, শুদ্ধ অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা দ্বারা মহারত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিতেছেন। বেদ পড়ুন, দর্শন পড়ুন, পুরাণ পড়ুন, আগম পড়ুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়ুন, যিনি বিবাদ, বিতর্ক, ও বিতণ্ডা-বিহীন হইয়া সার গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে নির্ম্মল করিবেন, তিনিই চরিতার্থ হইবেন, তিনিই এই জগতে জীবন্মুক্ত হইবেন! যিনি অর্থ লোভে আকুল হইয়া শাস্ত্রার্থের ব্যতিক্রম করত সকল অর্থের সার অর্থ পরম পুরুষার্থ-পরমার্থের অন্যথা করেন, তিনি কখনই যথার্থ-পথে পদক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার আচার বিচার কাক-ভক্ষণের ন্যায় হাস্যজনক হয়। যদি তোমাকেই না জানিল তবে শাস্ত্র জানিবার ফল কি হইল? লোচনহীনের দর্পণ যেমন বিফল হয়, প্রজ্ঞাহীনের পঠন সেইরূপ বিফল হইতেছে। হাতা যেমন অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া তাহার আস্বাদ পায় না, রসনা তাহার রস লয়। মস্তক যেমন পুষ্প বহন করিয়া তাহার গন্ধ পায় না, নাসিকা আঘ্রাণ লয়। সেইরূপ শাস্ত্র ব্যবসায়ী জনেরা শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া বাক্যব্যূহ বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর বিরোধচ্ছলে শাস্ত্র সদ্ভাবরূপ পরম ভাবের অভাব করিতেছেন, বিনি বুদ্ধিমান তিনি শুদ্ধ ভাব লইয়া চিত্তকে শুদ্ধ কবিতেছেন। হংস যেমন নীর পরিহার পুরঃসর ক্ষীর গ্রহণ করে, এবং কৃষক যেমন পল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধান্য লয়, তেমনি সারজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের অসার ছাড়িয়া সার ভোগ করেন। প্রত্যক্ষ গ্রহণ না করিয়া বাক্য গ্রহণে কি লাভ আছে? শব্দ-বোধের দ্বারা কখনই সংসারমোহ নাশ হয় না, জ্ঞানের দ্বারাই নাশ হয়, শাস্ত্রাদি আয়ুর্নাশক ও বহুবিধ বিঘ্নকারক। এই বিদ্যা মুক্তি ও জ্ঞানের বিড়ম্বিকা হইয়া কেবল বিড়ম্বনাই করে। অমৃত পানে তৃপ্ত যে পুরুষ, তাহার যেমন আহার করণের প্রয়োজন করে না, সেই প্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানি পুরুষের শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন করে না মোক্ষের কারণ শাস্ত্র নহে, বিদ্যা নহে, ধন নহে, জন নহে, আলয় নহে, আশ্রয় নহে, জপ নহে, তপ নহে, যজ্ঞ নহে, পূজা নহে, স্নান নহে, গান নহে কেবল এক মন। এই মনই বন্ধের ও মোক্ষের কারণ হইতেছে। হে নাথ! তুমি অনুকূলা হইয়া জ্ঞানের দ্বারা আমার মনকে পবিত্র করিয়া দেহ, তাহা হইলেই আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইব।

হে জীব? মনে কর তুমি এই অনিত্য মানব-দেহ ধারণ করিয়া আর কতদিন এই মোহকরী-মোহিনী-মহীর হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করিবে? মনে কর, তুমি মৃত্যুর গ্রাসেই পতিত রহিয়াছ। অতএব এতদ্রূপ অত্যল্প দিবসের নিমিত্ত জগতে আসিয়া যদি অনর্থক বিবাদ কলহ ও বিচার, বিতর্ক করিয়াই পরমরত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিবে, তবে কোন্ সময়ে নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া পরমপুরুষের চিন্তা করত পরমপুরুষার্থ পরমার্থ লাভ করিবে? তুমি যতদিন বিবাদ করিবে-কলহ করিবে, বিচার করিবে, বিতর্ক করিবে, এবং অভিমান করিবে, ততদিন তোমার চিত্তের চাপল্য কিছুতেই নিবারণ হইবে না।— এই চঞ্চলতার অন্যথা না হইলে কোনক্রমেই

তোমার অন্তঃকরণে প্রেম, ভক্তি, ভাব, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের স্থিরতা হইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত পক্ষে ব্যাঘাত হইলে কি প্রকারে প্রবোধের উদয় হইতে পারে? তুমি আর কেন চীৎকার কর? নীরব হও, মনকে স্থির কর।—সিদ্ধান্ত-স্বরূপ-সূর্য্যদেবের উদয় করিয়া মানসের অন্ধকার সকল মোচন কর।—ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম এবং বিশ্বাসকে মনের মন্দিরে স্থাপিত করত সর্ব্বাধ্যক্ষ শিবময়কে মনোময় করিয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যান কর, ধ্যান কর।—মন যেন ক্ষণার্দ্ধ কালের নিমিত্ত জগদীশ্বরের চিন্তা হইতে বিরত না হয়। মনকে বশ কর, মনকে বশ কর।—এই মনকে বশ করিতে পারিলেই জগৎকে বশ করিতে পারিবে, এবং জগতের কর্ত্তাকে বশ করিতে পারিবে।

বিবেক।

(ঊর্দ্ধমুখ হইয়া।)

আঃ! পাপ দুরাচার মহামোহ! তুই আপনিই নষ্ট,—আবার আমাকেও সর্ব্বমতে নষ্ট করিতেছিস্।—তোর দোষে আমি ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া তত্ত্বসুধা পান পূর্ব্বক সংসারক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিলাম না,—দূর নরাধম—দূর নরাধম।

মীমাংসানুগতামতি।

হে মহারাজ! আমি নিশ্চয়রূপে শুনিয়াছি, তত্ত্বজ্ঞানি মহাত্মারা এইরূপ কহেন, পুণ্যশীল সুশীল মানবের কোন কর্ম্মেই ব্যাঘাত হয় না, যেহেতু দেবতারা অনুকূল হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের বিঘ্ন বিনাশ করেন। অতএব মনোভব কামকে পরাভব করণ বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুভক্তিদেবী যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য সাধনে বিশেষ যত্ন কর।—আমি তোমার মঙ্গল মানসে উক্ত দেবীকে প্রসন্না করিয়াছি।—তিনি সহায় হইয়া সর্ব্বতোভাবেই সাহায্য করিতেছেন,—সেই বিপক্ষ মহামোহের প্রধান সেনাপতি রতিপতি কাম।—অধুনা আমাদিগের সুযোগ্য বীরবর বস্তুবিচারের দ্বারাই তাহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বস্তুবিচার আপনার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিলে কাম প্রাণভয়ে সসৈন্যে কোথায় প্রস্থান করিবে তাহার সন্ধান হইবে না।

বিবেক।

বোধ হয় তোমার কৃপায় এতদিনে আমি কৃতকার্য্য হইব।—বুঝি গুরুদেব আমাকে সদয় হইয়াছেন।—হে বেদবতি মীমাংসানুগতামতি!—তুমি শীঘ্রই গিয়া সেই বস্তুবিচারকে এখনি এখানে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি।

যে আজ্ঞা মহারাজ। আমি তাহাকে আনিতে চলিলাম।

কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতি বস্তুবিচারকে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন।

বস্তুবিচার।

(চতুর্দ্দিক নীরিক্ষণ করিয়া।)

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

যুবতী-যৌবন-জলে, ডুবনারে আর।
জ্ঞানহীন, লোভি-মীন, মানস আমার॥

রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
ওতো নহে, গমনীয়, পাপের আধার।
মদন-ধীবর কাল, করি কত ষড়জাল,
তাহাতে বিষাল জাল, করেছে বিস্তার ॥
রতি-রজ্জু করে করি, ব’সে আছে তটোপরি,
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার ॥
শান্তি নদী সুবিমল, তাহাতে করুণা জল,
সমভাবে সুশীতল, কত গুণ তা’র।
সে জলে ডুবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ডর,
স্থির হ’য়ে নিরন্তর, করিবে বিহার ॥
পরম প্রবাহ ভাল, একরূপ চিরকাল,
সে জলে কুহক জাল, ফেলে সাধ্য কা’র।
খেলিবি আনন্দ করি, দেখে তোরে ক্ষেমঙ্করী*,
যদি লয় পায়ে করি, হবিরে উদ্ধার ॥

যোগ সেধে, যোগী হ’তে, সাধ যদি আছে।
যেওনা যেওনা তবে, যুবতীর কাছে ॥
রমণী মোহিনী প্রায়, কি কুহক জানে।
বস্ত শেষ করে তা’র, চায় যা’র পানে ॥
নারীনেত্র কালসর্প, কটাক্ষ দর্শ’নে।
বিষে করে জর জর, কত শত জনে ॥
কামিনীর প্রেমমদে, মাতাল সকলে ॥
ভ্রমরার ভ্রম দেখ, চিত্রের কমলে ॥
প্রবল প্রমাণ তা’র দেখ এক চাঁদে।
কাটের করিণী দেখে, তরী পড়ে ফাঁদে ॥

হাদেহে, পথিক জীব, কোথা যাও একা।
ভ্রমের গহন মাঝে, পাবে কা’র দেখা ॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানপথ, যত্ন করি ধর।
সারতত্ত্ব পরিহরি. কার তত্ত্ব কর ॥
অনিত্য সংসার এই, অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয়, মিত্য নয়, নিত্য নয় কেহ ॥

* ক্ষেমঙ্করী—পরমেশ্বরী ও শঙ্কচীল।

সৃজন-সংহার-হীন, নিরঞ্জন যেই।
তত্ত্বের অতীত নিত্য, সত্যরূপ সেই ॥
কুসুমে যেরূপ থাকে, গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি, সেরূপ প্রকার ॥
গোরসে জন্মায় ঘৃত, কর্ম্মযোগ নানা।
আত্মারূপ ব্রহ্মদেহে, তত্ত্বে যায় জানা ॥
যদ্যপি বাসনা কর, আপনার হিত।
আত্মীয়তা কর তবে, আত্মার সহিত ॥
ঘরের ভিতরে দীপ, তমো করে দূর ॥
সহজে দেখিতে পাবে, সদানন্দপুর ॥
মেলে থাক’ জ্ঞান রূপ, উজ্জ্বল নয়ন।
আত্মধামে পাবে তবে, আত্মা দরশন ॥
ভাবের উদয় হয়, প্রণয়ের মুখে।
স্বভাবে সন্তোষ সদা, নৃত্য করে সুখে ॥
কেবল আনন্দ করে, মন অধিকার।
আপনি আপন বোধ, নাহি থাকে আর ॥
সেই মাত্র মনে জানে, লভ্য যা’র হয়।
সুখময় ব্রহ্মজ্ঞান, ফুটিবার নয় ॥
পক্ষিগণ, তুই পক্ষ, করিয়া বিস্তার।
গগনে বিশ্রাম করে, যেরূপ প্রকার।
বালকের যে প্রকার, নিদ্রার স্বভাব।
জ্ঞানির স্বভাবে হয়, সেইরূপ ভাব ॥
বিচারেতে এই উক্তি, যুক্তিযুক্ত বটে।
সেই জানে সেই ভাব, যা’র ঘটে ঘটে ॥
তোমার যেমন ভাব, ভাব’ সেই ভাবে।
ভাবিলে ভাবের বলে, ব্রহ্মপদ পাবে ॥
যেমন, তেমন, হয়, তর্কে নাই ফল।
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গী, তত্ত্বপথে চল ॥

ইন্দ্রিয়ের বশ হ’লে, বিপদ বিশেষ।
ইন্দ্রিয় শাসন করা, সম্পদ অশেষ ॥
ইন্দ্রিয় শাসন-পথ, হিতকর অতি।
অতএব কর জীব, সেই পথে গতি ॥

ইন্দ্রিয়েব অশাসন, সে পথ কুপথ।
সে পথে চেলোনা কভু, নিজ মনোরথ॥
শম, দম, দুই পথ, সুবিমল হয়।
বন নাই, চোর নাই, নাই কোন ভয়॥
সুচারু সন্তোষপুর, সুশোভিত যথা।
দুই পথ এক হ'য়ে, মিলিয়াছে তথা॥
দম-পথ ভর করি, মহাসুখে যাবে।
যেতে যেতে দুই পথ, একরূপে পাবে॥
প্রবেশ করিবে শেষ, সন্তোষের পুরে।
পাবে তথা নিত্যসুখ, দুখ যাবে দূরে॥

মনেরে না মুড়াইয়া, মস্তক মুড়ায়।
নাহি চিনে গুরু, কিন্তু নানা তীর্থে যায়।
যোগ নাহি জানে, করে, নিশি জাগরণ!
যুক্তির বিধানে এরা, গাদা তিনজন॥
সরাগ সভাবে মন, না হ'লে নির্ম্মল।
ফেলিয়া মাথার কেশ, কি হইবে ফল॥
ঈশ্বর আছেন ব'সে, হৃদয়-মন্দিরে।
তুমি কেন মরিতেছ, দেশ ফিরে ফিরে॥
না বুঝিয়া সারতত্ত্ব, মিছে তত্ত্ব ধর।
যোগ নাই, যাগ নাই, মিছে জেগে মর॥
ঈশ্বরের প্রেমরসে, মুগ্ধ নয় মন।
কি ফল, বিফল তা'র, কানন ভ্রমণ॥
সরল সাধক যেই, সারভাব ধরে।
সাধনায় সিদ্ধ হয়, ব'সে নিজ ঘরে॥

মন যা'র বশ নয়, কিসে তা'র যশ।
কেমনে সে পাবে বল, শান্তি সুধারস॥
স্বভাবে ইন্দ্রিয় যার, বশে নাহি রয়।
যাগ আদি ক্রিয়া তা'র, মিছে সব হয়॥
দান করে, পূজা করে, ক্রিয়া করে কত।
করিতে করিতে ক্রিয়া, পাপে হয় রত॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া উপর।
তখনি অমনি হয়, ধূলায় ধূষর॥

সেইরূপ অবনীতে, অবিবেকি যত।
অভিমান দোষে করে, সমুদয় হত॥
মনে নাই অনুরাগ, নাহি সার বোধ।
ক্ষমাগুণ প্রকাশিতে, ডেকে আনে ক্রোধ॥
কাল্পনিক তোষামোদে, প্রফুল্ল হৃদয়।
অভিমানে মত্ত হয়, দানের সময়॥
ইষ্টদেব কল্পনায়, আড়ম্বর ভারি।
ধ্যানে দেখে, আঁখিপথে, সুরূপসী নারী॥
বাহিরেতে ভঙ্গী কত, মুখে হরি হরি।
মনে ভাবে কিসে কা'র, সর্ব্বনাশ করি॥
পুরাইতে আপনার, মনের কামনা॥
মাথা খুঁড়ে করে কত, দেব আরাধনা।
পরের করিতে মন্দ, পরব্রহ্মে ডাকে।
দেব দেবী গৃহে গিয়া, হত্যাপেড়ে থাকে॥
জাপক ব্রাহ্মণ ডেকে, করে ফুস্ ফুস্।
আগে ভাগে দেবতারে, মেনে বসে "ঘুষ"॥
এইরূপে ভ্রস্ত যত, জগতের লোক।
হায় হায় কা'র কাছে, প্রকাশিব শোক॥

কদাচ মনের গতি, একরূপ নয়।
স্বভাবে অভাবে কত, ভাবের উদয়॥
এক ভাবে এক ভাবে, পরে আর ভাব।
কত ভাবে, কত ভাবে, ভাবের প্রভাব॥
যেমন লহরী ধরে, জলধির নীর।
যেমন অচির প্রভা, প্রকাশে অচির॥
খরবেগে যে প্রকার, গতি করে তির।
মানসের গতি নয়, তা'র চেয়ে স্থির॥
কখন্ কিরূপ থাকে, নিরূপিত নয়।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়॥
নিয়ত উজান্ ভাঁটি, খেলে এক ধারে।
ক্ষণকাল স্থির করি, কে রাখিতে পারে॥
না পাই ভাবের ভাব, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে।
ধরিতে ধরিতে যায়, কোন্‌খানে উড়ে॥

এই ভাবে, এই ভাব, হ'লো নিরূপণ।
ভাবিতে ভাবিতে পরে, কোথা যায় মন॥
যেমন বরষা-কালে, আকাশ মণ্ডল।
ক্ষণে ক্ষণে, নানারূপে, করে ঝলমল॥
সেইরূপ স্থির নয়, মানসের বেগ।
স্বভাবে উচিত তায়, ভাবরূপ মেঘ॥
শুন শুন প্রিয়গণ, মন রাখ বশে।
সভাবে সন্তোষ হও, স্বভাবের রসে॥
ভবে এসে কোরোনাক', ভাবনা অধিক!
হইয়া ভাবের ভাবি, ভাব রাখ ঠিক॥
মন হ'লে বশীভূত, স্থির হ'বে ভাব।
কিসের অভাব তবে, কিসের অভাব॥
রিপুভাব থাকিবে না, রিপুর সহিত।
অহিত রহিত করি, সাধিবে স্বহিত॥

সভাবে ইন্দ্রিয়গণ, বশীভূত যা'র।
স্বভাবে সে জয় করে, অখিল সংসার॥
করিতে ইন্দ্রিয় জয়, সাধ্য নাহি যা'র।
সদাকাল সব ঠাঁই, পরাজয় তা'র॥
অতএব হিত কথা, শুন প্রিয়গণ।
সাধ্যমত বাধ্য কর, আপনার মন॥
মন যদি বশে রয়, ভয় তবে কা'রে।
হ'বে সব, পরাভব, এ ভব সংসারে॥
মনের মতন মন হ'লে একবার।
রিপুগণ বপুবাসে, থাকিবে না আর॥
পরাজয় হ'য়ে ছয়, ছেড়ে যাবে দেশ।
রিপু সহ রিপুভাব, একেবারে শেষ॥
দশের বশের পরে, যশের গৌরব।
ফুটিবে সুরাগ ফুল, ছুটিবে সৌরভ॥

এই তুমি এই আমি, তুমি আমি কই।
বলি বটে তুমি আমি, তুমি আমি কই॥
ততক্ষণ তুমি আমি, যতক্ষণ রই।
তুমি আমি থাকিব না, ক্ষণকাল বই॥
এই দেহ, এইরূপ, সকলি অসার।
'আমি' ব'লে অভিমান, কেন কর আর?
আমি, তুমি, রব করে, প্রতি জনে জনে।
তুমি কা'র, কে তোমার, ভাব দেখি মনে॥
আমি বল, তুমি বল, তিনি আর উনি।
পরস্পর বলাবলি, শুন আর শুনি॥
বাহিরেতে আমি, তুমি, ইতর বিশেষ।
ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ॥
এই আমি কা'র 'আমি' কা'র তুমি, তুমি।
জাননা ভাঙ্গিলে খাট, সার হ'বে ভূমি।
এখনি তোমায় ল'য়ে, করিবে হরণ।
জনমের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে মরণ॥
এখন' হল'না মনে, বোধের উদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
বাহুবলে বেড়াতেছ, হাসিয়া হাসিয়া।
হেলায় হারালে কাল, মেলায় আসিয়া॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে, করিতেছ পাপ।
কে তোমার দারা, সুত, তুমি কার বাপ॥
কা'র ধন, কা'র জন, কা'র পরিবার।
নয়ন মুদিলে পরে, সব অন্ধকার॥
আমার আমার বল, সে কেবল রোগ।
তুমি গেলে, এই সব, কে করিবে ভোগ॥
এখন হাসিছ কত, ধন জন-বলে।
যত হাসি, তত কান্না, 'রামশন্না' বলে॥
এই সব, এই আছে, এই হ'লে শব।
এখনি উঠিয়া যাবে, হাহাকার রব॥
কাল পেলে কাল আর, ছাড়িবার নয়।
কিছুই নিশ্চয় নাই, কখন্ কি হয়॥
ভবের যে সার ভাব, কিছু না বুঝিলে।
অসার সংসারে এসে, সংসারি হইলে॥
আছ জীব, হও শিব, মায়া মোহ হরি।
সরল অন্তরে সদা, জপ হরি হরি॥
সকলি অসার আর সকলি অসার।
সদানন্দ চিদানন্দ, এক মাত্র সার॥

ওহে মন মধুকর, উপদেশ ধর।
শুণ গুণ রবে তাঁর, গুণ গান কর॥
কামনা-কেতকী ফুলে, কেন কর গান।
চরণকমলে ব'সে, কর মধু পান॥
আর না উড়িতে হবে, রবে নিজস্থানে।
ঘুচিবে সকল গন্ধ, মকরন্দ পানে॥

ভাবভরে ভজে যেই, জয় জগদীশ।
শত্রু তা'র মিত্র হয়, সুধা, হয় বিষ॥
পরম পীযুষ রসে, পূর্ণ হয় মুখ।
বিপদে সম্পদ হয়, দুখে হয় সুখ॥
কিছুতেই নাহি তা'র, কোনরূপ ভয়।
যে ভাবে যেখানে যায়, সেখানেই জয়॥
সদাকাল সুখ তা'র, ভজে যেই হরি।
অকূল-সাগরে ডুবে, প্রাপ্ত হয় তরি॥
জয় জয় রব করি, ক্ষয় করে কাল।
ঘটনা না হয় কভু, যাতনা-জঞ্জাল।

সত্যের সাধনা পথে, যে জন বিমুখ।
কোনরূপে নাহি তা'র, কিছুতেই সুখ॥
তা'র প্রতি প্রতিকূল, প্রভু জগদীশ।
মিত্র তা'র শত্রু হয়, সুধা হয় বিষ॥
পদে পদে অপমান, নাহি থাকে পদ।
হিতে হয় বিপরীত, সম্পদে বিপদ॥
মানে হয় অপমান, দানে ঘটে দায়।
সেখানেই অনাদর, যেখানেতে যায়॥
ধন তা'র উড়ে যায়, বন হয় ঘর।
সে যা'রে স্বজন ভাবে, সেই ভাবে পর॥
শীলতা শিলের সম, সুরবে কুরব।
প্রিয় কথা কটু হয়, গালি হয় স্তব॥
মিছে তার ধন জন, মিছে তা'র দেহ।
দারা, সুত আদি করি, বাধ্য নহে কেহ॥
নিকটে দাঁড়ায় কেবা, মাড়ায় কে গেহ।
আপনার ব'লে কেহ, নাহি করে স্নেহ॥
সম্ভাবিত আছে যাহা, সকলি বিফল।
ঈশ্বর তাহারে দেন, হাতে হাতে ফল॥
ইহকালে এই দশা, নিন্দা দ্বারে দ্বারে।
পরকালে কি হইবে, কে কহিতে পারে॥

বহু পুণ্যফলে ভাই, বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে, এই ধরাতলে॥
জীবের প্রধান নর, সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে, আর নাকি হয়॥
দেহ পেয়ে দেখা দেখি, তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে, যত্ন কর তায়॥
ধন জন, দারা, সুত, গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি, যত আর আর॥
এ সব বিভব ভাই, হ'লে পরে ক্ষয়।
পুন হয়, সমুদয়, দেহ যদি রয়॥
চাবে যাহা, তুমি তাহা, পাবে বারবার।
পতন হইলে দেহ, নাহি হয় আর॥
পেয়েছ অমূল্য এই, শরীর রতন।
সুকার্য্য সাধনে কর, বিশেষ যতন॥
ব্যাধির মন্দির বটে, শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে, দেহ অধিকার॥
মহারোগ, কর ভোগ, তাহে নাহি খেদ।
তনু হ'তে নাহি হ'ক্, প্রাণের বিচ্ছেদ॥
চোক্ যাক্, কাণ যাক্, খ'সে যাক্ নাসা।
তথাচ ক'রনা মনে, মরণের আশা॥
চরমে পরম পদ, দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হ'বে, ভীম ভবনদী॥
স্থির কথা, যথাকালে, যাবে যোগ্যধাম।
মন খুলে কর তাই, ঈশ্বরের নাম॥

কর কর কর, জীব, বস্তুর বিচার।
দেখিছ জগতে যত, প্রভেদ প্রকার॥
এই নর, এই নারী, এরূপ আকার।
আকারের ভেদ শুধু, মনের বিকার॥

পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, মলময় দেহ।
নর, নারী, আদি করি, তুমি নও কেহ॥
যে তুমি, সে তুমি আছ, স্বভাব, স্বরূপ।
অজ্ঞান-মোহান্ধ যত দেখে নানা রূপ॥

নির্গুণের গুণ জেনে, হও গুণগ্রাম।
মনেতে উদয় যেন, নাহি হয় কাম॥
যোগেতে ইন্দ্রিয় জয়, কর অবিশ্রাম।
কেহ যেন নাহি লয়, কামিনীর নাম॥
নিশ্চয় জানিবে নারী, নরকের ধাম।
ভিতরেতে মূত্র, মল, বাহিরেতে চাম॥
দারুণ দুর্গন্ধ তায়, গায় ঝরে ঘাম।
নারীরে কি ছুঁতে আছে, রাম রাম রাম
রতিরস সম্ভোগেতে, করিয়া বিরাম॥
আত্মার আত্মীয় হ'য়ে, ভজ আত্মারাম॥

কতকগুলিন লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

আহা! কামান্ধজনেরা পদার্থনির্ণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া এই সংসারকে বঞ্চনা করত আপনারাও সত্যসুখে বঞ্চিত হইতেছে; কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য!—মহামোহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!—কি বিচিত্র স্বভাব! অস্থি মাংস এবং ক্লেদ-ময়ী রমণীকে পূর্ণেন্দুবদনা, ইন্দীবরনয়না, সুরূপা, কোমলাঙ্গী, সাক্ষাৎ সুখমোক্ষদায়িনী, এইরূপ ভ্রমে সকলকে ভ্রান্ত করিতেছে।—যাঁহারা জ্ঞানি, তাঁহারা জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং বস্তুবিচার দ্বারা সদাসৎ দৃষ্টি করিতেছেন। কখনই নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন না, অস্থি মাংস রক্ত ও চর্ম্মমণ্ডিত কামিনী-কলেবরকে কমনীয় অথবা রমণীয় বলেন না, সাক্ষাৎ নরক জ্ঞান করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা সমুদয় বস্তুর বাহ্য এবং অন্তর অবগত আছেন।

পুনর্ব্বার আকাশপানে মুখ করিয়া।

আ! পাপ-চণ্ডাল কাম!—তুই মনোবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর কেবল সাধক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্, আপন পিতা মনের সর্ব্বস্ব হরিতে-ছিস্। তোর জ্বালায় মানবমাত্রেই অস্থির হইয়াছে, তাবতেই জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য হারা হইয়াছে। দূর দূর, ওরে দুরাচার-পাপাধার-অসার-কুলাঙ্গার, তুই জানিস্ আমার নাম বস্তুবিচার, আমি এখনি তোরে সমূলে সংহার করিব। এই জগতে কামিনীর মুখ দর্শন দূরে থাকুক, কাম নাম কেহই আর মুখে উচ্চারণ করিবে না।

তোর প্রধান অস্ত্র কামিনী,—সে, কি?—দারুণতর দুর্গন্ধের আধার বিভৎস-বেশধারিণী রৌরবরূপিণী ডাকিনী। তাহার স্পর্শন দূরে থাক্ দর্শন মাত্রেই নরকভোগ করিতে হয়।

ওরে মূর্খ! তাই বল দেখি,—তুই কারে রমণী বলিস্? আর কে তোরেই বা রমণ করায়? ওরে হীন পশু, তুই অজ্ঞান, ইহার নিগূঢ় কিছুই জানিস্নে।—তুই যা'রে রমণী বলিস্, সে কদাচই রমণী নহে,—তিনি আত্মা, পরাৎপর বস্তু, এই মাংসাস্থিপরিপূরিত দেহটা কি নারী?—এই দেহে যিনি চৈতন্যরূপ, তিনি নিরাকার।—তিনি তোরে কি কটাক্ষ কখন করেন? তিনি আনন্দময়,—তাঁহার সর্ব্বত্রই সমান দৃষ্টি, অতএব মাংসপিণ্ড নারীর আসঙ্গে তোর এত পরাক্রম কেন?

এই প্রাকৃতিক-বিশ্ব প্রকৃত নাটকের ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, তথাচ ভ্রান্তি বশতঃ আমরা

প্রকৃতির প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি না, কিছুই জানিতে পারি না, এবং চিত্তের অস্থিরতা জন্য স্থির হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না।—যেমন উভয় বধিরে কথোপকথন হইলে পরস্পর পরস্পরের বাক্যের ভাব গ্রহণ ও মর্ম্মানুধাবনে সমর্থ হয় না, অথচ পরস্পর নিজ নিজ কল্পিত ভাবের অভিপ্রায়ানুযায়ি এক একরূপ অনির্ব্বচনীয় মর্ম্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাপন অন্তঃকরণে একপ্রকার সংশয়শূন্য হইয়া অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিতবোধে গোলযোগে কার্য্যসাধন করে, সেই প্রকার পূর্ব্বকালাবধি এ পর্য্যন্ত এই অবনীবাসি মানব মাত্রেই পরস্পর সকলে জগতীয় যাবতীয় ব্যাপারে কেবল নানারূপ উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরস্পরের উক্তির সহিত পরস্পরের উক্তির প্রায় ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ইহাতে কোন্ উক্তি মুক্তিমূলক তাহা কিরূপে স্থির হইতে পারে? যাঁহার বুদ্ধির যেরূপ তাৎপর্য্য ও যতদূর পর্য্যন্ত সীমা, তিনি সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিতে পারেন, অনুভাবের অনুভূতি যত দূর তত দূর অবধিই বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহার অতিরিক্ত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এতদ্রূপ সংশয় সংঘটিত সন্দেহশীল হইয়া সংসারসিন্ধুর তটে নিরন্তর সঞ্চরণ করা সাধারণ দুঃখের ব্যাপার নহে। এই সংশয়পাশ ছেদ করিয়া কি উপায়ে সন্দেহ শূন্য হইব? তাহার ভেদ পাওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐশিক বিষয়ের অধিক-তর আলোচনা করণে অভিলাষ করি না, কারণ ভাবনার দ্বারা তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, শম দমাদি গুণ-বিশিষ্ট পুরাতন তপস্বিগণ বৈষয়িক কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়েন নাই, নদীর জল, বৃক্ষের ফল, এবং গলিত পত্রাদি আহার করত যাবজ্জীবন শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে অচিন্ত, চিন্তাময়ের তত্ত্ব-চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তথাচ তত্তন্মহাজ্ঞানি মহাগুরু মহাত্মা মহাশয়েরা সেই অনন্ত গুণান্বিত অনন্তপুরুষেয় অনন্তলীলার অন্ত করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে আমি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডস্থিত পিপীলিকা-বৎ হইয়া বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বিরচকের প্রকাণ্ড কাণ্ডের কথা কি উল্লেখ করিব? অদ্যাবধি কেহই প্রাকৃতিক কর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন নাই। ভৌতিক বিষয়ে যিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলি ভৌতিকবৎ। যখন আমরা সামান্য নট নটীদিগের নাটক এবং ঐন্দ্রজালিকগণের ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আশ্চর্য্য জ্ঞানে তাহার সকলানুসন্ধানে অশক্ত হই, তখন যিনি এই জগৎকে নাটক-স্বরূপ করত আপনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যে শূন্যে নানা প্রকার ক্রীড়া দেখাইতেছেন, আমরা সেই নিখিল নট নাটের বিষয় কি বুঝিতে পারিব? চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাট্যশালার আলো হইয়াছে। স্বভাব সূত্রধার হইয়া যাত্রার সকল সূত্র সঞ্চার করিতেছে ছয় ঋতু কেলিকিল অর্থাৎ ভাঁড়ের স্বরূপ হইয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছে। জলধর তাঁহার বাদ্যকর হইয়া জলযন্ত্রে বাদ্য করিতেছে। পবন গায়ক হইয়া কখনও উচ্চ মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সামান্য নটেরা রাত্রি ভিন্ন কেলি করিতে পারে না, কিন্তু এই নাটকের বিশ্রাম দেখিতে পাই না, সামান্য যাত্রার অধিকারিগণ অনেকের আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী কাহারাও আনুকুল্যের অপেক্ষা করেন না, স্বয়ং সমুদয় সম্পন্ন করিতেছেন। সামান্য যাত্রার ভাব সকল ভাবনীয়, সংসারযাত্রার ভাব অত্যন্ত অভাবনীয়।—সামান্য যাত্রার বালকেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সঙ্ সাজিয়া থাকে বিশ্বযাত্রার বালকেরা সর্ব্বদা অনিচ্ছাতে সঙ্

সাজিতেছে, অর্থাৎ আমরা উক্ত যাত্রার অধিকারির অধীনস্থ বালক হইয়াছি, আমাদিগের কখনই সঙ্ সাজিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগের অবস্থার বিকৃতি করিয়া পুনঃ পুনই সং সাজাইতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, জানিয়াও জানিতে পারি না, এবং তাহাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াই থাকি। আমাদিগের বাল্যকালের অবস্থা একরূপ, অতি কোমল, অতি সুদৃশ্য, এককালীন ভাবনাশূন্য, সাক্ষাৎ সদানন্দময়। পরে যৌবনকালের অবস্থা আর এক প্রকার, মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় দিন দিন লাবণ্যের উজ্জ্বলতা, দেহের প্রবলতা, ও বলের আধিক্যই হয়। ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে সতত সংযুক্ত, কখন বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত এবং কখনও পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ ও অন্ন চিন্তায় চঞ্চলচিত্ত। পরিশেষ বার্দ্ধক্যকাল যত নিকট হয়, ততই শরীরের ভাব বিকট হইতে থাকে, দিবসান্তে দিবসকান্তের দৈন্যদশার ন্যায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শক্তি-শূন্য হইতে থাকে, দন্তাবলি-রাজিত যে মুখমণ্ডল, মুক্তা-মণ্ডিত মরকত মুকুরের ন্যায় শোভা করিত, পরে সে শোভা আর কিছুই থাকে না, যে দন্ত আঘাত দ্বারা প্রস্তর লৌহাদি চূর্ণ করিত, পরে সেই দন্ত আবার কীটের দন্তে চূর্ণ হইয়া যায়। যে কলেবর কৃষ্ণাকৃতি তৃণপূরিত উদ্যানের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই কলেবর ধবলাচলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে থাকে। হে মনুষ্য! তুমি বিশ্বনাটকের বহুরূপী কৌতুকী হইয়া কেবল কৌতুক দেখাইতেছ, কিন্তু আপনি কিছুই কৌতুক দেখিতে পাও না, অতএব ইহার অপেক্ষা আর অধিক কৌতুক কি আছে? যাত্রাকরদিগের যাত্রা আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই শেষ হয়, কিন্তু গাঙ্গাযাত্রা ভিন্ন এই সংসারযাত্রার শেষ-যাত্রা হয় না, সুতরাং যে যাত্রার যাত্রী হইয়া যাত্রা কবিতে আসিয়াছ, যদবধি সে যাত্রা শেষ না হয় তদবধি অধিকারির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি মানব নামধারি ঐন্দ্রজালিকদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছ, তাহারা গোটাকত পশু পক্ষি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু জগদৈন্দ্রজালিক জগদীশ্বর পাঁচ্‌টা ভূত লইয়া যে সমস্ত ব্যাপার কবিতেছেন তুমি তাহার কি দেখিতেছ? কি বুঝিতেছ? তুমি ঐ ভূতের কাণ্ড কিছু কি বুঝিতে পার? যেমন বাজীকবেরা যে সকল দ্রব্য লইয়া বাজী করে, সেই সকল ক্রীড়কগণের ক্রীড়ার বিষয় জানিতে পাবে না, সেইরূপ আমরা বিশ্ব-ক্রীড়াকারকের ছায়াবাজীর পুত্তল হইয়া তাঁহার মায়াবাজীর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা ভূতের নাম শুনিলেই আমরা সকলে ভয়ে তটস্থ হই, তিনি অহরহ পাঁচটা ভূত লইয়া ভূতের মেলা এবং ভূতের খেলা করিতেছেন, অতএব হে মনুষ্য! তুমি এই পঞ্চভূতের অধিপতি ভূতনাথের অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার কি বুঝিতে পারিবে? ভূতের কার্য্য দেখিতেছ দেখ, কিন্তু আপনার এই শরীরকে ভৌতিক জানিয়া অনিত্য জ্ঞান করত নিয়ত তদনুরূপ কার্য্য সাধনে অনুরাগী হও।

তুমি জগতের মেলায় আসিয়াছ, মেলা দেখ, কিন্তু মেলা দেখিও না।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব্ স্বভাবে ল'য়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হ'য়ে সূত্রধার॥

জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত, করিছে অবিরত॥
ছয়কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র অখিল-পালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে ল'য়ে।
বহুরূপ সঙ্ সাজি, বহুরূপি হ'য়ে॥
শিশুকালে এক রূপ, সহজে সরল।
অথল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব-নবনীত সম, লাবণ্য গলিত॥
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
আইলে যৌবনকাল, আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সময়, দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ॥
পরিশেষ বৃদ্ধকাল, কালের অধীন॥
কৃষ্ণপক্ষে শশি প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ।
আছে চক্ষু, কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর, কিন্তু তাহা, না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতি শক্তি তা'র॥
পলিত কুন্তল জাল, গলিত দশন॥
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন॥
ছিল আগে, এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধবল গিরি, স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ্ করিয়াছ।
তিনকালে তিন রূপ, সঙ্ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও॥

ভাল ক'রে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই, অধিকারী, তুষ্ট হন যায়।
যাত্রা ক'রে তুমি যাবে, আমি যাব চ'লে।
এ যাত্রার শেষ হ'বে, গঙ্গাযাত্রা হ'লে॥

স্থিরভাবে এক খেলা, খেলে চিরকাল।
ভাল্ ভাল্ ভাল্ বাজী, জগদিন্দ্রজাল॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ॥
কবে ভূত, ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হ'বে॥
ভূতের বাসায় থাক, দেখনাক' চেয়ে।
দিবা নিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জাননা কিছু ভূতের ব্যাপার॥
কখন' নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে, রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হোলিগোষ্ট ছাড়া নন্, এই পাঁচ ভূত॥
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যাঁর॥
ভূত হ'বে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে, সদা ভাব মন॥

আসিয়াছ জগতের, মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে॥

কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান॥
দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
ভেবোনা কাঁচের সহ, কনকের তুল॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে, দেখনাক' মেলা।

মীমাংসানুগতামতি।

হে বস্তুবিচার,—ঐ দেখ, মহারাজ বিবেক, তুমি শীঘ্রই তাঁহার নিকটে গমন কর।

বস্তুবিচার।

(নিকটে গিয়া।)

মহারাজের জয় হৌক, জয় হৌক, প্রণাম করি, আমি আপনার দাসানুদাস, বস্তুবিচার,—আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

বিবেক।

ওহে বস্তুবিচার,—কেমন্ তোমার মঙ্গলতো।—এসো বাপু, বো'স ব'সো।—সংপ্রতি মহামোহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, এই ঘোর-সমরে আমরা তোমাকেই বিপক্ষের প্রধান বীর কামের প্রতিপক্ষ মহাযোদ্ধা স্থির করিয়াছি, শীঘ্রই সজ্জা কর, এই প্রসাদ ধর।

বস্তুবিচার।

হে মহারাজ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনি আমাকে মনোভাব কামকে পরাভব করণার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

বিবেক।

হে বাপু!—তুমি কোন্ অস্ত্রের দ্বারা পরাজয় করিবে?

বস্তুবিচার।

আঃ—মহারাজ,—সেই মদন, তাহাকে আমি তৃণ অপেক্ষা হেয়-জ্ঞান করি, যাহার পাঁচটি মাত্র বাণ এবং ফুলের ধনু, তাহাকে জয় করিতে কি অস্ত্র বিদ্যার আবশ্যক করে? বিচার-অস্ত্রে এখনিই পরাজয় করিব

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেয়োট।

এখনি করিব হেন প্রভাব প্রচার।
করিবে জীবের মনে, বিবেক বিহার॥
করে ফুলময়-ধনু, পঞ্চস্বরে ধরে তনু,
অতনু হইবে তনু, ভাবনা কি তা'র॥
করিয়ে ইন্দ্রিয় রোধ, প্রকাশিব হেন বোধ,
যুক্তি-বাণে কাম, ক্রোধ, করিব সংহার॥
হেরিয়ে কামিনী কান্তি, ঘুচিবে ভোগের ভ্রান্তি,
সর্ব্বজীবে ক্ষমা, শান্তি, হইবে সঞ্চার॥
যথার্থ পদার্থজ্ঞানে, যে দেখিবে একধ্যানে,
হইবে তাহার মনে, বিকারে বিকার॥
পরাভব হ'লে কাম, কে ল'বে নারীর নাম,
নারী নরকের ধাম, করিবে বিচার॥
বিনাশিব শত্রু সবে, অদৃষ্ট কি আর র'বে,
তত্ত্বধনে পূর্ণ হ'বে, মনের ভাণ্ডার॥
অবিদ্যা হইলে নাশ, কেটে যাবে ভবপাশ,
তুমি প্রভু, আমি দাস, কে বলিবে আর॥
কোথা প্রভাকরকর, কোথা র'বে প্রভাকর,
একাকারে এক হ'বে আলো অন্ধকার॥

বিবেক।

আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য ও কার্য্য প্রভাবে নিশ্চয়রূপেই জয়লাভ অবধার্য্য করিয়াছি, শীঘ্রই সজ্জা কর,—আর বিলম্ব বিধান নহে।

বস্তুবিচার।

মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন। যেমন গাণ্ডিব অস্ত্র ধারণ করিয়া অর্জ্জুন কুরুসৈন্য পরাভব পূর্ব্বক জয়দ্রতকে বধ করিয়াছিলেন,—আমি সেই প্রকার শত্রু পক্ষের সকল সৈন্য সংহার করিয়া কামকে পবাজয় করিব।

তদনন্তর বস্তুবিচার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিবেক।

শ্রীমতি মীমাংসানুগতামতি! সংপ্রতি রতিরতির দুর্গতি করণের বিলক্ষণরূপ উপায় হইল,—এইক্ষণে তুমি শীঘ্রগতি ক্রোধের পরাজয় জন্য ক্ষমাকে আনয়ন কর,—বিলম্ব না হয়।

মিমাংসানুগতামতী।

যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনিই ক্ষমাকে আনয়ন করি।

কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতি ক্ষমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিলেন।

ক্ষমা।

সঙ্গীত।

আর কবে ভাই মানুষ হ'বে?
মানুষ হ'বে, মানুষ হ'বে,
আর কবে ভাই মানুষ হ'বে।
দেখে তোর্ আকব্ প্রকাশ, আচার বিচার,
মানুষ ক'বে, মানুষ ক'বে॥
হ'তে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি-নদী,
এই বেলা পার্ হওরে তবে।
মনেরে ব'লে ক'য়ে, শুদ্ধ হ'য়ে,
ডুব্ দিয়ে আয় শান্তি শবে *॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরবমুখে,
মৃত হ'য়ে যেন রবে।
লোকেতে বলুক্ মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব্ সবেই সবে॥

*শব—মৃত দেহ। শব—জল।

নয়নে ছোট বড়, দেখবে যা'রে,
তুষ্‌বে তা'রে প্রিয় রবে।
জগতে হাড়ী মুচী, সবাই শুচি,
সমভাবে ভাব্যে সবে॥
রজনী পোহায়্ পোহায়্, হইয়াছে,
তিন্ ঘড়ি রাত্ আছে সবে।
এখনি প্রভাত্ হ'লে, কুতুহলে,
নিজ স্থলে যেতে হ'বে॥
স্বভাবে হওরে সোজা, ভূতের বোঝা,
আর্ কত দিন মাথায় ব'বে।
ছাড়রে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবেনা এই ভ্রমের্ ভবে॥
ভবে না তুমিই র'বে, অমিই র'ব,
র'বে কেবল রব্‌টি রবে।
চরমে হ'বে ভা'ল গুপ্ত আল',
প্রভাকরে টেনে ল'বে।

প্রিয়জন মধ্যে থাক', প্রিয়ভাব ল'য়ে।
জগতেব প্রিয় হও, প্রিয় কথা ক'য়ে ॥
প্রিয় কথা তবু ভাল, মিথ্যা যদি হয়।
অপ্রিয় যে সত্য কথা, সেও ভাল নয় ॥
কটু কথা কালকূট, বিষের আগার।
প্রিয় কথা সুমধুব, সুধার আধার ॥
কোকিলের প্রিয়রব, ত্যাক্ত করে কাকে।
কোকিলের প্রিয়রব, ত্যাক্ত করে কাকে ॥
কাক কালো, পিক কালো, উভয়ে কুরূপ ॥
সুরবের গুণে পিক, দেখিতে সুরূপ ॥
কাণে হাত দেয় সব, কাকারব শুনে।
অখিল ভরিয়া আছে, কোকিলের গুণে ॥
কোকিল অখিলপ্রিয়, স্বভাবে সবার।
রবে তা'র ক্ষুধা হরে, সুধার সঞ্চার ॥
কমল কমলে থাকে, বিস্তারিয়া বাস।
তা'র সহ এক বাসে, ভেক করে বাস ॥
নলিনী মলিনী সদা, ভেকনাদ, শুনে।
পুলকিত ভ্রমরের, গুণ গুণ গুণে ॥
প্রেমভরে মধুকরে, হৃদয়ে তুলিয়া।
প্রাণ-ভোরে দেয় মধু, ভাণ্ডার খুলিয়া ॥
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ তায়, কটুভাষ ভাষে।
ভেকের দেখিয়া ভেক, উভয়েই হাসে ॥
দুধের দুলাল শিশু, জ্ঞান নাই যা'র।
প্রিয়ভাষে, হাসি হাসি, মুখখানি তা'র ॥
সেই ভাবে যেই ডাকে, থাকে তা'র বশে।
হেসে হেসে নেচে নেচে, কোলে এসে বসে।
বাঁকামুখে কুভাষ, যদ্যপি ভাষ তায়।
তখনি কাঁদিয়া শিশু, বদন ফিরায় ॥
ছাগ, মেষ, কুকুব, বিড়াল আদি কত।
জ্ঞানহীন পশু আর, পাখি আছে যত ॥
সহ করি পোষ যত, সুমধুর ভাষে।
তত তা'রা বদ্ধ হয়, প্রণয়ের পাশে ॥
ধমকে চমকে সব, ভয় পেয়ে মনে।
আশ করে, পাশ কেটে, বাস করে বনে ॥

এ জগতে কেহ কা'রে, কটু কথা কয়।
ঈশ্বরের এপ্রকার, অভিমত নয় ॥
সকল শরীরে হাড়, দিয়াছেন যিনি।
রসনারে, অস্থিহীন, করেছেন তিনি ॥

সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত।
ম'লে পরে কেহ আর, নাহি করে হিত
কেবল সঙ্গেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম ॥
অতএব কর সবে, ধর্ম্মের সঞ্চয়।
পাপ যেন, মনের, নিকটে নাহি রয় ॥
দ্বেষ, হিংসা পরিহরি, ক্ষমাগুণ কর।
সাধ্যমতে সকলের, উপকার কর ॥
এ প্রকার ক্ষমাগুণে, বিভূষিত যেই।
ইহলোকে স্বর্গ সুখ, ভোগ করে সেই ॥
তা'র সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে হয়।
সাক্ষাৎ দেবতা তা'রে, সকলেই কয় ॥

দ্রৌপদী।

কোনরূপ অভিলাষে, শত্রু যদি বাসে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে, কর তা'র তোষণা।
প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি,, স্বভাবেরে দোষনা ॥
বাহিরের শত্রু যা'রা, কি করিতে পারে তা'রা,
অন্তরের শত্রুগণে, একেবারে রোষনা।
ভেদ নাই, আত্ম পরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ-রবি-করে, ভ্রান্তিনদী শোষনা।
আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষণা।
নিজবোধ হ'বে কবে, নিজ-ভাব ভাব সবে,
এই ভবে, ধিধিরবে, র'বে তবে ঘোষণা ॥

দূর কর অভিমান, রাগ দ্বেষ যত।
ব্যবহারপথে চল মানুষের মত ॥
যে তোমার সখা, তা'রে, দেহ প্রেম-রস।
নীতি আর বাহুবলে, বৈরি কর বশ ॥
শিষ্যগণে বশ কর, বিদ্যা-বিতরণে।
ধন দিয়া বশ কর, লোভশীল জনে ॥
গুরুগণে বাধ্য কর, হইয়া প্রণত।
কথায় বাধিত কর, মূর্খ আছে যত ॥
স্তুতি করি তুষ্ট কর, যত দ্বিজগণে।
যুবতীরে বশ কর, প্রণয় বচনে ॥
ক্রোধিজনে বশ কর, প্রিয় কথা-রসে।
নানা গুণে জ্ঞাতিগণে, রাখ নিজবশে ॥
পণ্ডিতে করহ বশ, শাস্ত্র আলাপনে।
রসালাপে বশ কর, সুরসিক জনে ॥
যা'র প্রতি যথাযোগ্য, কর সে প্রকার।
শীলতায় বশ কর, সকল সংসার।
জগতের অধিপতি, বিভু বল যাঁরে।
অভিমত-কার্য্য করি, বশ কর তাঁরে ॥

বিশেষ কারণে যদি সাধু করে ক্রোধ।
তবু তা'র মন হ'তে নাহি যায় বোধ ॥
সে রাগেত নাহি ভাই, কিছু মাত্র ভয়।
বোধের উদয় থাকে, ক্রোধের সময় ॥
হিতকর ক্রোধ সেই, স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায়, মনের বিকার ॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে, তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয়, সমুদ্রের জল ॥
অতএব থা'ক সদা, সাধু সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যা'র, উভয় সমান ॥
সাধু সঙ্গে কোনকালে, নাই অপকার।
রোষে, তোষে, উপদেশে, কত উপকার ॥
সাধু সঙ্গ নাহি যা'র, মিছে সেই নর।
মিছে তা'র জন্ম-লাভ, মিছে কলেবর ॥
জীবন সফল তা'র, হ'বে আর কবে।
মিছে খায়, মিছে পরে, মিছে চরে ভবে ॥

ফুলের স্তবক হয়, যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ, সতের ব্যবহার ॥
হয় গিয়া চড়ে ফুলে, মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয়, বনের ভিতর ॥
হয় হয়, নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিরলে বনে, দেহ করে লয় ॥

শত্রু হ'য়ে করে যেই, অহিত আচার।
তা'র প্রতি কর তুমি, প্রিয় ব্যবহার ॥
রাগ দ্বেষ প্রতিহিংসা, সব পরিহর।
বিনয় বচনে তা'র, স্তুতিবাদ কর ॥
কোনমতে ক'রনাক' কুযশ প্রচার।
সাধ্যমতে যত পার, কর উপকার ॥
দ্বেষভাব যদি ধর, শত্রুর সহিত।
কিছুতেই তাহে তুমি, পাইবে না হিত ॥
শতগুণে বেড়ে যাবে, বিপদ তোমার।
ক্রোধের অনলে সব, হ'বে ছারখার ॥
সে আগুন ভয়ানক, পাপের আধার।
একবার জ্বলে যদি, নিবিবেনা আর ॥
যে প্রকার দাবানল, হইয়া উদয়।
গহন দহন করি, তবে শেষ হয় ॥
সেপ্রকার, এ অনলে, অশেষ অহিত।
পোড়াবে তোমারে ভাই, স্বগণ সহিত ॥
ধন, মান, যশ, ভাগ্য, আর নাহি পাবে।
একেবারে সমুদয়, উড়ে পুরে যাবে ॥
তোমা ব'লে শুধু নয়, শুন বলি সার।
যে তোমার মতে চলে, সর্ব্বনাশ তা'র ॥
বিধি বটে, বাহুবলে, বৈরি বশ করা।
তা'র পক্ষে বিধি এই, পালে যেই ধরা ॥
বাহুবল বিধি নয়, তোমায় আমায়।
মরুক্, করুক্, রণ, রাজায় রাজায় ॥

পরস্পর রাজা যদি, প্রেমভাবে রয়।
ছলে বলে, কেহ কার' রাজ্য নাহি লয়॥
ভূপে ভূপে ভ্রাতৃবৎ, হ'লে ব্যবহার।
এ জগতে তা'র চেয়ে, সুখ নাহি আর॥
পরস্পর দ্বেষ করি, ধরি রণবেশ।
ধন, প্রাণ, মান নাশ, সর্ব্বনাশ শেষ॥
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, শাস্ত্রে এই কয়।
সে ভোগের ভোগে কত, পাপভোগ হয়॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির, পুণ্যশীল যিনি।
রাজ্যলোভে কত পাপ, করিলেন তিনি॥
দ্রোণ গুরু বিনাশের, হইয়া কারণ।
সেই পাপে নৃপতির, নরক দর্শন॥
বিরাটের বাসে গিয়া, মিছা কথা-ক'য়ে।
রহিলেন পাঁচ ভাই, দ্রৌপদীরে ল'য়ে॥
বহুবিধ গুণধাম, রাম রঘুবর।
ধর্ম্মশীল জন্মে নাই, আর যার পর॥
সেই রাম নিজ কার্য্য করিতে সাধন।
বিনা-দোষে বধিলেন, বালির জীবন।
বিভীষণ সহ কত, করিয়া মন্ত্রণা।
বধিলেন দশাননে, করি প্রতারণা॥
যত ভূপ, এইরূপ, অপরূপ কথা।
তথা তথা পাপ আছে, রাজ্যলোভ যথা॥

মীমাংসানুগতামতি।

হে প্রিয়-সখি ক্ষমে!—যেমন পিপাসাতুর চাতকপক্ষী বারিধরের বদন-বিগলিত-বারিবিন্দু-পতন-প্রত্যাশায় প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে থাকে, ঐ দেখ সই, আমাদের মহারাজ তোমার আগমনের প্রতি সেইরূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন, —যাও, তুমি এখনই তাঁহার নিকটে গমন কর।

ক্ষমা।

(মহারাজ্ঞ বিবেকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক।)

মহারাজ! এই আমি তোমার দাসীর দাসী,—বহু দিনের পর অদ্য চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, আমাকে কেন ডাকিয়াছেন আজ্ঞা করুন?

বিবেক।

ক্ষমা!—এসো এসো, এই আসনে ব'স। কেমন্ ভাল আছ তো।

আমি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম,—উপস্থিত সংগ্রামে দুরাচার মহামোহের সেনাপতি পাপাত্মা ক্রোধকে কেবল তুমিই পরাজয় করিতে পারিবে।

ক্ষমা।

(আহ্লাদ পূর্ব্বক।)

মহারাজ! যদি অনুমতি করেন তবে আমি এই দণ্ডেই মহামোহকে পরাজয় করি, ক্রোধ,—সেটা আবার কে? আমি তাহাকে লক্ষ্যও করি না, যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, সূর্য্য সম্বন্ধে জোনাকীপোকা, হস্তির সম্বন্ধে পিপীলিকা, পর্ব্বত সম্বন্ধে তৃণ, সেইরূপ আমার সম্বন্ধে ক্রোধ।

যেমন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুরাত্মা-মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি এই অধর্ম্মচারি পাপকারি, যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মসংহারি দুর্জ্জন ক্রোধকে নিপাত করিব।

বিবেক।

(হাস্যবদনে।)

ক্ষমা,—তুমি ক্রোধকে কি উপায়ে জয় করিবে, বল শুনি।

ক্ষমা।

আমি ধৈর্য্য, সহ্য, ক্ষমা, অহিংসা প্রণয়, আহ্লাদ, সুসন্তোষ, প্রিয়ভাষ, ইত্যাদি প্রকার বাণের দ্বারা ক্রোধকে সংহার করিব।—যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলে আর কি প্রকারে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে—আমি মানবের মনে এরূপে বিহার করিব,—সকলে যেন গুরুতর-অনিষ্টকারি ব্যক্তিকে ইষ্টকারি ইষ্টদেবের ন্যায় ভক্তি করে।—অপরাধিদিগের কোন অপরাধ না লইয়া তিরস্কারের বিনিময়ে প্রসন্নতা পূর্ব্বক যেন যথা-সম্ভব পুরস্কার করে। প্রতিযোগি প্রতিপক্ষ জনের প্রতিপত্তি হইলে অকপটচিত্তে যেন আহ্লাদ প্রকাশ করে। কোনমতেই যেন মনে হিংসার উদয় না হয়। যাহারা খড়্গহস্ত হইয়া প্রহার করণে উদ্যত হইবে, হাস্যবদনে নত হইয়া তাহার নিকট কাতরতা ও বিনয় প্রকাশ করিবে,—মূর্খজনকে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিবে,—অহঙ্কারির নিকট নিরন্তর নম্রতাই প্রকাশ করিবে,—অকপট প্রণয়পাশে সকলকেই বদ্ধ করিবে, সম্যগ্রূপে এই প্রকার সাধুব্যবহার করিলে শুদ্ধ ক্রোধ বলিয়া নহে, হিংসা, কটুবাক্য, মত্ততা, অহঙ্কার, ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাবতেই পরাজিত হইবে।

গীত।

রাগিণী রামকেলী। তাল ঠুংরি?

শুনহে, সুজনরাজ, মানস আমার।
ছাড় ছাড় দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কার॥
কৃপাজলে স্নান কর, বিরাগ-বসন পর,
ধর ধর অঙ্গে ধর, ক্ষমা অলঙ্কার।
ভয়ানক এই ক্রোধ, রাখেনা পদার্থ-বোধ,
উপরোধ অনুরোধ, করে পরিহার।
ক্রোধের অধীন যা'রা, আঁখি থেকে অন্ধ তা'রা,
ভ্রমে কভু হিতাহিত, করে না বিচার॥
মরি মরি আহা আহা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, গুণ যাহা,
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেখো একবার।
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকর দুঃখহর,
যত পার, তত কর, পর উপকার॥
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাষ, সদালাপ সুসন্তোষ,
সকলে সমান ভাবে, সদা সদাচার।
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ,
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার॥

বিবেক।

পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ।—তুমি ধন্যা, তুমি ধন্যা। আমি অদ্য তোমাকে কেবল ক্রোধের পরাজয় নিমিত্তই নিযুক্ত করিলাম।

ক্ষমা।

যে আজ্ঞা মহারাজ,—আমি দুরাত্মা ক্রোধকে এখনিই গিয়া সংহার করি।

[তদনন্তর ক্ষমা রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

বিবেক।

হে মীমাংসানুগতামতি!—লোভের পরাজয় জন্য তুমি শীঘ্রই সন্তোষকে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি।

যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনিই গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনি।

কিঞ্চিৎকাল পরে মীমাংসানুগতামতি সন্তোষকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন।

সন্তোষ।

বক্তৃতাছলে গীত।

রাগিণী ললিত। তাল তেওট।

এই ভবে, এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কা'র তরে, লোভ ভার, কর ধন ধন॥

ধূয়া।

ভ্রমেতে ভোগিছ দুখ, কা'রে বলে সত্য সুখ,
না পাইলে একটুক, সার আস্বাদন।
সদা সেই উপাসনা, কিসে পাবে রূপা, সনা,
কত বেশে, কত দেশে, করিছ ভ্রমণ॥
শীত, বৃষ্টি ভয়ঙ্কর, খরতর রবিকর,
শরীরেতে নিরন্তর, করিছ ধারণ।
খনি কেটে অস্ত্র ধরি, পাতালে প্রবেশ করি,
সমুদ্রে চালায়ে তরি, অর্থ আহরণ॥
পর্ব্বতে মারিছ লাপ, অনলে দিতেছ ঝাঁপ,
বিষ-লোভে, মেরে সাপ, পাপ আচরণ।
হইয়া লোভের বশ, হারাইলে তত্ত্বরস,
সবে করি অপযশ, কহে কুবচন॥
জ্ঞাতি, বন্ধু, সহোদর, সকলে বঞ্চনা কর,
ছলনাতে নিরন্তর, হর পরধন।
নাহি দয়া, নাহি ধর্ম্ম, নাহি পাও সা'র শর্ম্ম,
ভূলে মর্ম্ম, অপকর্ম্ম, করিছ সাধন॥
কত ভাব ধরিতেছ, ধন প্রাণ হরিতেছ,
কত কষ্টে মরিতেছ, লাভের কারণ।
লোভের কিঙ্কর যেই, নরকের চর সেই,
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন॥
পাপেপেট পূরিতেছ, দুখে সদা ঝুরিতেছ,
দিবা নিশি ঘুরিতেছ, ধনির ভবন।
কলেবর জর জর, ভয়ে প্রাণ থর থর,
যাচকের সমাদর, হয় কি কখন॥
পরাধীন চিরদিন, তা'রে বলি চিরদীন,
অধীনের কবে হয় সুখ সংঘটন।
কেহ নাহি করে মান, ঘরে পরে অপমান,
অভিমানে ম্রিয়মান, মলিন বদন॥
কোথাও না সুখ পাই, যা'র কাছে ধন চাই,
সেই বলে দূর ছাই, দূর অভাজন।
লোভমদে মত্ত হ'য়ে, ধনীর অধীনে র'য়ে,
প্রতিদিন করে যেই, পরান্ন ভোজন॥
অধিক কি কব আর, বিড়ম্বনা বিধাতার,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তা'র, ধিক্‌রে, জীবন।
পরভোজী যা'রা হয়, তা'রা যদি বেঁচে রয়,
কে তবে গিয়েছে বল শমন সদন।
স্বাধীনতা নাই যা'র, বেঁচে কিবা সুখ তা'র,
মরণ বাঁচন তা'র, বাঁচন মরণ।
পরবাসে বাস করি, পর-অন্নে পেট ভরি,
প্রতিদিন খায় যেই, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
তা'রে কি ভক্ষণ বলি, সে নয় ভক্ষণ বলি,
বলির ভক্ষণ বলি, কাকের ভক্ষণ॥
সাধু সাধু বলি তা'রে, নাহি যা'য় পর-দ্বারে,
শুনিতে না হয় যা'রে, পরের গঞ্জন।
স্বাধীনতা সুখ ল'য়ে, আপনার গৃহে র'য়ে,
যথা কালে শাক অন্ন, যে করে ভোজন।
ননী, ক্ষীর, চিনি, পিটে, তা'র কাছে নহে মিটে,
মোটা ভাতে, লুন্ ছিটে, অমৃত-ভোজন।

সফল তাহার দেহ, তা'র সম নাহি কেহ,
পরাধীন কোন দিন, না হয় যেজন।
লোভ করি পরাজয়, সভাবে সন্তোষে রয়,
মহাশয় সদাশয়, সাধক সুজন।
এমন স্বভাব যা'র, সে পেয়েছে বস্তু সার,
দাস হ'য়ে আমি তার, পূজিব চরণ॥

আর এক দিকে দৃষ্টি করিয়া।

এই ভবে এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কা'র তরে, লোভ-ভরে, কর ধন ধন॥

ধূয়া।

ওরে লোভ মনোচর, মন থেকে সর সর,
দুরাচার মর মর, কররে গমন।
আশাপথ এঁচে এঁচে, দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে,
কি সুখে করিস্ বেঁচে, শরীর ধারণ॥
হায় আমি কোথা যাব, কোথা গেলে ধন পাব,
হা ধন, জো ধন, মুখে, ভুলে নিত্যধন।
আশা-জলে খেয়ে খাবি, বল দেখি কোথা যাবি,
তখন্ কি ধন পাবি, হইলে নিধন॥
কুবেরের ধন লও, স্বর্গের ঈশ্বর হও,
সে ধনের ভোগ তোর, হবেরে কখন।
বিষম বিকট-বেশ, জরা করে আয়ু শেষ,
ধরিয়া মাথার কেশ, র'য়েছে শমন॥
ভূপতি, অনল চোরে, ধন যদি লয় হ'রে,
শোকে শেষ যাবি ম'রে, করিয়া রোদন।
ধনেতে না হয় সুখ, কেবল বাড়ায় দুখ,
কিছুতেই আশা নাহি, হয় নিবারণ॥
আশাভঙ্গে মনস্তাপ, সেই তাপ ঘোর তাপ,
ভুগিতে পাপের ভোগ, নরকে গমন।
তাই বলি যত নর, পাপ লোভ পরিহর,
নিরাশায় সুখে কর, ভবে বিচরণ॥
নিরাশার হ'লে দাস, থাকিবে না অভিলাষ,
সশরীরে স্বর্গবাস, গেলে পরে বন।
রহিবে না কোন দোষ, শিবময় আশুতোষ,
প্রতিক্ষণ পরিতোষ, প্রেম আলাপন॥
বাসবের স্বর্গবাস, রথ, বাজী, দাসী, দাস,
বিভব সম্ভোগে কিছু, নাহি প্রয়োজন।
ধরাতে কি নাই স্থল, নদীতে কি নাই জল,
বনেতে কি নাই ফল, বল ওরে মন॥
ইন্দ্রধাম তরুতল, চারু শয্যা দুর্ব্বাদল,
খেয়ে ফল, নদী জল, করিব ভোজন॥
বস্ত্র আছে বৃক্ষ ছাল, বাদ্য আছে নিজগাল,
নেচে গেয়ে সুখে কাল, কররে যাপন॥
সন্তোষ যাহার মনে, সে-কি মুগ্ধ হয় ধনে,
তৃণ সম জ্ঞান করে, এ তিন ভুবন।
গেলে এই পাপ আশা, আর নাই পুন আসা,
আশাবাসা ভেঙে চল, নিত্য নিকেতন॥

বড় হ'বে তো ছোট হও।

মনে কর কি আশায়, আসিয়াছ ভবে।
এসেছ, বসেছ বটে, যেতে শেষে হ'বে॥
এখনো পড়নি, পাঠ, হাতেখড়ি সবে।
একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, কবে আর ক'বে॥
ভেবেছ কি চিরদিন, এই ভাবে র'বে।
তুমি আমি, তিনি উনি, একরূপ সবে॥
বড়বোলে পরিচয়, দিয়ে বড়-র'বে।
অহঙ্কার ভার, আর, কত দিন ব'বে॥
আমি কব, আমি 'বড়' পরে নাহি ক'বে।
বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে॥

যেজন সুজন সদা, স্বভাবে সন্তোষ।
সুখে পরিপূর্ণ তা'র, হৃদয়ের কোষ॥
কিছুতেই বোষ নাই, নাই মুখশোষ।
দীন হ'য়ে দিন কাটে, দূর করি দোষ॥

অপার-আনন্দরসে, ভাসে চিরকাল।
বাহিরে দীনের ভাব, মনে মহীপাল॥
ধূলায় শয়ন করি, সুখে নিদ্রা যায়!
কিছু মাত্র দুঃখ বোধ, নাহি হয় তায়॥
নাহি চায় মনোহর, বাস আর বাস।
সরল অন্তরে করে, তরুতলে বাস॥
মনেতে মালিন্য নাই, মলিন-বসনে।
যাহা পায় তাহা খায়, পুলকিত মনে॥
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই অভিমান।
পরের সুখেতে সুখী, হরের সমান॥
জীব হ'য়ে শিব সেই, সদা শিবময়।
কিছুতেই তা'র কভু, অশিব না হয়॥
সন্তোষের সঞ্চার, যাহার মনে নাই।
তাহার নিকটে সুখ, নাহি পায় ঠাঁই॥
রত্নাকরে যত রত্ন করিয়া গ্রহণ।
তা'র সহ যোগ করি, কুবেরের ধন॥
স্বর্গ আদি যেখানেতে, সম্পদ যা আছে।
সকল একত্র করি, দেহ তা'র কাছে॥
আকাশের চাঁদ ধ'রে হাতে দেও তা'র।
তথাচ হবেনা মনে, সুখের সঞ্চার॥
ক্রমেতে ঘুরিবে মন, উপরে উড়িয়া।
বাসনা ছুটিবে তা'র, আকাশ ফুঁড়িয়া॥
অতএব প্রিয়গণ, স্থির রাখ ভাব।
কিসের অভাব বল, কিসের অভাব॥
সভাবে সন্তোষ ধন, স্বভাবে রাখিয়া।
পুলকে পূরিত হও, ভূলোকে থাকিয়া॥
মেলে আঁখি, দেখদেখি, চারিদিক্ চেয়ে।
এ জগতে কিছু নাই, সন্তোষের চেয়ে॥

এ জগতে লোভশীল, যত জন আছে।
বল দেখি, কা'র কোথা, হিত ঘটিয়াছে।
এই লোভে কত জন, করে কত পাপ।
এই লোভে কত জন পায় কত তাপ॥
এই লোভে কত শত রাজ পরিবার।
ধনে জনে, একেবারে, হ'লো ছারখার॥
লোভি হ'লে, কার' কাছে, থাকেনাকো মান।
ঘরে পরে সবে তা'র, করে অপমান॥
অতএব ভাই সব, উপদেশ ধর।
মনেরে প্রবোধ দিয়া, লোভ পরিহর॥
আহারের লোভে প'ড়ে, হ'য়ে বোধহীন।
বড়শীর মুখে বিঁধে, মারা যায় মীন॥
না যায় লোভের ক্ষোভ, যদি যায় প্রাণ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, বিধির বিধান॥

ওহে লোভ! প্রণিপাত, তোমার চরণে।
দিবা নিশি অন্ধ জীব, তোমার কারণে॥
স্বভাবে প্রভাব ধরি, তুমি পাও যাকে।
হিতাহিত বোধ তা'র, কিছু নাহি থাকে॥
কোথায় তোমার সীমা, ক্রমে বাড়ে আশা।
কিছুতে না শেষ হয়, তোমার পিপাসা॥
জলধির জলে ডুবে, পেতে পারি থাই।
ভাবিলে ভবের ভাব, নিরূপণ পাই॥
কতদূব উপরেতে, আছে প্রভাকর।
কতদূর বিস্তারিয়া, প্রকাশিছে কর॥
রবি ছবি মাঝে শশী, কিরূপেতে রয়।
এ সকল বিচারেতে নিরূপণ হয়॥
কতরূপে কত ভাবি, নাহি হয় স্থির।
কত দূর ব্যাপিয়াছে, লোভের শরীর॥
এই লোভে রাবণের, হ'লো সর্ব্বনাশ।
এই লোভে কুরুকুল, হইল বিনাশ॥
এই লোভে কত দেশ, গেল ছারখার।
এই লোভে চিরদুখি, কত পরিবার॥
এই লোভে কত রাজা, কারাভোগ করে।
এই লোভে কত বীর, আপনিই মরে॥
এ লোভের অধীন যে, হয় একবার।
চিরকাল শুধু তা'র, হাহাকার সার॥

এ লোভে পণ্ডিত কত, স্বভাবে না র'য়ে।
ভুগিলেন রাজদণ্ড, অপমান হ'য়ে॥
কত কত ধীরগণ, এই লোভ ক'রে
অবিহিত আচরণে, ক্ষোভে যান ম'রে॥
ধরাতে লোভ অতি, প্রবল এখন।
বাধিয়াছে ঘোরতর, ভয়ঙ্কর রণ॥
জয়-লোভে বীর সব, ছাড়িয়াছে ভয়।
কি হয়, কি হয়, লোভে, কি হয়, কি হয়॥
এ লোভের ভাব দেখে, মনে হয় ত্রাস।
একেবারে করে বুঝি, সকল বিনাশ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ, নাহি ভাবে কেউ।
লোভের সাগরে ডুবে, গণিতেছে ঢেউ॥
পুত্রশোকে কত পিতা, করে হাহাকার।
ছারখার হ'য়ে গেল, কত পরিবার॥
কাঁদিছে দুধের শিশু, পিতার কারণ।
আহা, তা'র, হাহাকার, কে করে বারণ॥
জননী কাতরে কাঁদে, করি হায় হায়।
প্রাণের কুমার মোর, গেলিরে কোথায়॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে, প্রাণে যায় মারা।
কে আর মুছিবে তা'র, নয়নের ধারা॥
ভাই কাঁদে, বন্ধু কাঁদে, কাঁদে আর সবে।
গগন ভরিয়া গেল, হাহাকার রবে॥
শুন শুন বীরগণ, করি নিবেদন।
স্থির হও, স্থির হও, ছাড়' ছাড়' রণ॥
জ্বেলেছে আগুণ অতি, হ'য়ে বলবান।
শান্তি জল দিয়া তা'রে, করহ নির্ব্বাণ॥
যা হবার হইয়াছে, আর কেন দ্বেষ।
প্রেমভাবে রক্ষা কর, নিজ নিজ দেশ॥

ধন আর পদ, ভাব, ধুলার সমান।
পদে আর ধনে কেন, কর অভিমান
চিরদিন সম সুখে, যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কভু, আপনার নয়॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কিরূপে হ'বে, সম্পদ তোমার॥
নগ নিবাসিনী নদী-নীর যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রখর বেগ, পরে নাই আর॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল কমনীয়, পরেতে কুরূপ॥
অতএব ছাড়' ছাড়' ছাড়,' অহঙ্কার।
চিরকাল নাহি র'বে, যৌবন তোমার॥
জলবিম্ব যে প্রকার, স্বভাবে চঞ্চল।
নিয়ত লহরীলীলা, করে ঢল ঢল॥
গুণেতে চমলবৎ, অস্থির এ নীব।
কখন্ শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির॥
সেইরূপ আয়ূ বায়ু, এই দেহবাসে।
এখনি উড়িয়া যাবে, শেষের নিশ্বাসে॥
জীবনের ফেনা সম, জীবের জীবন।
কখন্ বিলয় হ'বে, নাহি নিরূপণ॥
হায় হায়, কা'রে কব, মনের বচন।
চেতনের একবার, না হয় চেতন॥
প্রতিদিন দেখিতেছে, এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই, পরে নেই আর॥
এই, এই, এই, এই, এই হয় সেই।
সেই সেই, সেই নেই, এই এই এই॥
সকলি অসার তবে, কি ভেবেছে সার।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিস্কার॥
এখন' না হয় যদি, ধর্ম্মে অধিকার।
চরমে করিতে হ'বে, শুধু হাহাকার॥
তখন্ না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হ'য়ে শোকের অনল॥
অতএব জীবগণ, উপদেশ লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রহ॥
তাহে আর নাহি র'বে, শেষের সে ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময়॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ওহে মানস আমার।—বারবার, কেন আর,
কর মিছে হাহাকার।
পাপ-আশা তৃষা-কৃশা, হ'লনা তোমার॥
আশাতেই বাড়ে আশা, আশাতেই হয় আসা,
আশা নাশা কর্ম্মনাশা, নদী, হও পার।
যত দিন র'বে আশা, তত দিন ভবে আসা,
ভাঙিলে আশার বাসা, আসা নাই আর॥
আশাতেই এত রোগ, আসাতেই এত ভোগ,
আশায় আসার যোগ, হয় বার বার।
এ আশার হ'লে শেষ, চ'লে যাবে নিজদেশ,
স্বরূপে স্বভাব পেয়ে, করিবে বিহার॥

মীমাংসানুগতামতি।

হে ভাই সন্তোষ!—ঐ দেখ, আমাদিগের ধীরাজ বিরাজ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বেই তাঁহার নিকট গমন কর।

সন্তোষ।

(বিবেকের সম্মুখে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক।)

মহারাজ! আমি সন্তোষ।—আপনার চরণসেবক, আজ্ঞা করুন, এই অধীনকে কেন ডাকিয়াছেন ?

বিবেক।

তোমার পরাক্রম আমি বিশিষ্ট-রূপেই জ্ঞাত আছি, বিলম্বে বিঘ্ন সম্ভাবনা, তুমি এখনই বারাণসীধামে গমন করিয়া দুর্নিবার দুরাচার লোভকে পরাজয় কর।

সন্তোষ।

(হাস্যবদনে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া।)

যে আজ্ঞা মহারাজ!—যেমন রঘুকুলতিলক পতিতপাবন রঘুনাথ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস-পতি দশমুখ রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপে অতি শীঘ্রই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্নকর ত্রিলোকবিজয়ী অবাধ্য লোভকে প্রচুর পরাক্রমে পরাভব পূর্ব্বক চূর্ণ করিব!

[তদনন্তর সন্তোষ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

শুভলগ্ন নির্ণয়কারি গণক।

মহারাজের জয়জয়কার। আপনি সর্ব্বজয়ী এবং চিরজীবী হউন। জগদীশ্বর সর্ব্বতো-ভাবেই আপনার মঙ্গল করুন।

আমি শুভলগ্ন নির্ণয় পূর্ব্বক আগমন করিলাম,—বিজয়প্রস্থানে সমুদয় মাঙ্গলিক-দ্রব্য স্থাপিত হইয়াছে, বারবেলা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই সময়েই ৺ বারাণসী ধামে শুভযাত্রা করুন। এই লগ্নে গমন করিলে আপনি নিশ্চয়-রূপেই জয়ী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিবেক।

ওহে গণক ঠাকুর!—তবে তুমি এইক্ষণেই

সেনাপতি সকলকে সুসজ্জীভূত হইয়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেও।

গণক।

যে আজ্ঞা মহারাজ!—তাঁহারা তাবতেই শুভসজ্জা করিতেছেন।

[তদনন্তর গণক নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।]

(এই সময়ে অতি উচ্চৈস্বরে নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল।)

আনন্দ কোলাহলসূচক বাদ্য গীত।

জয় জয় জয় রাজা, বিবেকের জয়।
বিবেকের জয়, রাজা বিবেকের জয়॥
একেবারে শত্রু সবে, হ'বে পরাজয়॥
জয় জয় জয় হর স্মরহর, জয় হয় হরি মুরহর,
শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা কর, আর কারে ভয়॥
ধবাদ্ধা ধাদ্ধা,-ধবদ্ধড় ধবদ্ধড়, তিত্তা তিত্তা,-
তত্তড় তত্তড়, দ্বদ্দ দ্বদ্দ,-দ্বদ্দড় দ্বদ্দড়,
বাদ্য রণজয়।
ভঁঃভ্ভঁ-ভঁভ্ভঁ, ভন্তম ভন্তম, পঁপ্প পঁপ্প,
পম্পম পম্পম, ধুদ্ধ্ ধুদ্ধ্-ধদ্ধম ধদ্ধম,—
ভেরী নাদ হয়॥
পর পর পর, বস্ত্র পর, ধর ধর ধর, অস্ত্র ধর,
কর কর কর সজ্জা কর, রথ, গজ, হয়॥

রথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে,—সমুদয় সমর-সামগ্রী সম্বলিত যোদ্ধা সকল সুসজ্জীভূত।

হে পদাতিক সেনাগণ! তোমরা অতি সাহস পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে গমন কর,—তোমা-দিগের বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে মহারাজ জয়ী হইবেন।

হে অশ্বারোহি সকল!—তোমরা অসি-ধাবণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাহসে প্রসন্নচিত্তে পদাতিক-পুঞ্জের পশ্চাৎ যাত্রা কর।—তোমরা গমন মাত্রেই প্রচুর পরাক্রম প্রচার পূর্ব্বক শত্রুকুলকে সংহার করিবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই।

যাত্রাকালে সৈন্যদিগের রণমত্ততা।
সমানিকাছন্দঃ।

বিবেক বিবেকরস। ছাড়ি যুদ্ধরসে বশ॥
সাধিতে আপন কাজ। দিলে আজ্ঞা সাজসাজ॥
আজ্ঞা পেয়ে সৈন্যসব। করে দর্পে ঘোর রব॥
বীররসে হ'য়ে মত্ত। না দেখে আপন তত্ত্ব॥
কেহ হাঁকে মারমার। ছাড়ে কেহ হুহুঙ্কার॥
কেহ দন্তে দেয় লম্ফ। পদভারে ভূমিকম্প॥
আস্ফোটন বাহু শব্দ। শুনে লোক হয় স্তব্ধ।
ধায় সবে দুড়াদুড়ি। পরস্পর হুড়াহুড়ি॥
কেহ গজে কেহ রথে। কেহ অশ্বে কেহ পথে
কেহ অগ্রসরে ধায়। পিছুপানে নাহি চায়॥
কোন বীর লোফে তীর। কেহ দেখে হয় স্থির॥
কেহ ধরে তলবার। কেহ ধরে যমধার॥
কেহ ধনু-ছিলা টানে। কেহ কাটয়ার হানে॥
কেহ ধায় ধরি চর্ম্ম। কেহ গাত্রে দেয় বর্ম্ম॥
জয় জয় মহারাজ। মহামোহ মুণ্ডে-বাজ॥
কোন্ ছার মহামোহ। এখনিই পাবে মোহ।
কিছু না রাখিব আর হ'বে সবে ছারখার॥
এইরূপ সৈন্যে বোল। সুপ্রচণ্ড গণ্ডগোল॥
ঘোটকের পদঘায়। ধূলা উড়ে সূর্য্য ছায়॥
হ'লো ঘোর অন্ধকার। নাহি দৃষ্টি কেবা কা'র॥
লাখে লাখ শতশত। বাজে রণ্বাদ্য কত॥

তাতিন্তা তাতিনিথনি। উঠিছে মৃদঙ্গ ধ্বনি ॥
ধৃধু ধৃধু ধৃধু ধূরী। রণরঙ্গে বাজে তূরী ॥
ভোঁভোঁভোঁবাজে ভোরঙ্গ। শব্দে শত্রু দেয় ভঙ্গ ॥
রণঢক্কা জয়ঢাক। বাজে কত লাখে লাক ॥
বীর বশে হ'য়ে ভোল। সব সৈন্য উভরোল
লক্ষ লক্ষ রণদক্ষ। বলে মার শত্রুপক্ষ ॥
এইরূপে সৈন্য গ্রাম। চলে বারাণসী ধাম ॥

বিবেক।

হে মন্ত্রি!—এসো আমরা এই মঙ্গলময় কৃতমঙ্গল হইয়া বিঘ্নহর-সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করি,—তুমি গিয়া সারথিকে বল, যথাক্রমে রণরথ সাজাইয়া এখনি আনুক।

মন্ত্রী।

যে আজ্ঞা প্রভু,—রণরথ আনয়ন করি।

এই বলিয়া মন্ত্রী নাট্যশালা পরিত্যাগ করিলেন।

সারথি।

হে সর্ব্বজয়ি-সর্ব্বপ্রিয় সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চিরজীবি মহারাজ! সুসজ্জাপূর্ব্বক রণরথ আনয়ন করিয়াছি, এই রথে আরোহণ করুন।

বিবেক।

(মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রথারোহণ।)

গীত।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী! তাল একতালা।

কোথা হে হর বিশ্বেশ্বর, যেন লজ্জা নাহি পাই,
রাঙ্গাপদ ধ্যান করি, কাশীধামে যাই ॥
হর হর হরি হরি, মুখে শুধু জপ করি,
দুর্গানাম বল বিনা, অন্য বল নাই।
ইচ্ছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচ্ছাময়,
মনে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই।
হ'লে জয় ভাল হয়, না হয়তো, নয় নয়,
পাঁচে পাঁচ হ'লে লয়, পদে দিয়ো ঠাঁই।
তোমা বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাহি মানি,
নিরন্তর মনে শুধু, তব গুণ গাই।
কৃপাকর কৃপাময়, আর না যাতনা সয়,
ঘুচে যাক্ ভবক্ষুধা, তত্ত্বসুধা খাই ॥

সারথি।

সুমঙ্গল যাত্রা কিবা, বামভাগে শব শিবা,
দক্ষিণদিকেতে দ্বিজ, মৃগ, গাভী যায় হে।
মহামতি সেনাপতি, সুন্দর সুগতি,
সমর অমর প্রায় হে ॥

তুরগ খুরধ্বনি, খর খর খর খর,
চক্র-ঘোষিত ঘোর, ঘর ঘর ঘর ঘর,
নিশান রথোপরে, ফর ফর ফর ফর,
মনোহর কত শোভা তায় হে।
কলিত কলরব, কল কল কল কল,
সপক্ষ-মুখে হাস, খল খল খল খল,
বিপক্ষ দল বল, টল টল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায় হে ॥

হে মহারাজ! দর্শন করুন, দর্শন করুন। ঐ সন্মুখে মোক্ষপুরী পামরপাবনী বারাণসী। ঐ উত্তরবাহিনী সুরনদী গঙ্গা সুচারু-শৈল-নির্ম্মিত সোপান-মালায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন!—মরি মরি! এই পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের

চ্ছায় কি চমৎকারাকারা! কি সকল সুন্দর মনোহর মন্দির! হর হর শব্দে সাধকেরা কৃতার্থ হইতেছে।—ঐ ভববন্ধনছেদক সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণ করুন, আহা, আনন্দকাননে কি আনন্দ! ব্রহ্মসংগীত-দ্বারা গায়কেরা ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেছে।

হে মহারাজ!—কাশীধামের শোভা আর বর্ণনা করিতে পারি না, উত্তর-ভাগে বরুণা দক্ষিণ-ভাগে অসী,—উভয়ে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া কি বিচিত্র লহরী লীলা বিস্তার করিতেছে! বোধ হয় ইহারা যেন তরঙ্গরূপ বেণী-শ্রেণী-লম্বিত পূর্ব্বক মহামঙ্গলময় মহাদেবের পদতলে প্রণত হইয়া কলকল কলরব-চ্ছলে স্তুতিপাঠ করিতেছে। আহা!—এই পুণ্যভূমি কি চিত্তহর নয়ন-প্রফুল্লকর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ভূষায় ভূষিত হইয়াছে!—মরি মরি,—আহা! ঐ সকল অট্টালিকার উপরি ভাগে বংশলগ্ন-পতাকা সকল বায়ুভরে দোদুল্যমান হইয়া শরৎকালের নির্ম্মল মেঘান্দোলিত-বিদ্যুৎ-শ্রেণীকে যেন লজ্জা প্রদান করিতেছে।

আহা!—চমৎকার চমৎকার!—এখানকার জল বায়ু, বৃক্ষ, লতা, কোকিল, ভ্রমরাদি তাবতেই যেন পাশুপতব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বাদ্য করিতেছে, —স্তব পড়িতেছে।—সাধু সাধু।

গীত

রাগিণী রামকেলি। তাল আড়া।

মহারাজ কর দরশন, জুড়ালো নয়ন,
হেরে জুড়ালো নয়ন।
আহা আহা কিবে শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
মুখে আর সরেনা বচন॥
একেবারে মুগ্ধ হ'লো, প্রাণ আর মন॥
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচেগেল সব তাপ,
ভবভয় সমুদয়, হ'লো নিবারণ।
যে দিকেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়া যাই,
পুন আর পারিনেক' ফিরাতে নয়ন॥
স্বর্গ আর কা'রে বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে,
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির সদন।
আশাপাশ হরিবারে, বররূপে বরিবারে,
ভঙ্গিভরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ॥
কা'রে বলি হায় হা'য়, সুদুর্ল্লভ নরকায়,
এতদিনে হ'লো তায়, সফল জীবন।
পাদপদ্মে সদাব্রত, হ'য়ে তায় মধুব্রত,
গান কবি মকরন্দ, করিব ভোজন॥

বিবেক।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল ঠুংরি।

একি রে-সেই বারাণসী।—সেই বাবাণসী,
একি সেই বারাণসী,
একি রে,—সেই বারাণসী।
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অসী॥
পতিতপাবনী-গঙ্গা, সম্মুখে আপনি ভঙ্গা,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, ল'য়ে তত্ত্বমসি॥
দেবদেব স্মরহর, পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর,
শক্তিরূপে মুক্তি যা'র, বামভাগে বসি॥
কীট আদি যত জীব, সকলে হ'তেছে শিব,
শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোশী॥
'স্বর্গের অমর যত, হাহাকার করে কত,
বিষয়বাসনাবিষ,—বারিনিধি পশি।
শুক্লভাবে শোভা ধরে, অন্তরেতে আলোকরে,
ত্রিতাপতিমির হরে, জ্ঞানরূপ শশী॥

হে সারথি!—রথ রাখ।—রথ রাখ।—যেমন চুম্বুক প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে।—যেমন কাংস্যাদি ধাতু সকল বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে,—যেমন তত্বজ্ঞান মুক্তিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তমোগুণ-বিনাশিনী আত্মজাত-পরমানন্দপ্রদায়িনী এই পবিত্র পুণ্যভূমি বারাণসী আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া আর্ষণ করিতেছেন

সারথি।

জয় জয় জয় ভূপ, জয় জয় জয় হে।
হইলাম কাশীবাসী, আর কা'রে ভয় হে॥
আপনার আগমনে শুভানন্দময় হে।
বিষাদে বিদীর্ণ হয়, বিপক্ষ-হৃদয় হে॥
মহামোহ আদি কেহ, স্থির নাহি রয় হে।
ওই দেখ, পলাতেছে, শত্রু সমুদয় হে॥
আর কি সে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ রয় হে
এখনি হইবে মনে, প্রবোধ উদয় হে॥

বিবেক।

(রথের গতি রোধ করিয়া।)

রথ হইতে নামিয়া পূর্ণানন্দে সারথির সহিত অনাদি কেশব ও অন্যান্য দেব দর্শনে গমন।

হে প্রিয় সারথি!—দেখ দেখ—পূর্ব্বতন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এই মুক্তিদাতা মহাদেবকে বারাণসীর অধিষ্ঠাতা বলিয়া গান করেন, কাশী-বাসি পুণ্যশীল জনেরা শরীর-পরিহার-পূর্ব্বক এই মহাদেবেতে প্রবেশ করেন।

সারথি।

হে প্রভো! এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য! এই সকল সেনাপতি ও সেনারা কিরূপে কোথায় অবস্থান করিবেন?

বিবেক।

হে পাত্র! হে সারথি!—এই গঙ্গার তীরে সৈন্যগণকে শিবির স্থাপনে অনুমতি কর,—বস্তুবিচার। ক্ষমা, মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, সন্তোষ, শান্তি, শ্রদ্ধা, ইহাঁরা বিশেষ বিশেষ মহাত্মাদিগের হৃদয়মন্দিরে বাসা করুন।—আমরা এক্ষণে ধূলিপায়ে শ্রীশ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলাম।

(ভগবান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন।)

অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব।

হে ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল ভগবান!—তোমার চরণে প্রণাম করি, তুমি জয়যুক্ত হও।—হে হর! পৃথিবীব পাপ হর, তাপ হর। মহামোহপাশ হর। জীব সকলকে নিস্তার কর।

স্তব।

পজ্ঝটিকা

জয় নারায়ণ, জয় গুণসিন্ধো।
জয় মধুসূদন জয় সুরবন্ধো॥
নরকনিবারণ-কারণ বিষ্ণো।
স্বগুণ-গণার্ণব, দানবজিষ্ণো॥
মীনরূপ ধর, কূর্ম্মশরীর।
জয় শূকর নরসিংহ সুবীর॥
জয় বামন বলিবঞ্চনকারী।

জয় রাক্ষসবর কুলসংহারী ॥
ক্ষত্রিয়কুল বন দহন জয়েশ।
জয় হলবরধর, সুন্দরবেশ ॥
বেদ বিনিন্দক জয় জয় বুদ্ধ।
ম্লেচ্ছ নিরহ সুবিনাশন শুদ্ধ ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার।
জয় বংশীবট বিপিনবিহার ॥
জয় পীতাম্বরকৃতপরিধান।
জয় গোপীগণ মোহবিধান ॥
জয় যমুনাতট কুঞ্জসুখেল।
গোপবধূগণ হৃতবর চেল।
জয় কংসান্তক নরক বকারে ॥
পতিতং মামুদ্ধর সংসারে ॥

গীত

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।
হে নাথ!—আমি জানিব মহিমা তোমার।
তুমি হে তারকব্রহ্ম, সর্ব্বমূলাধার ॥

ধূয়া।

তুমি হে প্রণব মন্ত্র, তোমার নাহিক' জন্ম,
ইচ্ছায় ধরিলে তনু, হরিলে ভূভার।
অবতার, অবতরী, ভব তার ভবতরী,
নানারূপে রূপ-ধরি, হ'য়েছ সাকার ॥
মায়াময় অবনীতে, কর্ম্মিজনে জ্ঞান দিতে,
নাস্তিকেরে উদ্ধারিতে, ধরেছ আকার।
না হইলে শ্যামা, শ্যাম, তারা, রাম, বলরাম,
জগতে তোমার নাম, থাকিত না আর ॥
ভক্তিহত, জ্ঞানহত, নাস্তিকের দল যত,
ইচ্ছায় করিত কত, বিষম ব্যাপার।
মায়াজালে অন্ধ হ'য়ে, বাসনার বাসে র'য়ে,
কেবল মরিতো ঘুরে, হ'তোনা উদ্ধার ॥
তুমি হর তুমি হরি,— অপার কৃপার তরি,
কি কহিব মরি মরি, করুণা তোমার।
দান করি তত্ত্বমসি, হ'রিছ অজ্ঞান-মসী,
করিছ প্রবোধশশী, অন্তরে প্রচার ॥
তত্ত্বজ্ঞানি জীব যা'রা, তত্ত্বসুধা খায় তা'রা,
তাদের নিকটে তুমি, নিজে নিরাকার।
পাইয়াছে দিব্যজ্ঞান, একভাবে করে ধ্যান,
জ্ঞানির কি হয় আর, ইন্দ্রিয় বিকার ॥
তব দত্ত-বোধ ল'য়ে, আত্মার আত্মীয় হ'য়ে,
আত্মবোধে নাহি করে, সাকার স্বীকার ॥
ভিতরেতে-বস্তু বোধ, যোগে হয় বাহ্যরোধ,
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ থাকেনাক তা'র ॥
দেবদেব দয়াময়, দাতারাম বেদে কয়,
করিয়াছ মোক্ষময়, পুরীর সঞ্চার ॥
কত মহাপাপ করে, তব নাম মুখে ধরে,
এখানে যদ্যপি মরে, তখনি উদ্ধার।
জন্ম, মৃত্যু জরা রোগ, আর নাহি হয় ভোগ,
মোরে জীব, হ'য়ে শিব, তোমাতে বিহার ॥
আমি হে কিঙ্কর তব, কি আর অধিক কব,
যা করিবে তাই হব, ইচ্ছা যে প্রকার।
ধরেছি চরণ তব, জপ করি ভব ভব,
ভবধব' কৃপাভব কর ভবপার ॥

সারথি সহিত অনাদিকেশবের মন্দির হইতে বাহির হইয়া সমস্ত বারাণসী ভ্রমণ পুর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে।

ওহে!—এই দেশ অতি সুন্দর আনন্দময়, এই স্থানেই বাস করা উপযুক্ত। অতএব শীঘ্রই এই স্থলে পতাকা স্থাপন কর।

তদনন্তর মহারাজ বিবেক সারথিকে লইয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

শ্রদ্ধা এবং মুদিতার নাট্যশালায় আগমন।

শ্রদ্ধা।

হে জগদীশ্বর! তোমাকে প্রণাম করি।

লঘুত্রিপদী।

জয় ভগবান্, শর্ব্বশক্তিমান্,
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
অখিল সংসার, রচনা তোমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
অতি অপরূপ, হেরে তব রূপ,
বিমোহিত হ'য়ে থাকি॥
অম্বুদ, অম্বর, গহন, শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে॥
পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল,
রবি, শশী, আর তা'রা।
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার,
পরিচয় দেয় তা'রা॥

কুসুম-কেশরে, ভ্রমর বিহরে,
সুখে করে মধুপান।
নানা রাগ-ভরে, গুণ গুণ-স্বরে,
করে তব গুণ-গান॥
কোকিল কলাপ, মধুর আলাপ,
করিছে ধরিছে তান।
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা,
ক্ষরিছে হরিছে প্রাণ॥
যতেক খেচর, ল'য়ে সহচর,
সহচরী সহ চরি।
বসি তরুপরে, প্রেমালাপ করে,
মরি মরি আহা মরি॥
কভু বনে চরে, কভু চরে চরে,
চরাচরে করে খেলা।
নিজ নিজ ঝাঁকে, দ্বিজ থাকে থাকে,
করিতেছে যেন মেলা॥
উদর ভরিয়া, আহার করিয়া;
প্রীত হ'য়ে গীত ধরে।
কি কহিব আর, সে গানে তোমার,
মহিমা প্রচার করে॥
শাখি-শাখা যত, জলভারে নত,
চরণে প্রণত তা'রা।

পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে,
দর দর-প্রেমধারা॥
সকলেরি সার, তুমি মূলাধার,
আছ শিবরূপ ধরি।
কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল,
কি দিয়ে অর্চ্চনা করি॥
তোমারি এ ভব, তোমারি এ সব,
আমার সম্ভব কিবা।
আমি অতি দীন, হ'য়ে জ্ঞানহীন,
ভ্রমে ভ্রমি নিশি দিবা॥
কর অসি দান, করি বলিদান,
কাম আদি রিপু-মদে।
প্রেম-ফুল সহ, প্রাণ, মন লহ,
দান করি তব পদে॥
তৃষিত যে জন, নিদাঘে যেমন,
চাহে সুশীতল রস।
সেইরূপ মন, হয় প্রতিক্ষণ,
তব প্রেমে যেন বশ॥
বিধি, হরি, ভব, ভাবে পরাভব,
কি বুঝিবে মূঢ় নরে।
তোমায় লইয়া, পাগল হইয়া,
বৃথায় বিবাদ করে॥
কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে,
নাহি কাটে ভ্রমফাঁস।
মিছে তর্ক করে, মিছে ব'কে মরে,
মিছে করে আয়ু নাশ॥
নূতন সূচনা, মতের রচনা,
ভাঙে গড়ে কত মত।
মিছে কথা কয়, কিছুই সে নয়,
কিসে হ'বে মনোমত॥
কেহ কহে, ওই, কেহ কহে কই,
কেহ কহে, তাই বটে।
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই,
আছে, কেহ কেহ রটে।

কেহ কহে, আহা!, আমি কহি, যাহা,
"তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান।"
"আমি কি রে, আমি? আমি কি রে স্বামী?"
কি জ্ঞানে করিব ধ্যান॥
যেমন গর্দ্দভ, বহুবিধ ধব,
পিঠে ব'য়ে হয় খুন।
সেই রূপ নরে, পুঁথি ব'য়ে মরে,
বিচারে হারায় গুণ॥
অক্ষর জুড়িয়া, তোমারে মুড়িয়া,
বচন রচন করে।
কেহ কহে "খোদা" কোরাণেতে খোদা,
মোদা আছে এই ঘরে॥
কি কব অদ্ভুত, পিতা,* পুত্র, ভুত,
তিন গাড্† কেহ কয়।
বলে এই বলে, "বাইবেলে" বলে,
এ কথা অন্যথা নয়॥
কেহ কহে বেদ, ঘুচায়েছে খেদ,
প্রভেদ করিয়া পথ।
প্রণব-শরীর, এই করি স্থির,
পূবাইব মনোরথ॥
মোদক যেমন, করিয়া যতন,
দোকান সাজায় জাঁকে।
বাহিরেতে জাঁক, এক-রসে পাক,
নানাবিধ লাড়ু রাখে॥
ধর্ম্মের দোকান্, কত শত খান্,
সেইরূপ ভবহাটে।
এক বস্তু নিয়া, নানা নাম দিয়া,
ব'সেছে দোকানি ঠাটে॥

* পিতা। পুত্র। ভুত;—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর।

† God. গাড।—পরমেশ্বর। ইংরাজী শব্দ।

অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক,
পায় নাই কোন স্থানে।
মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা,
কারণ কিছু না জানে॥
দোকান ফাঁদিয়া, কাঁদুনি কাঁদিয়া,
রাখিয়াছে মিছে লেখে।
ঘৃত, ক্ষীর, চিনি, আমি ভাল চিনি,
ভুলিনে দোকান্ দেখে॥
দোকানের মত, শাস্ত্র শত শত,
কি হইবে তাহা নিয়া।
ভব-রূপ বেদ, দূর করে খেদ,
তব পরিচয় দিয়া॥
সাজায়ে আসর, বাজায়ে কাঁসর,
চেঁচার্চেচি করে কত।
না পেয়ে স্বরূপ, ল'য়ে ধুনা, ধূপ,
মাথা খোঁড়ে অবিরত॥
বিফল জল্পনা, কতই কল্পনা,
তোমাতে করিছে জীব।
চিরসুখে তা'র, নাহি অধিকার,
কভু নাহি পায় শিব॥
তোমারে স্মরিয়া, স্বভাব ধরিয়া,
জ্ঞানপথে চলে যেই।
মতামত যত, শাস্ত্র শত শত,
তৃণ-জ্ঞান করে সেই॥
ফুল ব'য়ে মাথা, ফল পায় মাথা,
নাসা পায় তা'র সুখ।
সাধক যে জন, বুঝিয়া কারণ,
দেখে শুনে হয় মূক॥
যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাঁকি,
কিছু আর তা'র আছে।
তুমি কৃপাময়, হ'য়ে মনোময়,
সদা বাঁধা তা'র কাছে॥
স্থির করি মন, যখন যে জন,
যে ভাবে তোমারে ভাবে।
তুমি তা'র প্রভু, অন্যথা কি কভু,
সেজন তোমারে পাবে॥
ভক্তি সহকারে, রসনা আগারে,
তব নাম যেই ল'বে।
তাহাতে তোমার, করুণা অপার,
অবশ্যই হ'বে হ'বে।
ওহে ভবধব, কি করিব স্তব,
মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া, নিজ-জ্ঞান দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর॥

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল তেওট।

যে যা বলে, বলে বলে, বলুক্ রে।
বলে, বল্ আছে কার।
প্রত্যয় পরমনিধি, মনে জেনো সার॥
ভক্তি রা'খ, শ্রদ্ধা রাখ', আপনার ভাবে থাক',
যে নামেতে ইচ্ছা হয়, ডাক' একবার।
যেওনারে কা'র দ্বারে, আপন হৃদয়াগারে,
ভাবভরে ভাব তাঁরে, ভাবনা কি তা'র॥
না জেনে আচার-ক্রম, বিছার কামোড় সম,
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার।
দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ, ধর্ম্ম, বর্ণ পরিচ্ছেদ,
প্রভেদ অন্তরে খেদ, স্বভাবে সঞ্চার।
সার-মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি,
সিন্ধুজলে নদী, নদ, সব একাকার।
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে,
শুধু তাঁর নাম লবে, বদনে তোমার।
ধারোনাক' কোন বেশ, করোনাক' কিছু দ্বেষ,
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা মূলাধার।
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
স্বভাবের ভাবে করে, সাকার স্বীকার।

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, সবারি অন্তরে রন,
স্বভাবে সদয় হন, ভাব লন তা'র।
ছিঁড়িলে ভারির শিকে, নষ্ট যথা দুই দিকে,
একেবারে ভেঙ্গে যায়, দুদিকের ভার।
সেইরূপ দ্বেষি যত, দুই দিকে হয় হত,
সংসারসাগরে ডুবে, না পায় পাথার।
আকার প্রকার তা'র, হয় হ'ক্ যে প্রকার,
বিচার করিয়ে তা'র, ফল নাই আর॥
ভক্তিহ্রদে মগ্ন হও, একেবারে ডুবে রও,
পুনর্ব্বার ভেসে আর, দিওনা সাঁতার॥

মুদিতা।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

এসে আনন্দধামে, সুখেতে আনন্দ কর।
ভুলে সদানন্দ চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধর॥
ভোগ কর পার যত, যোগ কর সাধ্য-মত,
ভোগে যোগে হ'য়ে রত, আনন্দকাননে চর।
না হ'লে ইচ্ছার ভোগ, করোনারে অনুযোগ,
পাপরোগ, কর্ম্মভোগ, একেবারে পরিহর॥
নাটে নাটে, ঠাটে ঠাটে, ফিরনারে বাটে, বাটে,
এভব-আনন্দহাটে, নিরানন্দে কেন মর।
স্বভাব করিয়া বশ, স্বভাবের গাও যশ,
তৃপ্ত হ'য়ে খাও রস, কাছে সুধারত্নাকর॥
যত দিন ভবে থাক', এক ভাব মনে রাখ',
দুর্গা ব'লে সদা ডাক', নেচে গেয়ে কাল হর।
অপরূপ, কিবা রূপ, অরূপের দেখ রূপ,
ধরেছ মানবরূপ, পেয়েছ তো, কলেবর।
প্রকৃতির যত কার্য্য, কিরূপে হতেছে ধার্য্য,
হের হের মহারাজ্য, চারু বিশ্ব-চরাচর॥
দেখ নিশা, দেখ দিবা, মরি কি বিমল-বিভা,
কিরূপ ধরেছে নিভা, নিশাকর, দিবাকর।
যিনি এই ভবকর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
প্রজা হ'য়ে তাঁর করে, দান কর শ্রদ্ধা-কর॥
রাগ, দম্ভ, অহঙ্কার, কর কর পরিহার,
যিনি এই সর্ব্বসার, মনে মনে তাঁরে স্মর।
যে পেয়েছে সার মর্ম্ম, সে কি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
হৃদয়ে উদয় শর্ম্ম, পরব্রহ্ম পরাৎপর॥

ন্যায়পথে থাকে যেই, সদা তা'র জয়।
কিছুতেই নাহি তা'র, কোনরূপ ভয়॥
সুখের সাগরে তা'র, মন ডুবে রয়।
কেহ তা'র শত্রু নয়, মিত্র সমুদয়॥
সাহস তাহার সত্য, ধর্ম্ম তা'র বল।
ঈশ্বর তাহার ধন, সুখের সম্বল॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি সব থাকে বশে।
গদগদ ভাবভবে, ভাসে প্রেমরসে॥
নিয়মে নিযুক্ত তা'র, সুস্থ থাকে দেহ।
পৃথিবীর প্রিয় ব'লে, সবে করে স্নেহ॥
কোনকালে কিছু তা'র, বিপদ না ঘটে।
অসুখ না আসে তা'র, মনের নিকটে॥
শোকে, তাপে মোহমদে, না হয় মোহিত।
সদাকাল সমভাব সবার সহিত॥
বলি তাই, ওহে ভাই, বিনয় আমার।
ন্যায়হীন- পাপপথে, চলোনাক' আর॥
সুপথ থাকিতে কেন, ভ্রম পথে চল।
সুপথের পথী হ'য়ে, সত্যকথা বল॥
অতি ধীর, ন্যায়শীল, সাধু যেই জন।
বিশেষ করিয়া দেখ, তা'র আচরণ॥
স্বরূপ স্বভাবে তা'র, হ'য়োনা বিরূপ।
সে যেমন কার্য্য করে, কর সেইরূপ॥
আপনারে নিজে জানো, মানো এক সার।
সকলের সহ কর, প্রিয়-ব্যবহার॥

তোমারে ভাবিবে প্রিয়, প্রতি জনে জনে।
আনন্দের বিশ্রাম, হ'বে না আর মনে॥
সব ঠাঁই সুবিমল, সমাদর পাবে।
বুকে ক'রে সে রাখিবে, যা'র কাছে যা'বে॥
ন্যায়-মত কার্য্য করি, সুনীতে যে রয়।
কুরবের ধ্বনি তা'রে, শুনিতে না হয়॥
সকলেই সুমধুর, সম্ভাষণ করে।
সকলেই সুখে তা'র উপদেশ ধরে॥
কারো সহ, যে জন, না, শত্রুভাব রাখে।
চোর এসে তা'র কাছে, সাধু হ'য়ে থাকে॥
ন্যায়বান্ সাধুজনে, গৃহে আনে যেই।
সকল পবিত্র তা'র, সাধু হয় সেই॥
স্বভাবে সরল হ'য়ে, মর্ম্মে দেও মন।
সভাবে, সরাগে, কর, সত্যের সাধন॥
মনের ভূষণ কর, বিনয় প্রণয়।
দয়া যেন মন ছাড়া, কখন না হয়।
পাপকর-কার্য্য যত, তাহে কর ভয়।
সদাচারে, সদালাপে, আয়ু কর ক্ষয়॥
বচন পবিত্র কর, রসের সদনে।
যশের ঘোষণা হ'বে, দশের বদনে॥
সত্যের সূচনা করে, সাধু সদাশয়।
জগতের পতি তারে, সদাই সদয়॥
হৃৎ-সিংহাসন তা'র, পবিত্র করিয়া।
বিরাজ করেন বিভু, ধিরাজ হইয়া॥
স্বভাবে সে শিবময়, কিছু নাই দুখ।
নরলোকে, পরলোকে, দ্যুলোকেই সুখ॥

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

অখিল-সংসার, রচনা যাহার,
সে জন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে॥
এ ভব বিষয়, সব শিবময়,
শিবের-সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব॥
অনাদি কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখ-ভোগে,
মনের বাসনা যত॥
কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ,
বিষম বিলাপ হয়।
করি অবধান, হ'য়ে সাবধান,
বিধান পালন কর॥
ভোগের কারণ, যাহা চায় মন,
সকলি র'য়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে॥
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার-ভরা।
নানা ফুল, ফল, সুশীতল জল,
ধারণ ক'রেছে ধরা॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিধির বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরমনিধি॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হ'লে পরে।
শরীর-রতন, অকালে পতন,
যতন কেহ না করে॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ়-কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখি সেই যথা তথা॥
অভিমত-মত, কাযে হ'য়ে রত,
অবিরত চাল দেহ।

অভাব রবেনা, অশিব হ'বে না,
কুকথা কবেনা কেহ ॥
সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার দোষে, সকলেই বোষে,
সুধা হয় বিষময় ॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্ব হিত, সুজন সহিত,
সতত সুপথে চর ॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ-হেতু।
সার কথা এই; দুখ নহে সেই,
সমূহ সুখের সেতু ॥
ভবে ভগবান, করুণানিধান,
বিধান করেন যাহা ॥
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশল-পূরিত তাহা ॥
শরীর ধারণে, সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু দুখ।
তাহে র'বে সুখে, এক-গুণ দুখে,
কোটী গুণে পাবে সুখ ॥
যদি কোনক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখসাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী ॥
এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দুষিয়া,
মিছা করে অভিযোগ ॥
আঁখিহীন-নর, প্রভাকর-কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজ-পাপ-ভরে, তাপ সোয়ে মরে,
অথচ অযশ গায় ॥

রূপের আভাসে, তিমিরি বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই ॥
এসে এই ভবে, জ্ঞান-হীন সবে,
ভ্রমপথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, দ্বেষ করে তত,
নাহি বুঝে কোনক্রমে ॥
হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়,
এ কথা বুঝাব কা'রে।
যিনি নিরঞ্জন, অখিল-রঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে ॥
সুখের সময়, মোহিত-হৃদয়,
নাহি করে তাঁর নাম।
মনে কত ভুর, কহে ক'রে সুর,
"বড়া বাহাদুর" হাম" ॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে ॥
শুনরে পামর' বোধহীন নর,
সকলি ভোজের বাজী।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় "পাজী" ॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
মিছে তোর গাড়ী ঘোড়া।
ক'রোনা অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোড়া ॥
তোর টাকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি "আল্‌বোলা"।
মাতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাড়িয়াছে "বোল্‌বোলা" ॥
কি বাজা বাজাবে, কি বাড়ী সাজাবে,
দেখিয়া ভবের সজ্জা।

কি কব অধিক্, ধিক্ ধিক্ ধিক্,
মনে কি হয়না লজ্জা॥
বাড়াইয়া ভুর, সাজাইয়া পুর,
কাহারে দেখাবে শোভা।
বিনোদ ভুবন, দেখেছে যে জন,
সে জন হ'য়েছে "বোবা"॥
মনের বসন, কাচাও এখন,
কর কর পরিস্কার।
জগতের ভাব, হ'লে অনুভাব,
কথাটি কবেনা আর॥
এই তোর রূপ, হইবে বিরূপ,
ধূলায় পড়িবে দেহ।
মুদিয়া নয়ন, করিলে শয়ন,
সুধাবেনা আর কেহ॥
তোমায় যে ঘর, এই কলেবর,
যেতে হ'বে তাহা ছাড়ি।
আপন ভুলিয়া, বাড়ী ঘর নিয়া,
এত কেন বাড়াবাড়ি॥
এই মন, প্রাণ, যে ক'রেছে দান,
ক'র দেখি তা'র ধ্যান।
যদি চাহ মান, রাখ পরিমাণ,
এত অভিমান কেন॥
মিছে বার বার, আমার আমার,
আমার আমার কহে।
সার হ'লে ভূমি, তুমি নও তুমি,
কিছুই তোমার নহে॥
ভবে যত দিন, র'বে তত দিন,
দীন হ'য়ে দিন কাটো॥
কুদিকে চেওনা, কুপথে যেও না,
সুপথ দেখিয়া হাঁটো॥
কভু হয় সুখ, কভু হয় দুখ,
জগতের এই রীতি।
যখন যেমন, তখন তেমন,
প্রভু প্রতি রেখো প্রীতি॥

তাঁরে মন, প্রাণ, যদি কর দান,
কভু না অশুভ ঘটে।
যাবে সব ভয়, সদা শিবময়,
বিরাজ করিবে ঘটে॥
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদ,
সার কথা কই কা'রে।
সুখ যতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ,
মনেতে করে না তাঁরে॥
একি পাপ-রোগ, হ'লে দুখ-ভোগ,
অনুযোগ করে কত
বলে "হায় হায়,' ঈশ্বর আমায়,
সারিলে জন্মের মত॥
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে,
উঠানের দেয় দোষ।
অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত,
কামারের প্রতি রোষ॥
অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ,
তাহার চরণে গড়।
অধিক খাইয়া, উদর ফাঁপিয়া,
জননীরে মারে চড়॥
না জানে সাঁতার, না পায় পাথার,
হাপ-লেগে প্রাণে মরে।
না করি বিচার, সরোবর যা'র,
তা'রে তিরস্কার করে॥
শুন হে চেতন, হও হে চেতন,
অচেতন কত র'বে।
জয় দাতারাম, পরমেশ নাম,
আর কবে ভাই কবে॥
পিতা, মাতা তব, দেখালেন ভব,
করহ তাঁদের সেবা!
বাপ মা'র পর, আছে এক পর,
হিতকর আর কেবা॥
আর আর কত, পরিবার যত,
বিচরে ভারতভূমি।

যে জন যেমন, তাহারে তেমন,
ব্যবহার কর তুমি ॥
সাধ্য যে প্রকার, পর-উপকার,
যত পার তত কর।
অপরাধি জনে, ক্ষমা করি মনে,
তা'র অপরাধ হর ॥
পেয়েছ শ্রবণ, কররে শ্রবণ,
পীযুষ-পূরিত-কথা।
পেয়েছ চরণ, কররে চরণ,
সাধুজন আছে যথা ॥
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন,
ভবের ব্যাপার সব।
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
কর হরি হরি রব ॥
পেয়েছ যে নাসা, সুবাসের বাসা,
করহ তাহার হিত।
পেয়েছ যে কর, বিরচনা কর,
পরম প্রভুর গীত ॥
পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন,
কমলের দলে নীর।
এখন তখন, কি হয় কখন,
কিছু নাই তা'র স্থির ॥
তাই বলি শেষ, লহ উপদেশ,
হৃষীকেশ বলে যা'রে।
হৃদয়-আসনে, বসায়ে যতনে,
পূজা কর তুমি তাঁরে ॥
এ দিকে তোমার, দিন নাই আর,
বৃথা কেন দিন হর।
অভয়চরণ, করিয়া স্মরণ,
জনম সফল কর ॥

শ্রদ্ধা।

হে প্রিয়সখি মুদিতে! যেমন প্রচণ্ড-পবনের আঘাতপ্রাপ্ত তরু সকল পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অনল উৎপাদন পূর্ব্বক এককালে সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষমতর বিবাদের বাতাসে ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া আমদিগের জ্ঞাতিকুল সমূলে ছারখার হইল।

অতঃপর বৈরাগ্যের জন্ম হইবে, সকলি ভগবানের ইচ্ছা।

সজল নয়নে।

আহা—কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! কি আশ্চর্য্য! বৈরাগ্য-উদ্ভবের সময়েও আমার অন্তঃকরণ নিদারুণ বন্ধু-বিচ্ছেদ-ক্লেশাগ্নিতে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে; চিত্তকে কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। এই অনল কি অনিবার্য্য! বিবেক স্বরূপ শত শত জল-ধারাতেও শীতল হয় না।

যখন পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র এবং নদ নদী সকল নিশ্চয়রূপেই বিনাশ হইতেছে, তখন অতি যৎসামান্য জীর্ণ-তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-পুঞ্জের মৃত্যু কিছু আশ্চর্য্য নহে; যখন অতি ক্রূর নিষ্ঠুর অশেষ অনিষ্টকর মহামোহাদি ভ্রাতৃগণের মরণ-সূচক শোক আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছে, আমাকে এতদ্রূপ কাতর করিয়াছে, তখন শান্ত শুদ্ধ সাধু বিবেকের বিনাশজনিত শোকের শেল আমার হৃদয়কে যেরূপে বিদীর্ণ করিবে (হে জগদীশ্বর) তাহা তুমিই জানিতেছ, আহা—আহা! তাহা মনে করিতে হইলে দেহে আর চৈতন্যের সঞ্চার থাকে না। এই নির্দ্দয় চিন্তার আগুণ প্রবল-ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া নিরন্তর আমার মর্ম্মচ্ছেদ

পূর্ব্বক শরীরের সমুদয় শোণিত শোষণ করিয়া অন্তরাত্মাকে আন্তরিক যাতনা প্রদান করিতেছে।

মুদিতা।

সজনি! এইক্ষণে আমিও অতিশয় কাতরা হইয়াছি, আহা! লোক সকল স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হইয়া কেন নিরানন্দে কালক্ষয় করে? কেন এত নির্দ্দয় হয়? সন্তোষকে কেন মনের সিংহাসনে স্থাপিত না করে?

শ্রদ্ধা।

(ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক।

হে সখি! আমাকে ভগবতী বিষ্ণুভক্তি-দেবী কহিয়াছেন "বারাণসীতে হিংসাযুক্ত হইবে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না, অতএব এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান নারায়ণের শালগ্রামক্ষেত্রে কিছুকাল অবস্থান করি; কিন্তু এই যুদ্ধে কি হয় তুমি তাহার বিশেষ অবগত হইয়া তথায় গিয়া আমাকে নিশ্চয় সংবাদ প্রদান করিবা,, সংপ্রতি আমি বিষ্ণু ভক্তিদেবীর নিকট গমন করিয়া যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ নিবেদন করি।

(কিঞ্চিৎ পথ গমন করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক বিবেচনা।)

এই যে, দেখি, চক্রতীর্থ, এখানে অপার-সংসার পারাবার পারের তরণির কর্ণধার ভগবান হরি স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। যাই, ত্রাণকর্ত্তা হরিকে দর্শন করি, শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রণাম পূর্ব্বক স্তব।

নরোত্তম নারায়ণ, নন্দসুত নিরঞ্জন,
জনার্দ্দন যদুকুলপতি।
সদানন্দ সর্ব্বময়, দীননাথ দয়াময়,
তুমি নাথ অগতির গতি॥
নটবর বংশিধর, মনোহর-কলেবর
নবনীলনীরধর অনু।
গলে পীত-ফুলহার, মরি কিবে শোভা তা'র,
জলদে রাজিত রামধনু॥
ভুবন মোহন ভঙ্গী, নবনব নানারঙ্গী,,
নিধুবন-লীলানিকেতন।
রমণীরমণবর, রমণীর মন-হর,
রসরাজ রাধিকারমণ॥
পীতধটি-কটি পবে, কালোরূপে আলো করে,
মানসের অন্ধকার হারি।
রাসরঙ্গরসসিন্ধু, চন্দ্রাবলীচকোরেন্দু,
চিত্তহর চারু-চূড়াধারি॥
শ্রীদামাদি শিশু নিয়া গহন-গোঠেতে গিয়া,
গোচারণ করিয়াছ সুখে।
বেণুরবে ধেনু ল'য়ে, রাখালের রাজা হ'য়ে,
"হারে রেরে" বলিয়াছ মুখে॥
গহনে গোপাল সঙ্গে, গোপাল চরালে রঙ্গে,
করেতে পাঁচনবাড়ী ধোরে।
করিয়া প্রণয় ছল, রাখালের এঁটো-ফল,
খেয়েছিলে কাড়াকাড়ি ক'রে॥
যশোদার যাদুমণি, চুরি-ক'রে খেলে ননী
রাণী বেঁধেছিল উদুখলে।
অপরূপ ব্রহ্মাকারে, ব্রহ্মাণ্ড দেখালে মারে,
সুবিমল বদনমণ্ডলে॥
স্তনেতে বিস্তারি গ্রাস, পুতনা করিলে নাশ,
কংসের জীবন নিলে হরি।
যে গিরিতে, গো-বর্দ্ধন, ধরি সেই গোবর্দ্ধন,
বৃন্দাবন বাঁচাইলে হরি॥

কালিন্দীর জলপানে, ব্রজশিশু মরে প্রাণে,
বাঁচাইলে তাদের জীবন।
সর্প-শিরে পদ ধরি, কালিয়ের দর্প হরি,
নাম পেলে কালিয়দমন॥
হরিতে ভবের ভার, কতরূপে কতবার,
অবতার হ'য়েছ জগতে।
যুগে যুগে এইমত, দেশে দেশে এই মত,
দেখিতেছি নানা মতে মতে॥
তুমি 'পিতা' সবাকার, পিতা,মাতা, কে তোমার,
যত জীব তোমারি সন্তান।
ধরিয়া পুত্রের কায়, জননীর মনে তায়,
স্নেহরস করিলে প্রদান॥
নিরাকার নিত্যরূপ, ধরেছ বিচিত্ররূপ,
কে বুঝিবে তোমার এ লীলে।
দেহিরূপে দেশে দেশে, বাল,বৃদ্ধ, বহু-বেশে,
সংসারের রস শিখাইলে॥
যে হও, সে হও, হও, তুমি ছাড়া তুমি নও,
মনে আমি এই জানি সার।
গুণহীন গুণরাশি, আমি হে দাসীর দাসী,
প্রণিপাত চরণে তোমার॥
অন্য কিছু আশা নাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
মহামোহ নাহি থাকে আর।
দয়া কর দাতারাম, সকলের চিত্তধাম,
বিবেক করুক্ অধিকার॥

ভজন।

গীত।

জয় মধুসূদন, মঙ্গলমন্দির,
জয় জয় মুরহর হে।
অপরূপরূপ, অরূপ-বিরূপ,
স্বরূপ স্বরূপধর হে॥

ধূয়া।

মরি মরি কিবে মাধুরী হায়,
মহেশমানস-মোহিত তায়,
মহিমোহকর-মদনমোহন,
মূর্ত্তি-মনোহর হে॥
মরকতমণিমণ্ডলমণ্ডিত,
মোহনমুকুট-মুখসুশোভিত,
মথুরামহীপ-মুকুন্দ-মাধব,
মধুরমুরলিধর হে।
ব্রজবল্লব * বালকব্রজবল্লভ †,
ব্রজবল্লবী ‡ বল্লভাবপুবল্লভ,
বাঁশরিবদন-বিপিনবিহারি,
বিনোদ-বঙ্কিমবর হে॥
বারিধিবালিকা-বিহারবিলাসি,
বামন-বকারি বংশিবটবাসি,
বিরিঞ্চি-বাসব-বিশেষ-বাঞ্ছিত,
বিরাট-কলেবর হে।
নিবিড়-নীলনলিননয়ন,
নবনীলোলুপ-নন্দনন্দন,
নবীননীরদ-নিন্দিত রূপ,
নিখিল-নটবর হে॥
পরমানন্দ-প্রেম-প্রসঙ্গ,
প্রমোদপীযূষ-পূরিত-অঙ্গ,
পতিতপাবন প্রণতপালক,
পরমপুরুষ পর হে।
তপনতনয়াতটবিহারক,
তপনতনয়তাপতারক,
তাপিত-ত্রাসিত-তনয়ে-ত্রাহি,
হরি হরিভয় হর হে॥
ক্ষণকাল রে।

* বল্লব।—গোপ। আহির।
† বল্লভ।—নায়ক, প্রিয়, অধ্যক্ষ।
‡ বল্লবী।—গোপিনী।

মহামুনিগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমানা, এই যে, দেখি, ভগবতী বিষ্ণুভক্তিপ্রাণাধিকা শান্তির সহিত গোপনে কোনরূপ মন্ত্রণা করিতেছেন, এই সময়ে আমি তাঁহার নিকটে গমন করি।

(বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

বিষ্ণুভক্তি।

হে নারায়ণ, তোমাকে প্রণাম।

ভজন।

জয়-নারায়ণ, জয় মধুসূদন,
জয়-বামন জয়-বিষ্ণো।
জয়-যদুবালক, জয়-জনপালক,
জয়-দানবগণ জিষ্ণো॥
জয়-করুণাময়, ভক্তজনাশ্রয়,
ভক্তিরসিক-রসসিন্ধো।
ভবভয়নাশক, ভব-ভাসভাসক,
ভাবকজনপ্রিয়বন্ধো॥
জয়-নিরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন,
বেণু রবণকর-কৃষ্ণ।
গোপীজনগণ, মোহন-কারণ,
তর্জিত জগদতি-তৃষ্ণ॥
জয়-বংশীবট, যমুনাতটনট,
সুকপট-গোপকুমার।
জয়-জনরঞ্জন, কালিয়গঞ্জন,
ভয়ভঞ্জন-সুখসার॥
জয়-সুরসুন্দর, গোপপুরন্দর,
কেশিমথন নরকারে।
জয়-গোবর্দ্ধন, ধৃতগোবর্দ্ধন,
কংসকৃতান্ত মুরারে।

ওহে জীব সকল! শ্রবণ কর। তোমরা মিথ্যা কেন আপাততঃ মধুর ও পরিণামে বিষ-তুল্য এই বিষয়রসে উন্মত্ত হইয়া বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছ? একবার সেই নিখিলব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সর্ব্বজীবের কালভয়ভঞ্জন ভগবানের চরণারবিন্দে ভক্তি কর, তাহা হইলেই এই মানবদেহ ধারণের বিশেষ ফলরূপ সংসার-মোচন অবশ্যই হইবে। হে বৎস সকল! তোমরা এই সংসারে বৈষয়িক-ক্ষণিক-সুখের আশায় যেরূপ উৎকট কষ্ট ভোগ করিতেছ, ভক্তি বিষয়ে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে হইবে না, যেহেতু নির্জন-স্থানে বসিয়া একবার তাঁহাকে চিন্তা করিলেই কার্য্য-সাধন হইতে পারে; ভগবান কেবল ভক্তিপ্রিয়, পৃথিবীর আর কিছুতেই তিনি প্রীত হয়েন না; দেখ,—ব্রাহ্মণ, দেব, ঋষি ও অনেক শাস্ত্রজ্ঞান, বহুবিধ ঐশ্বর্য্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি সকল তাঁহার প্রীতিকর হইতে পারে না;—যদি বল, ভক্তি কাহাকে বলে? সেই বা কয় প্রকার? আমরা তাহার সাধন কিরূপে করিব? তাহা ক্রমশঃ কহিতেছি।

অনুকূলাচরণে ভগবানের যে সেবা করা, ইহারি নাম "ভক্তি"। সেই ভক্তি নয় প্রকার, যথা—শ্রবণ করা। ১। কীর্ত্তন করা। ২। স্মরণ অর্থাৎ ঐ সকল এবং তাঁহার রূপ মনে চিন্তা করা। ৩। পাদসেবন অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্মের সর্ব্বদা সেবা করা। ৪। অর্চ্চন অর্থাৎ যথাশক্তি ফল, পুষ্প, জল আহরণ করিয়া তাঁহার পূজা করা। ৫। বন্দন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা প্রকাশক-বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করা! ৬। দাস্য অর্থাৎ তিনি প্রভু, আমি দাস এই ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করা। ৭। সখ্য অর্থাৎ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্বক মিত্রভাবে অবস্থান। ৮। আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরীরের সহিত সর্ব্বস্ব

তাঁহাকে সমর্পণ করা। ৯। এই নয়প্রকার ভক্তির এক প্রকার যাজন করিলেও জীব কৃতার্থ হয়। যথা—শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত সিদ্ধ হইয়াছেন। ১। কীর্ত্তনে শুকদেব। ২। স্মরণে প্রহ্লাদ। ৩। পাদসেবায় লক্ষ্মী। ৪। পূজায় পৃথুরাজা। ৫। বন্দনে অক্রুর। ৬। দাস্যে হনূমান। ৭। সখ্যে অর্জ্জুন। ৮। আত্মনিবেদনে বলিরাজা। ৯। অতএব তোমাদের ভক্তি ভিন্ন এ অপার-ভবসাগর পারের আর গতি নাই, এই নববিধ ভক্তির মধ্যে একরূপ ভক্তি সাধন কর, তাহাতে অনায়াসেই সংসার-মোচন হইবে।

হে, মনুষ্য তোমরা মনুষ্য হও! এবং কিজন্যে এই ভবারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত একবার যত্ন কর।

ঈশ্বরের প্রতি কিছুতেই যেন প্রেম, ভক্তি এবং শ্রদ্ধার ত্রুটি না হয়।

যিনি তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবদেহ প্রদান করিয়াছেন, সেই দেহদাতা বিশ্বপাতা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তুষ্টির সহিত মানবজন্মের উচিত কর্ম্ম সাধন কর। তুমি কি সামান্য-অর্থের দ্বারা সেই অমূল্যরত্ন-পরিপূরিত ভুবন-ভাণ্ডারের কর্ত্তার সন্তোষ জন্মাইতে পারিবা? তিনি কি কেবল তোমার গন্ধপুষ্পের প্রত্যাশী? তুমি ভক্তিপথে জলাঞ্জলি দিয়া কি তাঁহাকে জলাঞ্জলির দ্বারাই প্রাপ্ত হইবে?—তুমি জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত করিয়া চর্ম্মচক্ষে কি দর্শন করিতেছ? এখনি ভ্রান্তিনিদ্রা পরিহার পুরঃসর জাগ্রত হও, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। যিনি স্বয়ং স্বরূপ অরূপ অখণ্ড, সমভাবে সর্ব্বত্র, স্থিত, তুমি সেই অরূপের রূপ কল্পনা করত তাঁহাকে অজ্ঞানাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিতেছ;—তাহাতে হানি নাই, কিন্তু মূলে যেন ভক্তির ত্রুটি না হয়, মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে মনোময়ী করিয়া তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, জগদীশ্বর তোমার নিকটেই রহিয়াছেন, তুমি ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কোথায় ভ্রমণ করিতেছ? কোথায় তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ? তোমার বক্ষস্থলে মহামণি বিরাজ করিতেছে, তুমি অযত্ন জন্য সেই রত্নে বঞ্চিত হইয়া তৃণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছ? যদি ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে অভিরুচি হয় তবে পঞ্চের উপাসনায় অবস্থিত হইয়া পঞ্চাতীত পরম পদার্থের উপাসনা কর, কামনাকণ্টক ছেদন করিয়া নিষ্কামধর্ম্মকে অন্তঃকরণের অট্টালিকায় স্থাপিত কর, পরমার্থ-পঙ্কজপুষ্পের সুমিষ্ট মধুর মধু পান করিয়া চরিতার্থ হও।

ভগবান তোমার দেহে অবিচ্ছেদে বাস করিতেছেন, সর্ব্বদাই মনে এরূপ বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই তোমার কোন যন্ত্রণা নাই, অনায়াসেই মায়ামুক্ত হইয়া বিমলানন্দরসে নিমগ্ন হইবে।

মৃগতৃষ্ণা পরিহর, মন মধুকর।
পরমার্থ পদ্মফুলে, মধুপান কর॥
ছাড়িয়া পঙ্কজ-মধু, মিছা লোভক্রমে।
কামনা-কেতকীবনে, কেন ভ্রম ভ্রমে॥

———

মিছে কেন তর্ক ক'রে গত কর দিন।
ভাবময় ভগবান, ভক্তের অধীন॥
যুক্তি এই মুক্তি হয়, ভক্তি সহকারে।
অতএব ভক্তিরসে, বশ কর তাঁরে॥

জয় জয় জগদীশ, মুখে যেই ডাকে।
আপদ, বিপদ তা'র, কিছু নাহি থাকে॥
কিবা জল, কিবা স্থল, পর্ব্বত কানন।
যথা তথা সদা তা'র, সুখের সদন॥

নিরানন্দ নাহি তা'র, নিকটেতে রয়।
স্বভাবে অভাব নাই, সদানন্দময়॥
তরণে দুঃখের নদী, চরণে সে রয়।
স্মরণে শ্রীহরি নাম, মরণে কি ভয়॥
যে জন বিপদে পোড়ে, যে ভাবেতে ডাকে।
সে ভাবে সদয় হ'য়ে, রক্ষা করে তাকে॥
কর্ণধার হ'য়ে পার, করেন শ্রীরাম।
শঙ্কটসাগরে, তরি, তরি হরিনাম॥
ভবসিন্ধু পার-হেতু, সেতু-হরিপদ।
কোন্ তুচ্ছ জলনিধি, আদি নদী নদ॥
রতি, গতি, মতি, যা'র, প্রভুর শ্রীপদে।
তৃণ-জ্ঞান করে সেই, স্বর্গের সম্পদে॥
সেই জীব, হয় শিব, অশিব কোথায়।
শিবপদে লোয়ে শিব, তা'র পাছে ধায়॥

মানস-বিহঙ্গ মম, উপদেশ ধর।
সুখের আনন্দধনে, নিরন্তর চর॥
পড় "বাবা আত্মারাম" পড় পড় সুখে।
আত্মারাম, আত্মারাম, সদা বল মুখে॥

জ্ঞানের অনল জ্যোতি, প্রকটিত কর।
ভ্রমরূপ অন্ধকার, সমুদয় হর॥
ভাবের ভাবিক হ'য়ে, এক ধ্যান ধর।
মৃণময়ী প্রতিমারে, মনোময়ী কর॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

হরিহে তোমারি দোহাই।
তোমা-বিনে এজগতে আর কেহ নাই॥
দেখ' নাথ, দেখ' দেখ', নিয়ত অন্তরে থেক',
ভবভয়-ভাঙ্গা, রাঙা-পদে দেহ ঠাঁই।
আমি দাস তুমি স্বামী, আমি, হে তোমার আমি,
তুমি তুমি, আমি আমি, হ'তে নাহি চাই॥
সুধা-মিষ্ট অতিশয়, আস্বাদনে তৃপ্তি হয়,
সুধা আমি হবনাক', সুধা আমি খাই।
তোমাতে হইলে লয়, "তুমি-বোধ" যদি রয়,
আমার "আমিত্ব" হর, ক্ষতি তাহে নাই॥
ঘুচাও সকল আশা, না হয় না হয় আসা,
মনে মাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই॥

শান্তি।

হে দেবি! অদ্য তোমাকে এত চিন্তিতা কেন দেখিতেছি।

বিষ্ণু ভক্তি।

হে বৎসে শান্তি! আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইতেছে, সংগ্রামে বীরবরদিগের সর্ব্বদাই জীবন সংশয়, অতএব প্রবল পরাক্রান্ত মহা-মোহের সহিত সমরে বিবেকের কি হইল তাহাই ভাবিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন শুভ-সমাচার প্রাপ্ত হইলাম না। তোমার মাতা শ্রদ্ধা আসিয়া কতক্ষণে আমাকে সেই সমাচার প্রদান করিবেন, আমি তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছি।

শান্তি।

ওমা! তুমি যাহার সহায়, তাহার কি কোন বিপদ আছে? ভাবনার বিষয় কি? তোমার কৃপায় মহারাজ বিবেক ঐরূপ শত শত মহামোহকে পরাজয় করিবেন, তাহাতে সংশয় কি?

শ্রদ্ধা।

(নিকটে গিয়া।)

হে দেবি-বিষ্ণু ভক্তি! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

বিষ্ণু ভক্তি।

প্রিয়তমে, এসো এসো, তোমার মঙ্গল-তো, কেমন কল্যাণি! পথে-তো কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই?

শ্রদ্ধা।

হে ভগবতি! তোমার কৃপায় অমঙ্গলের বিষয় কি?

শান্তি।

জননী দর্শনে আর আনন্দের পরিসীমা নাই।

ওমা! তুমি এতদিন কোথায়ছিলে? তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যে সর্ব্বদাই কেমন্ করে, আমি বিষমতর ব্যাকুলা হই, ক্ষণকাল-মাত্র স্থির থাকিতে পারি না।

(ক্ষণকাল পরে অভিমান বাক্য।)

পানুকৌড়ী পানুকৌড়ী ডেঙ্গায় উঠসে। ছন্দ।

দয়াময়ি মাগো তুমি, ভালবাসনা।
মেয়ে ব'লে দুখিনীর, কাছে আসনা॥
মা হ'য়ে রেখেছ প্রাণ, বেঁধে পাষাণে॥
এত দিন কোথাছিলে, কেহ না জানে॥
কতকাল দেখিনিক', পড়েনা-মনে।
তোমারে না হেরে, আমি, বাঁচি কেমনে।
কত দেশে খুঁজে খুঁজে, কত কেঁদেছি।
যা'র তা'র পায়ে ধোরে, কত সেধেছি॥
মনের আগুণে আমি, কত পুড়েছি।
দেবীর চরণে কত, মাথা খুঁড়েছি॥
করুণার করে ধ'রে কত ক'য়েছি।
মণিহারা ফণি যেন, হ'য়ে-র'য়েছি॥
করুণা প্রবোধ দিয়া, শুধু রেখেছে।
যেখানে সেখানে সদা, কাছে থেকেছে॥
আমার মাতার মণি, তুমি জননি।
কুমারী তোমার আমি, চিরদুখিনী॥
এখন তোমায় দেখে, স্থির হ'য়েছি।
মৃতদেহে যেন আজ, প্রাণ পেয়েছি॥
প্রণিপাত করি মাগো, তব শ্রীপদে।
আর যেন নাহি পড়ি, হেন বিপদে॥

শ্রদ্ধা।

প্রাণাধিকে শান্তি, বাছা তুমি আমার কোলে ব'স। আহা মরি মরি, এসো মা, একবার তোমার চাঁদমুখ-খানি দেখি।—বহু-কালের পর আজ্ তোমার মুখচুম্বন করিয়া এত দিনের সকল দুঃখ দূর করি।

বিষ্ণুভক্তি।

শ্রদ্ধা, তুমি আমার নিকটে এসো। যুদ্ধের শুভ সমাচার বিস্তার পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া আমার মনের সন্তাপ সংহার কর, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল এবং শত্রু সকলে কি

প্রকারে পরাভব হইয়া কোন্ কোন্ দেশে পলায়ন করিল ?

শ্রদ্ধা।

হে মঙ্গলময়ি-দেবি ! সবিশেষ শ্রবণ করুন,—আমি সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

মহারাজ বিবেক এবং মহামোহ স্বীর স্বীয় সৈন্য সমূহ সহিত শ্রীশ্রী৺ বারানসীধামে উপস্থিত হইলে পরস্পর সংগ্রামের আর বড় বিলম্ব হইল না। এই উদ্যোগে প্রায় সমস্ত রজনী গত হইল, পরে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকবস্থিত—মধ্যবর্ত্তি সরোবর হইতে উত্থিত প্রফুল্ল-রক্ত-সরোজ সদৃশ-উদিত সূর্য্যমণ্ডল সন্দর্শন পূর্ব্বক উভয় পক্ষের বীরবৃন্দ সমরসজ্জা আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে বিজ্ঞবর বিবেক বুদ্ধি বিচারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে "প্রথমতঃ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিয়া অগ্রে একজন দূত প্রেরণ করা আমার পক্ষে অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, যদি সেই প্রেরিত জনের প্রবোধ-বচন শ্রবণ করিয়া মূর্খ-মহামোহ সপরিবার দেশাদেশান্তর পলায়ন করে তবে অনায়াসেই অস্মদাদি কার্য্য সফল হইতে পারে, কর্ম্মভোগ করিয়া আর কোনপ্রকার ক্লেশ লইতে হয় না। পরন্তু ইহাও লোকব্যবহার এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে, কারণ রঘুকুলতিলক রাবণারি-পতিতপাবন-জানকীপতি শ্রীরামচন্দ্র সেতুদ্বারা অপার পারাবার বন্ধন করিয়া বানর কটকের সহিত স্বর্ণময়-লঙ্কাপুরিতে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ না করিয়া সর্ব্বাগ্রেই বালিপুত্র বীরবর-অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব এইক্ষণে বিপক্ষ মহামোহের নিকট তদনুরূপ একজন উপযুক্ত দক্ষ দূত প্রেরণ করা আমাদিগের কাজেকাজেই আবশ্যক দেখিতেছি, কিন্তু তথায় কোন্ ব্যক্তি গমন করিবে ? কাহাকে প্রেরণ করিব ? এমত সুযোগ্য ব্যক্তি কে আছে ? উত্তর-প্রত্যুত্তর ভাল করিতে পারে, সাহসী ও সুবক্তা হয়, এতদ্রূপ সুচতুর বাক্‌পটু-মুখর ব্যক্তিই এই কর্ম্মের যোগ্য।"

এই কথা শ্রবণ করিয়' মীমাংসানুগতামতি কহিলেন, মহারাজ ! "ন্যায়দর্শন" ভিন্ন অন্য কাহাকে আমি এ কর্ম্মের যথার্থরূপ উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাই না, সেই ব্যক্তি গমন করিলে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারিবে" পরে এই ব্যাক্যানুসারে রাজা বিবেক "ন্যায়দর্শনকে" দূত করিয়া মহামোহের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

বিষ্ণুভক্তি।

হে কল্যাণি !—"ন্যায়দর্শন" সেই পাপাত্মা-মহামোহের নিকট গমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিলেন ?

শ্রদ্ধা।

হে দেবি ! সেই সুবুদ্ধি-সুদর্শন ন্যায়দর্শন তথায় গিয়া দর্শন করিলেন যে, হতভাগ্য-মহামোহ রত্ন-সিংহাসনোপরি বিরাজমান।—উভয়পার্শ্বে শ্বেত-চামর ব্যজন হইতেছে, চার্ব্বক, দিগম্বর, বুদ্ধাগম, সোমসিদ্ধান্ত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষ সকল চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।—মিথ্যাদৃষ্টি-নাম্নী পট্টমহিষী বামভাগে। দক্ষিণভাগে-বিধর্ম্ম এবং কলি এই উভয় মন্ত্রী। এবম্প্রকার সুসজ্জাসূচক সভা করিয়া মহামোহ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্য সমূহ

সঞ্চালনের অনুষ্ঠান করিতেছে, এমতকালে আমদিগের প্রেরিত স্যায়দর্শনরূপ দূত-দর্শনে তাহারা সকলেই এককালে তটস্থ হইয়া কহিল "ওহে পুরুষ! তুমি কে? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে! তুমি কোথা হইতে আগমন করিলে? তোমার এইভাবে এই স্থানে আসিবার প্রয়োজন কি?

বিপক্ষ-ব্যূহের বদন হইতে এতদ্রূপ বচনাবলী বিনির্গিত হইলে আমাদিগের রাজদূত ন্যায়দর্শন উত্তর করিলেন "আমি সর্ব্বজয়ি পরমধার্ম্মিক পরম পরাৎপর নারায়ণ-পরায়ণ মহারাজ বিবেকের প্রেরিত দূত, আমার নাম "ন্যায়দর্শন" আমি তাঁহাব আজ্ঞা বহন করিয়া আগমন করিয়াছি, সেই আজ্ঞা শ্রবণ কর।

"হে মহারাজ মহামোহ! ছিছি, তুমি এমত বিবেচনা করিয়াছ, যে, কুহকের দ্বারা মহারাজবিবেককে পরাজয় করিবে, কিন্তু তোমার এই দুর্ঘট-মনোরথ কস্মিন্‌কালে সুসিদ্ধ হইবে না। যুগসহস্রেও তুমি মানস পূর্ণ করিতে পারিবে না, কেবল কার্য্য ও বুদ্ধিদোষে আপনারি ধন-নাশ, প্রাণ-নাশ এবং সর্ব্বনাশ করিবা। অতএব তুমি এই দণ্ডেই বিষ্ণুমন্দির, পুণ্যতরঙ্গিণী-তীর, সমুদয় তীর্থ এবং সাধু সকলের চিত্তধাম পরিহার পুরঃসর দারুণ দুর্গম ম্লেচ্ছ দেশে পলায়ন কর, ইহার অন্যথা করিলে অশেষবিধ অস্ত্রের আঘাতে তোমাকে সদলে খণ্ড খণ্ড করিয়া অরণ্যবিলাসি-শৃগাল, কুক্কুর, এবং শূন্যচর কাক, গৃধ্রী প্রভৃতিকে ভূরি-ভোজ্য প্রদান করা যাইবে।

বিষ্ণু ভক্তি।

হে মঙ্গলে!—দূতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহান্ধ-মহামোহ কিরূপ উত্তর করিল।

শ্রদ্ধা।

হে দেবি!—এই প্রাগল্‌ভ পরিপূরিত প্রস্তাব শ্রবণে মহান্ধ-মহামোহ রাগান্ধ হইয়া ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমাপূর্ব্বক বিমুখ হইল, একটিমাত্র বাক্যব্যয় করিল না।—বিধর্ম্মমন্ত্রী বিকটবদনে কহিল, "ও পাপ ভূত দূত! তুই কি চিলের-মুত হইয়া এই অদ্ভুত কথা উথাপন করিতে-ছিস্?—তোদের রাজা সেই দুর্ভাগ্য-বিবেককে আমরা ভালরূপেই জানি, ক্ষণকাল পরে তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা যাইবেক। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুই কি সাহসে এখানে আগমন করিলি?—তুই কে? এবং তোর ক্ষমতা ও সম্ভাবনাইবা কি?

এই কথা শ্রবণ করিয়া ন্যায়দর্শন শ্লাঘা-পূর্ব্বক উত্তর করিলেন। যথা—

"যত আছে অবয়ব জন্মশীল সেই সব,
আছে তা'র, অবশ্য কারণ।
সে কারণ বলি এই, পরমাত্মা ব্রহ্ম যেই,
অনুমানে "জ্ঞেয়" তিনি হন॥
তাঁর গুণ সদা গাই, আর কিছু মানি নাই,
সর্ব্বজয়ী প্রভাব আমার।
ন্যায়, বলি সমুদয়, তাহে কোন কথা কয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কা'র।
অনুকূলে অনুকূল, প্রতিকূলে প্রতিকূল,
নিয়ত স্থাপন করি তর্ক।
খণ্ডিয়া বিতণ্ডাবাদ, নাশ করি বিষম্বাদ,
শক্তি কা'র, কে করে বিতর্ক॥

অদৃষ্টের সহকারে, ভ্রমে জীব এসংসারে,
উচ্চ, নীচ, কেহবা অধম।
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল, নানাজাতি নানা-কুল,
কেহ সম, কেহ বা বিষম॥
এইরূপ জীব যত, সংসারে ভ্রমিয়া কত,
দৈব-যোগে ঘটে সাধুসঙ্গ।
অনায়াসে পায় মুক্তি, এরূপ বেদের উক্তি,
যদি তায় নাহি দেয় ভঙ্গ॥
এসব শাস্ত্রের উক্তি, প্রমাণ-পূরিত-যুক্তি,
নাহি মেনে, যে করে খণ্ডন।
রক্ষা নাহি রাখি আর, কাটিয়া মস্তক তা'র,
করি আমি শৃগাল-তর্পণ॥
যে খানেতে যত অরি, কা'রে নাহি ভয় করি,
নাম ধরি "ন্যায়-দরশন"।
বিবেক রাজার দূত, নাহি গণি অন্য ভূত,
জ্ঞানে সব করি দরশন॥
"গৌতম" তুলিল সূত্র, আমি তা'র প্রিয়পুত্র
বুদ্ধ-তমোনাশক-ভাস্কর।
বিবাদে বিষম-বুদ্ধি, স্পর্শমাত্রে করি শুদ্ধি,
কিছু নাই আমার দুষ্কর॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ আগে, অনুমান পরে লাগে,
উপমান শব্দ চতুষ্টয়।
চিন্তা করি চিন্তামণি, অবিকল চিন্তামণি,
করিয়াছে আমার নির্ণয়॥
যিনি উদয়নাচার্য্য, করিতে ঈশ্বর ধার্য্য,
করিলেন, "কুসুমঅঞ্জলি।"
আমারেই নিয়ে তায়, দিলেন প্রভুর পায়,
ভয়ে ভীত, নাস্তিক মণ্ডলি॥
আইলাম এই স্থানে, দেখি, কেটা কি না মানে,
কে আছে আমার প্রতিকূল।
যথোচিত প্রতীকার, এখনি করিয়া তা'র,
বিনাশিব পাষণ্ডের মূল॥
যদ্যপি মঙ্গল চাও, এদেশ ছাড়িয়া যাও,
ম্লেচ্ছদেশে কর গিয়া বাস।
নতুবা বিক্রম করি, বিচারের অস্ত্র ধরি,
সমুদয় করিব বিনাশ॥

ন্যায়শাস্ত্রের মুখে এই অহঙ্কারঘটিত-বচন শ্রবণে বিধর্ম্ম, এবং কলি চার্ব্বাকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈঙ্গিত করাতে চার্ব্বাক ন্যায়দর্শনের উপর কোপ-কটাক্ষ পূর্ব্বক বাচালতা দ্বারা এইরূপ কহিল।

"অরে দুর্দর্শন ন্যায়দর্শন! তুই কেবল প্রলাপ দর্শন করিতেছিস্, তোর এই দর্শনের নিদর্শন কোথায়? তোর মুখদর্শন করিতে নাই। কি বলিব তুই দূত, দূতকে বধ করিতে নাই, নচেৎ এখনিই আমি প্রমাণ-রূপ সুদর্শন ধরিয়া তোদের ছয় দর্শনকেই যমালয় দর্শন করাইতাম। তোর নাম "ন্যায়" কে বলে ন্যায়? সকলি, যে, অন্যায়।—ওরে তর্ক! তুই যে বিষম বিতর্ক, কুতর্ক। সতর্ক হইয়া তর্ক কর,—তুই কথনই তর্ক নোস্ তুই তক্র। তোতে পদার্থ কিছুই নাই, কেবল ঘোল-খেয়ে ঢোল-মেরে বোল ঝেড়ে গোল ক'রে লোক সকলকে কুহক দিতেছিস্। দূর প্রতারক বিশ্ব-বঞ্চক। ওরে অপ্রত্যক্ষবাদি-মিথ্যাবাদি অন্যায়-বাদি-ন্যায়বাদি তুই বিবাদি হইয়া আমাদের কি করিবি? শুদ্ধ প্রমাদি হইয়া আপনাদিগেরি প্রমাদ ঘটাইবি। ও বঞ্চক-শঠতাসঞ্চক তঞ্চক করিয়া কেবল লোকের ধন হরণ করিতেছিস্, পণ্ডশ্রমে মরিতেছিস্, পাপক্ষেত্রে চরিতেছিস্, আশাজ্বরে জ্বরিতেছিস্ নিরন্তর কেবল কাপট্য করিয়া উদর ভরিতেছিস্, নানা-ভেক্ ধরিতেছিস্।

ওরে যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা কি প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই গ্রাহ্য করিব। বঞ্চক ব্রাহ্মণবৃন্দের ঘরের গড়া পচা রচা বেদাদি শাস্ত্র সকল যাহারা বিশ্বাস

করে তাহাদিগের ন্যায় ভ্রমান্ধ আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। আহা, ধূর্ত্তেরা চাতুর্য্য কৌশলে কি চমৎকাররূপে ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে। আপনাদিগের গলদেশে তিন-খাই সূত্র বাঁধিয়া সেই তিন সূত্রে ত্রিভুবনকে বন্ধন করিতেছে, পামর প্রতারকদিগের ইহার অপেক্ষা প্রচুর প্রবঞ্চনার ব্যাপার আর কি অধিক আছে? তাহারা শুদ্ধ স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্যই এরূপ ছলনা ষড়জাল বিস্তার করিয়াছে। বলে "সর্ব্বস্ব দ্বিজবে দদ্যাৎ" কি রে, আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণটা কে? তাহাকেই বা কেন সর্ব্বস্ব প্রদান করিব? স্বভাবের এই সৃষ্টিতে সর্ব্বজীব সমান, ইতর বিশেষ কিছুই নাই, কি পাপ! চণ্ডাল ধূর্ত্ত; এই ব্রাহ্মণেরাই সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। হাদে আবার ইদানীং কতকগুলো দেড়ে নেড়ে ধেড়ে রোগে রুগ্ন হইয়া তেড়ে ফুঁড়ে মোল্লা সাজিয়া বসিয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি; দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই, যাহার যাহা মনে আসে সেই ব্যক্তিই মিথ্যারূপে একটা শাস্ত্র গাড়িয়া গুরু হইয়া বসে, দেশের মানুষ সকল প্রকৃত গরু, তাহাদেরি আবার গুরু বলিয়া পূজা করে। এ বিষয়ে একজন প্রাচীন জ্ঞানি একটি অতি সুন্দর দোঁহা রচনা করিয়াছেন।

যথা।

"মায়িকি গলমে সূৎ হায় নেই,
পুৎ কহালয়ে পাঁড়ে।
বিবি ফতে মাকি সুন্নৎ হুয়া নেই,
কাজী ব্রাহ্মণ দোন্ ভাঁড়ে॥
জননীর গলদেশে, নাহি যজ্ঞসূত্র।
অনায়াসে ব্রাহ্মণ, হইল তা'র পুত্র।
বিবী ফতেমার ত্বকে, না পড়িল চাড়।
কাজী আর পাজী দ্বিজ, উভয়েই ভাঁড়॥

আমি মুসলমান জাতির কথা এই স্থলে উল্লেখ করিতে চাইনা, কারণ তাহারা লক্ষ্যের যোগ্যই নহে।

আহা, আহা! অহঙ্কারান্ধ স্বার্থপর বর্ব্বর বামুনেরা কি ভয়ানক দস্যু। শিষ্টাচারে কাপটিক-শুদ্ধাচারে লোকের সর্ব্বস্ব লইয়াই ক্ষান্ত হউক, তাহা, নয়, বিশ্ববঞ্চক হইয়া আবার বিশ্বগুরু হইতেছে। সেতারের বাদ্যের ন্যায় গোটাদুই ধিড়িং ধিড়িং পিড়িং পিড়িং মিছে মন্ত্র কর্ণে দিয়া লোকের মাথার উপর পা দিতেছে। ধূলা মাখা কাদা-মাখা পায়ের জল এবং "নেকার লাগা" অন্ন গুলা প্রসাদ বলিয়া খেতে দেয়।

দুর্জ্জনেরা বলে "কর্ম্ম" সে কর্ম্ম কাহাকে বলে? কর্ম্মভোগ কর্ম্মভোগ করিয়া আপনারা অনর্থক কর্ম্মভোগ করিয়া মানব সকলকে আবার কর্ম্মভোগ করাইতেছে। ইহারা সুখ দুঃখ দেখিয়া কর্ম্মের ফল স্বীকার পূর্ব্বক "অদৃষ্ট" মানিতেছে, কহিতেছে সুখি লোকেরাই পুণ্যশীল, পূর্ব্বজন্মে পুণ্য করিয়াছিল ইহজন্মে তাহার ফলস্বরূপ সুখভোগ করিতেছে। পাপি জনেরাই দুঃখি, পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মে তজ্জন্য কষ্টভোগ করিতেছে।

আহা কি ভ্রান্তি; পাপ, পুণ্য কাহাকে বলে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে, অথচ অপ্রামাণ্য অগ্রাহ্য এক "অদৃষ্ট" স্বীকার করিতেছ,—বস্তুতস্ত কিছুই নহে, সুনীতি ও দুর্নীতি কেবল সুখ দুঃখের প্রতি কারণ মাত্র হইতেছে। সুনীতি-শালি লোকেরাই দুঃখি ও পাপাত্মা, ইহার সহিত পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সম্বন্ধ কি? ইহজন্মেই তাহার ফলভোগ হইতেছে। যাহারা অলস ও দীর্ঘসূত্রি তাহারাই কষ্ট পাইয়া পাপভোগ করে,

যাহারা পরিশ্রমি তাহারা শ্রমার্জ্জিত ধনের দ্বারা সমূহ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছে। পরন্তু যেমন সমুদ্রগর্ভে স্বভাবতই জোয়ার ভাঁটার সঞ্চার হয়, সেইরূপ মানবজাতির অবস্থারূপ সমুদ্রে সুখ দুঃখের প্রবাহ স্বভাবতই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ইচ্ছাধীন আহার বিহার, তাহাকেই স্বর্গ কহে—নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চাতুরীচতুর বিটেল বাচাল বামুনেরা সে বিষয়ে অন্য সকলকে বঞ্চনা পূর্ব্বক গোপনে গোপনে কেবল আপনারাই তাহার ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতেছে। যে বৃক্ষের ফল অতি সুমিষ্ট, তাহার কর্ত্তা যেমন সেই গাছের গোড়ায় কাঁটা দিয়া বদ্ধ রাখে, রাখে, কেননা অপর কেহ ফল পাড়িয়া খাইতে পারিবেনা, আপনি একাকিই সমুদয় ভোজন করিবে, ব্রাহ্মণ শঠেরা অবিকল তদনুরূপ করিয়াছে। ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি, তোরা বল দেখি, ব্রাহ্মণ কি বর্ণ? না, জাতি? না, দেহ? না, সূত্র? না, ধর্ম্ম? না, বংশ? না, কুল?

ভাল কাহাকে ব্রাহ্মণ বলে, তুই তাহা স্থাপন কর্ দেখি? দেখি তোর কেমন সাধ্য? যদি ইহা খণ্ডন করিতে পারিস্ তবে বুঝিতে পারি, তোর অস্ত্রে ধার আছে।

আর তোরা যে বলিস্ শরীরের ভিতরে একটা আত্মা আছে, ভাল তোর শরীরটা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাদেখি কোন্খানে সেই আত্মা আছে?—আঃ—পাগল উন্মত্ত, পাপাচার, হিংস্রক, হিংসা পূর্ব্বক পশুহত্যা করিয়া তোদের ধর্ম্ম হয়? তোদের পুণ্য হয়? তোদের মতে ইহাকেই ধর্ম্ম বলে? ইহাকেই পুণ্য বলে?

উলুকুটু ধুলুকুটু, পোড়েগেল

কাশী-চ্ছন্দ।

বড় দেখি, কথা গুলো, কড়া কড়া মুখে।
সভা মাজে, দাঁড়াইলি, চাড়া দিয়ে বুকে॥
রুকে রুকে, ঝুঁকে ঝুঁকে, করিতেছ জারি।
বাচালতা, ভাল বটে, চতুরালি ভারি॥
সেকেলে পুরোণো পাপি, সবে তোরে জানে।
একালেতে, জ্ঞানি যত, কেহ নাহি মানে॥
কতকেলে, পচা পচা, রচা কথা নিয়ে।
ভুলাতেছ, সকলেরে, চোখে ধূলো দিয়ে॥
ব'লে গেলি, যত কথা, তাহে নাহি যুক্তি।
সবিশেষে, বল দেখি, কা'রে বলে মুক্তি?
মোরে গেলে, ফুরাইল, একেবারে শূন্য।
ভূতে ভূত, মিশিগেলে, কে ভুগিবে পুণ্য।
ধনলোভে, মাতিয়াছে, নাহি জানে ধর্ম্ম।
মিছে মিছি, করিতেছে, সুখ-নাশা-কর্ম্ম॥
স্বভাবে হ'তেছে সব, না জানিয়া মর্ম্ম।
স্বকীয় স্বভাব দোষে, হারাইল শর্ম্ম॥
জগতেরে, ছলিতেছ, হাদেরে দুরাত্মা।
দেহ কেটে, দেখা দেখি, কোথা আছে আত্মা॥
যত কিছু, শুনা গেল, সকলি অদৃষ্ট।
মানা দেখি, কেমনেতে, মানাবি "অদৃষ্ট"॥
মানিব না, আমি কিছু, হ'য়ে তোর বাধ্য।
বিচারে হারালে পরে, তবে জানি সাধ্য॥
স্বভাবে আপনা হ'তে, হইতেছে সৃষ্টি।
কখন' করে না কেহ, এ প্রবাহ বৃষ্টি॥
"ন্যায়" ব'লে মানি তবে, ন্যায় কথা ব'ল্লে।
ফুল ব'লে, মানি তবে, হাতে ফল ফোল্লে॥
রেগে কেন, কথা কও হও হও শান্ত।
ভোগামেরে, ভুলাইবি, ওরে ভ্যাড়াকান্ত॥
হৃদয়ে উদয় কর, বোধ-দিনকান্ত।
আলোকে পুলক পেয়ে, দূর কর ধ্বান্ত॥

এখন্ তোদের মতে, কে হইবে ভ্রান্ত।
থাকিতে গরম ভাত, কেন খাবে পান্ত॥
কা'র কথা, ব'য়ে মর, ওরে মূঢ় হস্তি।
কর্ত্তা এক, কোথা আছে, কিসে বল অস্তি॥
কোনখানে, কিছু নাই, সাধে বলি নাস্তি।
ফের যদি, আছে, বল, ধোরে দিব শাস্তি॥
কোথাকার কেটা সেটা, "উদয়নাচার্য্য।
কি বিচারে, করিয়াছে, পরমেশ ধার্য্য॥
হেসে যায়, পেটফেটে, দেখে তা'র কার্য্য।
যত কথা, বলিয়াছে, সকলি নিবার্য্য॥
জ্ঞান-পথে, দিয়ে সেটা, বিষম অঞ্জলি।
তোরে নিয়ে, করিয়াছে, কুসুম অঞ্জলি॥
কোথা সে গৌতম ঋষি, তুমি যা'র সূত্র।
পরিচয় দিলে এসে, হ'য়ে তা'র পুত্র॥
দূত হ'য়ে, আসিয়াছ, নাম ধর "তর্ক"।
মুখে জারি, করিতেছ, তুলে মিছে তর্ক॥
বড় তুমি, সোজা নও, অতিশয় বক্র।
"সুধা" ব'লে, ক্ষুধাতুরে, খেতে দেও "তক্র"॥
কুপথে চালাতে সবে, করিয়াছ চক্র।
কোথা রবে, চতুরতা, যদি ধরি "চক্র"॥
নরাধম, ন্যায়, তুই, নরকের নক্র।
একেবারে, মারা যাবি, খেলে এক টক্র॥
জানি তোর, আগা, গোড়া, জানি তোর "ভাষ্য'
যতগুলো, কথা তাহে, সকলি তো "নাশ্য"॥
ভাল যদি, চাহ তবে, হইয়া প্রকাশ্য।
মহামোহ পদে সবে, কর এসে দাস্য॥

বিষ্ণুভক্তি।

হে কল্যাণি! চণ্ডাল চার্ব্বাকের এই সকল অসাধু উক্তি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সুদর্শন ন্যায়দর্শন কিরূপ উত্তর করিলেন?

শ্রদ্ধা।

হে দেবি! চার্ব্বাক চতুরের এই ঘৃণিত-বাক্য শ্রুতমাত্রেই ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্র অমনি অস্ত্র ধাবণ করিলেন। নারায়ণী সত্য-বাণী তখনি আপনি তাঁহার সহকারিণী হইলেন, সরস্বতীর সহিত দ্বিতীয় কাত্যায়নী স্বরূপা মীমাংসা আসিয়াছিলেন, তিনি ঋগ্, যজু, সাম এই দেবত্রয়রূপ—ত্রিনেত্রধারিণী পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনাদি শাস্ত্রস্বরূপ অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্র ভূষণে বিভূষিতা ও সুশোভিতা, সিদ্ধান্ত স্বরূপ পূর্ণেন্দুবদনী, ন্যায়শাস্ত্ররূপ সহস্র-ভূজধারিণী,—তৎকালে দেবীর প্রভাবে দর্শন ছটার রূপের ছটা কি কহিব? ভটার ঘটা বর্ণনা কয়া যায় না,—পরে ন্যায়শস্ত্রে মুকুতাদশনা, ধবলবসনা, রসনা-আসনা কবিকুলের বাসনাঘোষণাকারিণী সেই বাগ্বাণীর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন!

ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্তাব।

ওরে, ভণ্ড! ও পাষাণ্ড অবগণ্ড! অদ্য ব্রহ্মাণ্ডভেদী প্রকাণ্ড প্রচণ্ডদণ্ড প্রহারে তোর মত খণ্ড খণ্ড করিয়া লণ্ড ভণ্ড করিব।

তুইতো প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান মানিস্নে,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, ক দেখি-ক, তুইতো এখন বিদেশে রয়েছিস্, তোর স্ত্রীতো এখন তোরে দেখিতে পায় না, তবে কেন সে হাতের শাঁকা, খাড়ু ফেলিয়া বিধবার ন্যায় একাদশী না করে?

নাস্তিকের উত্তর।

ওরে মূর্খ! শোন্ শোন্, পত্রাদি সমাচার

সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-স্বরূপ হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের জীবিত থাকা প্রমাণ হইতেছে, তবে তাহারা কেন বৈধব্যাচরণ করিবে ?

ন্যায়দর্শনের প্রত্যুত্তর।

হে জগদীশ্বর! হে জগদীশ্বর! এই দেখ, মূঢ়েরা আপন মুখেই পরাভব স্বীকার করিতেছে। ওরে ব্যলীক্ পত্রাদি পাঠে সংবাদ পাইয়া তুই জীবিত আছিস্, এরূপ অনুমানসিদ্ধি করিয়া তোর স্ত্রী যখন বিধবার আচরণ করে না তখন তোর অনুমান মানিবার আর কি অপেক্ষা রহিল? যেমন তোর দারা তোর পত্রদ্বারা অনুমান করে, তুই বেঁচে আছিস্—সজীব না থাকিলে এই পত্র কখনই আসিত না, সেইরূপ এই নিখিল সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া অনুভূতিক্রমে নিশ্চয়রূপেই অনুমান হইতেছে, যে, এই সৃষ্টির অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছেন, সেই কর্ত্তা না থাকিলে কোন মতেই এই সৃষ্টি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না, কারণ-কারণ ব্যতীত কি কোন প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে? —স্বর্ণকার না থাকিলে স্বর্ণভূষণ কে গড়িত?—কুম্ভকার না থাকিলে ঘট কলসাদি কাহার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত? ওরে প্রত্যক্ষবাদি! আর একটা কথার উত্তর কর দেখি! তুই দুই বৎসের পর গৃহে গমন করিয়া দেখিলি তোর ভার্য্যা উপপতির উপভোগ সম্ভোগ-দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, কিন্তু সেই উপভোগ সম্ভোগ-যোগ তোর নয়ন-প্রত্যক্ষ হয় নাই, কারণ তুই বিদেশে ছিলি, এইস্থলে সেই গর্ভ দৃষ্টে অনুমানে তোর প্রণয়িণীর ব্যভিচার-দোষ স্বীকার করিতে হইবে কি না? আবার এক কথা প্রশ্ন করি। —তুই আপনার চক্ষুকে আপনি দেখিতে পাস্‌নে, কিন্তু ঐ চক্ষুর দ্বারা বস্তু দর্শন পূর্ব্বক সমুদয় পদার্থ গ্রাহ্য করিস্ কি না? যদি তাহা গ্রাহ্য করিতে হইল, তবে অনুমানকেই বলবৎ করিতে হইবেক, কেননা এই অনুমান-প্রত্যক্ষেতেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সংপুর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, ইহাতে সংশয়মাত্রই নাই,—ও নাস্তিক এখন তোর নাস্তিকতা কোথায় রহিল? আমার এই যুক্তি জড়িত অখণ্ড্য উক্তির উত্তর কর, তবে তোর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইব—ও ভ্রান্ত! আমার এই কথার কি উত্তর আছে? দেখ—শাস্ত্রসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রসিদ্ধ অনুমানসিদ্ধ, এই বিচারে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমপরাৎপর পরমাত্মা সত্য ও নিত্যরূপে প্রামাণ্য হইলেন, যদি তিনি নিত্য ও সত্য হইলেন, তবে আমাদিগের এই সমুদয় শাস্ত্র এব, মত অবশ্যই নিত্য ও সত্য হইবেক, যেহেতু এই শাস্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ, গ্রহণ, রাশি, লগ্ন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি নির্ণয় হইতেছে।

হে মঙ্গলময়ি! এই অখণ্ডনীয় যুক্তিমূলক উক্তিবাণে নাস্তিকগণের বিতর্ক-বিঘটিত-পাপময়-তর্কশাস্ত্র সকল এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগেল।-চার্ব্বাক আর একটি কথার উত্তর করিতে পারিলনা, অমনি নীরব থাকিয়া অতিশয় অপমান জ্ঞানে অধোবদনে মলিন হইয়া স্বশিষ্য দল বল সহিত হিন্দুদেশ ছাড়িয়া সিন্ধুপথে কতিপয় ম্লেচ্ছদেশে প্রস্থান করিল, এবং অর্ব্বাচীন দিগম্বর সিদ্ধান্ত, ভিক্ষুক, এবং সোমসিদ্ধান্ত আপনাপন মতমণ্ডিত-পুস্তকাদি লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। অধুনা পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে পাষাণ্ডপুঞ্জের মূলনাশ হইয়াছে।

বিষ্ণুভক্তি।

হে শ্রদ্ধে! তুমি চিরজীবিনী হও, এই সুখের বচনে অদ্য আমাকে অমৃতাভিষিক্তা করিলে, তবে—তবে, বল দেখি, সেই পামর কামাদির কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে?

শ্রদ্ধা।

বস্তুবিচারের বাণে, মারা গেল কাম।
এখন করে না কেহ, কামিনীর নাম॥
নরকের নিকেতন, নারীর শরীর।
সকলের মনে এই, হইয়াছে স্থির॥
ক্ষমার ক্ষমতাবাণে, মরিয়াছে ক্রোধ।
উদয় সবার মনে, হিতাহিত-বোধ॥
শত শত অপরাধে, নাহি করে রাগ।
রাগে করি রাগ সবে, সাধিছে বিরাগ॥
সকলে সবল হ'য়ে, সাধু ভাব ধরে।
কা'রে প্রতি কেহ নাহি, দ্বেষ আর করে॥
লোভ হ'ল পরাভব, সন্তোষের রণে।
তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা তাই, সকলেরি মনে॥
প্রতিগ্রহ, মিছে কথা, চৌর্য্য ব্যবহার।
লোভের সহিত সবে, হ'য়েছে সংহার॥

হে দেবি! আর কি অধিক নিবেদন করিব? এই জয় কেবল তোমারি পুণ্য-প্রতাপের ফল কহিতে হইবে, বিপক্ষবৃন্দের বলবান বীর "মাৎসর্য্য" অনসূয়া অনায়াসেই তাহাকে জয় করিয়াছেন, পরোৎকর্ষভাবনার কৃপায় আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, কারণ তাঁহার প্রভাবে মদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শান্তি।

ওমা! এ, যে, বড় চমৎকার কথা; শাক্ত, শৈব, গাণপত্য সৌর, বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ ন্যায়, সাংখ্য পাতাঞ্জলাদি দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর দ্বেষাদ্বেষ ও মতে বিশেষ বিভিন্নতা আছে, অতএব এই যুদ্ধে তাহাদিগের একবাক্যতা কিরূপে সম্ভব হইল?

শ্রদ্ধা।

ও বাছা! তা কি জাননা, লোক কথায় কহে। "মহিষের শিং বাঁকা,, জুজিবার সময় একা"।

ইহার প্রমাণ কুরু ও পাণ্ডবদিগের দ্বারাই প্রকাশ আছে। তাহারা যখন ঘরে ঘরে যুদ্ধ করিত তখন এক দিকে এক শত ভাই, আর এক দিকে পাঁচ ভাই, কিন্তু পরের সহিত বিবাদ হইলে এক শত পাঁচ ভাই একত্র হইয়া অস্ত্র-ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। ইহাও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে, কেন না নাস্তিকেরা ঘোরতর নারকি—লোকাধম। দেবতা মানেনা, ব্রাহ্মণ মানেনা, বেদাদি শাস্ত্র মানেনা, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া মানেনা, স্বর্গ মানেনা পরলোক মানেনা, এবং সর্ব্বগত কারণ পরমাত্মা পরমেশ্বরেকেও মান্য করেনা, কিছুই মানেনা, যথেষ্টাচবণের উপদেশ দ্বারা লোক সকলের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে। সুতরাং ঐ নাস্তিকমত খণ্ডনের নিমিত্ত সাকার-নিরাকার-উভয়বাদি সকাম-নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপদেশক বেদ-প্রসূত পরস্পর বিরোধিশাস্ত্র সকলের একবাক্যতা হইয়াছিল, এই একতার ধর্ম্মে কি এক অনির্ব্বচ-নীয় সৎকর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে। নাস্তিকমত উচ্ছন্ন দিয়া আস্তিকমত প্রবল হইল, বেদের

মহিমা বাড়িল, এবং ঈশ্বরের প্রতি সকলের ভক্তির আধিক্য হইল।

বিষ্ণু ভক্তি।

ভাল জিজ্ঞাসা করি, এইক্ষণে মহামোহের অবস্থা কি?

শ্রদ্ধা।

এইক্ষণে সেই মহামোহ অত্যন্ত মলিন হইয়া যোগের ব্যাঘাতকারিদিগের সহিত কোন গোপনীয় স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে লীন হইয়া রহিয়াছে।

বিষ্ণু ভক্তি।

হে, স্বাত্বিকি! তবেতো এখনও পর্য্যন্ত অনিষ্টের শেষ হয় নাই, অতএব এই দণ্ডেই তাহার বিহিত করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে, পণ্ডিতেরা কহেন, অগ্নি, ঋণ এবং শত্রুর শেষ রাখা উচিত হয় না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, সম্প্রতি মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে?

শ্রদ্ধা।

সেই মনের দশা আর কি কহিব! অতি মলিন, ক্ষীণ, দীন, বলহীন,—স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি শোকে অত্যন্ত কাতর,—আপনার প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত।

বিষ্ণুভক্তি।

(হাসিতে হাসিতে।)

কি মঙ্গল, কি মঙ্গল। তবে আমরা কৃত-কার্য্য হইয়া কৃতার্থ হইলাম, আর কোন আশঙ্কা নাই। ভাল এখন মহাপাপি মহামোহের প্রাণবিনাশের জন্য কিরূপ উপায় স্থির করা যায়?

শ্রদ্ধা।

(স্মেরবদনে।)

তাহার জন্য এত ভাবনা কি? তোমার অনুগ্রহে বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংযোগ হইয়া প্রবোধচন্দ্র পুত্রের জন্ম হইলেই সেই পুত্রের দ্বারা মহামোহ নাশ হইবে।

বিষ্ণুভক্তি।

তাহাই কর্ত্তব্য বটে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। সম্প্রতি মনের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য চল আমরা বেদান্তদর্শনকে প্রেরণ করি।

তদনন্তর, বিষ্ণু ভক্তি, শ্রদ্ধা, মুদিতা এবং শান্তি প্রভৃতি সকলে নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রবেশক।

মৃদুরবে হাত নাড়িয়া।

মহারাজ মন এবং সঙ্কল্প দ্বারে উপস্থিত।

হে সভ্য সকল গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বরের আহ্বানার্থ অগ্রসর হও।

গীত।

হায় হায় হায়, কব আর কায়,
কে বুঝিবে এই, ভব-প্রকরণ,

কোথা বা এসেছি, কোথা বা যাইব,
বুঝিতে না পারি, নিগূঢ়-কারণ,

অন্তরা।

প্রকৃতি প্রভাবে, জানেনা প্রকৃতি,
প্রকৃতি প্রণয়ে, আকৃতি প্রকৃতি,
পাইয়ে প্রকৃতি, হইয়ে সুকৃতি,
সকলে করিছে, স্বকৃতি সাধন॥
পেয়েছি স্বভাব, ধরেছি স্বভাব,
স্বভাবের তা'র, কে করে অভাব,
সভাবে পাইব, কবে সে স্বভাব,
কেমনে কাটিব, বিষম-বন্ধন॥
সলিল পূরিত, প্রতি ঘটে ঘটে,
রবি-ছবি-প্রভা, সম বটে বটে,
অহঙ্কারে তথা, দেহ-পটে পটে,
কত কোটি কোটি, হ'য়েছে সৃজন॥
জাত না হইলে, যাতনা হ'তনা
জাত হ'য়ে দেহে, পেতেছি যাতনা,
আমি যা'র জাত, সে হইলে জাত,
এখনি করিত, যাতনা বারণ,
একথা কহিলে, সকলে হাসিবে,
পাগল বলিয়া, কুভাষ ভাষিবে,
ঘোর মায়াছাঁদে, পোড়ে দেহ ফাঁদে,
নিজে হাসে কাঁদে, ব্রহ্ম সনাতন।
জানিতে না পারে, আপন-অহিত,
বিষয়-আসবে, লোচন-লোহিত,
বিকল্প-রহিত, সঙ্কল্প-সহিত,
মোহেতে মোহিত, হ'য়ে আছে মন॥
অখিল-সংসার, কেবলি অসার,
ভুলে সর্ব্বসার, কা'রে বল সার,
কবে হ'বে আর, আশার সুসার,
কবে হ'বে মন, মনের মতন॥

(সঙ্কল্পের সহিত মনের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

মন।

(অতিশয় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে।)

হে সঙ্কল্প! আমাকে মর্ম্মান্তিক বেদনায় আত্যান্তিক কাতর করিয়াছে, আমি আর ক্ষণকাল-মাত্র প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, এককালেই আমার বিবেচনা বিলোপ হইয়াছে,—ইন্দ্রিয় সকল ক্রমেই আসন্ন হইতেছে,—চোখে জাল পড়িয়া আসিতেছে,—আর দেখিতে পাই না, কাণে তালা লাগিয়াছে,—আর শুনিতে পাই না, রসনা নিরস হইয়াছে,—মুখ শুষ্ক হইতেছে,—আর কথা স্বরে না, হাতে পায়ে খিল ধরি-তেছে—ভীষণতর ভয়ানক-ভঙ্গিধারী কে আসিয়া যেন হঠাৎ আমার জীবনকে গ্রাস করিতেছে। আহা! এই গতিশক্তিহীন অতুর অনাথ বৃদ্ধকে এ সময়ে কেহ একবার জিজ্ঞাসা করে না।

কোথায় আমার সেই, প্রিয় পরিবার?
কোথা গেল সেই সব, কুমারী, কুমার?
কোথা কাম, কোথা, কোথা মদ, মান।
তনয় ত-নয়, তা'রা, পিতার সমান॥
অসূয়া নামেতে সেই প্রাণের নন্দিনী।
কে বলে, কুমারী, সে যে, সাক্ষাৎ জননী॥
কন্যা, পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র আদি ল'য়ে।
করেছি সংসার সুখে, রাজেশ্বর হ'য়ে॥
বিষম বিমুখ বিধি, বিড়ম্বনা ভারি।
বৃদ্ধকালে, শোকশেল, সহিতে কি পারি॥

সকলের কর্ত্তা আমি, সর্ব্ব অধিকারী।
এখন হ'য়েছি যেন, পথের ভিখারী॥
কোথা বাপু কাম, তুমি নাম ধর মার।
একবার কোলে এসো, বাছারে আমার॥
ওরে বাপু, মদ তুই, ত্রিলোকবিজয়।
অক্ষয়-শরীর তোর, কে করিল ক্ষয়॥
ওরে ক্রোধ, তোরে পেলে কিছু কিছু নয়।
আমাতে আমার আমি, বোধ নাহি রয়॥
ওরে মান, তোর মানে, এত মান ধরি।
সুরাসুর আদি সবে, ধুলা জ্ঞান করি॥
আমায় রাখিয়া সবে, মরিল অকালে।
হায় হায়, এই ছিল, আমার কপালে॥
কত কষ্টে করিয়াছি, লালন পালন।
হ'য়ে-ছিল সবে তা'রা, মানুষ এখন॥
আশা ছিল, সুখেতে, কাটিব শেষদশা।
একেবারে ঘুচেগেল, সকল ভরসা॥
বিষম বেদনা আর, প্রাণে নাহি সয়।
যারে যারে, যম তুই, যমের আলয়॥
পিতা নাই, মাতা নাই, নাই গোত্র গাঁই।
ভ্রমে তোরে "মৃত্যু" বলি, তোর নাম "নাই"॥
নাম শুনে কেঁপে মরি, দেখিতে না পাই।
বিনাপদে ঘুরিতেছ, সমুদয় ঠাঁই॥
ডুব মেরে পেতে পারি, জলধির থাই।
উদর-সাগরে তোর, নাহি হয় থাই॥
কেমনেতে পাক পায়, মনে ভাবি তাই।
ত্রিভুবন তোর পেটে, বলিহারি যাই॥
কত ভোগি, কত যোগি, কত নাগা সাঁই।
সমভাবে খেয়ে ফেলো, কসাই গোঁসাই॥
হাতি খাস, ঘোড়া খাস, খাস ভস্ম ছাই।
তথাচ মানুষ খাস, একি তোর বাই॥
যত পাস, তত খাস, নাহি মেটে খাঁই।
এই পেলি, এই খেলি, তবু খাই খাই॥
ত্রিভুবন কেঁপে উঠে, যদি তুলো হাই।
শিশু নাহি পেতে পায়, জননীর মাই॥
কার' খাও দারা, পুত্র, কার' খাও ভাই।
হাদেরে, মরণ তোর, মরণ কি নাই॥

(কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় পড়িয়া অমনি মূর্চ্ছা।)

সঙ্কল্প।

(অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কোলে করিয়া মূর্চ্ছা-ভঙ্গ।)

হে মহারাজ! ধৈর্য্য হউন, ধৈর্য্য হউন, এত ব্যাকুল কেন?

মন।

(চেতন পাইয়া।)

হে সঙ্কল্প! এই দারুণতর দুঃখের সময়ে আমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী-প্রাণেশ্বরী প্রেয়সী প্রকৃতিদেবী কেন কাছে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা না করিতেছেন? তিনি এখন কোথায় আছেন? তাঁহাকে ডাকো।

সঙ্কল্প।

(অশ্রুপাত করিতে করিতে।)

হে মহারাজ! হে দেব! দুঃখের কথা কি আর নিবেদন করিব! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অদ্যাপি কি প্রবৃত্তিদেবী জীবিতা আছেন? আমি শুনিলাম, তিনি পুত্রাদির মরণজনিত শোকানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মন।

এখন্ সে প্রাণ-প্রিয়ে কোথায় আমার রে।
না হেরে সে চাঁদমুখ, সব অন্ধকার রে॥

ধুয়া।

মনের মানুষ কই, মনের মানস কই,
আহা আহা, কা'র কাছে, করি হাহাকার রে?
এ যাতনা বলি কাকে, বলা নয় যাকে তাকে,
আধেয় কেমনে থাকে, অভাবে আধার রে।
দুঃখ নাহি ফোটে মুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
বাঁচিবারে একটুক, সাধ নাই আর রে।
না জানি কি দোষ পেলে, পলাইল একা ফেলে,
হায় আমি কোথা গেলে, দেখা পাব তা'র রে।
সুমধুর মৃদুহাসে, সুমধুর প্রিয়ভাসে,
আমারে আমার "আমি" কে কহিবে আর রে,
আমি আমি, তুমি তুমি, আমি জল, সে যে, ভূমি
রসনা স্বরূপ আমি, প্রিয়ে তা'র তার রে॥
আমি তা'র, সে আমার, আমি অসি' সে যে ধার
স্বপনে গোপন ভাব, ছিলনাকো যা'র রে।
প্রবৃত্তি-প্রমোদা মম, প্রণয়-অনলে মম,
মমভাবে সূত্ররূপে, বাতি আমি তা'র রে॥
সদা থাকি মুখে মুখে, সুখি দুখি, সুখে দুখে,
শয়নে শয়ন দোঁহে, আহারে আহার রে।
আমি দেহ, প্রিয়া-রূপ, আমি রাজ্য, প্রিয়া ভূপ,
আমি কণ্ঠ, প্রিয়া তায়, শোভারূপ হার রে॥
অভেদ উভয় অঙ্গ, সমভাবে সদা সঙ্গ,
সভাবে স্বভাব ধরে, স্বভাবের ভার রে।
স্বপনে জানিনে যাহা, ঘটনা হইল তাহা,
মরি মরি আহা আহা, ভাগ্য মূলাধার রে॥
বিরহেতে প্রেয়সীর, কেমনে হইব স্থির,
নিয়ত নয়নে নীর, শ্রাবণের ধার রে।
এখন্ সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার রে?
না হেরে সে চাঁদ মুখ, সব অন্ধকার রে॥
এখন্ সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার রে॥

প্রাণেশ্বরী আছে যথা, সঙ্গে নিয়ে চল তথা,
হাবেরে কৃতান্ত ধরি, চরণে তোমার রে।
প্রেয়সী যেথানে আছে, যাব আমি তা'র কাছে,
এখানে আমায় তুমি, কেন রাখো আর রে॥
দুখের না হয় লেখা, হ'য়েছি বিষম ভেকা,
কোথায় সে আছে একা, দেখা একবার রে।
ওরেরে, সম্ভোগ-চোর, যে ধনে আমার জোর,
সে ধন হরিয়ে তোর, কিবে উপকার রে॥
রমণীর শিরোমণি, সে ধনী সুখের খনি,
আমার বুকের-মণি, মুখের আধার রে।
ধনী-ধনে আমি ধনী, আমার রতন মণি,
হ'রে ফণি, সেই মণি, করিলি সংহার রে॥
ধর্ম্মরাজ নাম-ধর, অধর্ম্মের কর্ম্ম কর,
ধর্ম্ম মত কর্ম্ম কিছু, দেখিনে তোমার রে।
বল বল ওহে ধর্ম্ম, করিয়াছি, কি অধর্ম্ম,
কি দোষে আমার মর্ম্ম, করিছ প্রহার রে॥
হাহাকার ঘরে ঘরে, শোকানলে সবে মরে,
কে দিলে তোমার করে, বিচারের ভা'র রে।
সমভাবে নিশি দিবে, যাতনা দিতেছ জীবে,
আহা মরি তুমি কিবে, ধর্ম্ম-অবতার রে॥
এখন্ সে প্রাণ প্রিয়ে, কোথায় আমার রে,
না হেরে সে চাঁদ মুখ, সব অন্ধকার রে।
এখন্ সে প্রাণপ্রিয়ে কোথায় আমার রে॥

হাঁরে ও নিদয় বিধি! এই কি তোমার বিধি,
আপনিই দিয়ে নিধি, নিলে পুনর্ব্বার হে।
ভাল তুমি উপকারী, দাতা হ'য়ে দত্তহারী,
ভাল ভাল ভাল বটে, ভালতো বিচার হে॥
তুমিতো "প্রবৃত্তি" দলে, যত জ্বালা ঘটাইলে,
আমারে সংসারী ক'রে, দেখালে সংসার হে।

না রাখিয়া নিজবোধ, দিলে কাম, দিলে ক্রোধ,
আপনি করিলে রোধ, নিবৃত্তির-দ্বার হে ॥
দিলে নাম, দিলে ধাম, দিলে রাজ্য, দিলে গ্রাম,
দারা, পুত্র, আদি করি, দিলে পরিবার হে।
বিচারেতে শাস্ত্রে রটে, "রাগত" এ দেহ বটে,
বটে বটে, আমি তাহা, করিব স্বীকার হে ॥
সাধে আমি করি রাগ, বল সে কিসের "রাগ"
বিরাগ, কি, অনুরাগ, মর্ম্ম বোঝা ভার হে।
বুঝিবার নাহি কেহ, কেন বা দিয়েছ দেহ,
কেন বা তাহাতে স্নেহ, ক'রেছ সঞ্চার হে ॥
দেহবাসে পেয়ে বাস, সুখের সম্ভোগ আশ,
এখন্ এ, মায়াপাশ, কাটে সাধ্য কা'র হে।
ছলনা ক'রেছ হেন, কিছুই জাননা যেন,
এভাবে আমায় কেন, কর ছারখার হে ॥
কেমনেতে প্রাণ ধরি, শোকানলে পুড়ে মরি,
এ বিপদে কিসে তরি, তরি নাই তা'র হে।
ক'রে দিয়ে গৃহশূন্য, কেন কর ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ,
ইথে কি এতই পুণ্য, হইবে প্রচার হে ॥
করিতে এ সৃষ্টি লোপ, কেনই বা, এত কোপ,
বিলাপে বিদীর্ণ বপু, বিষম ব্যাপার হে।
নয়নেতে দিয়ে দৃষ্টি, তুমিতো দেখালে সৃষ্টি,
করিতেছ ধারা বৃষ্টি, অশেষ প্রকার হে ॥
সকলে কি বুঝে মর্ম্ম, সকলি তোমার কর্ম্ম,
শিখালে সংসার ধর্ম্ম, করিয়ে সংসার হে।
বাক্যমন,অগোচর, তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর,
কহিতেছে পরস্পর, এরূপ প্রকার হে ॥
শব্দময় কেহ কয়, কেহ কয় তাহা নয়'
কেহ দেয় পরিচয়, প্রণব আকার হে।
নিরঞ্জন নিরাময়, নিত্যরূপ নিরালয়,
বেদ আদি শাস্ত্রে কয়, তুমি নির্ব্বিকার হে ॥
মূল মর্ম্ম নাহি জানি, কিসে আমি তাহা মানি,
নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার, বলি কি প্রকার হে।
কেমনে বা কথা কব, কেমনে নীরবে রব,
আমিতো হে দেখি তব, বিষম বিকার হে।
বিহারী যদি না হ'বে, সংসারী হইয়া ভবে,
জন্ম নিলে কেন তবে, শত শতবার হে।
"রাগত" শরীর ধরি, সুখ দুখ ভোগ করি,
হইয়াছ তুমি হরি, কত অবতার হে ॥
যখন রক্ষস-পতি, হ'রেছিল সীতা সতী,
সে সময় হ'য়েছিল, কি দশা তোমার হে।
নিজ কার্য্য উদ্ধারিতে, চাঁড়ালে বলিয়া পিতে,
অনায়াসে তা'র গৃহে, করিলে আহার হে ॥
হ'য়ে নাথ দারাহারা, কাঁদিয়া হ'য়েছ সারা,
দেখিয়াছ ত্রিভুবন, সকলি আঁধার হে।
কাতর হ'য়েছ যত, বনের বানর তত,
করিয়াছে সাধ্যমত, মিত্র সহকার হে ॥
যখন বাঁধিলে সেতু, জানিয়া শোকের হেতু,
কাট-বিড়ালেতে করে, সাহায্য তোমার হে।
গুণাতীত গুণশালী, বিনা দোষে ব'ধে বালি,
করিলে সাগর বেঁধে, সীতার উদ্ধার হে ॥
গোলোকে করিয়া দ্বেষ, ধরি নটবর-বেশ,
বৃন্দাবনে এলে শেষ, করিতে বিহার হে।
গোকুলে করিতে ভোগ, শিখেছিলে চুরি রোগ,
বাঁশিতে হরিলে মন, ব্রজ-গোপীকার হে ॥
মানেতে ধরিয়া পায়, কৃষ্ণনাম লেখে তায়,
কোটালি করিয়ে ছিলে, শ্রীমতী রাধার হে।
লক্ষ্মীভোগে অভিলাষ, ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ-বাস,
ক্ষীরোদ বারিধিবারি, করিয়াছ সার হে ॥
ভগবতী ভোগে আশ, হ'য়ে তুমি দিকবাস,
ধরেছ সুচারু ভাস, রজত আকার হে।
হরগৌরী অপরূপ, অর্দ্ধ-নারীশ্বর-রূপ,
উভয় অভেদ, নাই, প্রভেদ প্রকার হে ॥
দক্ষ-যজ্ঞে পশুপতি, যখন মোলেন সতী,
তখন তোমাতে তুমি, ছিলেনা-তো আর হে।
শোকেতে পাগল হ'য়ে, মৃত দেহ গলে ল'য়ে,
কাঁপাইলে ত্রিভুবন, ছেড়ে হুহুঙ্কার হে।
প্রকাশিলে হেন রাগ, কোথা গেল যজ্ঞ, যাগ,
হইল শ্বশুর তব, ছাগ-অবতার হে।

ছিলে আগে মহা-ভোগী, হ'লে শেষ মহা-যোগী,
যোগেতে ঘুচিল সব, ভোগের ব্যাপার হে ॥
বাসবাদি বিধি হরি, স্থিরতর যুক্তি করি,
তোমার বিবাহ দিতে, বাসনা সবার হে।
দেবতার আজ্ঞা ব'য়ে, পঞ্চশর করে ল'য়ে
ভাঙ্গিতে তোমার ধ্যান, এসেছিল মার হে ॥
কটাক্ষে নাশিয়ে কাম, কামরিপু পেলে নাম,
সেই তুমি গুণধাম, শিব সর্ব্বাধার হে।
যোগভাঙ্গা যোগেশ্বর, বিয়ে ক'রে তার পর,
করিতেছ নিরন্তর, গৃহির আচার হে ॥
কৈলাস ভুধরবর, পরিহরি তুমি হর,
শিশিরশিখরে আছ, শ্বশুর আগার হে।
শিবময় তুমি শিব, তোমা হ'তে পেলে জীব,
সুখময় সংসারের, যত ব্যবহার হে ॥
নাম ধর কামরিপু, তব দেহে কাম-রিপু,
তমোগুণে ধর্ম্ম-যত, করিছে প্রচার হে।
সংসারের সব কার্য্য, সমুদয় অনিবার্য্য,
নিয়ত হ'তেছে ধার্য্য, যত দেবতার হে ॥
মানবের কিসে ত্রাণ, ভোগ বিনা যায় প্রাণ,
ভোগভুক্ত ভগবান, ভোগের আধার হে।
আমি অতি দীন হীন, স্বভাবত ধৈর্য্য-হীন,
আমার উপর কেন, এত অত্যাচার হে ॥
ক্ষমতার ক্ষম দোষ, কে করিবে পরিতোষ,
তুমি যদি আশুতোষ, মন কর ভার হে।
আপনি করিছ খেলা, তাহে নাই অবহেলা,
কেবলি আমার বেলা, যত অবিচার হে ॥
কি করিব হায় হায়, বুক ফেটে প্রাণ যায়,
দারুণ-বিরহ দায়, কে করে নিস্তার হে।
দরাহারা গৃহী যেই, আঁখি থেকে অন্ধ সেই
মিছে দেহ, মিছে প্রাণ, সকলি অসার হে ॥
আগে করি বাড়াবাড়ি, দিয়ে রাজ্য, ঘর, বাড়ী,
শেষেতে শোকের বাড়ী, করিছ প্রহার হে।
সমুদয় দান করি, একেবারে নিলে হরি,
কে বলে তোমায় হরি, দয়াপারাবার হে ॥
তোমা বিনে কা'বে ক'ব, মনোভাব, মনোভব,
কোথা গেল সেই সব, কুমারী, কুমার হে।
সংসার দোলায় দুলে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে,
কেমনে রহিব ভুলে, প্রিয় পরিবার হে ॥
হারায়ে প্রবৃত্তি নারী, নিবৃত্তি, কি, পেতে পারি,
এখন প্রবৃত্তি আর, নাহি বাঁচিবার হে।
দয়া করি তুমি পিতা, স্বহস্তে সাজাও চিতা,
কর কর কর তায়, অনল সঞ্চার হে ॥
শোকানল নিবাইতে, প্রবেশ করিয়া চিতে,
এখনি করিব আমি, দেহ পরিহার হে।
এখন সে, প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার হে ॥
না হেরে সে চাঁদমুখ, সব অন্ধকার হে।
এখন্ সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার হে ॥

হে সঙ্কল্প! আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিনা; তুমি চিতা সজ্জা কর।

আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে।
না হেরিলে যা'র মুখ বুক্‌ফেটে যায় রে ॥
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥

প্রাণের প্রেয়সি তুমি, কোথা চলে গেলে?
গতিহীন প্রেমাধীন, অনাথেরে ফেলে ॥
তোমা ছাড়া আমি কিছু, নাহি জানি আর।
আমাতেই তুমি সদা, করিতে বিহার ॥
আমি তুমি, তুমি আমি, ছিল না'ক ভেদ।
কেহ মাত্র জানিত না, শরীর প্রভেদ ॥
উভয়ের দেহ মন, উভয় অভেদ।
ক্ষণমাত্র প্রেমালাপে, ছিলনা বিচ্ছেদ ॥
খেলে, খেতে, শুলে, শুতে, ঘুমাতে ঘুমালে।
অভিমানে ফেটে যেতে, কোনখানে গেলে ॥
সুখের সম্ভোগ কভু, ছিলনা গোপনে।
ঘুমালে আলাপ হ'ত, স্বপনে স্বপনে ॥

তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, মন।
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, হৃদয়ের ধন॥
যে ভাবে মনেতে আমি, ভেবেছি তোমায়।
তুমিও করিতে ধ্যান, সে ভাবে আমায়॥
স্বপনেতে জানি যদি, ঘটিবে এমন।
আমায় ছাড়িয়া তুমি, করিবে গমন॥
তবে কি আমারে আর, এই শোক লাগে।
ব'লে ক'য়ে বিদায়, হ'তেম আমি আগে॥
তোমার বিরহে আমি, যেরূপ প্রকার।
পথে পথে, কেঁদে কেঁদে, করি হাহাকার॥
এরূপ হইতে তুমি, আমার মতন।
জানিতে বিরহ ব্যথা, বেদনা কেমন॥
কি করি এখন তা'র, না দেখি উপায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যা'র মুখ বুক্‌ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

যে সুধা করেছি পান, তোমার অধরে।
সে সুধা, কি সুধাকর, সুধাধারে ধরে॥
যে শোভা হেরেছি আমি, তোমার বদনে।
সে শোভা, কি আর প্রাণ, আছে ত্রিভুবনে॥
যে, রূপ দেখেছি আমি, দেহেতে তোমার।
সে, রূপ, কি এ জগতে, কেহ ধরে আর॥
যে, মধু, পেয়েছি আমি, তোমার বচনে।
সে, মধু, কি মধুকর, পায় পদ্মবনে॥
যেরূপেতে তুমি প্রিয়ে, করিতে গমন।
সেরূপ কি গতি জানে, মরাল বারণ॥
যে, নয়নে, তুমি প্রিয়ে, দেখিতে আমারে।
সে, নয়নে, বল কবে, কে দেখেছে কা'রে॥
যেরূপেতে ভাল তুমি, বাসিতে আমারে।
সেরূপতে এত ভাল, কে বেসেছে কা'রে॥
যেরূপ প্রণয়ভাব, তোমায় আমায়।
সেরূপ কি প্রেম আর, হ'য়েছে কোথায়॥
দম্পতি-সুখের ভোগ, সেরূপ প্রকার।
হয়নি, হবার নয়, হইবে না আর॥
চোখে চোখে লক্ষ্য করি, হেরিতাম মুখ।
উভয়ের মনে তায়, কত হ'ত সুখ॥
কতই প্রমাদ হ'ত, নিমিষ ফেলিতে।
পলকে প্রলয় বোধ, নয়ন মেলিতে॥
এক্‌কালে উভয়ের হাসি, খল খল।
এক্‌কালে উভয়ের, আঁখি ছল ছল॥
এখন্ সে সব কথা, স্বপনের প্রায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যা'র মুখ, বুক্‌ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

হলুদে মিশালে চূণ, ধরে যেইরূপ।
তোমার আমার প্রেম, ছিল সেইরূপ॥
পানেতে খয়ের মিশে, বর্ণ ধরে যথা।
কিছুতেই তা'র আর, না হয় অন্যথা॥
কোটিভাগে, কেটে কেটে, কুটি কর তা'রে।
তথাচ যোগের ভেদ, কে করিতে পারে॥
তোমাতে আমাতে প্রাণ, স্বভাবে সেরূপ।
কিরূপে সেরূপে তুমি, করিলে বিরূপ॥
সহেনা সহেনা আর, যাতনা সহেনা।
পাপ দেহে প্রাণ আর রহেনা রহেনা॥
হৃদয় নিদয় অতি, বড়ই পাষাণ।
এখনো ফাটেনি তাই, দেহে আছে প্রাণ॥
দেখনা পাসার বল, যুগ যদি ধরে।
কিছুতেই তবে আর, প্রাণে নাহি মরে॥
যুগের হইলে ভেদ, কেহ নাহি রয়।
আসিয়া বিপক্ষ বল, করে পরাজয়॥
যুগ ছাড়া কাট যদি, বাঁচেনা জীবনে।
তোমার বিচ্ছেদে আমি, বাঁচিব কেমনে॥
নারী হয় সহমৃতা, ম'লে পরে স্বামী।
তোমার মরণে আমি, হব সহগামী॥

ধর ধর ধর ধনি, আমার বচন।
একবার এসে তুমি, কর আলিঙ্গন॥
আসিতে না পার যদি, উপায় কি তা'র।
আমারে ডাকিয়া লহ, নিকটে তোমার॥
দয়াহীন তুমি বিধি, কি কব তোমায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে?
না হেরিলে যা'র মুখ, বুক্‌ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে?

উহু উহু, যে হ'তেছে, কব কা'রে আর।
জ্বোলে জ্বোলে, পুড়িতেছে, অন্তর আমার॥
বেঁচে শুধু মোরে আছি, বেঁচে যাই ম'লে।
বুক্ চিরে দেখাতেম, দেখাবার হ'লে॥
এখন এ দশা আর, কা'রে বা দেখাই।
দেখিবার ছিল যেই, সেতো, আর নাই॥
আমার বলিয়ে কা'রে, আমি করি স্নেহ।
আমারে আমার বলে, নাহি আর কেহ॥
কা'রে না দেখিতে পাই, ভবের ভিতরে।
এ সময়ে একবার, আহা, উহু, করে॥
আমার মনেতে এই, খেদ বড় আছে।
ঋণি হ'য়ে রহিলাম, প্রেয়সীর কাছে॥
কেমনে সুধিব সেই, প্রণয়ের ধার।
উপায় দেখিতে কিছু, নাহি পাই তা'র॥
একা ধনী চ'লে গেল, গোপনে গোপনে।
দেখা হ'লে এত জ্বালা, হইত না মনে॥
সংসারের যত সুখ, নিবৃত্তি করিয়া।
পলালো প্রবৃত্তি প্রিয়া, প্রবৃত্তি হরিয়া॥
সংসারের 'সার' যাহা, কালে নিল হরি।
'সার' গেল, তবে কেন, সঙ সেজে মরি॥
পুত্র, কন্যা, পৌত্র আদি, মরিল সকল।
তাতেও আমায় এত, করেনি বিকল॥
এতদিন মহিষীর, মুখ পানে চেয়ে।
ছিলেম্ সে সব ভুলে, দয়া, মায়া খেয়ে॥
এখন্ কি ছার প্রাণ, রাখা আর যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে।
না হেরিলে যা'র মুখ, বুক্‌ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে।

শরীরের অর্দ্ধভাগ, গিয়েছে আমার।
অর্দ্ধেক র'য়েছে যাহা, কেবলি অসার॥
বল বুদ্ধি যত কিছু, সঙ্গে গেল তা'র।
হ'য়েছি, সিদ্ধির 'রস্ত' বস্তু নাই আর॥
ঘর ভরা ছেলে, মেয়ে, কত পরিবার।
বাড়ীতে চাঁদের হাট, সোনার সংসার॥
এখন ভাঙিল খেলা, কেবা আর কা'র।
রাবণের পুরী যেন, হ'ল ছারখার॥
প্রসব করিল যেই, এ সব সন্তান।
সন্তানের শোকে, আহা! সে ত্যজিল প্রাণ॥
কাজেই আমার দেখি, মরণ মঙ্গল।
গৃহির গৃহিণী বিনা, গৃহে কিবা ফল॥
মরি মরি, মুখে আর, কথা নাহি সরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হ'লে পরে॥
সময়ে সময়ে যত, হ'য়েছে ব্যাভার।
'উপন্যাস' বোধ যেন, হ'তেছে আমার॥
তেমন সুখের দিন, আর নাকি হ'বে।
সুখের দুখের ভাগ, সমভাবে ল'বে॥
অকপটে করিয়াছে, প্রেম বিতরণ।
কিছুতে না দুষিয়াছে, তুষিয়াছে মন॥
যে সময়ে বলিতাম, কোথা প্রাণ ধনি।
অমনি কৃতার্থ হ'ত, তখনি তখনি॥
এমনি সে বুঝেছিল, মনের ব্যাপার।
ইঙ্গিত করিতে কিছু, হ'ত না আমার॥
আমার, এ সর্ব্বনাশ, কে করিল হায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুকফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

নিদয় নিদাঘ-কালে, রবি খরকর।
তাপেতে ঝরিত গায়, ঘাম ঝর ঝর॥
আমার অসুখে তা'র, হইত অসুখ।
মুখের আঁচল খুলে, মুছাইত মুখ॥
নিকটে চামর, পাখা, না পেলে তখন।
অঞ্চল চঞ্চল করি, করিত ব্যজন॥
করিত শীতল শয্যা, তুলিয়া কমল।
কর্পূর-বাসিত বাসি, অমল কমল॥
শীতল সামগ্রী দিত, যেখানে যা পাবে।
শীতল করিত মন, শীতল স্বভাবে॥
আমার শরীর, মন, শীতল করিয়া।
আপনি থাকিত ধনী, শীতল হইয়া॥
বরষায় সুধার, সুধার বরিষণ।
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীর গর্জ্জন॥
দিনমান, নিশামান, নাহি অনুমান।
কেবা করে পরিমাণ, উভয় সমান॥
দিবা নিশা, দিবা নিশা, রেখে পরিমাণ।
ইচ্ছামত যত ভোগ, ক'রেছে বিধান॥
আনিয়া কদম ফুল, কত সুখ তায়।
শুঁকিতে শুঁকিতে দিত, শুকিতে আমায়॥
বদন করিত হেঁট, ঈসৎ হাসিয়া।
দিতেম সে ফুল তা'র খোঁপায় বাঁধিয়া॥
আমোদিনী কত তায়, আমোদ করিয়া।
রাখিত মনের সাধে, মাথায় ধরিয়া॥
ব্যবহারে, বিনা মূলে, কিনেছ আমায় রে।
আমার সে প্রাণ প্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমাব সে প্রাণ প্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

শরদের সমাগমে, স্বভাবে উল্লাস।
শুভ্রময় সমুদয়, ধবল আকাশ॥
'উপবনে সেফালিকা, হয় প্রফুল্লিত।
নাসার সুসার করে, গন্ধে আমোদিত॥
চাঁদের সুচারু ভাতি, হেরে মনোহর।
রজনীর মুখে হাসি, অতি শোভাকর॥
শরদের পূর্ণিমার, রজনী দেখিয়া।
উভয়েতে বেড়াতেম, বাহিরে আসিয়া॥
এরূপে প্রিয়ার রূপে, হ'তো এক আলো।
চাঁদের কিরণ তায়, দেখিতেম কাল'॥
তুলনায় সেই চাঁদ, হারি-মেনে মনে।
লঘু হ'য়ে একেবারে, উঠিল গগনে॥
নীহার বিহার সুখ, প্রকাশিব কত।
সাধিয়া করিত পূর্ণ, মনোসাধ যত॥
গরমান্ন, পরমান্ন, পলান্ন প্রভৃতি।
প্রকৃতি যোগাতো সব, বুঝিয়া প্রকৃতি॥
এমন প্রণয় ভাবে, রাখিতে আমারে।
হ'তোনা উমের ক্রটি, ঘুমের ব্যাপারে॥
সুখের সুরভিকাল, অতি চমৎকার।
স্বভাব, স্বভাবে হয়, শোভার ভাণ্ডার॥
বিকসিত বন-ফুল, বিবিধ প্রকার।
গুণ গুণ স্বরে করে, ভ্রমর ঝঙ্কার॥
কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটিরে কামিনী।
করিত কৌতুকে কেলি দিবস যামিনী॥
আপনি ভুষিতা হ'য়ে, প্রেমহেম হা'রে।
মন্ খুলে, বন্-ফুলে, সাজাতো আমারে॥
ললিত লাবণ্য ভাতি, নিন্দি নব-ননী।
ফুলের আঘাত পেলে, মূর্চ্ছা যেতো ধনী॥
মুখে দিলে জল ছিটে, চেতন পাইয়া॥
অমনি আমার গায়ে, পড়িত ঢলিয়া॥
এই বটে, সেই আমি, মুখে আমি কই।
আমার, সে, আমি, কই, আমি তবে কই॥
ভেঙ্গেছে যখন এই, কপাল আমার।
কপালের দোষ বিনা, কা'রে দুষি আর॥
যা হবার, হ'য়ে ব'য়ে, হ'লো সব শেষ।
এখন উচিত হয়, অনলে প্রবেশ॥
সে সুখ কি কভু আর, হবে পুনরায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

না হেরিলে যা'র মুখ, বুক্ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে।

(বৈয়াসিকী সরস্বতী অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের নাট্যশালায় আগমন।)

বেদান্তদর্শন।

প্রিয়সখী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে কহিলেন, মন এইক্ষণে পুত্র পৌত্রাদি পরিজন-শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল, অসহ্য যাতনা সহ্য করণে অক্ষম হইয়া আপনার প্রাণ-পরিত্যাগ করণে উদ্যত,—তুমি শীঘ্রই সেই মনের নিকট গমন করিরা প্রবোধ উৎপাদনের জন্য বিশেষরূপ যত্ন কর,—এবং যাহাতে মনের মনে আশু বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহাই করিবে,—অতএব আমি আর ক্ষণকাল-মাত্র বিলম্ব করিব না। সজনী বিষ্ণুভক্তির আদেশানুসারে এখনই মনের নিকট গমন করি।

(আস্তে আস্তে গমন করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ।)

হাঁ! ঐ যে, মহারাজ মন—নয়ন নীরে ভাসিতে ভাসিতে হাহাকার শব্দে কপালে করাঘাত করিতেছেন। সিংহাসন পরিহার পুরঃসর ধূলিশয্যা সার করিয়াছেন, যাই আমি নিকটে যাই, প্রবোধ বাক্যে উপদেশ করি।

(সম্মুখে গিয়া।)

হে বৎস মন!—তুমি কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে, এই সংসার সমুদয় অনিত্য,—যাহা দেখিতেছ তাহার কিছু নিত্য নহে, কেবল জগদীশ্বর একামাত্র নিত্য—তিনিই সত্য, ইহা ত তুমি পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছ, অকএব এত ভ্রান্ত কেন হইতেছ? নানাবিধ ইতিহাস পুরাণ উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ, তথাচ তোমার মোহ নাশ হইল না? অদ্যাপি জন্যভাব-পদার্থপুঞ্জের নিত্যতা স্বীকারপূর্ব্বক বিকারগ্রস্ত হইতেছ? ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। আহা! শ্রবণ কর, শ্রবণ কর,—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বস্তুবিচার করিলে এখনিই তোমার স্বান্ত শান্ত হইবে, আর তুমি ভ্রান্ত হইয়া ধ্বান্ত দর্শন করিবে না।—একান্তচিত্তে ভবকান্ত ভগবানকে ভক্তিভরে ভজনা করিতে করিতেই কৃতার্থ হইবে।

এই সংসারটা কি? ভৌতিকমাত্র। দেখ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।—এই পঞ্চতত্ত্বে সৃষ্টি হইয়া আবার তত্ত্বে তত্ত্ব লয়প্রাপ্ত হইতেছে।—যাহাতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয়।—ক্ষিতি যে জলে জন্মগ্রহণ করে, সেই জলেই লয় পায়। জল যে অনলে উদ্ভূত হয়, সেই অনলেই সংলিপ্ত হয়।—অগ্নি যে বায়ু কর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়, সেই বায়ুতেই বিলীন হয় এবং বায়ু যে আকাশ হইতে উদ্ভব হয়, সেই আকাশেই আবার লয়-প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা যে প্রকারে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ এই প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভূতের দ্বারাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ-দেহ-গেহের সৃষ্টি হইয়াছে, বাহ্যভূতের সহিত দৈহিকভূতের সম্পূর্ণরূপ সদ্ভাব আছে। কি বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড, কি ক্ষুদ্রভহ্মাণ্ড, ভূত ছাড়া কিছুই নহে।—ভূত যেরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই-রূপ এই দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতেছে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, এই

পাঁচটিতেই সকল। যে পঞ্চভূতে এই শরীর-যাত্রা সম্পাদন করিতেছে, সেই পঞ্চতত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ গুণ সকল অতি বিচিত্রই বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানিজনেরা বিচিত্র বিবেচনা করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না, কারণ তাঁহারা ভূতের খেলা বলিয়াই হাস্য করেন।

দেখা অস্থি, মাংস, নাড়ী নথ এবং ত্বক্,—পৃথিবীর এই পাঁচ গুণ।

মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, ও শোণিত, জলের এই পাঁচ গুণ।

হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি এবং আলস্য, তেজের এই পাঁচ গুণ।

ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ, এবং প্রসর, বায়ুর এই পাঁচ গুণ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা এবং মোহ, আকাশের এই পাঁচ গুণ।

কোন কোন মহাশয় তিন তত্ত্ব নির্ণয় করেন। যথা—সত্ব, রজঃ, তমঃ। ৩।

কেহ কেহ চতুর্ব্বিধ বলেন।—যথা। তেজঃ, অপ, পৃথ্বী, আত্মা। ৪।

কোন মহোদয় পঞ্চবিধ কহেন। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ৫।

কোন কোন মহাত্মা ষড়্বিধ কহেন। যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এবং আত্মা। ৬।

কোন কোন তত্ত্বী সপ্ত-প্রকার কহেন। যথা—ধরা, জল, তেজঃ, সমীরণ, গগন, জীব, আত্মা। ৭।

কেহ কেহ নববিধ নির্দ্দেশ করেন। যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার শূন্য, সলিল, অনিল, জ্যোতিঃ ধরা। ৯।

কেহ কেহ একাদশবিধ উল্লেখ করেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু, অঙ্ঘ্রি, মন। ১১।

কেহ কেহ ত্রয়োদশবিধ কহেন। যথা—নভঃ বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ, মহী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ১৩।

কেহ কেহ ষোড়শবিধ ব্যাখ্যা করেন। যথা—নভঃ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ক্ষিতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কর্ণ ত্বক্, নেত্র রসনা, নাসিকা, মন। ১৬।

কোন কোন মহাশয় সপ্তদশ প্রকার কহেন। যথা—গগন, সমীরণ, অনল, অপ, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন, আত্মা। ১৭।

কোন কোন মহোদয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উক্ত করেন। যথা—পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ (১৭) এবং পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মুখ পাণি উপস্থ, পায়ু। ২৫।

কোন কোন জ্ঞানি ষড়্বিংশতিবিধ কহেন। যথা—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি (২৫) এবং জীব। ২৬।

কেহ কেহ সপ্তবিংশতিবিধ কহেন। যথা—উল্লেখিত ষড়্বিংশতি (২৬) এবং ঈশ্বর॥ ২৭॥

ফলে অধিকাংশ মহাশয়ের মতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নেত্র, নাসিকা, রসনা, কর্ণ, ত্বক্, হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, লিঙ্গ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। ২৪।

পয়ার।

ভালরে ভবের মায়া, ভাল্ ভাল্ ভাল্।
ভাল্ ভাল্ ভাল্ বাজী, জগদীন্দ্র জাল্॥
সমভাবে এই ভূত, খেলে চিরকাল।
ভূতে নাচে, ভূতে গায়, ভূতে দেয় তাল।
তালে মানে, ঠিক্ রাখে, না হয় বেতাল॥
ভূতের নির্ম্মিত ঘর, নাহি খুঁটি, চাল।
অফলে ফলায় ফল, নাহি পাতা, ডাল॥

হাসে ভূত, কাঁদে ভূত, নাড়ে ভূত গাল।
নাহি হয় অনুভূত, ভুত ষড়জাল॥
এই দেখি হ'ল ভূত, পুন দেখি ভুত।
সকলি অদ্ভুত হেরে, এ ভূত কিম্ভূত॥
এই ভুত, ভুত হ'য়ে, চেপে বসে ঘাড়ে॥
এই ভূত, ওঝা হ'য়ে, পুন ভূত ঝাড়ে॥
নাহি আর দেখা যায়, এ ভূতের ভূত *।
এ ভূত কেবল মাত্র, এ ভূতের ভুত †॥
এই দেখি, এই ভূত ‡, এই হ'ল ভূত §।
পুন দেখি, সেই ভূত, ভূতে হ'ল ভূত॥
অপরূপ কল গাঁথা, ভূতের আগারে।
এ ভূতের বহির্ভূত, কে হইতে পারে॥
পাঁচভুতে, পাঁচ ভূত, আছে জড়ীভূত।
এই ভুত যাহা করে, সমুদয় ভূত *॥
যে ভূতে, যে ভূত হয়, সেই ভূতে লয়।
হয়, লয়, লয়, হয়, লয় আর হয়॥
ভূতের গঠিত ভূত, এই সমুদায়।
যে ভূতের অংশ যাহা, ভূত হয় তায়॥
নবদ্বার ঘরে ভূত, হাট বসায়েছে।
পাঁচে পাঁচ, পাঁচ পাঁচ, পঁচিশ হ'য়েছে॥
ভূতে দেখে, ভূতে শুনে, ভূতে লয় ঘ্রাণ।
রস খায় ভূত, করে, বাহ্য অনুমান॥
কাণে শব্দ, চোখে রূপ, গন্ধ নাসিকায়।
ত্বক্‌ধরে স্পর্শ-গুণ, রস রসনায়॥
ভূতে চলে, ভূতে ধরে, কথা কয় ভূতে।
ভূতে চালে মলভাণ্ড, ভূতে ফেলে মুতে॥
ভিতরে বাহিরে ভূত, ভূত সমুদয়।
ভূতের ভুবন এই, সব ভূতময়॥
পাঁচ ভূতে এক যন্ত্র, অতি মনোহর।
এককালে এক তালে, বাজে নিরন্তর॥

* ভূত—সম। † ভূত—সদৃশ।
‡ ভূত—গত। § ভূত—যুক্ত।
* ভূত—ন্যায্য।

হায় হায়, এই কল, গড়েছে কি কলে।
বিকল না হয় কল, সমভাবে চলে॥
একমাত্র সর্ব্বভুতে, আছে আবির্ভূত।
নিজে সেই ভূত (১) নয়, কিন্তু নিজে ভূত (২)॥
হয়নি তেমন্ ভূত (৩), আর নাহি হ'বে।
সে ভূতের কার্য্য দেখে, অভিভূত সবে॥
ওহে ভূত (৪) তোমারে, র'য়েছে ভুতে পেয়ে।
ভূত-রূপ ভূতনাথে, দেখিলে না চেয়ে॥
চলিতেচে ভূত-যন্ত্র, যা'র কলে বলে।
যে করিছে ইন্দ্রজাল, বিচিত্র কৌশলে॥
মায়া (৫) নেত্রে যদি তুমি, চিনে লও মায়া।
মায়া অস্ত্রে যদি কাটো, মায়া আর মায়া।
এখনি হইবে বোধ, এই মায়া যা'র।
মায়া-মুক্ত হ'য়ে তুমি, মায়া পাবে তা'র॥
অতএব বলি শুন, উপদেশ সার।
কুহকী-মায়ার ছায়া, মাড়োয়ো না আর॥

এই তত্ত্বে তত্ত্বী হইয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন, কিন্তু ইহার মূলযন্ত্র পাঁচখানি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!—সেই পাঁচ যন্ত্র হইতেই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, যে কিছু, দেখ, সকলি পঞ্চ, সকলি পঞ্চের তঞ্চ, ও সকলি পঞ্চের প্রপঞ্চ। এই পাঁচ যন্ত্র হইতে কতই বাদ্য উঠিতেছে, এবং কতই মোহকর অনিত্য আশ্চর্য্য কার্য্য ধার্য্য হইতেছে। আহা! সকলেই ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়া জ্ঞান-শূন্য হইয়াছে,

(১) ভূত—জীব। সত্য।
(২) ভূত—সম, সদৃশ, ভুক্ত, গত, ন্যায্য, প্রাণী, জীব, জন্তু, পিচাশাদি, পঞ্চভূত, বৃত্ত।
(৩) ভূত।—জীব—প্রাণী।
(৪) ভূত।—সত্য স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর।
(৫) মায়া।—বুদ্ধি, শক্তি, ইন্দ্রজাল, শাম্বরী, ভ্রমাদি, কৃপা, দম্ভ, শঠতা, দুর্গা।

সকলেই বাহ্য বিষয় গ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করে, কেহই আর বস্তু-বিচার করেনা, পূর্ব্বে যে পাঁচকে মূলযন্ত্ররূপে উল্লেখ করিলাম, ফলে তাহা কিছু মূল নহে, "স্থূল"।—ঐ স্থূলরূপ মূলের এক অব্যক্ত মূল আছে, যাহার অপেক্ষা প্রধান পদার্থ আর কিছুই নাই, সেই মূলের মূল নাই, সেই মূলের মূল্য নাই, ভুল নাই এবং তুল নাই।—ধন্য ধন্য! সাধু সাধু।—সেই অমূল্য-মূল বিনাবলম্বনে কোন্ অপ্রকটিত মহাস্থানে গোপনে অবস্থান পূর্ব্বক এই বিশ্বরূপ বৃহদ্বৃক্ষকে শাখা, প্রশাখা, পল্লব বল্কল, ফুল এবং ফলে পরিপুরিত ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন তদ্বিশেষ কহিতে কেহই সমর্থ নহেন। আহা!—যে বৃক্ষের ডাল, ছাল, পাতা ও ফুল প্রভৃতি এমত উৎকৃষ্ঠ, না জানি-সে বৃক্ষের বীজ কতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ঠ কিরূপে, তাহার নির্দ্দেশ করিব? এই বিশ্ববীজ বিশ্বকরের সৃষ্টি তরু দৃষ্টি করত সকলেই পরম তুষ্টি লাভ করিতেছে, কিন্তু কি পরিতাপ! এতদ্রূপ সুবিস্তৃত পরম-দ্রুমের ফলভোগী হইয়াও অদ্যাপি কেহ তাহার জীবস্বরূপ মূল দেখিতে পাইল না।

সংসার স্বরূপ-বৃক্ষে, বিষম ব্যাপার।
সাররূপে স্থিত আছে, অথচ অসার॥
কত শাখা, কত পত্র, কত তায় দল।
মনোহর, শোভাকর, কত ফুল, ফল॥
এক ফলে একরূপ, আস্বাদন নয়।
কটু, তিক্ত, নানা রসে, পরিপূর্ণ হয়॥
কা'র ভাগ্যে রসময়, মধুর রসাল।
কা'র ভাগ্যে বিষময়, বিষম বিশাল॥
এক বৃক্ষে বহুগুণ, এক মাত্র মূল।
স্থূলবোধে, ভ্রমে জীব, মূলে হয় ভুল॥
ছায়ামাঝে করে বাস, মায়ামুগ্ধ যত।
মূলে নাই মূল দৃষ্টি, ফলভোগে রত॥
সবার কপালে নয়, সমরূপ ফল।
কর্ম্মফলে ফলে ফল, কুফল বিফল॥
ফলত জ্ঞানের যোগে, ভোগ নাই ফলে।
কমলের স্থিতি যথা, কমলের দলে॥
জয় জয় জগদীশ, প্রণাম তোমায়।
অনন্ত তোমার অন্ত, কেহ নাহি পায়॥
বিশ্বকর বলি, বিভু বেদের প্রমাণে।
কিরূপ, কিরূপ তব, কেহ নাহি জানে॥
নিত্যরূপ চিত্তময়, স্বরূপ সকল।
বিরূপ ভাবিলে হয়, বিরূপ কেবল॥
কি কাজ, বিরূপ, তব, রূপ নিরূপণে॥
সৃষ্টি প্রতি দৃষ্টি করি, তুষ্টি হয় মনে॥
নয়নে যা দেখি কিছু, তোমা ছাড়া নয়।
তোমার প্রভাবে সব, হয় আর লয়॥
অন্তরেতে আছ সদা, অন্তরেতে র'য়ে।
বিশ্বমাঝে দৃশ্য নও, বিশ্ববীজ হ'য়ে॥
মনের নিকটে হ'য়ে সমূলে প্রকাশ।
ফলভোগ-রোগ তা'র করহ বিনাশ॥

হে মহারাজ মন! তুমি এই সংসারবৃক্ষের বিষফল ভক্ষণ করাতেই এত যন্ত্রণাভোগ করিতেছ, তোমার ঐ ভোগ-রোগের বেদনা বিনাশার্থ আমি এক মহৌষধ প্রদান করিতেছি, তাহা সেবন করিলে সমুদয় দুঃখ নিবারণ হইবে। তুমি ফলভোগে বিরত হইয়া তরুতলে উপবেশন কর, দেখ—এই বৃক্ষের ডালে ডালে নানা প্রকার ফল ফলিতেছে, সে সকল এক প্রকার নহে, "কুফল, সুফল, ফল" ইহার পৃথক্ ফলের আস্বাদানও পৃথক্ পৃথক্।—যে ফলে কোন ফল নাই, সে ফলের ফল কেবল বিফল, জীবমাত্রেই তাহারি স্বাদে স্বাদিত হইয়াছে। সেই বিষফলকে অমৃত-ফল বলিয়া ততই সাদরে ভক্ষণ করিতেছে। তাহারি আমোদে 'কাল হরিতেছে।—ফললোভে কত

ডাল ধরিতেছে, ফল ফল করিয়াই মরিতেছে। কিন্তু কি ফলে কি ফলে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে।—কুফলেই কুফল ফলে, সুফলেই সুফল ফলে, এবং বিফলেই বিফল ফলে।—ফলেই ফলে। ফলত—বিফল যে কি ফল, তাহা ব্যক্ত করাই বিফল।—কেননা "বিফল" বিফলের ফল বিফল হয় না, নচেৎ অপর সকল ফলের ফলই বিফল।—ফলিতার্থ কোন্ ফলের কোন্ ফল তাহা ফলভোগি জনগণের জানিবার বিষয় কি? যে জীব ফলভোগবিরাগী, তিনি এ গাছের ফলভোগ করিয়া পরিণামে কিরূপ ফলভোগ করিবেন তাহা তাঁহারও জ্ঞাতসার নহে।—যাঁহারা এই ভবদ্রুমে "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, রূপ চতুর্ব্বিধ-ফল কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই ফলের স্বরূপ গুণ জ্ঞাত আছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ করি। বোধ করি কোন্ শাখায় কোন্ ফল ফলিয়াছে তাহাও বলিতে পারেন না।—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারি ফলেই মধ্যে চরমফল অর্থাৎ মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—কিন্তু কোন্ বীজে তরু সঞ্চারিত হইয়া সেই ফলকে প্রসব করে তাহা শ্রবণ কর।—এই সংসার-শাখির সর্ব্বোপরি-উচ্চ অতি সূক্ষ্ম এক শাখার উপর একটি বোঁটায় অতিশয় কল্যাণকর বিমলানন্দময় সুনির্ম্মল সুপক্ব দুই ফল আছে, প্রকৃতি তাহার আকৃতির বিকৃতি করিতে পারে না, সেই ডালের উপরে উঠিতে পারে এমত সাধ্য কাহারও নাই। তাহা চক্ষের দ্বারা লক্ষ্য হয় না, সেখানে আকষী চলেনা, তত উচ্চে ঢেলা উঠে না—সে ফল আগুনে পোড়ে না, ঝড়ে পড়ে না, জলে পচে না, কিছুতেই নষ্ট হয় না।—যে ব্যক্তি ভাগ্যফলে বিশেষ যত্নে সেই ফল পাড়িয়া ভোজন করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জীব হইয়া শিব হয়।—এই দারুণ দুঃখ আর তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না। সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করে। আপনার স্বরূপ পাইয়া সত্যরূপ স্বধামে নিত্যরূপে বিহার করে।—যে মানব তা'র তার পাইয়াছে বাহ্য-ব্যাপারের সহিত তার আর কোন সম্বন্ধই থাকে না, সে তারে তারে তারে। সে তার, সে তার গোচর ভিন্ন অন্য কাহারও "জ্ঞেয়" কদাচই হয় না। সে স্বয়ং তার জ্ঞাতা, সে তার তার জ্ঞেয়, এবং সেই তার তার জ্ঞান। ইহার একটি ফলের নাম "ভক্তি" এবং আর একটির নাম "প্রেম" এই ফল যে ডালে ফলিয়াছে সেই ডালের নাম "বিশ্বাস" ফলের বোঁটাটির নাম "ভাব" তুমি পক্ষীরূপে পক্ষ ধরিয়া শূন্যে শূন্যে উড্ডীয়মান হইলে কখনই ঐ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। স্থির হইয়া গাছের গোড়া ধরিয়া নাড়া দেও এবং আস্তে আস্তে মনের আকষীদ্বারা আকর্ষণ কর।—ঐ দুই ফলের যেটা হয় একটা পাইলেই চরিতার্থ হইবে। ইহার বিচিত্র-গুণ কি বর্ণনা করিব? আস্বাদন গ্রহণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি "বিশ্ববৃক্ষের বিচিত্র বীজ" মুক্তনেত্রে দেখিতে পাইবে।

সনাতন ব্রহ্মরূপ বীজ এক সার।
যাহাতে সংসার-তরু, হ'য়েছে প্রচার॥
এ গাছের কত ফল, না হয় গণন।
কত মত তা'র তার, নাহি নিরূপণ॥
"ফল" নাম ধরে বটে, ফল নাই তায়।
খাইলে সে সব ফল, বিফল ঘটায়॥
সার মাত্র দুই ফল উপরেতে আছে।
যা'র হেতু সমাদর, এত এই গাছে॥
অনেকেই অন্ধ সম, তরুতলে ধায়।
কোন্ ডালে, কোথা আছে, দেখিতে না পায়॥
যার প্রতি অনুকূল, করুণানিধান।
হয় তা'র সদুপায়, সে পায় সন্ধান॥

আদরে মনের গৃহে, অনুরাগ রাখি।
দেখ দেখ, দেখ জীব, স্থির করি আঁখি॥
বিশেষ বিশ্বাসরূপ, বিনোদ শাখায়।
ফলিতেছে দুটী ফল ভাবের বোঁটায়॥
উভয়ের একরূপ, একরূপ দুটী।
অবয়বে ভেদ নাই, ইটি, কিম্বা উটী॥
"ভক্তি" নাম একের, একের নাম "প্রেম"।
তার কাছে কোথা আছে, মণি, মুক্তা, হেম॥
রত্নাকরে কত রত্ন, নাহি নিরূপণ।
স্বর্গের সম্পদ আর, কুবেরের ধন॥
এ সকল তুলে তুলে, যদি কর তুল।
তথাপি হবে না কভু, এ ফলের মুল।
যদ্যপি একত্র কর, এ তিন ভুবন।
তথাচ কদাচ তা'র, হইবে না পণ॥
মূল্য নাই, তুল্য নাই, স্বভাবে অতুল।
আপনি আপন মূলে, দান করে মূল (১)॥
আকাশের সুধাকর, ধরেছে কি সুধা।
কি ছার মিছার তা'র, নাহি ভাঙ্গে ক্ষুধা (২)॥
সুধা তারে, সুধা আর, কত তার ধরে।
চকোর অমৃত পানে, প্রাণে কেন মরে॥
কুমুদ, কমল আদি, পারিজাত-ফুল।
ফুলকুলে জগতে, যাদের নাই তুল॥
তাদের কেশরে মধু, কতই মধুর।
মধু নয়, মধু নয়, কেবল মধুর (৩)॥
ফলের সে মধু যদি, মিষ্ট-গুণ ধরে।
গুণ গুণ ক'রে অলি, কেন তবে মরে॥
মধুলতা, মধুময়, নাম ধরে আখ।
তা'র তা'র কোথা আছে, কোথা তা'র জাঁক?

দণ্ড-ব'য়ে, দণ্ড পেয়ে, বাস করে ধরা।
সকল শরীরে তা'র, পাপ আছে ভরা॥
রসাল অমৃত ফল, কি তার সম্বল।
পাকায় পচিয়া মরে, কাঁচায় অম্বল॥
সে ফলে থাকিলে গুণ, করিত আদর॥
উপুড়ে ফেলিবে কেন, বনের বানর॥
সুধা বল, মধু বল, আর যত রস।
সকলিতো, এঁটো করা, কিসে করি যশ॥
এঁটো নয়, এটো নয়, প্রেম-ভক্তি ফল।
সুখকর শুভকর, বিশেষ বিমল॥
কিরূপ অমৃত আছে, জননীর স্তনে।
এখন্ হয়েছি "বু'ড়" নাহি পড়ে মনে॥
পুন যদি শিশু হ'য়ে, করিলে আহার।
বু'ড় হ'লে মনে থাকে, তার সেই তার॥
তবেতো বলিতে পারি, তা'র গুণ কত।
বৃথায় ভাবিয়া কেন, আয়ু করি গত॥
ফলত অমূল্য বটে, প্রসূতীর ক্ষীর।
ভুতের প্রসাদে বাড়ে, সুতের শরীর॥
আর আর যত ফল, আছে এই গাছে।
সে ফল, সুফল নয় এ ফলের কাছে॥
জগতে কজন জানে, ফল কা'রে বলে।
এ ফলের ফল এই, মুক্তি-ফল ফলে॥
কি ফলে, কি ফলে ফল, কে বুঝিতে পারে?
মোহিত সকল জীব, কুফলের তা'রে॥
এ ফলে, এফল পাবে, ও ফলে, ও ফল।
দিবা নিশি, করিতেছে, শুধু ফল ফল॥
"বিফল" কি ফল তাহা মনে নাহি ভাবে।
এই মাত্র মনে ভাবে, কিসে ফল পাবে॥
"বিফল" বিফল নয়, বিফল "বিফল" (১)।
যে জেনেছে সেই জানে, বিফল-কি ফল॥

---

(১) মূল—আপনি আপন মূলে দান করে মূল, অর্থাৎ মূলহীন অমূল্য নিধি ভবমূল ভগবান ভক্তিধনের ঋণে ভক্তের নিকট বদ্ধ হয়েন।

(২) ক্ষুধা—এস্থলে, ভবক্ষুধা। আশা, কর্ম্ম।

(৩) মধুর—বিষ।

(২) বিফল—বিশেষ ফল। যাহাতে ফলভোগে বিরাগ জন্মে।—নিষ্কাম।

যে চায় ফলের ভোগ, নাই তা'র ভোগ।
সফল না হয় আশা, ভোগ করে 'রোগ'॥
ফলভোগে নাহি হয়, যোগের আলাপ।
ভোগের বাসনা শুধু, রোগের, প্রলাপ॥
অভিমানে বল যেই, আমি ফলভোগী।
আমি বলি ভোগী নয়, সে, যে, ঘোর রোগী॥
যে করে ফলের যোগ, হ'বে ফলভোগী।
যোগী নয়, যোগী নয়, নহে সেই যোগী॥
ওহে জীব, পাবে শিব, কররে যতন।
বৃথায় করিছ কেন, শরীর পতন॥
প্রেম, ভক্তি, দুই ফল, মনের মতন।
ত্রিভুবনে নাহি হেন, অমূল্য রতন॥
সহজে সে ফল কেহ, না পারে ধরিতে।
প্রকৃতি পারে না তা'র, বিকৃতি করিতে॥
অনলে না পোড়ে ফল, ঝড়ে নাহি পড়ে।
জলে নাহি পচে কভু, বাতাসে না নড়ে॥
কোনকালে কাঁচা নয়, স্বভাবেই পাকা।
সে ফল না পায় কেহ, হ'লে "ফলচাকা" (১)॥
জনম সফল হবে, কথা রাখ লেখে।
আর তুমি বেড়াও না, ফলচেকে চেকে॥
সকলের উঁচুডালে, ফলিয়াছে গাছে।
চোখে নাহি দেখা যায়, কোথায় সে আছে॥
এ প্রকার, সাধ্য কা'র, উঠে সেই ডালে।
কদাচ না পাড়া যায়, আকষির জালে॥
খেলায় হরিছ কাল, মূল ভেবে জড়ে।
হেলায় পাইবে কিসে, ঢেলায় না পড়ে॥
পরম পদার্থ ধন, যেওনারে ভুলে।
এসো এসো এসো মন, ব'সো তরুমূলে॥
উপরেতে ফল বটে, নহে গাছ-ছাড়া।
অতএব দেও তুমি, গোড়া ধ'রে নাড়া॥

গোড়ার পড়িলে টান, বীজ দেখা যাবে।
আপনি পড়িবে ফল, কুড়াইয়া খাবে॥
গোড়া নেড়ে যদি ফল, না হয় পতন।
মনের আকষী দিয়া, কর আকর্ষণ॥
মনোময় মূল যেই, বৃক্ষের আকর।
অবশ্য দিবেন তিনি, ফল মনোহর॥
তা'র ভাগ্যে এই ফল, যে হয় সুকৃতি।
সুকৃতি সাধনে পায়, সুখের সুকৃতি॥
পরম পুলকে সেই, লয় তা'র তার।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি, দূর হব তা'র॥
সে-তার, সে তার পেয়ে, মুগ্ধ একেবারে।
সে তার কেমন তাহা, কহিতে না পারে॥
তা'র তার জ্ঞেয় শুধু, জ্ঞাতা হয় তারে।
তার মাত্র তার জ্ঞান, তারে তারে তারে॥
ছিল জীব, হয় শিব, সদাশিবময়।
কিছুর অভাব তা'র, আর নাহি রয়॥
যে ফল, সুফল, তা'র, গাছে কাজ নাই।
এখনি ফলাব ফল, ফল যদি পাই॥
বৃথায় ভাবিতেছ কেন, ব'সে তরুতলে।
জাননা কি মন তুমি, ফলে ফল ফলে॥
যে বীজের ফল এই, করেতে তোমার।
এ ফলে হইবে সেই, বীজের সঞ্চার॥
সুচারু মানস-ক্ষেত্র, পবিত্র করিয়া।
অনুরাগে সিক্ত কর, শ্রদ্ধা-জল দিয়া॥
প্রেম-ভক্তি ফল, তথা কররে, বপন।
অঙ্কুরিত হ'বে তরু, নিত্য-নিরঞ্জন॥
সেই তরু, কল্পতরু, হইয়া সবল।
করিবে তোমারে দান, কৃপারূপ ফল॥
ঈশ্বরের দয়া-ফল, পাইবে যখন।
আর কি হে, তুমি, তুমি, থাকিবে তখন॥
ফলেতে টানিবে ফল, ফলসিদ্ধ হ'বে।
"তুমি তুমি, আমি" আর নাহি র'বে॥
যে তুমি, যে তুমি ছিলে, সেই তুমি হ'বে।
তুমি আমি, আমি তুমি, কেবা আর ক'বে?

(১) ফলচাকা—কর্ম্মের দ্বারা পরজন্মে রাজ্যাদি, স্বর্গাদি ভোগের বাসনা।

হে নৃপ?—প্রতিক্ষণেইতো সৃষ্টি প্রকরণ তোমার দৃষ্টির গোচর হইতেছে, যখন এরূপ নিশ্চিত হইল যে এক নিত্য সত্য চিররত্ন-জগদীশ্বর ভিন্ন আর সমস্তই নশ্বর, অর্থাৎ অনিত্য ও অসত্য।—তথন তুমি বৃথা কেন শোকাকুল হইতেছ? বৃথা কেন, মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছ? সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ি এই দেহ পঞ্চভুতের একত্ব-যোগে গঠিত হইয়াছে, আবার বিনাশ হইয়া পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেই পঞ্চত্ব পাইবে। দেখ, যিনি পিতামহ পদ্মযোনি, সেই ব্রহ্মা শতকল্প-মাত্র জীবিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন।—দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অমরগণ, অসুরগণ, মন্বাদি মুনি সকল, ও পৃথিবী এবং সমুদ্র প্রভৃতি অন্যান্য কোটি কোটি জন্য-পদার্থ নষ্ট হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে!—অতএব এই সংসারকে আসার জ্ঞান কর, বিকার পরিহার পূর্ব্বক নির্ব্বাকর নিরঞ্জনে চিন্তার্পণ কর, তাহা হইলেই তুমি এখনি সমুদয় দায় হইতে মুক্ত হইবে, যাহা নিত্যপদার্থ, তাহার কথনই হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই, যাহা অনিত্য, তাহাই ধ্বংস হইতেছে, যাঁহারা নিত্যানিত্য পদার্থদর্শি, তাঁহাদিগের শরীরকে শোক কথনওই স্পর্শ করিতে পরে না।

মন।

হে ভগতি-সরস্বতি! আমি তোমার চরণে প্রণাম করি, আমার চিত্ত নিরন্তর কেবল শোকেতেই আচ্ছন্ন, তাহাতে কি-প্রকারে বিবেক প্রবেশ করিতে পারে? শোক এবং বিবেকের একত্র অবস্থান কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

দারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে।
জেনেছি আমারে বিধি, নিতান্ত নিদয় রে॥
বহে ধারা দুনয়নে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,
কেমনে হইবে মনে, প্রবোধ উদয় রে।
যেখানে মমতা-স্নেহ, ব্যাপিয়া র'য়েছে দেহ,
বিবেকাদি বৃত্তি কভু, সেখানে কি রয় রে॥

সরস্বতী।

স্নেহই সকল অনর্থের মূল হইয়াছে, এই পাপ অনিষ্টকর স্নেহই তোমাকে পুত্র পৌত্রাদি বিয়োগজনিত বিরহ বেদনায় এতদ্রূপ কাতর করিয়াছে, সেই পুত্র পৌত্রাদি পরিবার-পুঞ্জ কি প্রকার প্রচুর পীড়াকর পরমার্থ পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক, অপদার্থ তাহা তুমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পার নাই, এই প্রযুক্তই মোহযুক্ত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইতেছ।—পুরুষেরা প্রথমেই ভ্রান্ত হইয়া প্রকর প্রযত্ন পূর্ব্বক প্রিয়ানাম্নী প্রণয়িনী-স্বরূপ বিষম-বিশাল বিষময় বৃক্ষের বীজ আত্মারূপ ভুমিতে বপন করে, সেই স্বর্ব্ব-দুঃখের আকর স্বরূপ স্ত্রীরূপ বিষবীজ হইতেই হঠাৎ গর্ভরূপ অনলাঙ্কুর উত্থিত হইয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রজ্জ্বলিত অনলপুরিত স্নেহময়-পুত্র-কন্যারূপ তরুলতা সকল উৎপন্ন হয়।—সেই সমস্ত পুত্র কন্যারূপ তরু লতা হইতেই তুষাগ্নি তুল্য সহস্র সহস্র শোকানলফল সঞ্চারিত হয়, তাহাতেই দেহকে অল্পে অল্পে দগ্ধ করিতে থাকে, অতএব এই অসার সংসার সর্ব্বতো-ভাবেই ত্যাজ্য।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল তেওট।

কর কর কর মন, স্নেহ পরিহার।
বিষম-বিশাল-বিষ, অসার-সংসার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ দেহ, মুঞ্চ মন তঞ্চ-স্নেহ,
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আর।
ভ্রমময় মায়া-সূত্র, ইন্দ্রিয় গলিত মূত্র,
মিছে কন্যা, মিছে পুত্র, মিছে পরিবার॥
অন্ধ যত নরলোক, নাহি ভাবে পরলোক,
ভ্রান্ত হ'য়ে ধরে শোক, করে হাহাকার।
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে মানো,
আর সব পর শুধু, আত্মা আপনার॥

মন।

হে জননি! যদ্যপিও এই শোকাগার সংসার সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য —কিন্তু আমি অসহ্য-যাতনা সহ্য করিয়া আর ক্ষণকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, যাহা হউক অন্তকালে তোমার মরণহরণ চরণ দর্শন পাইলাম, ইহা আমার পক্ষে মহামঙ্গলের বিষয় হইয়াছে, হে দেবি! তুমি প্রসন্না হইয়া অনুমতি কর তোমার সাক্ষাতেই আমি এখনি জীবনযাত্রা যাপন করি।

সরস্বতী।

হে সুজনরাজ! আত্মহত্যা, একর্ম্ম অতি কুকর্ম্ম, ঘোর অধর্ম্ম, কথনই কর্ত্তব্য নহে।—অতএব তুমি ধৈর্য্য হও, পুত্র পৌত্রাদি, ইহারা কে? ইহাদিগের দ্বারা কস্মিন্‌কালে কাহারও কিছুমাত্র উপকার হয় না, কেবল অপর্য্যাপ্ত অপকারই ঘটিয়া থাকে। ইহারা পুরুষের ঐহিক সুখের নিমিত্তই হউক, তাহাও নহে, এই স্ত্রী-পুত্রাদির ব্যবহার-দোষে, পীড়ায়, বিরহে ও লালন পালনে কত কষ্ট, কত চিন্তা, কত লাঞ্ছনা, এবং কত যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয়, না করিতে হয় এমন কর্ম্মই নাই।—বহুবিধ বিপরীত ব্যাপারে প্রাণান্ত করিয়াও নিস্তার নাই, ক্রমেই মহামোহের অধিক্য হইতেই থাকে। বিপদ- বিশিষ্ট বিষয়বাসনার বাহুল্য বশত বিষয়ির চিত্ত কখনই সত্যসুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হয় না, শুদ্ধ ইহজন্ম বলিয়াই নহে, এইরূপে শত শত জন্ম গত করিয়াছে, আবার কত শত জঠর জ্বালা-ভোগ করিয়া মোহপাশে বদ্ধ হইবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি?

মন।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হায় হায় হায় হ'বে হেন দায়,
আগে কি আমি তা, জানি স্বপনে।
ঘোর মোহ-বৃত্তি, কে করে নিবৃত্তি,
প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি, কাটি কেমনে॥
না মানে প্রবোধ অবোধ-হৃদয়,
দহিছে দারুণ দুখদহনে।
যেন দাবানল, হইল প্রবল,
অবল-অচল দেহ-গহনে॥
ভূতময় ছিল, প্রাণাধিক যত,
মনোময় তা'রা, হ'লো এক্ষণে।
ভুলি ভুলি করি, ভুলিতে পারিনে
থেকে থেকে সদা, জাগিছে মনে॥

সুখের সম্বল, ঘুচিল সকল,
কিফল বিফল, প্রাণ ধারণে।
কোথা মা ভবানি, রাখ ভবরাণি,
ভবভয়ভাঙ্গা, রাঙ্গা-চরণে॥

সরস্বতী।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

এই ধন, জন, মম পরিজন,
এভাব এখন হর রে।
স্থির কর মন, ওহে মম মন,
মমতা মোচন কর রে॥
যতই করিবে আমার আমার,
ততই প্রমাদ ঘটিবে তোমার,
বল বল মন, কে তব আপন,
কা'রে ভাব তুমি পর রে।
কপোত পুষেছ করিয়ে যতন,
বিড়ালে সে পাখি করিলে ভোজন,
পোষাপাখি ব'লে গোঁসা-ক'রে তারে,
বধিবারে গিয়ে ধর রে॥
চটক, মুষিক কত শত শত,
বিড়ালে ধরিয়া সদা করে হত,
সে সময়ে কোথা মমতা তোমার,
আহা, উহু, নাহি কর রে।
কত শত কীট দেহ হ'তে হয়,
সে কীট সমান তনুজ-তনয়,
কীটের মরণে মমতা থাকে না,
তনয় মরিলে মর রে॥
যে দেহে হ'তেছে সুত, সুতা যত,
সে দেহে হ'তেছে, কীট শত শত,
তাহে নিজ-পর, ভেদাভেদ কর,
বড় যে, বিষমতর রে॥
স্নেহ, মদ আদি যত অলঙ্কার,
অহঙ্কার-ভূষা, কর পরিহার,
বৈরাগ্য-ভূষণ করিয়ে ধারণ,
বিবেক-বসন পর রে।
প্রবৃত্তি-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া,
নিবৃত্তিরে রাখ হৃদয়ে ধরিয়া,
অসার সংসারে সংসারী হইয়া,
আনন্দ-কাননে চর রে॥
ভ্রমের ভূলকে, ছাড়িয়া কুলোকে,
সতত সহায় করিয়ে সুলোকে,
জ্ঞানের আলোকে পরম পুলকে
ত্রিতাপ-তিমিরে তর রে।
রিপুগণ করি এখনি শাসন,
পবিত্র করহ হৃদয়-আসন,
করিয়ে যতন পরম-রতন,
পরমপুরুষে স্মর রে॥

মন।

হে দেবি!—এইক্ষণে আপনার বচনে আমার মনে বিশিষ্টরূপেই এমত বোধ হইতেছে যে, এই পুত্রাদি দেহজন্য জন্তই, অন্য কীটের তুল্য, তথাচ মমত্ব-বন্ধন ছেদন করা অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে;—ও মা! নিবেদন করি, যে সকল জীব কুসংস্কার বশতঃ বারম্বার বিষয়-বিাসনার বিষম-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত-জনিত কষ্ট অষ্ট-প্রহর নিরন্তর ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের মমত্ব-শৃঙ্খল সংছেদনের সদুপদেশ আপনি কিরূপ নির্দ্দেশ করেন?

বেদান্তদর্শন।

হে বৎস! তোমার এই পরমপ্রস্তাবে অদ্য আমার মানসতামরস সরস হইল। মমত্ব-পাশের নাশের এই মাত্র প্রধান উপায় যে, জন্য ভাব-পদার্থ-পুঞ্জের অভিন্নত্ব ভাবন, তাহার সুফলসিদ্ধ অতি সহজেই হইবে।—দেখ তুমি মমতাব বশ হইয়া এই মায়া-মণ্ডিত মহাসংসারে কোটি কোটি-বার জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে সেই কোটি কোটি-বারে তোমার কোটি কোটি পিতামহ, কোটি কোটি পিতা, কোটি কোটি মাতা, কোটি কোটি ভ্রাতা, কোটি কোটি স্ত্রী, এবং কোটি কোটি পুত্র কন্যা মৃত হইয়াছে। যেমন চঞ্চল চপল-প্রভা চকিত-মাত্রেই চক্ষুকে চঞ্চল করত অস্থিরভাবে পদার্থ প্রকাশ করে, তুমি এই সুযোগযুক্ত সুসময়ে তাহার ন্যায় আপনার পুত্র পৌত্রাদিকে ক্ষণিক জানিয়া অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া সুস্থ হও, তাহা হইলেই কর্ম্মনাশের সদুপায় হইল।

মন।

হে জননি!—তোমার প্রসাদে সম্প্রতি আমার পীড়ার প্রতীকার হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে, তোমার বিমল-বিধু-বদন-বিগলিত-বিশুদ্ধ-বচন-সুধা পান পূর্ব্বক আমার চিত্ত-চকোর তৃপ্ত হইয়াও আবার পুনঃ পুনং নূতন নূতন শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। অতএব অনুকম্পা পুরঃসর ইহার উপযুক্তরূপ ঔষধ বিধান করুন।

সরস্বতী।

হে পুত্র!—তত্ত্বজ্ঞানি ঋষিরাজ সকল এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, শোকের চিন্তা না করাই শোকরূপ নূতন নূতন রোগ নাশের মহৌষধ হইয়াছে। অতএব তুমি চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্তে চিন্তামণির চিন্তা কর, তাহা হইলেই তুমি আব অভিনব শোক-দণ্ডের প্রচণ্ড প্রহার প্রাপ্ত হইবে না।

মন।

হে ভগবতি!—আপনাব আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবেই শিবোধার্য্য বটে, কিন্তু চিত্ত অতি অবাধ্য, কিছুতেই বাধ্য হয় না, এই মাত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইল, আবাব পবক্ষণেই অদ্ভুত শোকে অভিভূত হইতেছে। যেমন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমণ্ডল এক একবার সমীরণ সহকারে জলদ-জাল ছিন্ন ভিন্ন করত ক্ষণকাল প্রকাশ পাইয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বেই সেই মেঘান্ধকারে প্রচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ আমার শোকাচ্ছন্ন মন এক একবার শোক হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আবার সেই শোকেই আচ্ছন্ন হইতেছে।

সরস্বতী।

এ সকল কেবল মনের বিকার মাত্র, অতএব তুমি বিকার পরিহাব পূর্ব্বক মনকে শুদ্ধ শান্তি-রসে আর্দ্র কর

মন

হে জননি নারায়ণি!—প্রসন্না হও, সেই শান্তিবস কোথায় আছে?—আমি কি উপায়ে তাহার আস্বাদনে তৃপ্ত হইব?

সরস্বতী।

হে মহারাজ। যদিও এই বস্তু অতি গোপনীয়, কিন্তু তোমার নিকট কোনমতেই গোপন করা উচিত হয় না। তুমি যদিস্যাৎ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের উপাসনাতে অসক্ত হও, তবে প্রথমত সাকার-সাধনা কর, নববন-শ্যামসুন্দর বংশিধর মদনমোহন হরিকে অথবা দনুজদলনী-মোক্ষদায়িনী দক্ষনন্দিনী দুর্গতি-নাশিনী দুর্গাকে স্মরণ করণানন্তর পরমব্রহ্মেতে চিত্তার্পণ কর; তদ্দ্বারা পরমা-নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে, যেমন মহা-ভীষ্ম গ্রীষ্মকালে প্রখরতর-প্রভাকর-খরতাপে তাপিত-তনু মনু সকল সলিল-পরিপূরিত সুবিমল সুশীতল হ্রদে শরীর সমর্পণ করিয়া সুখি হয়;—তুমি সেই প্রকার ব্রহ্মোপসনা দ্বারা শান্তি সলিলে নিমগ্ন হইলে আর কখনই ভ্রান্তির অনলে উত্তপ্ত হইবে না।

মন।

(সরস্বতীর উপদেশে মোহনাশ এবং শান্তিরসের সঞ্চার।)

জগদীশ্বরের স্তব।

হে বিশ্ববন্ধু-বিশ্বনাথ-পুরুষোত্তম! এই পুরুষাধম প্রণত প্রপন্নের প্রণিপাত-রূপ উপহার গ্রহণ কর।—আমার মনের মালিন্য দূর কর।—ভ্রান্তি হরি।—শান্তিসলিলে আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ কর, আমাকে সর্ব্বপ্রকার বিষময়-বিষয়-বেদনা হইতে মুক্ত কর। আমি আর তামসিক ও রাজসিক সুখের অভিলাষ করি না, আমাকে সত্য-পথের পথিক করিয়া সত্বগুণে ভূষিত কর। আর যেন অবাধ্য মত্ত-হস্তির ন্যায় এবং তত্ত্বশূন্য হইয়া পরমার্থ পঙ্কজবন দলন করিতে না হয়। হে হরি! কি করি? মানস করি—মানস-করিকে বশীভূত করি.—কিন্তু কি করি? এই করী নিত্যসুখকরী ভক্তি-নলিনীর অরি হইয়া বারম্বার বিবিধপ্রকার বিড়ম্বনাই করিতেছে। এ বারণ কোনমতেই বারণ মানে না। আমি জ্ঞানাঙ্কুসহীন অতি-ক্ষীণ, ধৈর্য্যরূপ কীলকে (১) প্রেম-আলান (২) যুক্ত করিয়া ইহাকে বদ্ধ করণে নিতান্তই অশক্ত হইয়াছি। হে করুণাকর হরি! তুমি কৃপা করিয়া এরূপ কর, আমি যেন তোমার অনু-গ্রহরূপ হরি (৩) প্রতাপে এই অরিরাজ করিকে শাসন করি।—হে অনাথনাথ মুক্তেশ্বর! আর বিলম্ব বিধি হয় না, হরি (৪) পুত্র হরি (৫) আয়ুর রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, এ সময়ে কেবল হরি হরি, হরিবোল হরি, ভিন্ন অন্য উপায় আর কিছুই নাই।

হে পরমপিতঃ পরমাত্মন্! বেদ, শ্রুতি, সংহিতা, বেদান্তাদি ছয়-দর্শন আগম, নিগম, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি শাস্ত্র তোমার বিষয়ে বাহুল্যরূপে অথবা সঙ্ক্ষেপে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে পরস্পর মতের বিশেষ বিভিন্নতা এবং গুরুতর গোলযোগ দেখিতেছি।—কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য দেখিতে পাইনা, একজনের একরূপ মত নহে, নানা মুনির নানা মত, এবং কোন মহাত্মা কিরূপ কহেন, অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত আমি তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। অতএব

---

(১) কীলক।—স্তম্ভ। খোঁটা।

(২) আলান।—হস্তী বন্ধনের রজ্জু।

(৩) হরি।—সিংহ।

(৪) হরি।—সূর্য্য।

(৫) হরি।—যম।

আমি কাহার কথা শুনিয়া কোন্ মতে কোন্ পথে গমন করিব? যিনি যে পথের উপদেশ করেন সেই পথটিই আমার পক্ষে সরল অর্থাৎ সোজা-বোধ হয় না, বিষম বাঁকা।—হে নাথ! তোমর অপার অনুকম্পা ব্যতীত কিছুই হয় না, আমি এতকাল মিথ্যা-পণ্ডশ্রম করিয়া পুস্তক ধরিয়া অনর্থক কাল-হরণ করিলাম। কি পরিতাপ! এতদিন তোমার বিরচিত এই বিনোদ বিচিত্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপ বেদশাস্ত্রের প্রতি স্থিরচিত্তে নেত্রনিক্ষেপ করি নাই, তুমি যে প্রত্যেক্‌পদার্থে প্রত্যক্ষ হইয়া প্রচুর প্রতিভা প্রকাশ করিতেছ, আহা! তাহা কেহই দৃষ্টি করেনা।—যে ব্যক্তি অন্তঃকরণের সহিত বিশেষ দৃষ্টিতে তোমার বিশ্ববেদের রচনা দর্শন করিবেন, তিনিই পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে থাকিবেন। এই ব্রহ্মাণ্ড কি পদার্থ? ইহাতে যে যে আশ্চর্য্য দৃশ্য হয়, তাহাই বা কি? হে বিশ্বেশ্বর। তুমি যদি প্রত্যেক্ পদার্থে বিরাজমান না থাকিতে তবে এই সমস্ত-পদার্থই অপদার্থ হইত। তোমার প্রভা ও সত্তা ব্যতীত এই জগৎ এবং জগতীয় যাবতীয় বস্তু কখনই শোভনীয় এবং রমণীয় হইত না। নদী নদের লহরীলীলা ও মহাসমুদ্রের তরঙ্গরঙ্গ, তাহাতেই তোমার অঙ্গ অবলোকিত হয়, তাহার সুচারু সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য যাহা তাহাই তোমার শোভা।—তুমিই বায়ুর আয়ুর হইয়া স্নিগ্ধ গুণ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে সঞ্চালন করিতেছ।—তুমিই "দাহিকারূপে" অগ্নিতে জ্যোতিঃ-শরীর ধারণ করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিতেছ। তুমিই কর-রূপে সূর্য্য এবং চন্দ্রে বিহার করত আকাশ-মণ্ডলকে সমূহ শোভায় শোভিত করিতেছ। কেবল তোমারি বলে অবনী-জননী সর্ব্বংসহা হইয়া সমুদয় সহ্য এবং ধারণ করিতেছেন। হে ভূতনাথ! ভূত সকলের এমত কি সাধ্য আছে, যে, তোমার সংপূর্ণ প্রতিভা ভিন্ন তাহারা এমত অদ্ভুত শোভা এবং অনন্ত ক্ষমতা ধারণ করে।—হে সর্ব্বময় সর্ব্বগত! জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, আকাশ-ক্ষেত্রে তোমাকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখিয়াও জীব সকল ভ্রান্ত হইতেছে, যথার্থরূপ উপাসনায় বঞ্চিত হইয়া অনর্থক কাল হরিতেছে। আহা! কেহই কি দেখে না, যে, তুমিই ছয় ঋতুকে রাশিচক্রে চালনা করত সংসারের সমুদয় কার্য্য স্বয়ং ধার্য্য করিতেছ, হে অরূপ! কেহ কেহ তোমাকে "মন্ত্রময়" ও "কর্ম্ম-স্বরূপ" কহিতেছেন। কেহ কেহ তোমাকে "নিগুণ" "নির্ব্বিশেষ" কহিতেছেন। কেহ কেহবা তোমাকে "সগুণ-সর্ব্বব্যাপক" কহিতে-ছেন। কেহ "পুরুষ" কেহ বা "প্রকৃতি" বলিয়া বিবাদ করিতেছেন। কেহবা তোমাকে "স্বভাব" বলিয়া উক্ত করিতেছেন, কেহবা বিকার গ্রস্ত হইয়া সাকার গড়িতেছেন, কেহ কেহবা তোমাকেই "নিত্য" বলিয়া এই জগৎকে "অনিত্য" বলিতেছেন, এবং কেহ কেহবা তোমাকেও "নিত্য" বলেন এবং এই সংসারকেও নিত্য বলেন, কেহই আর একরূপ বলেন না, যাহার যত দূর-পর্য্যন্ত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সীমা ও অনুমান-শক্তি তিনি সেই পর্য্যন্তই দেখিতেছেন, কহিতেছেন এবং অনুমান করিতেছেন।—হে নাথ! অধুনা যদিও আমার অন্তঃকরণ ক্রমশই নির্ম্মল হইয়া আসিতেছে, তথাচ করুণাময় তোমার করুণা বিনা সকলি মিথ্যা হইবে। অতএব "তুমি কি পদার্থ" তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? কিরূপেই বা তোমার ভজনা করিব? এবং কি উপায়েই বা তোমার দর্শন পাইব? এই কাতর কিঙ্করের প্রতি করুণা কটাক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক তুমি স্বয়ং তাহার উপদেশ কর।

দৈববাণী দেবী।

হে বৎস মন! তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি আপনার বেগ রহিত, চাঁপল্যশূন্য হইয়া শুদ্ধ শুদ্ধভাবে ক্ষণকাত্র স্থির হও, তাহা হইলে তোমার কৃতার্থ হওয়া কোন্ তুচ্ছ, যিনি পরমাত্মা, তিনি আপনিই কৃতার্থ হইবেন। তুমি রিপুদিগের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীন হও। ভগবান তোমার দেহেই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন কর, এখন তোমার আর শাস্ত্রীয় বচনে প্রয়োজন করে না।—"আত্মতীর্থ" পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোন্ তীর্থে গমন করিবে? ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় ভ্রমণ কর, কিন্তু আর ভ্রমকূপে পতিত হইও না।—ইহ-জন্মে ভব-ভবনে যতক্ষণ ভ্রমণ করিবে, ততক্ষণ কেল ভবভাবিকেই ভাবনা করিবা, কিন্তু সাবধান সাবধান, ভবঘূরের বাক্যে ভুলিয়া ভবঘূরে আব যেন ভবঘূরে না হও।

মন।

হে পরমপূজ্য পরমেশ্বর! জীব সকল "মুক্তি মুক্তি" করিয়া বিষম ব্যাকুলতাই প্রকাশ করিতেছেন এবং মুক্তি-লাভের জন্য বেদান্তাদি তাবতেই আমাকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতে-ছেন। আমি তাঁহাদিগের উক্তি ও যুক্তি শুনিয়া মুক্তিলাভে কি সুখ তাহা বুঝিতে পারি না। যদি তুমিই "তুমি" হইলে, তবে তোমায় "তুমি, আমি" এতদ্রূপ সুখের সম্বন্ধটি-তো আর রহিল না ভেদাভেদ কিছুই থাকিল না। সমুদ্রের বিম্ব সমুদ্রেই মিশ্রিত হইবে, তখন আমিই কোথা? তুমিই কোথা? এবং তুমি আমি, এই বোধটিই বা কোথা থাকিবে? যদি মুক্তিলাভের অভিলাষি জীবগণ মুক্ত হইয়া তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তবে হউক।—কিন্তু আমি যেমন আমাকে "আমি" জানিয়া তোমাকে "তুমি" বলিয়াই সুখী হই, তেমন সুখ কি আমার আর কিছুতেই হইবে? হে প্রভো! মুক্তি আমার সেই সুখের সংহারিণী হইতেছে।—ফলে তুমি যেমন আমাতে "আমি বুদ্ধি" অর্থাৎ "অহংজ্ঞান" প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ তুমি স্বয়ং কি পদার্থ? অর্থাৎ আপনাকে "আমি" বলিয়া তোমার "অহংজ্ঞান, আছে কি না? যদিস্যাৎ তাহা না থাকে, তবে আমি কখনই মুক্তিপদের অভিলাষ করি না। কিন্তু যদি সেই জ্ঞানটি থাকে, তবে হানি কি? কেন না "আমি বিম্ব, তুমি সমুদ্রে" লয় হইয়া তোমার "তুমিত্ব" প্রাপ্ত হইব।—হে নাথ! যদিও তোমায় আমায় "চৈতন্যরূপে" অভেদ-পদার্থ, তথাপি আমিই "তোমার" তুমি আমার কখনই নহ, যেমন সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গকে সমুদ্রের তরঙ্গই কহে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহই কহে না, সেইরূপ লোক আমাতে "তোমার আমিই" কহিবে, তোমাকে "আমার তুমি" কদাচই কহিবে না।

হে কালেশ্বর! ইহজন্ম তো এই আবার পরজন্মটি কি? যদি ইহজন্মের কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হয়, তবেতো আর একটা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর পর ধরিয়া জন্ম-জন্মান্তর গ্রাহ্য করিতেই হইল, তবে আমার কোন্ জন্মই বা আদি এবং কোন্ জন্মই বা শেষ, ইহার নির্দ্দেশ আমাকে কে করিবে? হে সর্ব্বশক্তিমান স্মৃষ্টিকর্ত্তা! তুমি যৎকালে ভুতের স্মৃষ্টি করিয়া এই বিনোদ বিশ্ব বিরচনা কর তৎকালে তোমার স্মৃষ্টি কার্য্য কে দৃষ্টি করি-য়াছে। এ বিষয়ের সাক্ষিই বা কে আছে?

তুমি কিছু সাক্ষী রাখিয়া সৃষ্টি কর নাই, এই অত্যাশ্চর্য্য অতি বৃহৎ-মহৎকার্য্যে কেহই তোমার সাহায্য করে নাই, তুমি কাহার পরামর্শ লইয়া কর্ম্ম কর নাই।—তুমি ইচ্ছাময়, যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে তাহাই করিয়াছ। আমরা ভ্রান্ত জীব, ইহার কিছুই জানিতে পারি না, অন্ধের হস্তী নিরূপণের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম ইহজন্ম ও পরজন্ম বলিয়া অনর্থক তর্ক বিতর্ক দ্বারা বৃথা সময় সংহার করিতেছি, এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি বিবেচনার আলোচনা পূর্ব্বক যে প্রকার উক্তি করুন, কাহারও উক্তি যুক্তিপথে প্রবেশ করে না। হে প্রকৃতি (১)! প্রকাশক প্রকৃতি (২)! তুমি কাহারও দৃষ্টিগোচর নহ, তথাচ সকলেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ব্যাপার-ব্যূহ বিলোকনে তোমায় লইয়া কতই বাগ্বিতণ্ডা করিতেছেন, ভূত ভবিষ্যৎ কতই নির্ণয় করিতেছেন, কেহই আর বর্ত্তমানের প্রসঙ্গমাত্র করেন না, তাহাতেই ভূত দেখিয়া ভূত সাজিয়া অভিভূত হইয়া অদ্ভুত ভূত উপলক্ষে ভবিষ্যতের আন্দোলন করিতেছেন।

হে দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো!—জীব সকল ইহজন্মের কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করুক, না করুক, মুক্ত হউক না হউক, কিন্তু পরকালে সুখ-দুঃখ ভোগাভোগের আশা ও ভয় মনে জাগরূক থাকাই অত্যন্ত কল্যাণকর ব্যাপার হইয়াছে, কারণ পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার, এক দিকে দুঃখের ভয়, আর দিকে সুখের সাহস, এই উভয় হেতুতে জীব দুষ্কর্ম্মে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মেই রত হইতেছে। এই আশঙ্কা না থাকিলে অপরাপর সৎকর্ম্মের সঞ্চার দূরে থাকুক, কেহই তোমাকে "ঈশ্বর" বলিয়া মান্য করিত না, ভক্তি করিত না, তুমি আছ বলিয়াও বিশ্বাস করিত না। এই জগতের কার্য্য কিরূপ অনিয়মে নিষ্পাদিত হইত তাহাও বলিতে পারি না। চরাচর সংসার কেবল মহানিষ্ট ও মহা-পাপের ভাণ্ডার হইত, সকলেই যথাচারী হইয়া যথাচার করিত, সত্য সাধনে ও ধর্ম্ম-পালনে কেহই অনুরত হইত না। দয়া, ধর্ম্ম, করুণা, লজ্জা, ক্ষমা, শান্তি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, স্নেহ, এবং অনুরাগ প্রভৃতি কোথায় থাকিত! দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ, অভিমান, রাগ, লোভ, কলহ, বিবাদ প্রভৃতির আধিক্যই হইত। হে শিব স্বরূপ ভগবান্! এইস্থলে তোমাকে একবার প্রণাম করি। আহা, তোমার কি আশ্চর্য্য অনন্ত কৌশল! ধন্য ধন্য, তুমি মানবের মনে এরূপ কল্যাণকর প্রবৃত্তি প্রদান না করিলে তোমার এই পৃথ্বীর কীর্ত্তি কোথায় থাকিত? ঈশ্বর বলিয়া কেবা তোমায় ডাকিত? কেবা এই নির্ম্মল নিয়ম রাখিত?—যখন পরকাল সম্বন্ধীয় স্বর্গ নরকাদির ভোগের আশা ও ভয় অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান্ সত্বেও পুমানেরা পুনঃ পুনঃ পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতেছে, তখন সেই বৃত্তিটি না থাকিলে যে, আরো কত অপকর্ম্মের আধিক্য হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়।

হে মৃত্যুঞ্জয়! এই পরকালঘটিত বৃত্তিটী দেহীর পক্ষে যদ্রূপ এক দিকে মহামঙ্গলময়ী, সেইরূপ আর দিকে আবার সর্ব্বনাশিনী হইতেছে। যাঁহারা তোমাকে জানিতে পারিয়া স্বরূপ উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞানতা বশতঃ স্বরূপে বিরূপ করিয়া বিরূপের রূপ কীর্ত্তন করত নানারূপ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু-হত্যা ও নরহত্যাদি করিয়া অন্যরূপ অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে কৃতার্থ হইবেন?

---

(১) প্রকৃতি।—স্বভাব।

(২) প্রকৃতি।—পরমাত্মা, ঈশ্বর।

তুমি ভূতাতীত ভূতেশ্বর, তাঁহারা ভৌতিক বলিয়া তোমার জন্মদাতা হইতেছেন। তোমার হাত, পা গড়িতেছেন, চক্ষুদান ও প্রাণদান করিতেছেন, তোমাকে অতি লম্পট যথেচ্ছাচারী-বিকারী-বিবাহকারী-পরস্বহারী পরনারীবিহারী ষণ্ড অস্ত্রধারী জীবারি বলিয়া আহ্লাদ করত আপনারাও সেইরূপ কার্য্য করিতেছেন। কণ্ঠধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, অঙ্গুলি-ভঙ্গিমা প্রভৃতি কতই করিতেছেন, মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত পূর্ব্বক উপবাস করিয়া আত্মাকে ক্লেশ দিতেছেন। ইচ্ছাক্রমে আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া আত্মঘাতি হইতেছেন। মিথ্যা কল্পনা ও মিথ্যা-বাক্য রচনা পূর্ব্বক মিথ্যা বেশবিন্যাস দ্বারা বঞ্চনা করিয়া লোক সকলকে ভ্রান্তিপথে আকর্ষণ করিতেছেন, অভিমানে আপনি গুরু হইয়া পূজা লইতেছেন, আপনাকে আপনি ভবসমুদ্রের কর্ণধার বলিয়া বিখ্যাত করিতেছেন। মদগর্ব্বে গর্ব্ব করত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য অহঙ্কার পর্ব্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিতেছেন। আপনি অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ দেখাইতেছেন। আপনি অসাধু ও ঘৃণিত হইয়া সাধুকে অসাধু বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন। যাহারা যথার্থরূপে একাগ্রচিত্তে কেবল প্রেম-পুষ্পে তোমাকে পূজা করেন, কোনরূপ বাহ্য-ব্যাপার গ্রাহ্য করেন না, তাঁহাদিগকে অপবিত্র পাপাত্মা বলিয়া বাহুবলে ও বচন-বলে আপনারা পবিত্র ও পুণ্যাত্মা হইতেছেন, হে বিশ্বগুরো অন্তরাত্মন্! তুমি কি এই সমস্ত কপট অভিমানী জীবের জন্য শিবের পথ প্রস্তুত করিয়াছ? বিশ্ববঞ্চক বিষয়ী গুরু কি সদ্গুরু হইয়া শিষ্যের সন্তাপহারক সংসারতারক হইতে পারে? স্বভাবধূর্ত্ত জন্মান্ধ কি কর্ম্মান্ধের পথপ্রদর্শক হইবে?

দৈববাণী

হে পুত্র মন! তুমি কি সকলি বিস্মৃত হইয়াছ? এখনও তোমার আত্মবোধ হইল না? ভাল, কিঞ্চিৎ পরেই জানিতে পারিবে। ও বাপু! লোকে কর্ম্মকাণ্ডে রত হউক, তাহাতে দ্বেষ করা কর্ত্তব্য হয় না; যাহারা প্রতিমাতে ঈশ্বরবোধ করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তাহারা ভক্তিবলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, যাহারা অভিমানে অন্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্ম করিতেছে, তাহারা কি প্রকারে নিস্তার পাইবে? সুতরাং বারম্বার যাতায়াত করিয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিবে; বাস্তবিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র "অশ্বমেধ" যজ্ঞ করিলেও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই; বিনা জ্ঞানে কখনই মুক্তি হয় না।

মন।

হে দয়াময়! তোমার যে নিগূঢ়াভিপ্রায় তাহা জীবের মঙ্গল জন্যই, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার মনে বিশেষরূপ প্রবোধ না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত আমি কখনই পরজন্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না; মৃত্যুর পর যে কাল, তাহাই পরকাল, সেইকালে তুমি জীবকে কি কর, তাহা তুমিই জানিতেছ, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমি পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছি, যদি পূর্ব্বজন্ম গ্রাহ্য করাই হয়, তবে সেটা কি? এই জগতে কোন্ প্রাণী সর্ব্বাগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? যদি তুমি এককালেই কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদির সৃষ্টি করিয়া থাক, তবে ত সক-

লেরি সমকালেই জন্ম হইতেছে। অতএব জন্মের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকিলে তাহার সম্ভোগ হওয়া কি প্রকারেই বা সম্ভব হইতে পারে? যদিস্যাৎ তোমার ইচ্ছায় সমস্ত প্রাণি এক সময়েই উদ্ভূত হইল, তবে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কারণ ঐ জন্মের পূর্ব্বে কিছু প্রারব্ধ অথবা কর্ম্মের জন্ম হয় নাই, পরন্তু তুমি যখন একেবারে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদি সৃজন করিয়া কাহাকে অতি ক্ষুদ্র, কাহাকে অতি বৃহৎ, কাহাকে অতি দুর্ব্বল ও কাহাকে অতি বলিষ্ঠ করিয়াছ, তখন প্রথমজন্মের কর্ম্মভোগ দ্বিতীয় জন্মে হইবে, এই কথাই বা কি প্রকারে প্রামাণ্য করিতে পারি? হাঁ—যদি এমত প্রমাণ হয় যে "তুমি সর্ব্ব-প্রথমেই কেবল একটী ক্ষুদ্র মশকের সৃষ্টি করিয়াছ, সেই মশক আপনার সুকর্ম্মের ফল জন্য পরে মক্ষিকা, পরে ভ্রমর, তৎপরে বিড়াল, পরে ব্যাঘ্র, পরে সিংহ, এই-রূপে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য হইয়াছে, এই মানব আবার প্রথমে সামান্য এক প্রজা পরে মহা-রাজা হইয়া সর্ব্বশেষে তোমাতেই লীন হইবেক"। আমার বোধে এই কথাটী কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না, কেননা ঐ মশক যদি প্রথম জন্মে সুকর্ম্ম না করিয়া কুকর্ম্মই করিত, তবে সে কি হইত? কি উপায়ে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে পারিত? হে সৃষ্টিনাথ! তোমার সৃষ্টির নিগূঢ় কৌশল ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য-তাৎপর্য্য কেহই অবধার্য্য করিতে পারেন না, সকলেই আমার ন্যায় ভ্রান্ত হইয়া বৃথা বিতর্ক-দ্বারা বিবাদ করিতেছেন।

দৈববাণী।

হে বৎস! পরমেশ্বর কখনই বৈষম্য-দোষে দোষী নহেন।

মন।

হে ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল! আমি কখনই তোমাকে বৈষম্য-দোষে দোষী বলিতে পারি না, তাহাতে আমার অপরাধ হইবে। বৃহৎ, ক্ষুদ্র, সবল, দুর্ব্বল, উত্তম, অধম, সুখী, দুঃখী, দৃষ্টে অনেকেই কহেন "জীবগণ" অদৃষ্টজনিত ফল-ভোগ করিতেছে, আবার করিবে, যে ক্ষুদ্র, সে বৃহৎ, যে দুর্ব্বল সে সবল, যে দুঃখী সে সুখী, এবং যে অধম সে উত্তম হইবে, ইহা না হইলে নিরপেক্ষ নিরঞ্জন বৈষম্য-অঞ্জনে মলিন হইবেন।

হে নাথ! যদি তুমি সত্য এবং তোমার প্রণীত এই জগৎ মিথ্যা হয়, তবে তোমার প্রতি বৈষম্য অপবাদ কোনরূপেই আরোপিত হইতে পারে না, যেহেতু তুমি লীলার নিমিত্ত কৌতু-কার্থ মিথ্যা-সৃষ্টি করিয়াছ, এই অনিত্য লীলার বিষয়ে কে তোমারে পক্ষপাতী বলিতে পারে? কারণ তোমার এই সংসার নাটকের ন্যায় হইয়াছে।—যেমন সামান্য যাত্রার অধিকারী অধ্যক্ষতা করত কাহাকে রাজা সাজাইতেছে, কাহাকে ভৃত্য সাজাইতেছে, কাহাকে বাসুদেব সাজাইতেছে, কাহাকে ঋষি সাজাইতেছে, এবং কাহাকে বা পশু সাজাইতেছে, সেই অধ্যক্ষের অধীন হইয়া সকলেই সানন্দে সজ্জা করিতেছে, তাহাতে কেহই লজ্জা, দুঃখ কিম্বা অভিমান করে না—সেই প্রকার তুমি এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহাকে যেরূপ সজ্জা করাইতেছ, সে সেইরূপ সজ্জা করিতেছে। কেলি (১) রূপ রঙ্গভূমিতে তাবতেই তোমার আদেশে মহাহর্ষে কেলি করিতেছে, অতএব হে লীলানাথ! তোমার এই লীলার মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে

---

(১) কেলি—পৃথিবী ক্রীড়া।

দোষার্পণ করে, তাহাকে প্রেমহীন-রসহীন, জ্ঞানহীন ভ্রান্ত ভিন্ন অন্য আর কি শব্দ উল্লেখ করিব? যদি সংসার মিথ্যাই হইল তবে অদৃষ্ট কোথা হইতে উদ্ভব হইবে এবং তজ্জন্য জন্ম-জন্মান্তরীয় ভোগাভোগই বা কেন হইবে?

হে বিভো! আবাব এক কথা বলিতে হইল। যদি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমাব ন্যায় নিত্য ও সত্যই হয়, তবে ত আর কোন কথাই চলে না, কারণ সংসার সত্য ও নিত্য হইলে সকলে সর্ব্বকাল সমভাবেই রহিয়াছে। সকলেই স্বভাবে উৎপন্ন ও স্বভাবেই লয়-প্রাপ্ত হই-তেছে। জগৎ নিত্য হইলে অচল, সচল, প্রাণী অপ্রাণী সকলেই উদ্ভব হইয়াছে, এ কথার অন্যথা কেহই করিতে পারিবেন না। যদি এক অনি-র্ব্বচনীয় অনাদিকালে একেবারে সকলেবি সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা এইরূপ সৃষ্টি অনাদিকাল পর্য্যন্তই আছে, তাহা হইলে ত "অদৃষ্ট" অর্থাৎ জন্মান্তরীয় সংস্কার কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অনেকে এরূপ কহেন, "জননী যখন সদ্য-প্রসূত সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া তাহার অধরে স্তনার্পণ করেন, তখন কেহই তাহাকে এমত উপদেশ করেন না, যে এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে হয়, সে শিশু তৎকালে জন্মান্তরীয়-সংস্কার-বশতই আপনি যথা উপায়ে স্তনপান করিয়া আত্মরক্ষা করে ইত্যাদি"।

হে সর্ব্বান্তর্যামি চিদানন্দ! আপনি সর্ব্ব-সাক্ষি, সকলি দেখিতেছেন ও সকলি জানিতেছেন এই দৃষ্টান্ত কি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টই হইতে পারে? সদ্যপ্রসূত শিশু স্বভাবজাত, তোমার অনুগ্রহে তাহার অভাব কি? সে স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার-দ্বারাই স্তনপান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে, অতএব অদৃষ্ট কদাপিই তাহার রক্ষার প্রতি কারণ হইতে পারে না। ঐ বালকের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত অগ্রেই তুমি তাহার প্রসূতীর রক্তস্রাব বোধ করত পয়ো-দ্বারা স্তনভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ।—হে বিপ্র! তোমার এই করুণাপূরিত কৌশল কলাপ বুঝিতে না পারিয়া বেতনহীন চেতন (১) সকল অনর্থক আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। কি বিড়ম্বনা! বুদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান পাইয়াছে, চক্ষু পাইয়া অনন্ত সৃষ্টি দৃষ্টি করিতেছে, তথাচ তাবতেই আমার ন্যায় হইয়াছে কেহই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

হে নিরপেক্ষ নিরাময়!—কেহ কেহ এই বলিয়াই তোমার প্রতি বৈষম্যদোষ আরোপ করেন, যে, যদি পরজন্মই না থাকিল, তবে তুমি পিপীলিকাকে এত ক্ষুদ্র, হস্তিকে এত বৃহৎ, একজনকে সম্রাট এবং একজনকে শূকর পালক কেন করিলে? ইহা ত তোমার বিবেচনার কার্য্য হয় নাই; কারণ যাহাবা দুঃখী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র, তাহারা ত তোমার উপর অভিমান এবং আক্ষেপ করিতে পারে।

হে সর্ব্বজ্ঞ! যাঁহারা এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কিরূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহার বিবেচনায় আমি অক্ষম হইলাম। তুমি কি এক অব্যক্ত মহৎকারণে কাহাকে সবল, কাহাকে নর, কাহাকে বানর, কাহাকে দূর্ষ্য (২) স্থিত কৃমি, কাহাকে স্বর্গের স্বামী করিয়াছ দূরদর্শি (৩) জনেরা তাহার তাৎপর্য্যাবধারণ না করিয়া কেবল দূরদর্শীবৎ চীৎকার ও লক্ষ্য করেন। তুমি সময়ে সময়ে সিন্ধুকে গোষ্পদ, গোষ্পদকে সিন্ধু, পর্ব্বতকে রেণু, রেণুকে পর্ব্বত, মহাবণ্যকে লোকালয় এবং লোকালয়কে মহারণ্য করিতেছ, ইহাদিগের জন্মান্তরীয় পাপ পুণ্য কি

(১) চেতন—মনুষ্য।

(২) দূর্ষ্য—বিষ্ঠা।

(৩) দূরদর্শী—পণ্ডিত, গৃধ্র।

ছিল? আহা! এতদ্দৃষ্টেও লোকের মন হইতে ভ্রান্তি দূর হয় না; তুমি অভিমান এবং অহঙ্কারের লঘুতা করিয়া জীব সকলকে সৎকর্ম্মে অনুরাগী, উৎসাহী, যত্নশীল এবং পরিশ্রমী করিবার অভিপ্রায়েই এবম্ভূত রচনা করিয়াছ।

এই সংসারে কেহই অসুখী নহে, সকলেই সুখে বিচরণ করিতেছে। তোমার এই স্বভাবের সদাব্রত-সদনে অভাবের বিষয় কিছুই নাই, তাবতেই যথাযোগ্য ভোক্ষ্য, ভোজ্য, ও পানীয় প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরানন্দ প্রকাশ করিতেছে। বিষ্ঠাভোজি শূকর, পীযূষপায়ী ইন্দ্রের সহিত সমান সুখে কালযাপন করিতেছে। হে নাথ! সুখ দুঃখের কারণ কিছু দেহ নহে, সম্পদ নহে, সিংহাসন নহে, কেবল একমাত্র মন সুখ দুঃখের কারণ হইয়াছে। যিনি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি, তিনি যদি নানা-চিন্তায় কাতর হয়েন, তবে তাঁহার সকলি বৃথা হইল, কেননা সুখী হইতে পারিলেন না; কিন্তু যে ব্যক্তি মুষ্টিভিক্ষা-দ্বারা দিনপাত করে, সে স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছে। যদি মনে সুখের উদয় না হয়, তবে রাজার প্রাসাদ, স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক, দুগ্ধফেনবৎ বিচিত্র-কোমল-শয্যাও কিছু নহে, প্রসন্নচিত্ত-ভিখারীর ধূলিশয্যাকেই উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে, যেহেতু সন্তোষ প্রচুর পুণ্যের আকর, সন্তোষ এবং অভিমান সকল পাপের জনক হইয়াছে। অতএব এতদ্রূপ অলীক সুখ দুঃখের অভিমান জন্য যাঁহারা তোমাতে পক্ষপাতিতা দোষ আরোপ করেন, আমি তাঁহাদিগের বচন-বাণে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি।

হে করুণাময়! আমি যাঁহাদিগকে ভ্রান্ত, অন্ধ এবং পাগল বলিতেছি, সংপ্রতি তাঁহারাও আমাকে ভ্রান্ত, অন্ধ ও পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছেন। কিন্তু আমি জ্ঞানহীন, আমি মূর্খ, আমি পাগল, কি তাঁহারা জ্ঞানহীন, তাঁহারা মূর্খ ও পাগল, আমি তদ্বিশেষ কিছুই জানিতে না পারিয়া ইহার বিচারের ভার আপনার উপরেই নির্ভর করিলাম। যদি বিচার মতে আমাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বোধ-রূপ ঔষধ প্রদান-দ্বারা আমরা ভ্রান্তি-রোগ হরণ করুন, আর যদি তাঁহাদিগের দোষ সাব্যস্ত হয়, তবে দয়াময় দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষমা করত নিজ-গুণে কৃতার্থ করুন।

দৈববাণী।

হে পুত্র মন! এখনও তুমি আপনাকে আপনি জানিতে পারিলে না? বন্ধ ও মোক্ষের কারণ তুমিই ত; তুমিই ত মমতাসূত্রে বারম্বার অদৃষ্ট জনিত অনিত্য-সংসার ভোগ করিতেছ; এই অদৃষ্ট অর্থাৎ সংস্কার ত তোমা হইতেই সৃষ্ট। যদিও তোমার মনে এইক্ষণে ভক্তি ও শান্তিরসের উদ্রেক হইয়াছে, তথাচ সম্পূর্ণরূপে সন্দেহশূন্য হও নাই, এজন্য অতি নিগূঢ় কয়েকটী কথার উপদেশ করি, ইহাতে অবশ্যই তোমার সংশয় ছেদন হইবে।

তুমি জন্মান্তর ও দেহান্তর অস্বীকার করিতেছ, কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; তুমি সাধারণ অনুভবের দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, এই জগতের কারণ যে ঈশ্বর, জল হইতে দুগ্ধ হইতে, ধান্যাদি শস্য হইতে, বৃক্ষাদি হইতে, আর আর নানা প্রকার পদার্থ হইতে বিবিধরূপ অবয়ববিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই জগতের আদি কারণ, এক ব্যক্তির এক দেহ ভঙ্গ হইলে তাহার সেই দেহের কোন অবয়ব অথবা সংস্কারের দ্বারা তাহাকে দেহান্তর প্রদানে কি অসমর্থ? ইহাই কি তুমি অসম্ভব বিবেচনা কর? সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির

অতীত কি কোন কার্য্য আছে? তুমি কহিতেছ "মরণের পর আর জন্ম নাই, জন্ম না হইলে পুনর্ব্বার আর দেহ হইল না, দেহ না হইলে অদৃষ্টজনিত ভোগাভোগ হইতে পারে না, —এই প্রস্তাবের উত্তর এই, যে, তুমি দেহ ভঙ্গ কাহাকে বল?—দেহের অবয়বের বিনাশ, যদিস্যাৎ ইহাই তোমার অভিপ্রায়-সিদ্ধ হয়, তবে প্রত্যক্ষ বিরোধের প্রয়োজনাভাব, কারণ শতবর্ষ দাহ এবং নানা-মত উপায় করিলেও শরীরের সমুদয়াংশ এককালীন ধ্বংস হয়না, অতি সামান্য কোন এক ক্ষুদ্র অংশ থাকেই থাকে। যদি বল "দেহের অবয়ব সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং দেহাভাবে পাপ পূণ্যের ভোগাভোগ হইতে পারে না, ইহার উত্তর, শরীর ভঙ্গ হইলে প্রারব্ধ বশত জীব আবার শরীরান্তর গ্রহণ করে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন কর, "কুম্ভরিকা" যাহাকে কুমুরে-পোকা বলে, ঐ কুমুরেপোকা তেলাপোকাকে, মাকড়সাকে এবং উচ্চিংড়ে প্রভৃতিকে দংশন পূর্ব্বক মৃতকল্প অথবা মৃত করিয়া আপনার বাসার ক্ষুদ্র গর্ত্তে আনিয়া রাখে, ঐ গর্ত্ত তেলা-পোকার দেহ হইতে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থল, উক্ত তেলাপোকা ও মাকড়সা ইত্যাদির পরস্পর দেহের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন, ইহাতেও দেখ, সেই কমুরেপোকা তাহাদিগের শরীরের এক দেশ হইতে আকার প্রকারে অতিশয় বিভিন্ন অন্য এক দেহধারী পোকা উৎপন্ন করে, সেই পোকা দেহ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সুখ দুঃখের সম্ভোগী হয়। গুটিপোকার শরীর হইতে প্রজাপতি জন্ম লইয়া ঐরূপ ভোগের অধিকারী হয়, অতএব ইহা চাক্ষুষ দর্শন করিয়াও কি তুমি এমত অঙ্গীকার করিবে না যে, যিনি অদ্বিতীয় শিল্পকৌশলী জগতের কর্ত্তা, তিনি কি এই দেহের অবয়বের অন্যথা হইলে তাহার কোন ভাগ কিম্বা সংস্কার যোগে পুনরায় দ্বিতীয় এক দেহের সৃষ্টি করিয়া ভোগ প্রাপ্ত করাইতে পারেন না?

আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শন কর। তুমি আপনার অট্টালিকায় শয্যার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছ, শরীর তোমার গৃহেই রহিয়াছে, অথচ তুমি স্বপ্নসহকারে দশমাসের পথে গিয়া অন্য শরীরে পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে কখন' সাহসী, কখন' ভীত, কখন' সুখী ও কখন' দুঃখী হইতেছ তৎকালে শয্যাস্থিত শরীরকে এককালে বিস্মৃত হইয়া যাও।—ইহাতে কি কেবল তোমার ঐ স্বপ্নজনিত শরীরেরই ভোগ হইল? এমত নহে, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই সংস্কার-ধীনে তোমার হৃৎকম্প হইতে থাকে, অতএব,—এই আশ্চর্য্য-কার্য্য কাহা হইতে ধার্য্য হইতেছে? এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই তোমার পূর্ব্বকার কথিত সকল কথাই খণ্ডন করা হইল।—তথাচ এই স্বপ্নের বিষয়েই কহিতেছি, যখন শুদ্ধ পূর্ব্ব-সংস্কারের অবলম্বনেই এক মন অথবা দেহের মধ্যস্থিত অপর কোন বিশেষ শক্তি—অপর এক শরীর সৃজন করিয়া তাহাকে সুখ দুঃখের আধার করিবার ক্ষমতা ধারণ করিতেছে, তখন দেহের কোন অংশের কিম্বা সংস্কারের সহকারাধীন কোন অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির আবির্ভাবে দ্বিতীয় দেহের সৃষ্টি হইয়া তাহাতে পূর্ব্বসংস্কারজনিত ভোগের সঞ্চার হইবে, ইহাই কি তুমি নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞান কর? কখনই অসম্ভব নহে, এ কথা জ্ঞানিমাত্রেই গ্রাহ্য করিবেন।

আর তুমি "স্বরূপ" কহিতেছ, স্বভাব, এবং স্বভাবসিদ্ধ-সংস্কার কহিতেছ। ইহাতেই ত তোমার সমুদয় স্বীকার করা হইল, করা হইল, কারণ ইহা পূর্ব্বসংস্কার-জন্যই কহিতেছ। যত কিছু সৎকার্য্য আছে, মানবগণ তদ্দ্বারাই সেই সমুদয় সম্পন্ন করিয়া থাকে।

মন।

(কিঞ্চিৎকাল নয়ন মুদিয়া নীরব।)

হে পিত! অদ্য তোমার সুমধুর সদুপদেশ-রূপ রসায়নরস-সেবনে আমার পূর্ব্বজন্ম ইহজন্ম এবং পরজন্ম-বিষয়ক-সন্দেহ স্বরূপ রোগসঙ্কট এককালেই উপশম হইল, আর সংশয় মাত্রই রহিল না।—হে নাথ! অধুনা প্রার্থনা এই যদি ইহজন্মে আমার কর্ম্মসূত্র খণ্ডন না হইয়া থাকে, তবে যেন আমি পুনরায় আর মানবদেহ প্রাপ্ত না হই। ক্ষুদ্র এক কীট হইয়া শরীর লই, সামান্য এক তৃণ হইয়া গবাদির-দন্ত দ্বারা ভক্ষিত হই, তাহাও অতি কল্যাণকর, তথাচ মনুষ্যজন্মের অভিলাষ নাই, যেহেতু নরজাতী সকল প্রকার অভাবেই পরিপুরিত, শোক, তাপ, রোগাদি নানা যাতনায় জড়িত, বিবাদ, কলহ, প্রবঞ্চনা, ছলনা, অভিমান, অহঙ্কার পরপীড়ন, পরস্বহরণ, প্রভুত্ব স্থাপন, মত-সঞ্চালন, মিথ্যা-কথন, তোষা-মোদ,-যুদ্ধ-বিগ্রহ, জ্ঞাতিবিরোধ, জাত্যভিমান, কৌলীন্যগৌরব, ধনমদোন্মত্ততা, জাতিভয়, ধর্ম্মভয়, চৌরভয়, জনাপবাদ এবং কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুচয়কে চরিতার্থ করণ, ইত্যাদি ব্যপারেই ব্যাপৃত।—কিছুতেই সুখী ও সুস্থ এবং সন্তুষ্ট নহে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজপীড়ন, বিদ্রোহিতা, রাজ্যনাশ, ধর্ম্মনাশ, অর্থনাশ ও সর্ব্বনাশ প্রভৃতি চিন্তায় নিয়তই চিন্তিত। তোমার এই অক্ষয়-ভব-ভাণ্ডারে এত অমূল্যরত্ন কিছুই নাই যদ্দারা আশা এবং লোভকে এককালে নিবারণ করিয়া মানবমনে সন্তোষ জন্মাইতে পারে।

আমি অদ্যই মরি বা কল্যই মরি, কিম্বা শতবর্ষের পরেই মরি, একদিনের এক সময়ে মরিবই মরিব।—হে বাঞ্ছাফলপ্রদ! আমি যত পাপ করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তুমি স্বয়ং তাহায় সাক্ষী, বিচারকর্ত্তা এবং দণ্ডকর্ত্তা, আমি কাপট্যশূন্য হইয়া সকাতরে সরল-মনে তোমার নিকট তৎ সমুদয় স্বীকার করিতেছি, তোমার ইচ্ছায় যাহা করিতে হয় তাহাই কর। আমার মৃত্যুর দিবস অতি নিকট, কৃতান্ত বিকটদন্ত বিস্তারপূর্ব্বক আগমন করিতেছে।—তাহার হাতে কিছুতেই আর নিস্তার নাই, আমি জলে মরি বা স্থলে মরি, বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করি, সর্পাঘাতে কিম্বা বজ্রপতনেই মরি, যেরূপে মরি, কিন্তু সেই চরমকালে, হে ত্রৈলোক্যনাথ দীননাথ! এই অনাথের প্রতি যথাযোগ্য কৃপাবিতরণে কৃপণতা করিবেন না।

সম্প্রতি অন্তঃকরণে এই এক বড় আক্ষেপ রহিল, যে, মরিলে পর কি হইব তাহা জানিতে পারিলাম না। হে নাথ! আমি কতবার দেহি হইয়া তোমার এই বিনোদ বিশ্বনাট্য-শালায় কতপ্রকার সঙ সাজিলাম এবং ইহার পরেই বা আবার কত সঙ সাজিব, তাহারি বা স্থিরতা কি? হে যাত্রাকর অধিকারি মহাশয়! —কি দুঃখ! আমি তোমার আজ্ঞায় বারম্বার খেলা করিয়া একবারও একটি প্রসাদী পেলা পাইলাম না। কখনও মক্ষিকা হইয়া ভন্ ভন্ করিয়াছি। কখনও ছাগ হইয়া "ভ্যাভ্যা" করিয়া খর্ব্বে পড়িয়াছি। কখনও ময়ুর হইয়া মেঘনাদে নৃত্য করিয়াছি।—কখনও বিড়াল হইয়া "মেও মেও" রবে মূষিক ধরিয়াছি।—কখন' ব্যাঘ্র হইয়া মহারণ্যে জীবহিংসা করিয়াছি।—হস্তী সাজিয়াছি।—ঘোটক সাজিয়া শকট বহন করিয়াছি।—কখনও বা পিপীলিকা সাজিয়া পক্ষ ধরিয়া শূন্যে উড়িয়া কাকমুখে হত হইয়াছি।—এখন তোমার আজ্ঞায় আমি মানুষ সাজিয়াছি, তুমি ইহার পর আমাকে "ভৃত্য,

সাজাবে? কি প্রেত সাজাবে? দৈত্য দানা. কি সাজাবে? যাহা সাজাবে তাহাই সাজিব। কিন্তু আর বড় সঙ সাজিয়া রঙ করিতে ইচ্ছা হয় না।

পাইয়া মানব দেহ, তোমার কৃপায়।
খেলিতেছি কত খেলা, আসিয়া ধরায়॥
আশারূপ দোলরজ্জু, তাহাতে দুলিয়া।
মায়ারূপ ভ্রমকূপ, তাহাতে উলিয়া॥
রেখেছি লোভের দ্বার নিয়ত খুলিয়া।
দিয়াছি কামের ধ্বজা, উপরে তুলিয়া॥
পড়েছি আপন ফাঁসে, আপনি ঝুলিয়া।
হারালেম মিছে কাল, তোমারে ভুলিয়া॥
যত পাপ করিয়াছি, ক্ষমা কর দোষ।
দয়া দানে দীনে আশু, তোষ আশুতোষ॥
বিসর্জ্জন করি সব, মানসিক-ক্রিয়া।
কৃপাকর, কৃপা কর, জ্ঞানরত্ন দিয়া॥
আয়ুরূপ আয়ুনাশ, হয় ক্ষণে ক্ষণে।
নিকট হতেছে কাল, বিকটবদনে॥
মরণের ভয় আমি, করিনে হে আর।
সংসার-সাগরে নাথ, তুমি কর্ণধার॥
ভোগভাঙা রাঙাপদে, যদি পাই ঠাঁই।
তখনি ঘুচিবে আশা, আসা আর নাই॥

অধিকারি মহাশয়, নিবেদন করি।
ভেঙে দেও ভবযাত্রা, হরিবোল হরি॥
তুমি প্রভু ভাঁড়েশ্বর, বুঝিয়াছি আমি।
ভবহাটে ঠাটে নাটে, করিছ ভাঁড়ামি॥
এ ব্রহ্মাণ্ড, তব ভাণ্ড, কর্ত্তা তুমি তা'র।
তুলিতেছ কত সূত্র, হ'য়ে সূত্রধার॥
এই ভাঙো, এই গড়, হাসি পায় শুনে।
গড়াগড়ি, দিই তব, গড়াগড়ি-গুণে॥
এবার তোমারে আর, নাই ছাড়াছাড়ি।
ভাঁড়ের বাজারে কেন, এত ভাঁড়াভাঁড়ি
একতালে কত আর, বাজানা বাজাবে।
ভাঁড়ামি করিয়া কত, ভাঁড়্ সাজাইবে॥
হাতী, ঘোড়া, ছাগ, মেষ, সাজিয়াছি, সাপা।
জুজু, ভূত সাজিয়াছি, সাজিয়াছি, কাপা॥
ভালুক সেজেছি আমি, লোম ধ'রে পায়।
নেচেছি ময়ূর সেজে, তোমার সভায়॥
আকাশেতে উড়িয়াছি, পিঁপীড়া হইয়া।
কমলে বসেছি আমি, ভ্রমর সাজিয়া!
ছোট, বড়, যত আছে, সাজিয়াছি সঙ্।
কতরূপে কতবার, দেখায়েছি রঙ্॥
এখন দ্বিপদ ধরি, মানুষের ঠাটে।
ধেই ধেই, নাচিতেছি, জগতে নাটে॥
মনে এই, খেদ বড়, এত করি খেলা।
তথাচ না পাই তব, প্রসাদীয় পেলা॥
ওহে গুরু দেখা দেও, আমি তব চেলা।
মেলায় আনিয়া কেন, করিতেছ হেলা॥
কেবল আঁটুনি সার, খাটুনির ঠেলা।
নাহি হয় "রোজসই" মিছে মোট ফেলা॥
কত রঙ্গ জান গুরু, ভেলা ভেলা ভেলা।
"লগ্ন" আর নাহি হয়, ভূতে মারে ঢেলা॥
রবি প্রায় পাটে বসে, নাহি আর বেলা।
দিনে দিনে পার হই, দেও "জ্ঞান-ভেলা"॥
এ যাত্রায় গঙ্গাযাত্রা, হ'ল পরে শেষ।
আর যেন, ধরিতে, না হয়, কোন বেশ॥
চিরানন্দ লাভ করি, আপনার বেশে।
সুখে যেন বাস করি, আপনার দেশে॥

হে সর্ব্বেশ্বর! যদিস্যাৎ অদৃষ্ট-ভোগজন্য-আমাকে পুনর্ব্বার নিতান্তই মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় তবে আমি যেন মূক হই, কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিতে না হয়, তোমার কৃপায় যথাকালে অন্ন-জল প্রাপ্ত হই, কাহারও উপাসনা করিব না, কাহারও দ্বারস্থ হইব না। লোকে যেন জানে আমার

কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, আমার চলিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমি মনে মনে অনবরতই শুদ্ধ "জয় জগদীশ্বর, জয় জগদীশ্বর দয়াকর কর,, এই মহামন্ত্রে তোমার পূজা করিব। তোমারি সহিত কথা কহিব, এবং তত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিয়া প্রেমানন্দে একান্তচিত্তে কেবল তোমারি ধ্যানে করিতে থাকিব।

যে হও, সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময়, ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারি হ'য়ে ভব-ভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে, কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও, সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥
সকলি অসার, আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥
স্ব স্বরূপ, বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ, হ'তেছে প্রচার॥
যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হ'তে পারে, শোভার আধার॥
আমি যে হে, আমি বলি, সে আমি বা কা'র।
"আমির, আমিত্ব" তুমি, সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও আমি, বলি বারবার।
তুমি না বলালে "আমি" বলে সাধ্য কা'র॥
এ আমি, যাহার "আমি" পুন হ'লে তা'র।
বলিতে বলিতে "আমি, আমি" নাই আর॥
আমি, যদি, আমি নই, কে হইবে কা'র।
অতএব এসংসার, সব ফক্কিকার॥
সকলি অসার, আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥

বেদান্তদর্শন।

হে পুত্র মন! আহা সাধু সাধু! তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, তোমার মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি-রসের সঞ্চার হইয়াছে, ব্রহ্মসনাতনী দৈববাণী নারয়ণী আপনিই তোমার কণ্ঠবাসিনী হইয়াছেন। জ্ঞানারুণ কিরণে ভক্তিসলিলে তোমার হৃদয়রাজীব প্রফুল্ল হইয়াছে, আত্মা তোমাকে প্রসন্ন হইয়াছেন, এইক্ষণে তুমি তাঁহাকে স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কর। বাসনা-রজনী প্রভাত হওয়াতে বৈরাগ্য আসিয়া তোমার মনের রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। আর তোমার কোন চিন্তা নাই।

মন।

(প্রেমাশ্রুপাত।)

ও—মা সরস্বতি! আমি তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে কৃতার্থ হইলাম, আমার মস্তকে পদধূলি প্রদান কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

বৈরাগ্য।

গীত।

ওরে মন! কেন মিছে কাল হর রে।
কেন মিছে কাল হর, জপ হর হর,
কর কর কর সুজন সঙ্গ।

প্রমাদ ঘটিবে দংশন করিলে,
কুটিল কুজন কালভুজঙ্গ ॥

ধূয়া।

স্ববশে রাখিয়া ইন্দ্রিয় চালরে,
প্রবল কোরো না রিপুতরঙ্গ।
অহিত জানিয়া রহিত কররে,
রতিরাসরস রমণীরঙ্গ ॥
প্রমাদপ্রমোদে পরশপাতকে,
পাশেতে-পতিত মূঢ়-মাতঙ্গ।
প্রকৃতি প্রভাবে প্রাপণ (১) প্রমাদে,
প্রবল-পাবকে পোড়ে পতঙ্গ ॥
কৌশল করিয়া কিরাতকুমার,
কাননে কেমন করে কুরঙ্গ।
বেণুর বাদনে ব্যাধের বন্ধনে,
শ্রবণদোশেতে মরে কুরঙ্গ ॥
কমলে কমল কাননে কুসুম,
তাহাতে না হ'য়ে পুলক অঙ্গ।
ঘ্রাণের আমোদে কেতকীকণ্টকে,
লোচনবিহীন হ'তেছে ভুজঙ্গ ॥
রসনা দোষেতে বড়শী গিলিছে,
প্রাণে মরে মীন নাহি আতঙ্গ।
পোড়া-লোভে পুড়ে ফাঁদে পোড়ে কাঁদে,
গগনবিহারী বহু বিহঙ্গ ॥
দিন হ'লো গত কত আর র'বে,
হয়েছে বিকল সকল অঙ্গ।
এখন' তোমার হৃদয়-আকাশে,
উদয় হ'লো না·বোধ-পতঙ্গ (২) ॥
ধন-পরিজন গহন-নগর,
সমভাবে সবে কর অপাঙ্গ।

বিবেক উদয় হইবে যখনি,
তখনি জানিবে মিছে আসঙ্গ ॥
ভাবেতে ভাবরে ভবানীভাবক,
ভবের ভাবনা দেহরে অঙ্গ।
সাধক সহিত সাধনা সমাজে,
সুখেতে সাধরে সাধু প্রসঙ্গ ॥
বিরল-বিপিনে বসিতে না পার',
একাকী আপনি হ'য়ে অসঙ্গ।
যেখানে সেখানে স্মর স্মরহর,
শশাঙ্কশেখর শিব-শ্বেতাঙ্গ ॥
অরির করেতে, শরীর সোঁপোনা,
হরির ধ্যানেতে হোয়ে কৃতাঙ্গ।
যোগেতে জপেতে জীবন যাপন,
জাগরণে যাগে: যামিনী সাঙ্গ ॥
যতদিন ভবে রবে তুমি মন,
নিকটে না আসে যেন অনঙ্গ।
অনঙ্গ-মথন চরণ সেবিলে,
অনঙ্গে মিশাবি হ'য়ে অনঙ্গ ॥

যখন তোমার হবে যেরূপ সময়।
সমভাবে প্রভুপদে, প্রেম যেন রয় ॥
তাহে পাবে সত্যসুখ, বনবাসে গেলে
নতুবা সন্তোষ নাই, ইন্দ্রপদ পেলে ॥

ঈশ্বর সাধনা করি, যদি হয় দুখ।
তার কাছে কিছু নয়, সম্পদের সুখ ॥
ঈশ্বর সাধনা বিনা, যদি হয় সুখ।
সেই সুখ, সুখ নহে, ঘোরতর দুখ ॥

পরমাত্মা তব গৃহে, বিরাজিত একা।
সহজে সহজে তুমি, নাহি পাও দেখা ॥
লেগেছে তোমার মনে, অতিশয় দিশে।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে, তত্ত্ব পাবে কিসে?

---

(১) প্রাপণ—নেত্র।
(২) পতঙ্গ—সূর্য্য।

জননীর জঠর-অনলে দশ মাস।
মনে কর কিরূপেতে, ক'রেছিলে বাস
সে অনলে যে দিয়েছে, সুশীতল কায়।
ওহে মন, প্রণিপাত, কর তাঁর পায়॥

গীত।

ওরে মন,	ভয় কর কারে।
ভ্রমময় ভাবভরা,	এ ভব সংসারে॥
যাহারে করিলে ভয়,	ভবভয় নাহি রয়,
শুধুমাত্র মনে মনে,	ভয় কর তারে।
শুদ্ধ হ'য়ে শান্তিরসে,	মনেরে রাখিয়া বশে,
চালনা করিলে দশে,	কে ছুঁইতে পারে।
ধর্ম্মে যদি মতি রয়,	তবে আর কা'রে ভয়,
ভয়েতে পলাবে ভয়,	দেখিয়া তোমারে।
বল বল সত্য-বল	বল বল সত্য বল,
সত্যপথে সদা চল,	ল'য়ে বাসনারে॥
ভ্রমকূপে উলনারে,	আশাদোলে ঢুলনারে,
কা'র বাক্যে ভুলনারে,	বলি বারে বারে।
দ্বেষাদ্বেষ লোক ভয়,	মতামত যত হয়,
জ্ঞান অস্ত্রে সমুদয়,	কাটো একেবারে॥

—

ঘোরতর অভিমানি,	বুদ্ধিমানগণ।
অহঙ্কারে মত্ত তাঁরা,	প্রভু যাঁরা হন॥
অজ্ঞানেতে অভিভূত,	আর যত জন।
কার কাছে করি তবে,	সুকথা শ্রবণ॥

সরল স্বভাবে যেই, পূজে সদা হর।
সে আমার প্রিয়তম, কভু নয় পর॥
জাতি, কুল, জিজ্ঞাসায়, নাহি প্রয়োজন।
যে ভজে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের জন॥
পরিণামে হরিনাম, বিফলে না যায়।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে, সে ভাবে সে পায়

নাম আর ভাষার, প্রভেদে কিবা করে।
ভক্তি আর প্রেমধন, রাখহ অন্তরে॥
প্রভু প্রেম-পীযূষ, যে পান করে সুখে।
নিরন্তর বিভু-গুণ, গান করে মুখে॥
গদগদ ভাবে করি, মানস মোহিত।
দাস হ'য়ে বাস কর, তাহার সহিত॥

রাগ নাই দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোনা আর ধুলি লাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু, ব'লে তার, সবে গায় যশ॥
সাধু সাধু, সাধুরব, অনেকেই কয়,।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফল, শাদা সমুদায়।
কদাচিত দুই এক, কৃষ্ণবর্ণ হয়।

আপনারে জ্ঞানি বোলে, দিত পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্তি অতিশয়॥
যথা, অসি মাত্র কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীতে, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

—

ন্যায় আর যুক্তিহীন, শাস্ত্র যত হয়।
শাস্ত্র নামে, সে সবার, মিছে পরিচয়॥
জ্ঞানরূপ কুসুমের, গন্ধ যাতে নাই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয় ভাই॥
যাহাতে মনের ভ্রম, যায় একেবারে।
সকলের সার শাস্ত্র, শাস্ত্র বলি তারে॥

যা পড়িলে ভেঙে যায়, সংসারের নাট।
পোড়ো হ'য়ে সকলেতে, পড় সেই পাঠ॥

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায়, যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করহ সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন॥
তবে হয় রোগির, রোগের নিবারণ।
যত্নযোগে যদি করে, ঔষধ সেবন॥
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ করা, বিশেষ বিহিত॥
জ্ঞানরূপ ঔষধ, করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ-ভোগ, থাকিবেনা আর॥

শত শত শাস্ত্র পড়ে, নাদি সার জ্ঞান।
হরি হরি মুখে বলে, নাহি করে ধ্যান॥
মিছে তার জপ, তপ, সাস্ত্র সমুদয়।
বাহিরে সুন্দর শোভা, মলিন-হৃদয়॥
বর্ণবোধ কিছু নাই, নাহি পড়ে পুথি।
সরল অন্তরে করে, ভগবানে স্তুতি।
রাগ, দ্বেষ, অভিমান, করে পরিহার।
সে আমার গুরু, আমি, শিষ্য হই তার॥

বহুবীর বধকারী, শূর সেই জন।
তৃণ সম জ্ঞান করে, আপন জীবন॥
যোগযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়, যোগি ব্রহ্মচারী।
তৃণ সম জ্ঞান করে, সুরূপসী নারী॥
জ্ঞানের বিভাস যার হৃদয়ে উদয়।
তৃণ সম জ্ঞান করে, শাস্ত্র সমুদয়॥
অন্তরেতে কিছুমাত্র, আশা নাই যার॥
তৃণ সম জ্ঞান করে, অখিল সংসার॥

নিরন্তর মরিতেছে, করি ধন ধন।
এতই ব্যাকুল কেন, ধনের কারণ॥
স্বভাব সৃজিত সব, অভাব কি তার।
অতএব, হাহাকার, কোরোনাক' আর॥
দয়াময় বিধাতার, দয়া দেখ সবে।
অনাহারে কেহ নাহি, রহে এই ভবে॥
প্রসূত হইলে সুত, তখনি তাহার।
জননীর স্তনে হয়, দুধের সঞ্চার॥
সেই ক্ষীর পান করি, মন করে স্থির।
ক্রমেই বাড়িতে থাকে, শিশুর শরীর॥
অতিশয় যত্ন করি, ধন যাতে হয়।
মনেরে অস্থির করা, ভাল কিছু নয়॥
ধন ধন, উপার্জ্জন, সে কেবল রোগ।
সহজে যা প্রাপ্ত হও, তাই কর ভোগ॥
অজগর সাপ দেখ, অচল শরীর।
এক ঠাঁই পোড়ে থাকে, না হয় অস্থির॥
উপবাসে কভু নাহি, যায় তার প্রাণ।
ঈশ্বর বাঁচান্ তারে, খাদ্য করি দান॥
যে সকল পাখি করে, আকাশে চরণ।
অনায়াসে করিতেছে, আমিষ ভোজন॥
জলে চরে জলচর, নাহি মরে দুঃখে।
সেখানেতে রীতিমত, খাদ্য পায় সুখে॥
কাননেতে যে সব পশু, করিতেছে বাস।
সেখানে তাদের বিধি, দিতেছেন গ্রাস॥
মশা, মাচি, পিঁপীড়া, প্রভৃতি কীট যত।
অনাহারে কারো প্রাণ, নাহি হয় হত॥
স্বভাবের সদাব্রত, বিবিধ প্রকার।
নিরন্তর ভরা আছে, ভবের ভাণ্ডার॥
অপার কৃপার নিধি, করুণাসার।
অপার করুণা তাঁর, সবার উপর॥

নিরপেক্ষ নিরামন, দয়ার নিধান।
যে যেমন পাত্র তারে, সেইরূপ দান॥
তোমায় এ দেহ যিনি, ক'রেছেন দান।
করিবেন নিত্য তিনি, জীবিকা বিধান॥
মন যদি থাকে সেই, বিধাতার পায়।
কখন' পাবনা দুখ, ভাবনা কি তায়॥
তুমি কেন দুখ পাও, ধন আহরণে।
আপনি ব্যাকুল তিনি, তোমার কারণে॥
ধন, তুমি ভাবিয়াছ, সুখের আধার।
একবার ভেবে দেখ, নরের ব্যাপার॥
ধনে যদি সুখ হয়, ধনবান যারা।
দিবানিশি, ভেবে ভেবে, কেন হয় সারা॥
ধনে যদি অবিচ্ছেদে, সুখ দিতে পারে।
কেন তারা দুঃখ পায়, অশেষ প্রকারে॥
সুখ বল, দুখ বল, হেতু নয় ধন!
কেবল তাহার হেতু, একমাত্র মন॥
এই মন সুখি হয়, দুখি এই মন।
তখন সেরূপ ভাব, যখন যেমন॥
মনে যদি দুখ হয়, বিশেষ কারণে।
কখন' হবেনা সুখ, কুবেরের ধনে॥
যে সময়ে সুখি হবে, আপনার ভাবে।
ধূলায় শয়ন করি, ইন্দ্রপদ পাবে॥
মনোহর বাস আর, সুচিকণ বাস।
গজ, বাজী, মণি, মুক্তা, দাসী আর দাস॥
এ সকল সুখের, কারণ কভু নয়।
অধিকন্তু, কালভেদ, দুঃখকর হয়॥
মন হ'লে বশীভূত, সকলি কুশল।
ত্রিভুবন ক'রে সেই, নিজ করতল॥
কাজ নাই, মণি, মুক্তা, দাসী আর দাসে।
কাজ নাই, হাতী, ঘোড়া, অট্টালিকাবাসে।
কাজ নাই, কর্পূরবাসিত, বাসি নীর।
কাজ নাই, সর, ননী, ছানা, আর ক্ষীর॥
সম্ভোগের কিছুতেই, নাই প্রয়োজন।
বশে এসে, অনুকূল, যদি হয় মন॥

তরুতলে বাস করি, সুখ পাব কত।
শাক আর অন্ন খাব, অমৃতের মত॥
বিভব করিব জ্ঞান, তৃণের সমান।
আপনি করিব রক্ষা, আপনার মান॥
ভবের যে শেষ খেলা, সুখেতে খেলিব।
সুখ, দুখ, উভয়েরে, পায়েতে ঠেলিব॥
মনের মতন, মন হ'লে একবার।
স্বভাব সভাবে রবে, ভাবনা কি আর॥
ধনাগম-তৃষ্ণা যেই, করে পরিহার।
দেবতা বলিয়া আমি, পূজা করি তার॥
ধন-ভোগ পাপ-তৃষা, ক্ষুধা যদি হয়।
ধনী আর দরিদ্রেতে, প্রভেদ কি রয়॥
আশার অধীন হ'য়ে, ভ্রমে যেই নর।
দাস্য এসে চড়ে তার, মাথার উপর॥
ধন-ভোগ, ঘোর রোগ, বিষম বিকার।
ইচ্ছামত অর্থ লাভ, কবে হয় কার॥
প্রবৃত্তির বশ হ'য়ে, বাক্যে শুধু আশা।
নিবৃত্তি না হয় কভু, ধনের পিপাসা॥
আশাতেই আশা বাড়ে, না হয় সংহার।
এর চেয়ে দুখ ভাই, কিছু নাহি আর॥
মনে কর, কত দুখ, অর্থ উপার্জ্জনে।
সেই ধন নষ্ট হ'লে, কষ্ট কত মনে॥
ধনেতে জন্মায় মোহ, মোহে যায় মান।
এই ধন কিসে তবে, সুখের নিধান॥
ধন পেয়ে, ধনী হ'য়ে, সদা এই ভাবে।
ক্ষণমাত্র ঘুম নাই, "কিসে রক্ষা পাবে"॥
জল, খল, অনল, তস্কর, মহীপাল!
কখন হরিয়া ধন, ঘটায় জঞ্জাল॥
প্রতিক্ষণ, সেইরূপ, ভীত ধনিচয়।
প্রাণিমাত্র করে যথা, শমনের ভয়॥
ধন পেয়ে, মন ভাল, কবে হয় কার।
ধনমদে সকলেই' করে অহঙ্কার॥
জানেনা বিষয় গেলে, সকলি বৃথায়।
অহঙ্কার, অভিমান, রহিবে কোথায়॥

মানুষের ভাগ্য তথা, ভাঙে আর গড়ে।
কর-যোগে ভাঁটা যথা উঠে আর পড়ে॥
সুখ, দুখ, যখন, হইবে উপস্থিত।
আনন্দে সম্ভোগ করা, হয় সুবিহিত॥
কভু সুখ, কভু দুখ, হয় সংঘটন।
অবস্থা চক্রের ন্যায়, করিতে ভ্রমণ॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা, যার রতমন।
ধনের চেষ্টায় তার, নাহি প্রয়োজন॥
ধর্ম্ম কিছু, ধনের অধীন, কভু নয়।
সহজেতে হয় ভাল, না হয় না হয়॥
মন যদি মত্ত হয়, ধন উপার্জ্জনে।
ধর্ম্মের সঞ্চয় তবে, হইবে কেমনে॥
পাঁকেতে পতিত হ'লে, অঙ্গ হয় কালো।
কাদা-মাখা, ভাল নয়, শাদা থাকা ভাল॥

বেদান্তদর্শন।

হে বৎস মন! তোমার পুত্র "বৈরাগ্য" আগমন করিয়াছেন, তুমি একবার স্বচক্ষে ইহাঁর প্রতি দৃষ্টি কর।

বৈরাগ্য।

(অতিশয় নম্রভাবে প্রণত হইয়া।)

হে পিতঃ! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত করি।

মন।

(আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ।)

হে পুত্র বৈরাগ্য! বাপু তুমি চিরজীবি হও, তোমার জন্মমাত্রেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলাম। আহা, কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। অদ্য তোমার মুখ দেখিয়া আমার সেই সকল দুঃখ দূর হইল; এসো বাবা, আমার বুকের উপর বোসো।

বৈরাগ্য।

হে পিতঃ! আমাকে প্রসন্ন হও, আমি আপনাকে আলিঙ্গন করিতেছি।

মন।

বাপু,—তোমার আলিঙ্গনে এইক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এক অজ্ঞাত অপরিচিত অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হইল।

বৈরাগ্য।

পণ্ডিতদিগের শোকের সম্ভাবনা কি? বিষয় বিভব, পিতা, পুত্র, প্রিয়া প্রভৃতি পরিজন, বন্ধু, বান্ধব এবং শরীর, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহা ত চিরকাল অচিরস্থায়িরূপেই প্রসিদ্ধ আছে। যেমন পথিপুঞ্জের পথের সহিত সম্বন্ধ,—যেমন নদীনীরে ভ্রাম্যমান বৃক্ষব্যূহের নদীর সহিত সম্বন্ধ,—যেমন আকাশের সহিত মেঘের সম্বন্ধ,—এবং যেমন নৌকাপথে সমুদ্রের সহিত বণিকবৃন্দের সম্বন্ধ, ইহাও অবিকল সেই প্রকার হইয়াছে।

রামপ্রসাদী সুর।

(অর্থাৎ রামপ্রসাদ সেনের সুরে এই কয়েকটী গীত রচিত হইল।)

অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে, "অহং" গীত্ টী
গেওনারে।

ওরে, মোহ-মেঘের অন্ধকারে, মনে আকাশ
ছেওনারে ॥

অন্তরা ।

যে ভূতে পেয়েছে তোমায়, সে ভূতে আর
পেওনারে ।
এই নিরানন্দ নদীর নীরে, আর তুমি মন্
নেওনারে ॥
নরক্ভরা নারীর্ শরীর্, সে দিকেতে
চেওনারে ।
ম'জে মিথ্যে প্রেমে, সুধাভ্রমে, স্বহস্তে বিষ
খেওনারে ॥
দেহি দেহি ব'লে গৃহের দ্বারে, হাত্ পেতে
আর চেওনারে ।
ওরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্, ধনের ধাঁদায়,
বাসনাজলধিজলে, বিষয়তরি,
বেওনারে ।
সুখে আপন্ বাসে, থাক ব'সে,
কারো বাড়ী যেওনারে ॥

ঐ ঐ

মন্ ভাব তারে মনে মনে ।
কেন মিছে মিছি, ঘুরে মরিস্,
মন্ ভাব তারে মনে মনে ॥
যারে না জান্তে পেরে মহাযোগী,
শিব্ বসেছেন্ যোগাসনে ॥

অন্তরা ।

বাহিরের ধন্, নয় সে রতন্,
কোথা পাবি ত্রিভুবনে ?
সে ভাবের ঘরে আপনি চরে,
যায়না দেখা পাপ্ নয়নে ॥

বেদ্ বিহিত শাস্ত্র যত,
সদা রত অন্বেষণে !
সেই বাসব, কেশব, ভব,
পরাভব নিরূপণে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার বিচার,
কাজ্ কিরে সে আলাপনে ॥
ছেড়ে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম,
মজরে তার শ্রীচরণে ।
ব্যক্ত ক'রে ডেকে ডেকে,
পাবি কিরে, গুপ্তধনে ॥
সদা গুপ্তগৃহে গুপ্ত থাকে,
ব্যক্ত হবে সে কেমনে ।
কহিছে ঈশ্বর গুপ্ত,
ভক্তিহীন অন্ধ গণে ।
সে যে ভক্তিধনে অনুরক্ত,
শক্ত নহে ভক্তজনে ॥

ঐ ঐ

মহামোহের মোহ ছেড়ে,
মন্ যদি হও, মনের্ মত ।
তবে বিনা যত্ন, মহারত্ন,
সুখে করি হস্তগত ॥

অন্তরা ।

আশাত্যক্ত যোগেযুক্ত,
জীবন্মুক্ত, যোগি যত ।
তোর ভক্তি দেখে মুক্তি এসে,
আপনি হবে পদানত ॥
করে ধরি জ্ঞানের অস্ত্র,
কেটেফেলো, শাস্ত্র যত ।
আর মত্ত হ'য়ে মেনোনারে,
নানা মুনির নানা মত ॥ ২

সর্ব্বঘটে বিরাজ করে,
যারে বলে সর্ব্বগত।
মন্ শুদ্ধ মনে, শুদ্ধরে তার্,
হোয়ে থাকো অনুগত॥ ৩
কর্ম্মভোগের ভোগায় ভুলে,
হওনারে কর্ম্মে রত।
করে কর্ম্ম যারা, মর্ম্মহারা,
ধর্ম্মদোষে ধর্ম্মহত॥ ৪
ভবঘোরে ধাঁদা লেগে,
বাঁধাপোড়ে রবে কত।
হ'লে ভবঘুরে, ভব ঘুরে,
বেড়াবিরে ক্রমাগত॥
ঘুম্‌পাড়ানী-মাসী পিসী,
ঘুম্ পাড়াচ্ছে অবিরত।
সেই মায়ামাসীর কোলেতে আর,
হওনারে নিদ্রাগত।
"জাগরণে ভয়ংনাস্তি"
জেগে কর, আয়ু গত।
ওরে ব্যক্ত হওয়া ভাল নয়রে,
গুপ্ত থাকাই অভিমত॥

মন।

হে দেবি সরস্বতি! প্রাণাধিক প্রিয়তম "বৈরাগ্য" অতি উত্তম কথা কহিতেছেন; সকলি সত্য বটে, এই বাক্যে সংপ্রতি আমার মনের তমোগুণরূপ ভ্রমান্ধকার বিবেকরূপ প্রভাকরের খরকর প্রহারেই একেবারে সংহার প্রাপ্ত হইল। সেই সমস্ত কুঞ্জরগামিনী-কুটিল-কটাক্ষ-কারিণী-কুরঙ্গনয়নী কামিনী,—মধুকর-ঝঙ্কারিত-বিচিত্র-বকুলবৃক্ষ-বিরাজিত বিনোদ বন উপবন,—কলরবকুল-কূজিত-কমনীয় কুঞ্জ-কানন'—ললিত-লবঙ্গ-লতাবলম্বিত বিহঙ্গব্রজের মধুর ধ্বনি,—এবংসুশীতল সরোবরতট-রাজিত নবমল্লিকা,—কামিনী, চম্পক, কদম্বের সুবাসা-মোদি মৃহুমৃহু অনুকুল সমীরণ,—এই সমুদয় কামোদ্দীপক ব্যাপারকে অদ্য আমার চিত্ত "মৃগতৃষ্ণা', স্বরূপ জলধি-জলের ন্যায় কেবল ভ্রান্তিমাত্র দর্শন করিতেছে।

সরস্বতী।

হে বৎস! অধুনা যদ্যপিও তোমার অন্তঃ-করণ বিবেকের দ্বারা বিষিষ্টরূপেই বিশুদ্ধ হইয়াছে, তথাচ গৃহি ব্যক্তির গৃহিণী ভিন্ন গৃহাশ্রমে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থান করা কর্ত্তব্য হয়না, অতএব অদ্য দিবশাবধি তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী গৃহিণী নিবৃত্তি-দেবীকে লইয়া সংসারী হও।

মন।

(কিঞ্চিৎ লজ্জার উদয়। ঘাড়্ হেঁট করিয়া।
যেআজ্ঞা দেবি।)

সরস্বতী।

এই শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি পুত্রেরা তোমার নিকটেই অবস্থাম করুক।—যম, নির-মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সেবা করুক। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবীর প্রেরিতা ক্ষমা, করুণা মুদিতা, মৈত্রী, এই চারি ভগিনীকে তুমি যথাসম্ভব সমাদর সহযোগে আপনার নিকটে রাখ, এবং তোমার অনুকম্পায় বিবেকও উপনিষদ্দেবীর সহিত "যৌবরাজ্যে" অভিষিক্ত হউক।

মন।

হে. দেবি! আমি তোমার এই সকল আজ্ঞাকে মস্তকের মুকুট করিলাম।

সরস্বতী।

(মনকে কোলে করিয়া।)

হে পুত্র! এই যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সকলকে তুমি প্রসন্ন হইয়া শুভদৃষ্টি কর। এইক্ষণে তুমি সর্ব্বরাজ্যেশ্বর হইলে, চিরজীবি হইয়া ইহাদিগের সহিত সুখে সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর, তুমি সুস্থ-শরীরে স্থির হইলেই "আত্মা" স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ব্বে তোমাকে সকল কথাই উপদেশ করিয়াছি, বন্ধ এবং মোক্ষ, এই উভয়ের কারণ কেবল তুমিই হইয়াছ। তুমি যদি বিষয়বাসনা হইতে একেবারে বিরত হও, তবে আত্মা আর কোনমতেই বদ্ধ হয়েন না, নিত্যসুখ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অহং সুখী, অহং দুঃখী, এরূপ অভিমান পরিহার পূর্ব্বক স্বরূপ ধারণ করেন।

মন।

হে দেবি! আমি সর্ব্বতোভাবেই সুস্থ হইয়াছি, এককালীন স্থির হইলাম, এইক্ষণে আত্মা নির্ব্বিঘ্নে নিত্যানন্দ সাগরে নিমগ্ন হউন। আজ্ঞা করুন, আমরা মহামোহ প্রভৃতির তর্পণ করণার্থ তরঙ্গিণীতটে গমন করি।

[তদনন্তর বেদান্তদর্শন এবং মন প্রভৃতি সকলে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

[ইহার পর জীবন্মুক্তি হইবে।]

ইতি পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(অর্থাৎ প্রবোধ উৎপত্তি।)

শান্তির নাট্যশায় আগমন।

শান্তি।

মহাবাজ বিবেক বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে জয়ী হইয়া আমাকে গোপনে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন, "হে বৎসে শান্তি!—যদিও এই সমস্ত বিষয় তোমার অগোচর কিছুই নাই, তথাচ এক কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, সংপ্রতি কাম ক্রোধাদি সন্তান সমূহেব মরণ জন্য আমাদিগের পিতা সর্ব্বরাজ্যেশ্বর মন হীনমোহ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, একারণ তিনি চাপল্য-শূন্য হইয়া স্থিরভাব ধারণ করাতে অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ এবং বিষয়া-ভিনিবেশ এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশপাপ হইতে মুক্ত হওয়াতে আত্মা শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তারার্থ সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছেন, অতএব অধুনা শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী যেখানে থাকেন তুমি তথা হইতে তাঁহাকে যথাযোগ্য আহ্বান করিয়া আমার নিকট শীঘ্রই আনয়ন কর"—

আমি রাজাজ্ঞা শিরোভূষণ করিয়া ভগবতী বিষ্ণুভক্তি জননীব আদেশ ক্রমে উপনিষদ্দেবীব নিকটে গমন করিতেছি।

চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক।

হাঁ—ঐ, যে, দেখি—আমার মাতা শ্রদ্ধা অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনেমনে কোনরূপ মন্ত্রণা করিতে করিতে একাকিনী এই দিকেই আগমন করিছেন, বড় আনন্দের বিষয়।

শ্রদ্ধা।

(আনন্দচিত্তে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে।)

আহা! কি আহ্লাদ!—কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ!—যেমন নিদ্রাঘ-কালে নবীননীল-নিবিড়-নীরদ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক সকল সুখি হইতে থাকে,—যেমন শরৎকালে পূর্ণেন্দু সুধাকরের সুবিমল শ্বেতশরীরের শোভা সন্দর্শনে চকোর, নিকর হর্ষে পরিপূর্ণ হইতে থাকে,—যেমন সুচারু সৌন্দর্য্য দর্শনে বিহঙ্গব্যূহ অত্যন্ত

আনন্দিত হইতে থাকে,—সেইরূপ অদ্য চির-কালের পর রাজকুলেরস্থির সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখি হইতেছে,—যে স্থলে অসতের বসতের সম্ভাবনা না থাকে সেই স্থলই স্থল,—অসাধুর বিগ্রহ নিগ্রহকারি শম দম প্রভৃতি যে স্থলে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেই স্থল ভিন্ন আত্মারাধনার উপ-যুক্ত পবিত্র স্থল আর দেখিতে পাইনা।

শান্তি।

(নিকটে গিয়া।)

ওমা! তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ! কোথায় গমন করিতেছ?

শ্রদ্ধা।

আহ্লাদে গদগদ হইয়া শান্তির মুখচুম্বন পূর্ব্বক।

ও-বাছা!—অদ্য আমার আর আনন্দের পরিসীমা নাই, রাজকুল দর্শনে চিরকালের দুঃখ একেকালেই দূর হইল।

শান্তি।

ও-মা!—বল বল,—ভবপতি আত্মার সংপ্রতি মনের প্রতি কিরূপ প্রীতি।

শ্রদ্ধা।

ও বাছা!—তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে,—মনের প্রতি আত্মার আর প্রীতি হওনের সম্ভাবনা কি!—মনের সহিত তিনি আর কোন প্রকার সম্বন্ধ-গন্ধ রাখেন না, যেহেতু এইক্ষণে আত্মা অবিদ্যা, মমতা, রাগ দ্বেষাদি পঞ্চ প্রকার ক্লেশ রহিত হইয়া শান্তিরস-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়াছেন।

শান্তি।

মাগো! তবে কি জগতের স্বামী আত্মা এই সুখের রাজত্ব স্বয়ং সংহার করণে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রদ্ধা

ও মা!—লক্ষণখানা সেইরূপ বটে, কিন্তু সেই মন যদিস্যাৎ এখন আত্মার সহিত অনুগত্য করিয়া আশ্রিত হইয়া থাকেন, তবেই আত্মা সর্ব্বরাজ্যের সম্রাট্ অথবা স্বারাট অর্থাৎ শুদ্ধ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ হইবেন।

শান্তি।

তোমার কথায় মাগো, জুড়াল জীবন।
বল বল বল শুনি, সার বিবরণ॥
এখন করেন আত্মা, কিরূপ ব্যাভার।
মায়ার উপরে মায়া, কিরূপ প্রকার॥

শ্রদ্ধা।

ওরে বাছা! সবিশেষ, শুন বলি তবে।
মায়ায় আত্মার মায়া, কিসে আর হবে॥
সত্যের সঞ্চারে কেবা, মিথ্যা আর রাখে।
প্রকাশের প্রকাশে কি, অন্ধকার থাকে॥
সকল পাপের বীজ, সর্ব্বনাশী মায়া।
ভুলাতেছে এই ভবে, প্রকাশিয়া মায়া॥
ভ্রান্তি ছেড়ে শান্তিসুধা, খেয়েছেন যিনি।
আর কি মায়ার ছায়া, মাড়াবেন তিনি॥

শান্তি।

যদি এমন্ ব্যাপার যদি এমন্ ব্যাপার।
রাজকুল কিরূপেতে, রক্ষা পায় আর॥
ইথে কিরূপ সম্ভবে, ইথে কিরূপ সম্ভবে।
বল বল, বল মাগো, কি হবে, কি হবে॥

শ্রদ্ধা।

হে প্রাণাধিকে, তবে শুন। নিত্যানিত্য বিবেচনা, বৈরাগ্য,—যম নিয়মাদি।—মৈত্রী, মুদিতা, ক্ষমা, করুণা, এই চারি ভগিনী এবং মুক্তীচ্ছা, ইহরাই এইক্ষণে-যথা প্রথাক্রমে সর্ব্বগত করিবেন।—যিনি "নিত্যানিত্য-বিবেচনা" তিনি আত্মার "সহধর্ম্মিণী"। "বৈরাগ্য,, এক মাত্র সুহৃৎ। "যম নিয়মাদি,, সহায়,—"ক্ষমা, করুণা,, প্রভৃতি পরিচারিকা, আর "মুক্তীচ্ছা,, সহচরী হইবেন। এবং মোহ, মমতা, সঙ্কল্প,—ও সঙ্গ প্রভৃতি শত্রু সকল বিনাশের গ্রাসে পতিত হইবে।

শান্তি

ভাল মা,—আমি জিজ্ঞাসা করি, সংপ্রতি জগতেরপতি আত্মার সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সদ্ভাব।

শ্রদ্ধা।

হে পুত্রি!—যখন বৈরাগ্য প্রভৃতি আত্মার সহকারিতা করিতেছেন তখন আর ধর্ম্মের সহিত কি সম্বন্ধ আছে। কিছুই নাই,—তিনি ইহলোক, পরলোক উভয় লোকের সুখসম্ভোগ সংযোগ সংহার পূর্ব্বক কামনা-কণ্টক উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং নিষ্কাম হইয়াছেন, সুতরাং আর ধর্ম্মই কি এবং অধর্ম্মই কি!—যাহাকে তুমি ধর্ম্ম বল, সেই ধর্ম্মই আত্মার মোক্ষের ইচ্ছায় আপনাকে আপনি চরিতার্থ মানিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রস্থান করিতেছেন।

শান্তি।

অধুনা, মহামোহের অবস্থা কিরূপ! সে কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে।

শ্রদ্ধা।

ও বাছা!—এ বড় হাসির কথা। যে স্বভাবত খল, সে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল হইলেও কখন আপনার খলতা-রোগ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেই পাপাত্মা মহামোহ যদিসাৎ সম্যক্ প্রকারেই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাচ অদ্যাপি দুরাশা হইতে ক্ষান্ত হয় নাই, ইদানীং ঐ দুর্নিবার দুরাচার, নির্ব্বিকার-আত্মার মনে পুনর্ব্বার মায়ার বিকার বিস্তার করণ কারণ মধুমতীর * সহিত উপসর্গ † সকলকে চালনা করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ষড়যন্ত্রে যদি আত্মা মধুমতী প্রভৃতির ইন্দ্রজালে জড়িত হয়েন, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভ্রান্ত হইবেন, তাহা হইলেই আর "বিবেক" এবং উপনিষদ্দেবীকে স্মরণ করিবেন না, সেই স্মরণের অভাবেই প্রবোধ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

ধর্ম্ম।—এই স্থলে সকাম ধর্ম্ম।

* মধুমতী।—সিদ্ধিবিশেষ।

যে সিদ্ধির অভিমানি দেবতা সকল এইরূপ বাক্য কহেন "এই স্থানে আগমন কর, এখানে আইলে পরম-সুখ ভোগ করিবে। এই স্থলে জরা নাই, মৃত্যু নাই। এই সমস্ত বিদ্যাধরীগণ সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিবে, এবম্প্রকার বাক্য প্রয়োগ দ্বারা উল্লেখিত দেবতারা যোগিপুরুষকে

শান্তি।

মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়া উপসর্গেরা কি প্রকার ছলনা করিতেছে।

শ্রদ্ধা।

মধুমতীর সংযোগে উপসর্গগণ আত্মার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বঞ্চনা-দ্বারা এইরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে।

যথা।

এসো এসো, প্রিয়তম, এসো এই স্থান।
দ্রব্যরস-রসায়ন, সুখে কর পান॥
মিছামিছি, কেন আর, দুখে কাল হর।
এসব সুন্দরী তুমি, সুখে ভোগ কর॥

নিরন্তর ছলনা করেন, যোগি যদি সেই বাক্য শুনিয়া তাহাতে রত হন তবে ভগ্নযোগ হইয়া পুনর্ব্বার সংসার-যাতনা ভোগ করেন, তাঁহার আর মুক্তি হয় না।

† উপসর্গ।—অষ্টযোগসিদ্ধি।
অর্থাৎ যোগেতে এইরূপ সিদ্ধি হয়।
কখন' সূক্ষ্মদেহ। ১
কখন' ক্ষুদ্রদেহ। ২
কখন' বৃহৎ। ৩
কাহারো অধীন না হইয়া স্বাধীন থাকা। ৪
আপনার অতিশয় মহত্ত্ব হওয়া।
সকলের শাসন করণ। ৬
সকলকে বশীভূত করণ। ৭
মনের মধ্যে যখন যেরূপ ইচ্ছার উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা সন্মুখে উপস্থিত হওয়া। ৮

দূরে হ'তে শুনে এই, কথা সমুদয়।
আত্মার আশ্চর্য্য ভাব, অন্তরে উদয়॥
ভারত, পুরাণ আদি, শাস্ত্র অনুরূপ।
রসভাবসমন্বিত, কাব্য নানারূপ॥
রসনাগ্রে সরস্বতী, করেন বিহার।
নবনব নানাপদ, হতেছে প্রচার॥
অভাব না হয় কিছু, ভাবের ব্যাপারে।
রচনা করেন সব, ইচ্ছা অনুসারে॥
স্বর্গ, মর্ত্য রসাতল, করিয়া ভ্রমণ।
সুমেরুর চারুচূড়া, করেন দর্শন॥
মধুমতী মোহে মুগ্ধ, দেবগণ যত।
আত্মারে আরোপ কথা, কহিতেছে কত॥
শঠতার সহযোগে, সুধার সম্ভাব।
অপরূপ ইন্দ্রজাল, প্রলোভ প্রকাশ॥
"হ্যাদে হে, পুরুষ, তুমি, পুরুষ প্রধান।
তোমার বাসের হয়, যোগ্য এই স্থান॥
আহার্য্য সৌন্দর্য্য বিনা, স্বভাবে সুন্দর।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন, পুরী মনোহর।
দেখ দেখ দেখ সব, অতি রমণীয়॥
এই সব বিদ্যাধরী, কান্তি কমনীয়॥
মঙ্গলের দ্রব্য করে, করিয়া ধারণ।
দেখনা তোমায় কত, করিছে যতন॥
হাব, ভাব, কেশ, বেশ, বেশ সমুদয়।
প্রেমের আধার আর, এমন্ কি হয়॥
স্বর্ণধূলীময় নদী, পুলিন সুন্দর।
নীরেতে নবীননীল, নলিন নিকর॥
এরূপ সুখের স্থান, নাহি ত্রিভুবনে।
এখনি অমর হবে, অমৃত ভোজনে॥
সর্ব্বসুখময় ধাম, স্বর্গের এ বাস।
যাহে রুচি, তাহে কর, পূর্ণ অভিলাষ॥

শান্তি।

ও-মা! এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া অভিমানি দেবতারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রদ্ধা।

হে প্রাণাধিকে!—মধুমতী এবং উপসর্গ প্রভৃতির এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া "মায়া" কহিলেন "এই ঘটনা অত্যন্ত আহ্লাদের ঘটনা বটে',—ইহাতে শ্লাঘা করাই কর্ত্তব্য, আর মন তাহাতে আনন্দিত হইয়াছেন, এবং সঙ্কল্পের দ্বারা যত্ন ও উৎসাহ-প্রাপ্ত আত্মাও বুঝি তাহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন।

শান্তি।

(খেদ পূর্ব্বক গালে হাত।)

গীত।

একিগো, একিগো, মাগো মাগো, ওমা,
এতো নহে মাগো, শুভ সমাচার।
বিষম-বিশাল-বিষয় বাসনা,
বিষেতে বিভুব ঘটিল বিকার॥
কেমনে কে মনে প্রদান করিল,
প্রবৃত্তি-প্রণয় পূর্ব্বসংস্কার।
জগতে-জনক যাতনা-জালেতে,
যতনে জড়িত হবে পুনর্ব্বার॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক,
কে আছে এমন, কারে বলি আর।
সর্ব্বমূলাধার হ'য়ে সর্ব্বসার,
সারেতে কিরূপে হতেছে অসার॥

শ্রদ্ধা।

ও-মা!—স্থির হও,—স্থির হও,—ভাবনার বিষয় কি?—আত্মা কখনই পুনর্ব্বার বিষয়বন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। মধুমতী-মিলিত উপসর্গ সকল সেই প্রকার শঠতা-ষড়জাল বিস্তার করিলে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক তাহাদিগের প্রতি কুটিল-কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রভুকে নিবেদন করিলেন,—হে আত্মন্! আপনি কি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই?—দেখুন-দেখুন্ এই তঞ্চকারি-পঞ্চপ্রিয় বঞ্চক-বৃন্দ আপনাকে পুনর্ব্বার বিষয়রূপ জ্বলদঙ্গারে দগ্ধ করিবার জন্য সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছে।—হে প্রভো!—আপনি সংসার-পারাবার পার হইবার নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নে যে যোগস্বরূপ নৌকার আশ্রয় লইয়াছিলেন,—অধুনা মদে মত্ত হইয়া তত্ত্ব ছাড়িয়া সেই তরি পরিহার পূর্ব্বক কি জন্য পুনরায় জ্বলদঙ্গার-সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছেন?—উক্ত পার্শ্বস্থিত তর্কের মুখ-নির্গত এতদ্রূপ সদুপদেশ-সূচক শব্দ শ্রবণে আত্মা সেই মধুমতী নায়িকার মুখাবলোকন না করিয়া এই মধুর বাক্য ব্যক্ত করিলেন, "আমি এক-কালেই বিষময়বিষয় রসে বিরক্ত হইলাম"।

শান্তি।

(হাস্যবদনে।)

সাধু সাধু,—আত্মা,—তুমিই সাধু,—ও-মা! —তুমি এখন কোথায় গমন করিতেছ?

শ্রদ্ধা।

আমাদিগের স্বামী আত্মা বিবেককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একারণ আমি তাঁহাকে আনিবার জন্য গমন করিতেছি।

শান্তি।

উপনিষদ্দেবীকে আনিবার নিমিত্ত মহারাজ

বিবেক আমার প্রতি অনুমতি করিয়াছেন, — দেবীকে এখনিই আনিতে হইবে, মা-তবে চল, আমরা মায়ে ঝিয়ে দুইজনেই রাজকার্য্য সাধন করি।

[তদনন্তর শ্রদ্ধা এবং শান্তি রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

প্রবেশক।

গীত।

আত্মার হইবে আত্মবোধ!
আর নাহি রাগ, দ্বেষ, লোভ, কাম, ক্রোধ।
নিজে পেয়ে নিজ-মর্ম্ম, স্বভাবে হতেছে শর্ম্ম,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, একেবারে শোধ।
মরেছে মনের রোগ, যোগের সুযোগ যোগ,
নাহি আর ভোগাভোগ, ভব-অনুরোধ।
বিবেকের সহকার, নাহি আর অন্ধকার,
হৃদয়-আকাশে চাঁদ, উদয় প্রবোধ॥

সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সর্ব্বময়-আত্মা স্বয়ং আগমন করিতেছেন, অতএব সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হও।

আত্মা।

(ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক।)

ধন্য সেই বিষ্ণু ভক্তি, মরি তার কিবা শক্তি,
মঙ্গলার মহিমা অপার।
যাহার করুণাতরী, সুখে আরোহণ করি,
হলেম সংসারনদী পার॥
যে নদী আপন বলে, মমতার পাপ-জলে,
করিতেছে তরঙ্গ বিস্তার।
সে পাকে পড়িলে পরে, বিপাকে সবাই মরে,
কিছুতেই না পায় নিস্তার॥
দারা, পুত্র আদি যত, জলচর শত শত
জলে চরে হিংস্রক সকল।
প্রবল প্রভাব-তরে, সতত দহন করে,
ক্রোধরূপ বাড়বঅনল॥
বিফল বিষয়-বশে, অসার সংসার-রসে,
এতদিন ছিলাম বিষাদে।
পাইয়া পরম-পোত, পাপ-আশা-খরস্রোত,
কাটিলাম দেবীর প্রসাদে॥

(শান্তির সহিত উপনিষদ্দেবীর রঙ্গভূমিতে আগমন।)

উপনিষদ্দেবী।

গীত

সখিরে—সাধে কি?—দুখের অনলে সদা,
দহিছে হৃদয়।
কখন' হ'লো না স্বামি সভাবে সদয়॥
অধিনী দুখিনী জনে, রাখিয়া বিরল বনে,
ভ্রমে নাহি করে মনে, এমনি নিদয়।
একাকিনী প'ড়ে রই, কে আছে কাহারে কই,
কারে করি অভিমান, কেবা কথা কয়॥
স্বামিপ্রতিকূল যারে, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে,
মিছে তার, এ সংসার, কিছু কিছু নয়॥

শান্তি।

হে কল্যাণি হে দেবী!—তুমিতো সমস্ত বিষয় জ্ঞাত আছ,—তোমার অগোচরত কিছুই নাই, তোমার স্বামি মহারাজ বিবেক তোমাতে

নিতান্তই অনুব্রত। তোমার অপেক্ষায় তিনি এক দৃষ্টিতে পথ চাহিয়া আছেন, কি করেন, ঘোরতর বিপদের সময়ে কি প্রকারে তোমার সহিত আসঙ্গ করিতে পারেন।

উপনিষদ্দেবী।

কি কব-গো শান্তি সখি, যত জ্বালা সয়েছি।
পাষাণে বেধেছি প্রাণ, বেঁচে তাই রয়েছি॥
নীচের অধীন হোয়ে, অধীনতা ল'য়েছি।
যাতনায় জরজর, মরমর হ'য়েছি॥
বহিবার নহে'ভার, সেই ভার ব'য়েছি।
কাতরেতে কত স্থানে, কত কথা ক'য়েছি॥
অভিমানে শাস্ত্রপথে, যত লোক চ'রেছে।
আমার দুর্দশা তারা, সকলেই করেছে॥
শরীরের সমুদয়, অলঙ্কার হ'য়েছে।
কাথার মুকুট নিয়া, চরণেতে পরেছে॥
হস্ত পদ ঠেলে ফেলে, কেশপাশ ধরেছে।
অনর্থে জানিয়া অর্থ, পোড়াপেট ভরেছে॥
জ্ঞান নাই, গুণ নাই, অহঙ্কারে মরেছে।
হরিয়া আমার ধন, নানাদেশে সরেছে॥
পাষণ্ডের অস্ত্রাঘাতে, কত রক্ত ক্ষরেছে।
নিরন্তর দরদর, দুটি-আঁখি ঝরেছে॥

শান্তি।

হে প্রিয় সখি!—এবিষয়ে তোমার স্বামি মহারাজ বিবেকের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, কেবল সেই পাপিষ্ঠ মহামোহ হইতেই এই সকল মহানিষ্ট ঘটনা হইয়াছে, দুর্জ্জনের দুরাচরণে মন এতকাল মোহমেঘে আচ্ছন্ন ছিলেন, সঙ্কল্পের অধীন হওয়াতে শুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রমাদে প্রমাদী হইয়া কালক্ষয় করিয়াছেন, একারণ উক্ত পাষণ্ডপতি মহামোহ স্বাভিমত সিদ্ধি করিয়া এতদিন তোমাকে বিবেকের নিকট আগমন করিতে দেয় নাই।—হে মানিনি কুলেশ্বরি! তুমি অভিমান পরিহার কর, তুমি সাক্ষাৎ সাবিত্রীস্বরূপা সাধ্বী, যাঁহারা পতিব্রতা কুলাঙ্গনা তাঁহরা পতির বিপদে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন,—অধুনা তোমার সতীত্বপ্রভাবে মহারাজ সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শত্রুসকলের সমূলে নিপাত হইয়াছে, এই সময় তোমার সুখ সম্ভোগের অতি সুসময়, অতএব এখন প্রচুরতর প্রেমপূরিত প্রিয়ালাপদ্বারা পরমপ্রিয়তম প্রাণেশ্বর পতিকে পরম পরিতোষ-পয়োধি নীরে নিমগ্ন কর।

উপনিষদ্দেবী।

হে কল্যাণি-শান্তি!—আমি যাবৎকালে আগমন করি, তখন পথের মধ্যে আমার বালিকা দুহিতা গীতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে বড় এক কৌতুকের কথা কহিয়াছে। গীতা কহিল, ও মা, আমি বুঝেছি, তুমি স্বীয় স্বামি এবং শ্বশুরের নিকট গমন করিতেছ, আমার পিতা বিবেক এবং পিতামহ আত্মা, এই উভয়কে তুমি বচনামৃত দ্বারা তৃপ্ত করিবে, তাঁহারা তোমার প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সুখি হইবেন, ভাল, এ মঙ্গলের বিষয় বটে, তাঁহারা তোমাকে যেরূপ অনুমতি করিবেন তাহা তুমি আহ্লাদপূর্ব্বক অবশ্যই করিবা। তাহাতে তোমার প্রবোধচন্দ্ররূপ পুত্রের জন্মলাভ হইলে আমার একটি সহোদর হইবে,,—হে সখি!—কন্যাটির কথা শুনিয়া গুরুজন শ্বশুর সমীপে গমন করিতে বড় লজ্জা হইতেছে।

শান্তি।

হে দেবী!—তুমি এ-কি কথা কহিতেছ?

তোমার লজ্জার বিষয় কি? তোমার এ কথা শুনিবার যোগ্যই নহে, কারণ ভগবতী বিষ্ণু-ভক্তি-দেবী বহুদিন পূর্ব্বেই এই সমস্ত বিবরণ বিবেক এবং আত্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, সখি চল চল, শীঘ্রই চল, তোমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন।

উপনিষদ্দেবী।

সজনি শান্তি!—আর কি করা যায়, তবে চল, তোমার কথাই রক্ষা করি,—শ্রীমতী বিষ্ণু-ভক্তি দেবীর আজ্ঞা কোনমতেই অবহেলন করিবার নহে।

[গদগদ-ভাবভরে মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে মরালের ন্যায় মন্দমন্দ গতি ভঙ্গিমায় শান্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন]

(শ্রদ্ধার সহিত মহারাজ বিবেকের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

বিবেক।

হে বৎসে শ্রদ্ধে!—সংপ্রতি শান্তি আমার প্রণয়িনী—উপনিষদ্দেবীকে কোথায় অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি সেই সমাচার কিছু অবগত আছ? শান্তি ত আমার প্রার্থিত বিষয়টি ভ্রান্তির পথে নিক্ষেপ করেন নাই! এত বিলম্ব কেন হইতেছে? বিলম্ব দেখিয়া ক্ষণেক্ষণেই আমার মনে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতেছে॥ উপনিষদ্দেবী কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন! শান্তি তাহার অনুসন্ধান কাহার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রদ্ধা

হে মহারাজ!—ভাবনা কি, কেনই এত ব্যাকুল হইতেছেন! শান্তির মনে কি কখন ভ্রান্তির উদয় হইতে পারে! সে কি কদাচ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে পারে! মন্দর-পর্ব্বত এখান হইতে নিতান্ত নিকট নহে, এজন্য বিলম্ব হইতেছে, আগত-প্রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি-দেবী শান্তিকে এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যে, "অধুনা তর্ক-বিদ্যার ভয়ে শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী মন্দর-নামক-পর্ব্বতে বিষ্ণুমন্দিরে গীতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে বাস করিতেছেন,,।

বিবেক।

তর্কবিদ্যার ভয়ে উপনিষদ্দেবী কি জন্য এবম্প্রকার ভীতা হইয়াছেন! তাঁহার ভয়ের বিষয় কি।

শ্রদ্ধা

মহারাজ!—স্থির হউন, সেই সমস্ত বিষয় আপনি উপনিষদ্দেবীর মুখেই শুনিতে পাইবেন, তিনি যখন আপনার নিকট আগমন করিবেন, তখন সাক্ষাতে সমুদয় ব্যক্ত করিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। সংপ্রতি আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, ঐ দেখুন, সর্ব্বস্বামী আত্মা, আপনার আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতেছেন।

বিবেক।

(আত্মার নিকট গমন করিয়া।)

হে সর্ব্বেশ্বর—আত্মন্!—আমি আপনার

শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া প্রণাম করি আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক।

আত্মা।

(অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সাদর-বচনে।)

হে বৎস বিবেক!—এসো এসো, তুমি শাস্ত্র এবং ব্যবহারের বিরোধী হইয়া আত্মীয়রূপে কেন আমাকে অভিবাদন করিতেছ? যেহেতু তুমি পরমজ্ঞানী, অতএব জ্ঞানের দ্বারা বিচারমত তুমিই আমার পিতা হইতেছ, অজ্ঞানতাজন্য আমি তোমার পুত্রের যোগ্য হইতে পারি কি না তাহাতে সংশয় করিতেছি,—হে পুত্র! যখন আমি বাসনা-বশে কামাদি শত্রু সকলের অধীন ছিলাম তখন যথার্থ বেদার্থ-বোধ-ব্যাপারে বঞ্চিত হইয়া তোমাকে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তুমি এ প্রকার উত্তর করিয়াছিলে "বেদের মর্ম্মার্থ এই, ব্রহ্ম এক মাত্র; অদ্বিতীয়, নিত্য, সত্য, নিরঞ্জন, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ" বাপুরে,—তৎকালে আমার ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাভিমান থাকাতে তোমার সেই সুধাপূরিত সাধু উপদেশ আমার বুদ্ধি-বর্ত্মে বিচরণ করিতে পারে নাই।

শান্তি।

হে দেবি উপনিষৎ!—ঐ দেখ, সম্রাট আত্মা মহারাজ-বিবেকের সহিত বিরলে বাস করিতেছেন, তুমি এখনিই তাঁহার নিকট গমন কর।

উপনিষদ্দেবী।

তবে চল,—সজনি,—তোমার পশ্চাতেই গমন করি।

শান্তি।

(আত্মা এবং বিবেকের নিকট গমন করিয়া।)

হে আত্মন্!—এই উপনিষদ্দেবী সম্মুখে আসিয়া আপনার মরণ হরণ-চরণ-কমল অর্চ্চনা করণ কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।

আত্মা।

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশকল্পে উপনিষদ্দেবী সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠা, অতএব দেবীই আমার জননীর ন্যায় নমস্যা, তিনি আমাকে প্রণাম করিবেন, এ কেমন কথা কহিলে? আমি তাঁহাকে মায়ের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি,—যেহেতু জননী স্বীয় সন্তানকে সংসারস্বরূপ-জালের বন্ধনে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ করেন, উপনিষদ্দেবী জ্ঞানরূপ শাণিতাস্ত্রে সেই বিষম-বন্ধন ছেদন করিয়া দেন।

উপনিষদ্দেবী।

নিজ কান্ত-বিবেককে নমস্কার পূর্ব্বক ঈষদ্ দৃষ্টির ভঙ্গিমাক্রমে মানিনীর ন্যায় কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মানা।

আত্মা।

হে জননি উপনিষদ্দেবি!—আপনি এতকাল

কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তাহা শুনিতে অভিলাষ করি, বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বৃতান্ত ব্যক্ত করুন॥

উপনিষদ্দেবী।

হে প্রভো!—আমার দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? আমাতে আর আমি ছিলাম না, এতকাল আমি মঠচত্বর এবং শূন্যদেবালয় প্রভৃতি স্থানে পাশণ্ড, মূঢ়, বাচালবর্গের সহিত বাস করিয়াছি, সেই দুর্দ্দশার বিষয় ব্যক্ত করিবার নহে।

আত্মা।

ওমা! তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যথা পাইলাম, ঐ ভণ্ডেরা কি তোমার গুণ মহিমা কিছুই জানিতে পারে নাই।

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! যদিস্যাৎ তাহারা আমার গুণ জ্ঞাত হইবে, তবে এতদ্রূপ দুর্গতি ভোগ কেন করিব।

আত্মা।

(অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া।)

ও-মা! তাহারা কি এমন মূঢ়! এমন অজ্ঞান!

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! দ্রাবিড়-দেশবাসিনী-রমণীদের বদন বিগলিত বাকের যথার্থ ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া তদ্ভাষায় অনভিজ্ঞ জনেরা যেমন আপনাপন ইচ্ছানুরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত করিয়া থাকে,—সেই প্রকার উল্লেখিত বাচাল তর্কবোধান্ধ লোকেরা আমার বচনের স্বরূপ মর্ম্ম না বুঝিয়া সদর্থে অসদর্থ সম্পন্ন করিয়া বিবিধ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটনা করিতেছে, তাহাদিগের অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, যেরূপে হউক কেবল প্রতারণা পূর্ব্বক পরধন হরণ করণের প্রার্থনা মাত্র।

আমি পথে আগমন কালীন "যজ্ঞবিদ্যা" অর্থাৎ "কর্ম্মমীমাংসাকে" দর্শন করিলাম, তিনি অশেষবিধ কর্ম্মের অশেষ প্রকার প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক ক্রমশই কাণ্ডের বিস্তার করিতেছেন, অধুনা সর্ব্বত্রেই "কর্ম্ম-মীমাংসার বিশেষ বাহুল্যই দৃষ্ট হইতেছে, প্রায় কোনখানেই ব্রহ্ম-মীমাংসার প্রস্তাব প্রসঙ্গ শুনিতে পাইলাম না। ঐ "যজ্ঞবিদ্যা" কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, সংস্কৃতাগ্নি, সমিৎ, হোমঘৃত, কুশ আর শ্রুবাদি, এই সমস্ত সামগ্রী এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞেতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আত্মা।

(শরীর-সঙ্কোচ পূর্ব্বক।)

হে জননি! সেই "যজ্ঞবিদ্যা" তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল?

উপনিষদ্দেবী।

হে বৎস! তৎকালে আমার মনে এরূপ বিবেচনা হইল, এই প্রচুর-পুস্তকভারবাহিনী কর্ম্মমীমাংসা" বুঝি আমার সদর্থ সূচক-মর্ম্ম গ্রাহিকা হইবেন। অতএব এই স্থান কিছু

দিনের নিমিত্ত আমার অবস্থান করণের স্থান বটে, এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার সন্মুখ-বর্ত্তিনী হইলে তিনি প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রথমত প্রস্তাব করিলেন, "হে কল্যাণি, তোমার মনের অভিপ্রায় কি? এস্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ?

আত্মা।

(অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া।)

মা-গো! এই কথায় তুমি কি উত্তর করিলে?

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! আমি কহিলাম "হে শ্রেষ্ঠে! আমি কিছুকাল তোমার নিকটে বাস করণের অভিলাষ করি।" তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিলেন "তুমি কি অভিপ্রায়ে এখানে বাস করিতে ইচ্ছা কর? তোমার মনের কথা ব্যক্ত কর।

(তচ্ছ্রবণে আমি এই উত্তর করিলাম।)

যথা।

নিরূপম নিরাধার, নির্ব্বিশেষ নিরাকার,
নিরঞ্জন নিত্য নিকেতন।
অশেষ আনন্দময়, তেজোময় নিরাময়,
শুদ্ধ, শান্ত, সত্য সনাতন॥
পরমপুরুষ পর, সর্ব্বভূত অধীশ্বর,
ক্রিয়াহীন করুণানিধান।
সর্ব্বআদি, সর্ব্বগত, যোগযুক্ত গতি যত,
সদা করে যার গুণ গান॥
যার তত্ত্বজ্ঞান-রবি, প্রকাশিয়া নিজ-ছবি,
নাশ করে দ্বৈত অন্ধকার।
সার যুক্তি সার উক্তি, য'লেই নির্ব্বাণ মুক্তি,
পুনর্ব্বার জন্ম নাই আর॥
সৃজন, পালন, লয়, যাহাতে সম্ভব হয়,
যার ভাসে ভবের বিভাস।
অভিলাষ এই রাখি, তোমার নিকটে থাকি,
করি তাঁর মহিমা প্রকাশ॥

আমার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া সেই "কর্ম্মমীমাংসা" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনে মনে মন্ত্রণা পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখি! তুমি আমার এই স্থানে অবস্থান করণের যোগ্যা কখনই নহ, তোমার উক্তি সকল একান্তই অসঙ্গত, ইহাতে আমার মনে তোমার প্রতি নিতান্তই অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, কারণ যে কখনই কৃতী নহে, তুমি তাহাকে কারণ কহিতেছ, যাহার ক্রিয়া-শক্তি নাই, ক্রিয়াহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, সেই পুরুষ কি প্রকারে জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর হইবেন? যে স্বভাবত অকর্ত্তা, তাহার কর্ত্তা হওয়া কখনই সম্ভবে না। অতএব তুমি আপন মুখে যাহাকে ক্রিয়ারহিত কহিতেছ তাহাকেই আবার জগতের কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, যাহাতে কর্ত্তৃত্বাভাব তাহাতেই তুমি কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিতেছ, তুমি আর এক চমৎকার কথা কহিয়াছ, অর্থাৎ "আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকেই পুনর্জন্ম ছেদনের অসি কহিতেছ" কিন্তু ইহাও অত্যন্ত অযৌক্তিক, কেননা অশ্বমেধ যাগাদিই পুনর্জন্ম হরণের কারণ হইয়াছে, তোমার মতে যদিস্যাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান মাত্রই মোক্ষের কারণ হয়, তবে তাহাতে বিলক্ষণ ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, যেহেতু বারাণস্যাদিতে মরণ মাত্রে মুক্তি হয়, শাস্ত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাই-

তেছে। অতএব আমি তোমার কথা কিরূপে গ্রাহ্য করিব? কেন না তুমি কহিয়াছ, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই, যদি এরূপ কহ "যেমন অনলোদ্ভবের প্রতি তৃণ, কাষ্ঠ, মণি প্রভৃতি পরস্পর প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ নিরপেক্ষ হেতু হয়, সেইরূপ মোক্ষের পক্ষে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এবং কাশ্যাদিমৃত্যু তদনুসারে কারণ হয়, অর্থাৎ কাশীমরণে যেরূপ মোক্ষ হয়, তদ্রূপ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানেতেও মুক্তি হয়, ইহাতে আমার কথিত পূর্ব্ব কথার প্রতি দোষার্পিত হইতে পারে না"। ফলে একথাও প্রামাণ্য নহে, কারণ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাত্র প্রয়োজন করে না, অশ্বমেধ যাগাদি ক্রিয়া দ্বারাই জীব মুক্ত হয়েন, আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তিনি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। পরন্তু গঙ্গাস্নানের ফল বর্ণনা করা দূরে থাকুক্, তাঁহার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হইয়া থাকে, যখন সমুদয় শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এরূপ অকাট্য প্রমাণপুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন একা তোমার এই কথায় কি হইতে পারে? কে ইহাতেই বা বিশ্বাস করিবে? যেরূপ অশ্বডিম্ব, গগনপুষ্প, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি সকল অলীক মাত্র, তদনুরূপ তোমার মতসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের প্রতি কারণ, তাহা নিতান্তই অমূলক। সুতরাং তোমার এ স্থানে থাকাতে আমার অপকার ভিন্ন উপকার মাত্রই নাই, কেননা স্বর্গ-নরকবোধিকা শ্রুতি সমূহের প্রামাণ্যার্থ শুদ্ধ জীবকেই মান্য করিতে হইবেক, কারণ তিনি ভোগের কর্ত্তা, তদ্ভিন্ন যে অকর্ত্তা তাহাকে কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব! তবে তোমার এখানে বাস করণের ইচ্ছা হয়, কর, নিষেধ করি না, কিন্তু তোমাকে আমার মতে চলিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকেই সর্ব্ব-বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া তাঁহারি স্তব করিতে হইবে। তুমি ঈশ্বর বলিয়া বিশেষ বিশেষণ প্রদান পূর্ব্বক যাঁহর স্তুতি পাঠ করিতেছ, তিনিতো কিছুই নহেন, যাঁহার সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই আর যিনি স্বয়ং কর্ত্তা নহেন, তিনি কি প্রকারে ফলদাতা হইবেন? অতএব এই সমস্ত বিশেষণাদি কেবল জীবেতেই সম্ভব হইতেছে।

বিবেক।

(ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক)।

এ বড় হাসির কথা, কব আর কায়।
ক্ষেপিয়াছে "বজ্রবিদ্যা,, হায়, হায়, হায়॥
স্বভাবত বোধহীনা, কি কহিব তারে।
দেখিতে না পায় কিছু, ধূম-অন্ধকারে॥
নিয়ত হুমের ধূমে, ব্যতিক্রম নানা।
একেবারে হ'য়ে গেল, দুটি চক্ষু কাণা॥
জ্ঞানঅন্ধ নিজে সেই, অন্ধকারে বাস।
কিরূপে হইবে তার, নয়ন প্রকাশ॥

নিষ্ক্রিয় জগদীশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্রই সংশয় নাই।—যেহেতু জ্ঞাপক ও প্রেরক যে পরম পুরুষ তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা হইতেছে, তদ্ভিন্ন অচেতন যে জড় পদার্থ, তাহার ঈশ্বরত্ব এবং সৃষ্টি-ক্রিয়ার শক্তি সম্ভাবনা কখনই হইতে পারে না।—এই চরাচর বিশ্বসংসার অর্থাৎ ভূচর, খেচর, জলচরাদি জীবগণ এবং এই ঘট-পটাদি বস্তু সকলের সৃষ্টি, মায়ার ক্ষমতায় হয় নাই, সেই স্ব স্বরূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারাই হইয়াছে।—মায়া কর্ত্তৃক এই সৃষ্টির সৃষ্টি তবেই স্বীকার করিতাম, যদি মায়ার কর্ত্তৃত্ব ও চেতনা-শক্তি থাকিত।—যেমন লৌহ-খণ্ড অনল প্রভাবে দাহিকাশক্তি না পাইলে

কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না।—এবং যেমন ঐ লৌহখণ্ড চুম্বক মণির শক্তি দ্বারা আকর্ষিত না হইলে স্বকীয় স্বভাবগুণে গমন-শক্তি প্রাপ্ত হয় না।—আর যেমন দর্পণ দিবাকর দত্ত দীপ্তি প্রভা না পাইলে নিকটস্থ ব্যক্তির শরীরাদিতে তাপপ্রদান করিতে পারে না।—সেইরূপ ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা ভিন্ন অচেতন মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না।—প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে হস্ত দগ্ধ হয় বলিয়া কদাচই তাহার দাহিকাশক্তি স্বীকার করিব না, কেননা সে শক্তি অনলের শক্তি।—লৌহ গমন করে বলিয়া তাহার গতি-ক্ষমতা কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই ক্ষমতা চুম্বকের ক্ষমতা।—রবিকরপ্রাপ্ত-মুকুকের দাহনশক্তি কদাপি মান্য করিব না, যেহেতু সেই প্রভা সূর্য্যের প্রভা।—তদ্রূপ সৃষ্টি-বিষয়ে মায়ার কার্য্য বলিয়া কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই কার্য্য জগদীশ্বরের কার্য্য,—আহা!—যজ্ঞবিদ্যার কি অযোগ্য কথা।—কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিবেচনা নাই, স্বর্ণকার সত্ত্বে ভূষণ দেখিয়া স্বর্ণরে কারণ কহিতেছে। কুম্ভকার থাকিতে ঘট দৃষ্টে মৃত্তিকাকে কারণ কহিতেছে। কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!—মায়া হইতে যদিও সৃষ্টি হইতেছে, তথাচ মায়াকে তাহার কর্ত্তা কহিব না।—আদি পুরুষের সৃষ্টিই কহিতে হইবে। যেহেতু মায়াতে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং জ্ঞানাভাব জন্য তাহার কর্ত্তৃত্বভাব সহজেই বলিতে হইবে। যেমন একটি রাজবাটী "সেই রাজগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেতন ভোগি ভৃত্যদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়! নিকেতন নির্ম্মাণ নিমিত্ত তাহাদিগের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন করে, কিন্তু তজ্জন্য সেই ভৃত্যগণের ভবন কেহই কহিবে না। রাজার গৃহ এবং রাজাকে সেই গৃহের কর্ত্তা সকলেই বলিবে। পরন্তু দেখ যেমন অন্ধ আর পঙ্গু। ইহারা পরস্পর উভয়েই অকর্ম্মণ্য। দৃষ্টিহীনতা জন্য অন্ধ হইতে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, এবং গতি-শক্তির অভাব বশতঃ খঞ্জের দ্বারাও কোন কর্ম্মই প্রায় হয় না। কিন্তু এস্থলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংযোগ-সম্বন্ধ-সংযুক্ত হইলেই অনায়াসে কার্য্যের সাধন হইয়া থাকে, যথা, খঞ্জ ব্যক্তির চক্ষু থাকাতে সে সহজেই সমুদয় দর্শন করিতেছে, সেই দৃষ্টি-গুণে পথপ্রাপ্ত হইয়া গমন বিষয়ের উপদেশে বিলক্ষণ তৎপর হয়, সুতরাং উক্ত অন্ধের স্কন্ধে ঐ খঞ্জ ব্যক্তি আরোহণ পূর্ব্বক গমনের উপদেশ করিয়া তাহাকে চালনা করিলে অন্ধ খঞ্জের আদেশ-মতে চরণ চালনা করত গমন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। অতএব এরূপ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য, যে, যদিও অন্ধের দ্বারা ঐ গমন-ক্রিয়া সম্পাদন হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাকে সেই গমনের কর্ত্তা কদাচই কহিব না, যেহেতু খঞ্জ তাহার পরিচালক হইল, কেননা সে ব্যক্তি দৃষ্টিজ্ঞান-জনিত উপায় নির্দ্দেশ দ্বারা চালানা না করিলে অন্ধ কখনই আদেশিত-স্থলে গমন করিয়া কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারে না। ইহাতেই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইল মায়া ঐ অন্ধের ন্যায় সুতরাং কর্ত্তা নহে। ঈশ্বর খঞ্জের ন্যায় তাহার পরিচালক হইয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তা হইতেছেন।

অনীশ্বরবাদি তমোগুণান্ধ লোকেরা সিদ্ধান্ত পক্ষে ভ্রান্ত হইয়া নিতান্তই ধ্বান্ত দর্শন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। বোধরূপ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাহাদিগের এই ভ্রান্তি রোগের শান্তিত সম্ভাবনা কিছুতেই দেখিতে পাই না, তাহারা কহে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম নাশ, এ বড় অদ্ভুত কথা, যেমন আহার ভিন্ন অনাহারে কখনই ক্ষুধা নিবারণ হয় না, যেমন সুপথ্য দ্বারা কখনই পীড়ার উপশম হয় না, যেমন বায়ু ব্যতীত

অগ্নির দ্বারা কখনই শরীরের উত্তাপ নিবারণ হয় না, এবং যেমন আলো ভিন্ন অন্ধকারের দ্বারা কখনই কর্ম্মপাশ নাশ হয় না, ইহারা স্বর্গভোগকে মুক্তি কহে, তাহাও সামান্য ভ্রম নহে, ঐ স্বর্গাদি ভোগের কারণ অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ট কর্ম্মের অধীন হইয়াছে, সুতরাং যত দিন কর্ম্ম থাকিবে তত দিন স্বর্গ নরকাদি ভোগের অন্যথা কিছুতেই হইবে না। স্বর্গবাস তাহাতেই বা বিশেষ কি ভেদ আছে? যেহেতু বিশিষ্টরূপেই সংসারযাতনা ভোগ করিতে হয়, যাহাতে পুনঃপুনঃ জন্ম, জরা, মরণরূপ কষ্টের সঞ্চার রহিল, তাহাকেই মুক্ত কহিতেছে, যে বদ্ধ, সে কিরূপে মুক্ত হইবে? চমৎকার, চমৎকার! যেমন সূর্য্যকিরণে জলের ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এবং প্রপঞ্চ স্বপ্নশরীরে মিথ্যারূপে সুখ দুঃখের ভোগাভোগ, এই সাংসারিক নানাপ্রকার ভোগাদিও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে, কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সূর্য্যকিরণকে যথার্থ সূর্য্যকিরণ, এরূপ বোধোদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনমতেই জলভ্রমের অন্যথা হইতে পারে না, কিন্তু যখন এরূপ বোধ হইবে "জল নহে" রবির কর, তখন আর ক্ষণকাল মাত্র সেই ভ্রম থাকিবে না। পরন্তু যখন এমন জ্ঞান হইবে, "এই রজ্জু রজ্জুই" ইহা সর্প নহে, তখন আর ক্ষণার্দ্ধকাল ঐ রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকিবে না। অপিচ যখন সেই স্বপ্নশরীরের অন্যথা হইয়া জীব জাগ্রতদেহে চেতন প্রাপ্ত হইবে, তখন আর স্বপ্নজনিত সুখ দুঃখের ভোগাভোগ মুহূর্ত্তমাত্র রহিবে না, এই সংসার স্বভাবতই ভ্রম মাত্র, জ্ঞান ব্যতীত সেই ভ্রমের বিনাশ কখনই হইবার নহে,—স্বকীয় শক্তি কৌশলে ভুরাদি সপ্তসংসার প্রচার করিতেছেন, সেই পরমপুজ্য পরম পরাৎপর পরমপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের অপর কোনরূপ উপায়ান্তর মাত্রই নাই, কর্ম্মে মুক্তি হয় না, ধর্ম্মে মুক্তি হয় না, সন্তানে মুক্তি হয় না, ধনে বা দানে মুক্তি হয় না, অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না, অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয়, তবে যে পুরাণাদি শাস্ত্রে বারাণস্যাদি-মরণ মুক্তির কারণ শুনা যাইতেছে, তাহাও সাক্ষাৎ সাধন নহে, ফলত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানই তৎপ্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে, এই নিগূঢ় কথা কথা প্রকাশ করিলাম।

আত্মা।

(হর্ষপূর্ব্বক।)

ও মা! তাহার পর কি হইল?

উপনিষদ্দেবী।

(হাসিতে হাসিতে।)

হে আত্মন্! তাহার পর "যজ্ঞবিদ্যা" ক্ষণকাল ভাবনা করিয়া কহিলেন! হে, সখি মঙ্গলে! তুমি আমাকে অনুকুলা হইয়া শীঘ্রই আপনার ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান কর, এখানে তোমার থাকাতে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাই দেখিতেছি, যেহেতু তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে আমার এই অল্পবুদ্ধি শিষ্য সকল ক্রিয়া কাণ্ডে অনাদর করিবে, বুদ্ধিহত হইয়া স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক যাহা তাহাই করিবে। আপনাদিগের উচ্ছন্নের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিবে, আমি এতকাল প্রাণপণে পরিশ্রম পুর্ব্বক পাঠার্থিগণকে যে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছি সে সকলি পণ্ড হইবে, এতকালের ব্যাপার ব্যূহ ব্যর্থ হইলে আমার দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার প্রচুরতর

প্রযত্ন দ্বারা তাহাদিগের যে কিছু সম্ভাবিত সঙ্গতি হইয়াছে তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হইয়া কিরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাতে তোমার কিছুই উপকার নাই, বস্তুত আমার অপকারের সংখ্যা হইবে না, ইহারা তোমার যে উপদেশ তাহার মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না, লাভে হইতে আমাকেই অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহিতা-বৎ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য-রাজ্য ছারখার করিবে। অতএব সখি! এই ক্ষণে তোমার বিবেচনা তোমারি উপর নির্ভর করিতেছে।

আত্মা।

মাগো—তাহার পর কি হইল?

উপনিষদ্দেবী।

হে বপ্তঃ।—যজুর্বিদ্যার বিনয় বচন শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিহার পরঃসর পথে গমন করিতে করিতে কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রমাণরূপা এক মীমাংসাকে দর্শন-করিলাম। ঐ শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি-প্রমাণের অনুগতা "অনুগতা "কর্ম্মকাণ্ড সহচরী মীমাংসা" ব্রাহ্মণাদি-বর্ণভেদে, স্বর্গকামাদি ব্যক্তিভেদে, এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি অধিকারিভেদে—অশ্ব-মেধাদিযাগ, আর বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিশেষের বিধি বিধানানন্তর স্নান আচমানাদি-রূপ অশেষ-প্রকার অধিকারিতা সম্পাদক অঙ্গের দ্বারা সেই ক্রিয়া কলাপ যোজনা করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেমন পাত্র তাহাকে সেই প্রকার কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন, যেমন 'অশ্বমেধযজ্ঞ' এই যাগ-একজন সম্রাট ভিন্ন অন্য এক সামান্য দীনজনের দ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই দীনহীনকে অশ্বমেধ যাগের ব্যবস্থা না দিয়া তাহার অবস্থার উপযুক্ত কোন ক্রিয়া বিশেষের বিধান করিতেছেন, যাহার যেরূপ ক্রিয়ার অধিকার ও যেরূপ ক্ষমতা "কর্ম্মমীমাং-সার নিকট তিনি তদনুরূপ ক্রিয়া করণের উপ-দেশ প্রাপ্ত হইতেছেন, উল্লেখিত কর্ম্মের অঙ্গ সকল "উপদেশ এবং অতিদেশ-প্রাপ্ত" সেই উপদেশ এইরূপ, যথা—"অনাতুর জন যেমন দিবসে স্নাত হইবেন, প্রাতেও সেইরূপ হই-বেন, যিনি স্নান না করিবেন, তাঁহার কর্ম্ম সকল সফল হইবে না ইত্যাদি প্রকার"। অপিচ "অতিদেশ" এই প্রকার। যথা,—পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অতিদেশ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে এবং দর্শপৌর্ণমাস যাগের অতিদেশ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগে, ইত্যাদি প্রকার"—

আমি ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরীর সদনে পূর্ব্ববৎ কিছুদিন বাস করণের বাসনা ব্যক্ত করাতে তিনি কহিলেন "হে কল্যাণি! তুমি কি আশে এ বাসে বাসের বাঞ্ছা কহিতেছ?" আমি কহিলাম, তোমার এই পবিত্র স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কিছুদিন সেই আদিপুরুষ পরমব্রহ্মের স্তব পাঠকরিতে ইচ্ছা করি, যে পরব্রহ্ম জগতের সমবায়ি কারণ, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময়, সর্ব্বরত, সর্ব্বভূতেশ্বর কর্ত্তা ইত্যাদি।

আত্মা।

ও-মা!—তোমার এই কথা শুনিয়া "কর্ম্ম-মীমাংসা" কিরূপ উত্তর করিলেন।

উপনিষদ্দেবী।

ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরী তৎকালে আমার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই, তিনি মনে

করিলেন, "আমি বুঝি ঈশ্বরের নাম মাত্র উপলক্ষ করিয়া জীবের স্তুতি পাঠ করিতেছি" ঈশ্বরের এবম্প্রকার জীবভ্রম হওয়াতে তেঁহ আপনার উভয়পার্শ্ব অবলোকন পূর্ব্বক ইঙ্গিত-ক্রমে ছাত্রদিগ্যে এরূপ কহিলেন "হুঁ, ইহাঁকে যত্নযোগে সমাদারে সংগ্রহ কর, ইনি ত আমাদের বিরোধিনী নহেন, ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপকার হইবে,, যেহেতু পরলোকে কর্ম্মজনিত ফলভোগের অধিকারী জীবাত্মার স্তব করিতেছেন. অতএব ইহাঁর ন্যায় অস্মদাদির কল্যাণকর্ত্রী প্রিয়পাত্রী আর কাহাকেই ত দেখিতে পাই না। তচ্ছ্রবনে কোন ছাত্র আনন্দিত হইলেন।--পরে "ভূতাতিক নামক আচার্য্য কহিলেন,, ইনি জীবাত্মার স্তব করেন নাই, জীব হইতে অতিরিক্ত যে এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহারই গুণ গান করিতেছেন। —ইহাতে অপর এক ব্যক্তি কহিলেন, জীব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর সে আবার কে?—পরে "ভূতা তক" নামক অচার্য্য হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "কর্ম্মের দর্শনকর্ত্তা কর্ম্মের ফলদাতা, এবং কর্ম্মের শাসনকর্ত্তা হইতে অতিরিক্ত একজন ঈশ্বর আছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে, তুমি বুদ্ধিদোষে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া যদি সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না কর তবে তোমার সমুদয় কর্ম্মকাণ্ডই পণ্ড হইবে, কেননা যে জীব কর্ম্মের কর্ত্তা, সে স্বয়ং তাহায় ফলভোক্তা বটে, কিন্তু ফলদাতা কখনই হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ মহামোহে অন্ধ হইয়াই রহিয়াছে, আপন-কার্য্য আপনি কিছুই দেখিতে পায় না, আপনি কি করিল তাহাও, জানিতে পারে না, এবং যে যে কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাও তাহার স্মরণ থাকিবার বিষয় নহে, ক্ষণেক্ষণেই ক্রিয়ার ধ্বংস ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, এমত স্থলে দ্বিতীয় এক দ্রষ্টা, দাতা এবং শাস্তা পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন করিতেছে, সেই নির্লেপ সঙ্গশূন্য ঈশ্বর ব্যতীত দেহি-দিগের কর্ম্ম সকল কে দর্শন করিবেন? এবং কে তাহা স্মরণ রাখিয়া যথাযোগ্য সুবিচার পূর্ব্বক সেই ফলার্থিগণকে কর্ম্মানুরূপ উচিতমত ফল বিতরণ করিবেন? অর্থাৎ সৎকর্ম্মের পুরস্কার এবং অসৎকর্ম্মের দণ্ড বিধান কে করিবেন! ঈশ্বর ভিন্ন দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তৃত্ব অপর কাহাতেই সম্ভবে না। যিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং, সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত, অতএব তুমি যদি জীব হইতে স্বতন্ত্র এক ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া জীবকেই ঈশ্বর বলিয়া সপ্রমাণ কর, তাহাতেও অশেষবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে, কেননা যে ব্যক্তি স্বয়ং, অন্ধ তাহার দর্শনশক্তির সঙ্গতি থাকে না, যেজন নিজে যাচক, তাহার দান-শক্তির সম্ভাবনাই কোথা! এবং যে জীব স্বয়ং সংসর্গাধীন, তাহার নিঃসঙ্গ হওয়াও সঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাং তুমি আপনিই আপনার উক্তির দ্বারা দোষের পাশে বদ্ধ হইতেছ, কেবল নিরীশ্বরবাদ উত্থাপন পূর্ব্বক প্রমাদ উৎপাদন করিতেছ। তোমার এই মীমাংসা মীমাংসার যোগ্যই নহে। ক্রিয়াকারি জীবগণ অ নিত ফলভোগ করিয়া থাকে এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইলে তোমাকে প্রগাঢ়রূপে এমত পণিধান করিতে হইবে যে "ঐ ফলার্থ জীব কাহা কর্ত্তৃক ফললাভ করিবে? অর্থাৎ কে তাহাকে ফলদান করিবে! যদি এমত সিদ্ধান্ত কর যে "জীব আপনিই ক্রিয়ার কর্ত্তা, আপনিই ক্রিয়ার ফলভোক্তা এবং আপনিই আপনার ক্রিয়াফলের দাতা ও গৃহীতা হয়েন,, তোমার এমত এমত বিরুদ্ধ, যাহাতে শুদ্ধচিত্ত জনেরাও ভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধ ধ্বান্তকূপেই পতিত হইবেন্। কারণ জীব সকলের ফলগ্রহণে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব

থাকিলে তাবতেই উৎকৃষ্ট ফল লইতে অনুরত হইবে, অমৃতফল ভিন্ন বিষফল কেহই আর গ্রহণ করিবে না। সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের উপর ইন্দ্রত্ব করিতেই অভিলাষ করিবে. যেহেতু প্রকৃষ্ট ভিন্ন কেহই আর নিকৃষ্টভোগের প্রার্থনা করে না, তাহা হইলে এই জগতের সুগতির সুসঙ্গতি বা দুর্গতি কিম্বা দারুণতর দুর্নিবার্য্য দুর্গতির সুগতি সঙ্গতি; তাহা তুমি আপনিই বিবেচনা কর, যেমন অগ্নি ভিন্ন জলের দাহিক-শক্তি নাই, যেমন জল ভিন্ন অনলের শৈত্যগুণ নাই, যেমন ধরণী ভিন্ন পবনের ধারণাশক্তি নাই এবং যেমন বায়ু ব্যতীত অবনীর চালনা শক্তি নাই, সেইরূপ জ্ঞানময় চেতনা পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অজ্ঞানাভিভূত জীবের যোগ, নিয়োগ, বিয়োগ, দান ও শাসনাদি করণের শক্তি কখনই সম্ভাব্য হইতে পারে না।

যদিস্যাৎ বল "জীবাঙ্কুরের ন্যায় সৃষ্টিপ্রণালী অর্থাৎ অঙ্কুর হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর,— ক্রিয়া হইতে অদৃষ্ট, অদৃষ্ট হইতে ক্রিয়া, এইরূপ প্রবাহ ক্রমশই হইয়া আসিতেছে। ইহাতে বীজের আদি অঙ্কুর, কি অঙ্কুরের আদি বীজ? সৃষ্টির আদি কর্ত্তা, কি কর্ত্তার আদি সৃষ্টি! ইহা নির্ণীত হইবার নহে, কারণ তাহার সাক্ষী কেহই নাই, কাজেই প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যক করে না। জীব আপনিই কর্ম্ম করে, আপনিই ফল ভোগ করে, তাহার কর্তৃত্বশক্তি আছে বলিয়াই করিতে পারে, অপর কেহই তাহাকে কর্ম্ম করায় না।

হাঁ তোমার কর্ম্ম প্রবৃত্তিপ্রেরিকা বুদ্ধিবৃত্তির যে পর্য্যন্ত বিবেচনা-সম্পত্তি, তুমি তদনুসারেই এই আপত্তি উৎপত্তি করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার এই প্রবৃত্তি-বৃত্তি ও-আপত্তি নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করণের সম্পত্তি সঞ্চয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—বটে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় সৃষ্টি প্রবাহ, একথা আমি স্বীকার করিলাম, আদি, অন্ত, মধ্য নিশ্চয় হয় না, কারণ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান, ঘুরিতেইছে, সুতরাং ঘোরা চাকার আদি অন্তের ঘোরভাঙ্গা সহজ নহে, সে ঘোরা নয়, ঘোরাই। ফলে জ্ঞানাভাবে ঘোরাই, কিন্তু যতক্ষণ তোমার নিজের ঘোর না ভাঙ্গিবে, ততক্ষণ সেই চক্র-ঘোরের ঘোর কিছুতেই ভাঙ্গিবে না। সে যাহা হউক, তুমি ঐ চক্রের যে একটা বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করিবে, তাহাই আদি হইবে, তদ্ব্যতীত এদিক্ ওদিক্ মধ্য আর অন্ত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আদি নির্ণয় কর, পরন্ত তুমি আর একটি কথা কহিতেছ, "জীবপুরুষ যখন আপনিই কর্ত্তা, আপনিই কর্ম্ম করে, তখন তাহার ফল গ্রহণ আপনিই করিবে, অন্য এমন কে আছে যে তাহাকে হাতে করিয়া ফল তুলিয়া দেবে? আরো তুমি বলিতেছ" জীব নিজেই কার্য্য করে, কেহই তাহাকে কার্য্য করায় না, তোমার প্রথম কথা কহিবার এই মাত্র তাৎপর্য্য, "জীব স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ংই কর্ম্ম করে, ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান্ এমত শক্তি তাঁহার নাই, কাজেই জীব স্বীয় শক্ত্যনুসারেই স্বকীয় কর্ম্মের ফলভোগী হইবে" দ্বিতীয় কথা এই, "কর্ম্মের চালনার প্রতি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থাকিলে ঈশ্বর মানসাসনে আরূঢ় হইয়া জীবকে যে সকল কর্ম্ম করাইবেন, জীব সেই সমস্ত কর্ম্মই করিবে, ইহাতে ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ি কর্ম্মকরণ কারণ-জীব কখনই পুণ্য পাপের ভাগী হইতে পারে না। কেননা তিনি তাহাকে যেরূপ কর্ম্ম করাইতেছেন, সে তদা-দশেই সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছে, অতএব ঐ সমুদয় শুভাশুভ কর্ম্মের তিরস্কার পুরস্কার, পুণ্য পাপ, ভোগাভোগাদি যে কিছু আছে তাহা ঐ ঈশ্বরের উপরেই অর্পিত হইবে, তাহা হইলে ত ঈশ্বর অসঙ্গ ও বিকারবিহীন হইতে পারিলেন না"।

তোমার কথার সদুত্তর এই জীব স্বয়ং কর্ম্ম করে না এবং ঈশ্বরও তাহাকে কর্ম্ম করান না, এবং জীব নিজেও কর্ম্ম করে এবং ঈশ্বরও তাহাকে কর্ম্ম করান, ইহার তাৎপর্য্য প্রাণিপুঞ্জ প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট অর্থাৎ ভাল মন্দ যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ আছে, পরস্পর সকলে আপনার অদৃষ্ট আপনি ভোগ করেই করে, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, কি ইহলোকে কি পরলোকে ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেনই দেন, চোর চুরি করিয়া নিজে কিছু নিজ-দোষের দণ্ড লইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু এখানে নির্লেপ ঈশ্বরের এক চমৎকার কার্য্য কৌশল দর্শন কর, সেই তস্কর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনিই আবার আপন মুখে স্বাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দোষের দণ্ড গ্রহণ করিতেছে, উক্ত চোর পাপ করিল, সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে, এজন্য ঈশ্বর তাহাকে দোষ স্বীকার করাইয়া দণ্ড প্রদান করিলেন, সে আপনিও স্বদোষ ব্যক্ত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপ দণ্ড লাভ করিল, পরন্তু, কুকর্ম্মকারি কুটিল ক্রূর কুজন কদম্ব কুকর্ম্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ-মনে থাকিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর শাসনের আসনে আরূঢ় হইয়া প্রতি নিয়তই তাহাদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছেন, তাহারা সেই অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত মনে মনে অপরাধভঞ্জন ঈশ্বরের নিকট সমুদয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, ঐ অপরাধিরা অপরাধ করিয়াছিল, এই জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় মানস-যাতনা ভোগ করিতে হইল, কিন্তু করুণা ভিক্ষা করাতেই আবার উক্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কৃতি পাইল, এখানেও পূর্ব্বানুরূপ দৃষ্টান্ত সুসম্পন্ন হইল, অর্থাৎ ঈশ্বর দণ্ড দিয়া পাপ হইতে মুক্ত করিলেন এবং তারা আপনারাও যাতনা ভোগ রূপ দণ্ড গ্রহণ করিল এবং করুণা ভিক্ষা ও অঙ্গীকার দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইল।

অপিচ সাধু জনেরা সুকর্ম্ম-সাধন করাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাতিশয় সুখ্যাতি ও সুরাগ-সূচক সুখভোগ সম্ভোগ করেন, সেই সুখ সম্ভোগ জন্য বারম্বার আবার সৎকর্ম্ম সাধনেই প্রবৃত্ত হয়েন, এই স্থলে সেই করুণাময় ঈশ্বরের করুণার কার্য্য দৃষ্টি কর, যাঁহারা সৎকর্ম্ম করিতেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারা তখনি সেই সুকর্ম্ম-সূচক সুবাস ফল ভোগ করিতেছেন, ঈশ্বর পুনং পুনঃ তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তাঁহারা আপনারাও প্রবৃত্তি পাইয়া প্রবৃত্ত হইতেছেন।

যখন ইহলোকের ব্যাপারটি এইরূপ হইল, তখন পরলোকের ব্যাপার কিছু ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে।—যে ব্যক্তি ইহলোকে সুকর্ম্ম করিয়াছে, পরলোকে তাহাকে স্বর্গসুর্গ-ভোগ সম্ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অজ্ঞানতা জন্য সে আপনি তাহার কিছুই জানে না, কেবা ভোগ করে, আর কেবা তারেই ভোগ করায়, তাহা জানিবার বিষয় কি? কিন্তু সুকৃতি জন্য সে ব্যক্তি ঈশ্বরানুগ্রহে আপনিই যথাযোগ্য-শরীর ধারণ করে, এবং ঈশ্বরও তাহাকে সেই শরীর সম্বলিত সমুদয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ-সাধন সামগ্রী প্রাদন করেন, কোন দুর্জ্জন অতিশয় দুষ্কর্ম্ম জনিত অপূর্ব্ব ভোগার্থ পরজন্মে সে আপনিই অন্ধ বা খঞ্জ হয়, ঈশ্বরও তাহাকে অন্ধ কিম্বা খঞ্জ করিয়া তাহার কর্ম্মোপযুক্ত ফল দান করেন। এই প্রমাণে বিবেচনা দেখ, তোমার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার বা ক্রিয়াজন্য অচেতন অদৃষ্টের অথবা ক্রিয়া কর্ত্তার স্বতঃ ফল প্রদানের এবং ফল গ্রহণের ক্ষমতা কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না, অতএব তুমি জীব হইতে অতীত

ক্রিয়াদর্শক ক্রিয়াফলপ্রদ এবং শাসক এক ঈশ্বর যদি অমান্য কর, তবে তোমার কথিত জীবের এই স্তুতিবাদ ঘটিত পাঁজি পুঁথির সহিত যাগাদি বিধায়ক সমুদয় গ্রন্থ লইয়া এখনিই গিয়া সমুদ্র সলিলে বিসর্জ্জন কর, যেহেতু তৎপাঠে তোমার শিষ্য সমূহের স্বর্গবাস দূরে থাকুক, ঘোরতর নরকেও নিবাস পাইবার উপায় দেখিতে পাই না।

বিষময় মতে তব, বিষম বিকার।
জীবেরই কর্ত্তা ব'লে, করিছ স্বীকার॥
জীব হ'য়ে ভিন্ন যদি, ঈশ্বর না রয়।
ক্রিয়ার প্রবাহ রক্ষা, কিসে তবে হয়॥
স্বভাবতঃ জড় সেই, জীব অচেতন।
কেমনে করিবে এই, সৃষ্টির সাধন॥
কার বলে বলে জীব, কার বলে চলে।
কার বলে ভোগী হ'য়ে, ভোগ পায় ফলে॥
যথাযোগ্য কর্ম্মে তারে, কে করায় যোগ।
যথাযোগ্য ফল তারে, কে করায় ভোগ॥
না জেনে নিগূঢ় ভাব, কথা কহ কত।
বিফল সে বাক্যবাদ, বাচালের মত॥
মহামোহে অন্ধ জীব, দেখিতে না পায়।
কেমনে করিবে নিজ, গতির উপায়॥
নিজে যে যাচক হ'য়ে, হাত পেতে আছে।
সে কেমনে দান করে, সম্ভব কি আছে॥
যদ্যপি জীবের কর্ত্তা, ঈশ্বর না হন।
কে করে শাষণ তবে, কে করে শাসন॥
ফলের বিধান বল, কিরূপেতে হবে।
যথা যথা ভাগ্য, ভোগ, কে করাবে তবে॥
ঈশ্বর না মেনে তুমি, কর্ম্মে কর বিধি।
অবিধি বিধান করি, কিসে পাবে নিধি॥
না বুঝে তোমার মতে, যে করিবে মতি।
বল বল বল তার, কি হইবে গতি॥
যেমত বলিব আমি, সে মতে না এলে।
পাঁজী পুঁথি যত আছে, জলে দেও ফেলে॥

বিবেক।

(অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ।)

"ভূতাতিক" নামক মীমাংসক চিরজীবী হউক, চিরজীবী হউক, সে যথার্থ সুবোধ, সুযোগ্য ও সুপাত্র, আচার্য্যের যোগ্য বটে, আহা! পরমেশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, সে সুসাধু বচন দ্বারা অদ্য আমাকে অমৃত-সাগরে অভিষিক্ত করিল, উক্ত আচার্য্য-প্রণীত বাক্য এইক্ষণে বিচার্য্য বটে,—অতএব আমি নিগূঢ়ার্থ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

পরস্পর সহায়ভাব-প্রাপ্ত দুই পক্ষি এক বৃক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটী পক্ষী সেই বৃক্ষের পক্বফল ভক্ষণ করেন, আর এক পক্ষী ফলভোজন করেন না, অথচ তিনি ফলভোগ না করিয়াও উক্ত ভোক্তার অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও প্রকাশমান হয়েন, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—জীবত্মা বিহঙ্গম স্বরূপ ইহারা উভয়েই বৃক্ষরূপ দেহ মধ্যে সততই বাস করেন, তন্মধ্যে জীবত্মা সেই বৃক্ষবৎ দেহের স্বর্গ নরকাদিরূপ ফলভোগ করেন, পরমাত্মা কেবল মাত্র স্বাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া কালান্তরে ঐ স্বর্গ নরকরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এই স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপ বর্ণনা করণের অভিপ্রায়, যে পাখি যেমন শাখির মধ্যে থাকিয়াও তাহার সহিত একভাবে লিপ্ত নহে, সেই রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেহে বাস করিয়াও সেই দেহের সহিত লিপ্ত নহেন। সুতরাং পক্ষিরূপে বর্ণিত হইলেন।

পরন্তু দেহকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করণের

তাৎপর্য্য এই, যে, বৃক্ষকে যেমন ছেদন করা যায়, দেহকেও সেইরূপ ছেদন করা যায়।

আত্মা।

ও-মা তাহার পর কি হইল।

উপনিষদ্দেবী।

হে আত্মন্! আমি সেই মীমাংসার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কিয়দ্দূরে গমন করত বহু পুস্তক কর্ত্তৃকউপস্যো "ন্যায়বিদ্যা" "বৈশেষিক বিদ্যা" "সাংখ্যবিদ্যা" এবং "পাতঞ্জল-বিদ্যাকে" দর্শন করিলাম। ইহাঁরা পরস্পর স্ব স্ব মতের উন্নতি সাধন ও বাহুল্যরূপ বিস্তার করণার্থ বিশেষতর ব্যাকুল হইয়া নিয়তই কেবল বক্তৃতা করিতেছেন।

আত্মা।

ইহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদাভেদ কি?

উপনিষদ্দেবী।

ন্যায়দর্শন বলেন, "জগৎ সত্য" পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ, ঈশ্বর কেবল মাত্র নিমিত্ত কারণ" সেই ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়, জীব সকলকেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন।

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জগৎ নিরূপণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরূপণ,—তৎফল মুক্তি, সেই মুক্তি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখ সকলের সমূলে নাশ; মুক্তি হইলেও জীব পরস্পর আপনারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ন্যায়বিদ্যার সহিত বৈশেষিক বিদ্যার সমুদয় অংশেই ঐক্য আছে প্রায় এক-মত, কেবল ন্যায় শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ কল্পনা করিয়া তাহতে সমুদয় জগৎ নিরূপিত হইয়াছে, বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি মাত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু নিরূপিত হইতেছে।

সাংখ্যবিদ্যা বলেন "জগৎ সত্য এবং নিত্য, জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র, প্রকাশিত ও সঙ্কুচিত কূর্ম্মশরীর কিম্বা পটের ন্যায়, সংসারের কারণ এক মাত্র প্রকৃতি, তিনিই সত্ত্ব-রজ-স্তমো-গুণাত্মিকা নিত্যা ও অচেতনা, পুরুষ অর্থাৎ জীব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, নিত্য ও চেতন, পদ্মপত্রস্থ জলবৎ নির্লেপ, অকর্ত্তা ও অভোক্তা, প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইতেই সংসারের আবির্ভাব হয়, প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ হওনের নামই মুক্তি, এই জীব ভিন্ন দ্বিতীয় এক ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন করে না, ইহাঁরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কল্পনা করিয়া চেতন এবং অচেতন সমস্ত বিশ্বই নিরূপণ করিতেছেন।

পাতঞ্জলবিদ্যার প্রায় সমুদয় অংশই উক্ত সাংখ্যবিদ্যার সহিত তুল্য, ইহাঁরা কেবল পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন পুরুষ বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই মুক্তি হয়, নচেৎ হয় না, ইহাই বলেন।

আমি সর্ব্বাগ্রে যে মীমাংসা-বিদ্যার আশে গমন করিয়া ছিলাম, তাঁহার বিষয় যদিও পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি, তথাচ পুনরায় সংক্ষেপে মাত্র কহিতেছি, তাঁহার এইরূপ মত "জগৎ সত্য, জীবের অদৃষ্ট দ্বারাই জগৎ উৎপন্ন হয়, জীব সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, সেই জীবগণ

কর্ত্তা ভোক্তা, অচেতন এবং পরলোকগামি, তৎফল, বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই স্বর্গ, অবৈধ কর্ম্ম করিলেই নরক হয়, স্বর্গ ভোগ মাত্রই মুক্তি, তদ্ভিন্ন আর মুক্তি নাই, জগৎ কারণং ঈশ্বরো নাস্তি। এই মতের "ভূতাত্তিক,, নামক আচার্য্য কর্ম্মফলের দ্রষ্টা, প্রদাতা ও শাস্তারূপ এক ঈশ্বর স্বীকার করেন।

ও-মা! মীমাংসার কথা পুনর্ব্বার আর কহিবার প্রয়োজন করেনা, এইক্ষণে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই চারি জনের মধ্যে পরস্পর কিরূপে বিবাদ বিসম্বাদ, প্রমাদ ও আলাপ আহ্লাদ প্রমোদ প্রবাদ সম্পন্ন হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রশার কর।

উপনিষদ্দেবী।

বৈশেষিকবিদ্যা অভাব-পদার্থ মানেন না, ন্যায়বিদ্যা তাহা মানাইবার জন্য বিস্তর বিতণ্ডা করিতেছেন, সাংখ্যবিদ্যা কহিতেছেন, তোমাদিগের এরূপ বিবাদ করণের প্রয়োজন কি? মূলপ্রকৃতির কার্য্যরূপ এই দেহ, এই দেহ হইতে পুরুষকে ভিন্নরূপ জ্ঞান কর, তাহা হইলেই তোমাদের পুরুষার্থ লাভ হইবে। পাতঞ্জলবিদ্যা কহিতেছেন, বটে বটে, তোমরা যেরূপ কহিতেছ, তাহা এক প্রকার বটে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধন পুরুষকে করিতে হয়, তাহার অভাবে কখনই সংসারমোচন হইতে পারে না।

পরস্পর এবম্প্রকার বিবাদ হওনের কালে আমি নিকটে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন।—হে কল্যাণি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তাহাতে আমি কিছু কাল তথায় বসতির প্রার্থনা প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শ্লোক পাঠ করিলাম। যথা;—"আমি সেই পুরুষকে প্রতিপন্ন করিতেছি, যিনি এই জগতের উপাদান কারণ ইত্যাদি।"

এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই "বৈশেষিকবিদ্যা" ও "ন্যায়বিদ্যা" আমার প্রতি অতিশয় উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, আহা! তোমার কি ভ্রান্তি! —তুমি নিতান্তই বোধবিহীনা, কিছুই জাননা, কাণ্ড-জ্ঞান মাত্রই নাই,—পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র।—যেমন ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি দণ্ডচক্র প্রভৃতি, ইহাও সেইরূপ, অনন্তর "সাংখ্য এবং পাতঞ্জল শাস্ত্র কহিলেন" ওরে পাপিয়সি! তুই কি বলিলি? তোর বাক্য প্রমাণে যে নির্ব্বিকার ঈশ্বরের বিকার স্বীকার করা হইতেছে, আমরা কি প্রকারে ইহা গ্রাহ্য করিতে পারি? কারণ তোর কথা অত্যন্তই অসঙ্গত, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, সে বিকৃতি হওত ঘটরূপে উৎপন্ন হইয়া আপনি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আপনিও বিনষ্ট হয়েন? এই উক্তিই বা কে গ্রাহ্য করিবে? কেননা তোর মতে ঈশ্বর বিকারী ও নশ্বর, অতএব শোন্ বলি, তোর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছি, ত্রিগুণা-প্রকৃতি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়, তিনিই তাহার উপাদান-কারণ, তুই বাচালের মত আগড়্ বাগড়্ মিছে কেন বকিতেছিস্?"

কোথা হ'তে এলে বল, তুমি কার ললনা।
আলাত, পালাত, মিছে, কি বলিছ, বলনা॥
মিছে, কথা ক'য়ে কর, মিছেমিছি কলনা।
জগতেরে মিথ্যা ব'লে, করিতেছ ছলনা॥

ঈশ্বরে নশ্বর বোধে, নাস্তিকতা দল'না।
সত্যেরে অসত্য বল, সোজাপথে চল'না॥
প্রকৃতিপ্রধানা পরা, পাদপদ্মে ঢল'না।
ত্রিগুণার তত্ত্ব জেনে, তত্ত্বমদে টল'না॥
মিছার বিচার-বিষ, বিছার কি জ্বলনা?
পরম-পীযুষ-রসে, ভ্রমে কভু গলনা॥

বিচারের শাণে তুলে, বোধ-অস্ত্র শাণনা।
ধরিয়া প্রমাণ-পাশ, যুক্তি-রথ টাননা॥
সত্যেরে অসত্য বল, মিছে ভান ভাননা।
প্রমাণ প্রত্যক্ষ যাহা, তুমি তাহা মাননা॥
প্রকৃতির প্রেমরস, অন্তরেতে আননা।
ভ্রমেতে হরিছ কাল, কিছুমাত্র জাননা॥

বিবেক।

কি আশ্চর্য্য! দুর্ম্মতি তর্কবিদ্যারা আবার বাচালতা পূর্ব্বক বেদান্ত সিদ্ধান্তের উপর বৃথা বিতণ্ডা উপস্থিত করে। তাহারা জানে না যে, বস্তুমাত্রই কার্য্য। কখনই কারণ নহে, কেবল এক ঈশ্বরমাত্রই সকলের কারণ, তবে ঈশ্বরতত্ত্বের অজ্ঞানদশাতে পরমাণুকে কারণ বলি আমাদিগের কোন কথা কহিবার আবশ্যক করে না। কেন না তাহাতে উভয় মতের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকে না। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে সকল বস্তুই অলীক, যেমন একটি শরীর, সেই শরীর শব্দে দেহকেই বুঝিতে হইবে। বস্তু বিচার পূর্ব্বক দর্শন কর, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কক্ষ, বক্ষ, অঙ্গুলি প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিয়াই একটি দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেই অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, এই দেহকে কোটি কোটি ভাগে যত খণ্ড খণ্ড করিবে ততই আকৃতির বিকৃতি হইবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে অবয়বের অন্যথা হইলে তখন আর সেই শরীর "দেহ নামে" বাচ্য হইবে না। অতএব অবয়ব-বিশিষ্ট এই জগৎ এবং এই জগতে অবয়বই যত কিছু আছে, সে সকলি অসত্য ও নশ্বর, কেননা ভিন্ন ভিন্ন করিলে আর অবয়ব থাকে না।

বেদান্তবিরোধি ভ্রান্ত সকল এরূপ সিদ্ধান্ত করে "এই সংসারকে কি প্রকারে মিথ্যা করিব? যেহেতু প্রত্যক্ষরূপেই সত্য সন্দর্শন করিতেছি, ঘটাদি বস্তু সকলের দ্বারা অনায়াসেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, যাহাব দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কখনই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না, যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই আছে, যেমন ঘোটকঅণ্ড, আকাশকুসুম, কিন্তু পক্ষি-ডিম্ব, বৃক্ষের ফুল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, কেননা চক্ষের দ্বারা ডিম্বের, ঘ্রাণের দ্বারা পুষ্পের সত্যতার প্রতি প্রত্যয় জন্মিতেছে, এই শরীরের প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই গমন, গ্রহণ, ধারণ, দর্শন, শ্রবণ, এবং কথনাদি সমস্ত প্রকার কর্ম্মই সিদ্ধ হইতেছে, জল, স্থল, পবন, অনলাদি প্রত্যক্ষীভূত হইয়াই স্বস্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, অতএব এই সকল মিথ্যা হইলে ইহাদিগের কার্য্য সকল কখনই সত্য হইত না, একারণ আমরা বেদান্ত দর্শনের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না"

ইহার উত্তর, বেদান্ত যাহা বলেন, তাহাই সত্য, সত্য সত্য। সেই নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, জগন্মিথ্যা, তিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত "উপাদান কারণ, লুতাতন্তুর ন্যায়, যেমন মাকড়সার সূত্র মাকড়সার সঙ্গেসঙ্গেই থাকে, তদ্রূপ জগদীশ্বর জগতের সঙ্গেই আছেন, "সমবায়ি কারণ" যেমন সূত্র বস্ত্রের প্রতি-মৃত্তিকাঘটের প্রতি, "অসমবায়ি কারণ"

যেমন বস্ত্রের শুভ্রতার প্রতি স্থত্রের শুক্লতা ইত্যাদি।

"নিমিত্ত কারণ" যেমন তন্তুবায় প্রভৃতি "বিবর্ত্ত উাপাদান,, যেমন সর্পের প্রতি রজ্জু কারণ, সেই-রূপ সত্য যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা জগতের প্রতিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য। ব্রহ্ম-রূপে অবস্থিতি করণের নাম "মুক্তি" সংসার-দশাতে জীব সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন, সেই ভেদ "ঔপাধিক" অর্থাৎ যেমত "ঘটাকাশ" "পটাকাশ" এবং "মঠাকাশ" আর ঐ অবস্থাতেই ঈশ্বরের "স্থূল স্থক্ষ্ম, কারণ,, রূপ উপাধিবশতঃ বিরাট, হিরণ্য-গর্ভ, ঈশ্বর আখ্যা, এবং জীবেয় "স্থূল, স্থক্ষ্ম, কারণ" রূপ উপাধি বশতঃ "বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ আখ্যা, কল্পিত ও স্বীকৃত আছে, সুতরাং বেদান্তের কথায় কোন সংশয় দেখিতে পাই না।

ইহারা কহে প্রত্যক্ষ।—সেই প্রত্যক্ষটি কি? কেবল ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ মাত্র-এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা স্থর্যদেবকে অতিশয় ক্ষুদ্র দেখিতেছি, বাস্তবিক সে স্থর্য্য কিছু ক্ষুদ্র নহেন, তিনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ জ্যোতিষের দ্বারা তাহা স্থিররূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভ্রমত্মক-প্রত্যক্ষ হইতে শব্দ প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া কাজেকাজেই মান্য করিতে হইল, যে ব্যক্তি চক্ষুরোগে রুগ্ন, সে শঙ্খকে পীতবর্ণরূপে দেখিতে পায়, এই স্থানে তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক হইতেছে, কেননা যাহার চক্ষে কোন-রূপ পাড়া নাই সে শুভ্রবর্ণ শঙ্খকে শুভ্রই দেখিয়া থাকে।

ইহারা ঘটপটাদি যাহা সত্য কহিতেছে, সে সমস্তই অসত্য, ভ্রম মাত্র।

সত্যেতে অসত্য ভ্রম এই জগৎ, রজ্জু সর্প-বৎ।

সত্য তিন প্রকার।

১। পারমার্থিক সত্যতা, ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মতেই আছে, কোনকালেই যাহার বিলোপ হয় না।

২। ব্যবহারিক সত্য, আকাশাদি এবং ঘটপটাদি, ইহা সংসারদশা পর্য্যন্তই সত্য।

৩। প্রাতিভাসিক সত্য।—শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এই ভ্রম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্যান্তই সত্য বোধ থাকে, ভ্রম ভঙ্গ হইলেই যে মিথ্যা সেই মিথ্যা,—ঝিনুককে রূপা এবং রজ্জুকে সর্প এই ভ্রান্তি দূর হয়, ব্রহ্মেতে যে সত্যত্ব আছে, জগতে তাহা তাই।

যে মনুষ্য মাল্যকে মাল্য দেখে, তাহার মালায় সর্প ভ্রম কেন হইবে! যে মানব ঝিনুককে ঝিনুক দেখে, তাহার ঝিনুককে রৌপ্য ভ্রম কেন হইবে!—যে ব্যক্তি ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কৌশল জ্ঞাত আছে, ভোজবাজীতে তাহার সত্যভ্রম কেন হইবে? সেইরূপ যে ব্যক্তি ঈশ্বরাক সত্য জানিয়া সংসারকে মিথ্যা-রূপে দেখিতে পায় তাহার সেই মিথ্যা সংসারে সত্যভ্রম কেন হইবে! যেমন জল মধ্যে প্রতি-বিম্বিত চন্দ্র এবং স্বপ্ন-জন্য নানাবিধ দর্শনাদি আরোপিত বস্তুমাত্র।—অজ্ঞান দশাতেই সত্যের ন্যায় দেখায়, তাহার যথার্থ জানিতে পারিলে আর সেভাব থাকে না,-সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ অবধি সকল বস্তুই সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, অতএব অলীক পদার্থ সমুদয় কিরূপে জগতের কারণ ও সত্য হইতে পারে! সাংখ্য ও পাতঞ্জল কহে "প্রকৃতই এই জগতের "সমবায়ি-কারণ কারণ যদি ব্রহ্ম এই অচেতন ক্ষণভঙ্গুর বিকারি জগতের সমবায়ি কারণ হইতেন তবে অবশ্যই তিনিও অচেতন, ক্ষণনাশ্য এবং বিকারী হইতেন।

একথার উত্তর করিতে হাসিই আসে,

"সমবায়ি,, অর্থাৎ "উপাদান কারণ" দুই প্রকার -"পারিণামী উপাদান,, এবং "বিবর্ত্ত উপাদান,,।

পরিণামী উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যে কারণটী স্বীয় কার্য্যের তুল্য স্বভাব হয়, যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা, কুণ্ডলের প্রতি স্বর্ণ, বস্ত্রের প্রতি সূত্র এবং ভস্মের প্রতি কাষ্ঠ।

'বিবর্ত্ত উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যাহার স্বভাব কার্য্যের স্বভাব হইতে বিলক্ষণ হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি স্থলে, শুক্তিতে রজত ভ্রান্তিস্থলে, মরীচিকাতে জল ভ্রান্তিস্থলে, সর্প, রজত ও জলের প্রতি রজ্জু, শুক্তি, এবং মরীচিকার "উপাদান কারণ, দৃষ্ট হয়, সুতরাং বেদান্তমতে এই জগতের প্রতি ব্রহ্ম "বিবর্ত্ত উপাদান" হওয়াতে তিনি কখনই বিকারি, ক্ষণভঙ্গুর এবং অচেতন হইতে পারেন না, যেমন ঐ রজ্জু প্রভৃতি ঐ মিথ্যা সর্পাদির কারণ হইয়াও তাহাদিগের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, ঈশ্বরের বিকার কিরূপে হইবে ? দেখ, বিশ্বব্যাপক আকাশের যৎকিঞ্চিৎ স্থান নবনিবিড় নীলনীরদ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহাতে আকাশের কি বিকার হয়! ক্ষণমাত্র বায়ুর বেগে সেই মেঘ চালিত হইলেই পুনর্ব্বার সেই বিশুদ্ধ আকাশ পূর্ব্ববৎ বিমলরূপে অবস্থান করে,—তাহার রূপান্তর কখনই হয় না, সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ ভাগ আবরণ করিয়া মায়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সেই পরম পরাৎপর পুরুষ কি বিকারী হইবেন! তাহারা এ আশঙ্কা কেন করে!

পাঁচদর্শনের মতে জীব সকল ভিন্ন ভিন্ন, বেদান্তমতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নয়, ইহাতে অন্যান্য দর্শন এরূপ আপত্তি করে "যদি জীবগণ অভিন্ন হইত, তবে এক জীবের সুখে দুঃখে, ক্রিয়াতে, এবং ক্রিয়াজন্য ফললাভে সকল জীবেরি সুখ, দুখ, ক্রিয়া, ও ক্রিয়াজন্য ফললাভ হইতে পারিত। যখন তাহা কখনই হয়না, তখন জীব সমুদয় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।,,

উত্তর,—বেদান্তমতে যদিও জীবের আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ ভেদ না থাকুক, তথাপি সংসারদশাতে ইহাদিগের ঘটাকাশ, পটাকাশ এবং এবং মটাকাশের ন্যায় উপাধি ভেদ থাকাতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সুখ, দুঃখ, ক্রিয়া, এবং ক্রিয়াজন্য ফলভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং একের সুখ দুখাদিতে অন্যের সুখ দুঃখাদি হওনের সম্ভাবনাই রহিল না,—যেমন ইহারা পরস্পর ঔপাধিক ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ না করে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াই গণ্য আছে।

সত্য এক বস্তু বিনা, মিথ্যা সমুদয়।
জগতে যে কিছু দেখ, সব ভ্রমময়॥
ঘট, পট, আদি করি, দৃশ্য যাহা হয়।
মায়ার বিকার ছাড়া আর কিছু নয়॥
যত দেখ অবয়ব, শেষে নাহি রয়।
যত তারে ছেদ কর, তত পাবে লয়॥
অবোধের সেই বোধ মায়ার বিক্রম।
যতক্ষণ সেইভাব, ততক্ষণ ভ্রম॥
ভ্রম পাশ, হ'লে নাশ থাকে না বিকার।
সহজেই করে সেই, সত্যের স্বীকার॥
স্বভাবেতে সত্য যেই, অমল অভ্রম।
কিছুতেই তার আর, নাহি ব্যতিক্রম॥
ভ্রম ঘুচে তত্ত্ব জ্ঞান, পেয়েছে যেজন।
এক বিনা করে সব, মিথ্যা দরশন॥
ভূতের সংসার খেলা, সত্য যদি হয়।
ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী, সত্য কেন নয়॥

অবয়ব দেখে যদি, সত্য বল ভবে।
স্বপনের কার্য্য যত, সত্য হ'তো তবে ॥
কতরূপ ভাব ধর, দেখিয়া স্বপন।
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর, সে ভাব কেমন ॥
স্বপনে আপন ভাব, অগোচর, কা'র।
মিথ্যার সত্যের ভাব, সেরূপ প্রকার ॥
যতক্ষণ ঝিনুকের, বোধ নাহি হয়।
ঝিনুকে রজত ভ্রম, ততক্ষণ রয় ॥
যতক্ষণ রবিকর, বোধ নাহি হয়।
রবিকরে জল ভ্রম, ততক্ষণ রয় ॥
যতক্ষণ মালারে না, মালা বোধ হয়।
মালাতে সর্পের ভ্রম, ততক্ষণ রয় ॥
এজগৎ সত্য বোধ, ততক্ষণ রয়।
যতক্ষণ তত্ত্ব জ্ঞান, না হয় উদয় ॥
কারে বা অভ্রম করি, কে আছে অভ্রম ॥
যতদিন ভ্রম থাকে, ততদিন ভ্রম ॥
ভাগ্য-ভোগ করিতেছে, ধরিতেছে বেশ।
ভ্রম গেলে ভ্রমণের একেবারে শেষ ॥

এই কথা "ন্যায় ন্যায়" কহিতেছে ন্যায়।
ন্যায় যদি, ন্যায় বলে, তবে বলি "ন্যায়" ॥
এজগৎ সত্য বোধ, হ'লে তার মতে।
তন্ন্যায় অন্যায় আর, কে আছে জগতে ॥
পরমাণু "হেতু, বলি, করিতেছে জারি।
নির্গুণে সগুণ বলে, গুণ তার ভারি ॥
ন্যায়, ন্যায় উপদেশ, না ন্যায়, না ন্যায়।
সে বলুক, ন্যায় ন্যায়, আমি বলি ন্যায় ॥
বলে বলে ন্যায়, ন্যায়, ফলে ন্যায় নয়।
অন্যায় বলিবে কেন, ন্যায় যদি হয় ॥
ন্যায়ের বিচার নয়, ন্যায়ের বিচার।
দর্শন কেমনে বলি, দর্শন কি তার ॥
সুদর্শন চক্রবৎ, চক্র করি রয়।
সে দর্শন, কুদর্শন, সুদর্শন নয় ॥

"বৈশেষিক" নাহি মানে অভাব পদার্থ।
স্বভাবে অভাব তার, জানিবে যথার্থ ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ, বলি, প্রমাদ ঘটায়।
স্বভাব কি ভাব তাহা, দেখিতে না পায় ॥
একে অন্ধ, দেখে ধন্ধ, দ্বন্দ্ব তাই মনে।
অসার ছাড়িয়া সার, দেখিবে কেমনে ॥
গোটা কত কথা নিয়ে নিজ মতে চলে।
মোটামুটি বোধ তাই, মোটামুটি বলে ॥
নয়নের জ্যোতি যাব, নাহি থাকে ভালো।
কালোরে সে শাদা দেখে, শাদা দেখে কালো ॥
ভ্রমের প্রত্যক্ষ যাহা, সে নহে প্রত্যক্ষ।
ভাল বলি ভ্রমহীন, প্রমাণ পরোক্ষ ॥
সূর্য্যের শরীর বড়, পৃথিবীর চেয়ে।
কত ছোটো দেখা যায়, দেখদেখি চেয়ে ॥
ক্ষুদ্র রূপে তুমি কর, রবি দরশন।
এ ব'লে কি গ্রাহ্য হবে, তোমার বচন ॥
তপনের তনু যদি, ক্ষুদ্র, বল, বলে।
জ্যোতিষের শাস্ত্র তবে, পোড়াও অনলে ॥
আপন প্রমাণে করে, প্রমাণ প্রমাণ।
মনে ভাবে রবি ছবি, থালার সমান ॥
স্থির জ্ঞানে নাহি করে, বস্তু নিরূপণ।
শুনিবার যোগ্য নহে, তাহার বচন ॥
কত তার বোধ হবে, সে দিনের বালা!
ছেলেমুখে, বড় কথা, এ যে বড় জ্বালা ॥
চেতন হইয়া যার, চেতন না রয়।
অচেতনে সচেতন, ভ্রমে সেই কয় ॥
সাংখ্য আর পাতঞ্জল, যত কিছু কয়।
শুনিবার যোগ্য তার, কোন কথা নয় ॥
স্বভাবত দেখি যার, বিষম বিকৃতি।
কেমনে কারণ তবে, হইবে প্রকৃতি ॥
কিরূপে সে মূল হবে, স্বভাবে যে স্থূল।
স্থূল নিয়ে মূল বলে, এ যে, বড় ভুল ॥
চেতনের ধর্ম্ম যাহা, চেতনেই রয়।
অচেতনে কিসে তার, সম্ভাবনা হয় ॥

অনলের ধর্ম্ম যাহা, থাকেই অনলে।
অনলের গুণ কভু, নাহি হয় জলে॥
জলের যে ধর্ম্ম তাহা, জলেতেই রয়।
জলের শীতল গুণ, অনলে না হয়॥
কুসুমেই বাস করে, কুসুমের বাস।
পাষাণে কি হয় তার, আমোদ প্রকাশ॥
ধরার ধারণা ধর্ম্ম, ধরাই তা ধরে।
বায়ুর চালনা-গুণ, বায়ুতে বিহরে॥
করের যে গুণ তাহা, নিজে ধরে কর।
কর নহে চরণের, গতি-গুণধর॥
নাসার যে ঘ্রাণ গুণ, নাসাতেই রয়।
নয়নের জ্যোতি গুণ, নাসায় না হয়॥
রসনার রস গুণ, না পায় শ্রবণ।
রসনা করে না কভু, বচন শ্রবণ॥
স্বভাবের ধর্ম্ম যাহা, হয় এই রূপ।
কার সাধ্য করে সেই, স্বরূপ বিরূপ॥
চেতনের জ্ঞান ধর্ম্ম, চেতনেই আছে।
অজ্ঞানের শক্তি কোথা, যায় তার কাছে॥
ভ্রমেও এভাব মনে, এনো না এনো না।
প্রকৃতিরে মূল ব'লে, মেনো না মেনো না॥
গোলে মিশে কোলে তারে টেনো না টেনো না।
এক মাত্র সত্য বিনা, জেনো না জেনো না॥

ক্রিয়ার চালনা শুধু, করিছে মীমাংসা।
নাহি বোঝে মাতা মুণ্ড, করে কি মীমাংসা
জগতের মূল সেটা, কিছুই জানে না।
জীবেরে সে "কর্ত্তা" কহে, ঈশ্বর মানে না
প্রদীপ নির্ব্বাণ করি, অন্ধকারে চলে।
দ্রষ্টা নাই, দাতা নাই, শাস্তা নাই বলে॥
আপনারে আপনি, যে, দেখিতে না পায়।
সে জন অন্যেরে পথ, কেমনে দেখায়॥
বাচালতা বলে ব'লে, বচন সকল।
"নিজে জীব, ক্রিয়া করে, নিজে লয় ফল"॥

ক্রিয়ার বন্ধন যায়, ক্রিয়তে কাটিয়া।
রোগের বিনাশ হয়, কুপথ্য করিয়া॥
রাম রাম, পেট ফাটে, হাসিতে হাসিতে।
অন্ধকারে অন্ধকার, সে চায় নাশিতে॥
ভোগেতে ভোগের শেষ, হবার যা নয়।
আলো বিনা অন্ধকার, নষ্ট নাহি হয়॥
যত দিন সুস্থ নয়, তত দিন রোগ।
যতদিন কর্ম্ম আছে, ততদিন ভোগ॥
ক্রিয়াপাশ, হ'লে নাশ, ভোগ নাহি রয়।
ফলের যে ফল, তার, ফলে পরিচয়॥
ফল পেতে, হাত পেতে, র'য়েছে যে জন।
না দিলে সে, নিজে করে, কেমনে গ্রহণ॥
ফল নিতে শক্তি যদি, না রহিল তার।
কাজেই করিতে হবে, ঈশ্বর স্বীকার॥
সকল ক্রিয়ার সাক্ষী, হ'যে ভগবান।
করেন উচিত মত, ভোগের বিধান॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন, করি তাঁর ধ্যান।
সংসার নাশের অসি, যাঁর তত্ত্বজ্ঞান॥
"ভূতাত্তিক" নামধারী, মীমাংসক যেই।
আশীর্ব্বাদ করি, হ'ক চিরজীবী সেই॥
এমতে সুবোধ কেহ, নাহি তার মত।
কিছু কিছু শুনিবার, যোগ্য তার মত॥
কথার মতন তার, গুটি দুই কথা।
"কাণামামা" ভাল তথা "নেই মামা" যথা

পুরুষ অর্থাৎ আত্মা।

(হর্ষপূর্ব্বক।)

আহা আহা;—তুমি কি সুমধুর বচনসুধা দান করিয়া আমার সংশয় ক্ষুধা নিবারণ করিলে,—ও-বিবেক বাপু তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক! ও-মা উপনিষদ্দেবি তাহার পর: কি হইল?

উপনিষদ্দেবী। *

হে পুরুষ!—পরে সেই তর্কবিদ্যা প্রভৃতি সকলে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমার প্রতিকূলে ধাবমানা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ অমনি প্রস্থান পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎপরে আমি যখন মন্দরপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির সমীপে আগমন করি, তৎকালে সেই পাষাণ্ডেরা অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ব্বক আমার করদ্বয়ের মণিময় অলঙ্কার † ভগ্ন করিল, গলদেশের মুক্তামালা ‡ টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এবং কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মস্তকের চূড়ামণি § গ্রহণ করিল, দুঃখের কথা অধিক কি নিবেদন করিব?—অবশেষে আমার অঙ্গের পট্টবস্ত্রখানি* পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অপহরণ করিল। পরন্তু এই দুর্ঘটনার সময়ে আমার পায়ের † নূপুর দুগাছা পর্য্যন্ত রহিল না, ভূমিতলে খসিয়া পড়িল।

বিবেক।

(অতিশয় কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা।)

হে প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরি!—মরি মরি, আহা! আহা! সেই দুরাচারেরা, তোমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? তুমি তাহার পর কি করিলে।

উপনিষদ্দেবী।

হে হৃদয়বল্লভ-প্রাণেশ্বর!—তাহার পর গদাহস্ত কতকগুলীন পুরুষ সেই ভগবানের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ঐ নির্দ্দয় দুর্জ্জন-দিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিল, ঐ প্রচণ্ড প্রহারে প্রচুর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত পাষণ্ড-পুঞ্জ দিগ্‌দিগন্তর প্রস্থান করিল।

আত্মা।

(হাস্যবদনে।)

সাধু সাধু, সেই গদাহস্ত পুরুষেরাই সাধু।

---

*—উপনিশৎ "--এই শব্দের অর্থ,, ব্রহ্মবিদ্যা ইহাকে স্ত্রী রূপে বর্ণনা করা কেবল রূপক মাত্র, সেই রূপক রচনার ধর্ম্মে ইহায় হস্ত পাদাদি অঙ্গ ও আভরণাদি প্রত্যঙ্গ, এই সমস্ত-কেও অবশ্যই রূপক কহিতে হইবে, এতজ্জন্য উপনিষদ্দেবীর বাহু দ্বয় শব্দে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, দুই প্রকার উপাসনা হস্ত রূপে বর্ণিত হইল।

† মণিময় অলঙ্কার "--এই শব্দে নানবিধ ভাব প্রকাশ রূপ উক্ত কর যুগের আভরণ, তাহাও ভগ্ন করিল,—অর্থাৎ মীমাংসক এবং নৈয়ায়িকেরা বিবাদ করিয়া তাহা খণ্ডন করিল।

‡ মুক্তাহার শব্দে, শম, দম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্বগুণের কার্য্য তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিল, অর্থাৎ নিরাকরণ করিল।

§ মস্তকের মণি—এই শব্দে "নির্গুণ পর-ব্রহ্ম,, তাহার আকর্ষণ অর্থাৎ তাহা না মানিয়া সগুণ ব্রহ্ম স্থাপন করিল।

* গাত্রের আবরণ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া হরণ করিল, অর্থাৎ আবরণ বিক্ষেপ শক্তিবিশিষ্ট মায়াবাদ খণ্ডন করিল।

† পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল, অর্থাৎ আমাতে যে সকল পদ আছে, তাহার উদাত্ত, অনুদাত্ত, আদি স্বরভেদে যে আলাপ তাহাও রহিত করিল।

বিবেক।

হে প্রণয়িণি!—যে জঘন্য জনেরা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, ভগবান কখনই তাহার ভাল করেন না, অবশ্যই মন্দ করেন।—হে হৃদয়রঞ্জিনি! বল বল, তাহার পর তুমি কোথায় গমন করিলে?

উপনিষদ্দেবী।

পরে আমি অতিশয় ভীতা হইয়া গীতা নাম্নী সুতার সদনে গমন করিলাম, আমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে সেই কন্যা অতিশয় কাতর হইয়া সজলনয়নে কহিল 'ও-মা ও-মা! এ-কি? এ-কি? তোমার এমন দুরবস্থা কেন? —অনন্তর আমি সেই কন্যাটিকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া অনেকক্ষণ পরে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম,—আমার সমুদয় অবস্থা শ্রবণ করিয়া কন্যা কহিলেন, "মাগো তুমি স্থির হও, স্থির হও, আর অনর্থক খেদ করিলে কি হইবে? যে সকল অসুরজনেরা তোমাকে প্রণাম না করিয়া প্রকাশিত হইবে, শ্রীশ্রীভগবান স্বয়ং তাহাদিগের শাসন করিবেন, তিনি আপনিই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন "যে সকল দুর্ব্বোধ কুটিল নরাধম জনেরা সর্ব্বদা দ্বেষ করে, আমি তাহাদিগকে অতি হেয় আসুরি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করি।

আত্মা।

ও মা—তোমার প্রসাদে আমি অনেক বিষয় অবগত হইলাম, এইক্ষণে "ঈশ্বর" কি বস্তু, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিতরূপে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর?

উপনিষদ্দেবী।

(হাসিতে হাসিতে।)

হে আত্মন্!—যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, আমি কি প্রকারে তাহার "আত্ম-বোধ,, করাইব! আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, আপনিই সেই আপনি।

আত্মা।

(ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক)

তবে কি আমিই ঈশ্বর? ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

উপনিষদ্দেবী।

হে পুরুষ, তুমিই ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব শ্রবণ কর।

সেই নিত্য পুরুষ পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন নহেন? তুমিই তিনি—তিনিই তুমি। তুমিও সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। তোমরা উভয়েই এক পদার্থ, কেবল অনাদি মায়া-দ্বারা সেই পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন হইয়াছেন, যেমন সূর্য্যদেব জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনাকে দুই প্রকার দেখাইতেছেন, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কারণ এক বস্তু দুই রূপে দেখা যাইতেছে।

গীত

হায় কারে কব, হ'য়ে ভবধব,
আপনি পড়েছ ভববন্ধনে।
নিজে পোড়ে বাঁধা, দেখিতেছ ধাঁধাঁ,
আপনি আপনা পড়ে না মনে॥
বিস্মৃত হ'য়েছ বিশ্বের ব্যাপারে,
বিস্ময় হতেছে যেন স্বপনে।
তুমি যদি তুমি তোমারে না জান,
আমি তবে আমি জানি কেমনে॥
তুমি তুমি তুমি, তুমিই তুমি,
তুমি বলি আমি, "তুমি-বচনে,,।
তোমারি তুমিত, তুমিত তোমারি,
এ তুমি, কে জানে, তুমি বিহনে॥
তোমারি "তুমিত্ব,, তোমাতে রয়েছে,
দেহীরূপে তুমি দেহ-ভবনে।
আমি আমি আমি, আমি বলি আমি,
আমি হব তুমি তোমারি সনে॥
যে প্রকার জলে, রবি ছবি জ্বলে,
তদ্রূপ দেখিছে, সকল জনে।
তেমনি তোমার স্বরূপ বিরূপ,
দ্বিরূপ হ'য়েছে মায়া-দর্পণে॥
যেমন নয়ন করে দরশন,
ঘট-পট যত আছে ভুবনে!
আপনারে নিজে দেখিতে না পায়,
নিজ-রূপ তার থাকে গোপনে॥
সেরূপ প্রকার অখিল সংসার,
দেখিতেছ তুমি বিনা নয়নে।
আপনারে তুমি না পাও দেখিতে,
দেখাব তোমারে আমি কেমনে॥
আপনি আপন করিয়ে গোপন,
গোপনে রয়েছ স্বীয় সদনে।
দেখিতে পারিলে দেখাতে পারিব,
দেখিব দেখাব অতি যতনে॥
নয়নে, নয়ন, করে দরশন,
দর্পণ অর্পণ, হ'লে লোচনে।
স্বরূপ, সেরূপ, স্ব স্বরূপ দেখ হে,
নিজবোধরূপ চারু-দর্পণে॥
যদিও বুঝেছি বুঝাতে পারিনে,
মনের বিষয় রয়েছে মনে।
বলিবার কালে কে যেন আমার,
হাত চাপা এসে দেয় বদনে॥
"অহং অহং অহং,,
"সোহং সোহং সোহং,,
"অহং,, মিশাও তুমি "সোহং সনে।
ভেদ পেলে পরে ভেদ নাহি থাকে,
অভেদে অভেদ হবে মিলনে॥
উপাধি-ভেদেতে, তুমি জীব, শিব,
উপাধি ধরেছ মায়া-রচনে।
নহতো নশ্বর, তুমি, সে ঈশ্বর,
নশ্বর হইয়া, ঈশ্বর ভণে।

আত্মা।

ও-বাপু বিবেক! ভগবতী উপনিষদ্দেবী—যে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন, আমি তাহার নিগূঢ় মর্ম্মার্থ গ্রহণ করণে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম হইলাম, অতএব তুমি আমার মনের সংশয় ছেদন কর, আমি কি প্রকারে সেই ঈশ্বর হইব।—যেহেতু আমি নশ্বর, ইহা প্রত্যক্ষই দর্শন করিতেছি। ঈশ্বর কিছু নশ্বর নহেন।—আমি জন্ম-জরা-মরণযুক্ত অবচ্ছিন্ন, ঈশ্বর জন্ম-জরা-মরণহীন নিরবচ্ছিন্ন, আমি যাহা ইন্দ্রিয় সন্নিকট হয় কেবল তাহাই দেখিতেছি, তিনি ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুই দর্শন করিতেছেন, কিঞ্চিন্মাত্র দেশ লইয়া আমার অবস্থান, তিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান, তিনি সর্ব্বত্রই

অবস্থান করিতেছেন, আমরা সকল জীবই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, তিনি একাকী অথচ অভিন্ন।—আমাদিগের শুদ্ধ এক একটি পুরী সম্ভাবনা মাত্র, তিনি সমস্ত পুরীরই কর্ত্তা। আমরা দুঃখ এবং অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আক্রান্ত, তাঁহাতে দুঃখ ও অজ্ঞান-সম্বন্ধের গন্ধও নাই, যেহেতু তিনি নিত্যানন্দ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদিগের অভেদের সম্ভাবনা কি ?

বল বল বল বাপু, বিশেষ করিয়া।
কেমনে ঈশ্বর হব, নশ্বর হইয়া॥
সদাই অধীন আমি, সদাই অধীন।
ঈশ্বর অধীন নন, স্বভাবে স্বাধীন॥
জন্ম, জরা, মৃত্যু, আমি সদা করি ভোগ।
ঈশ্বরের কিছু নাই, সে সকল রোগ॥
সর্ব্বব্যাপী নই, আমি, সর্ব্বব্যাপী নই।
সমভাবে অবচ্ছিন্ন, একদেশে রই॥
অবছিন্ন নন, তিনি, অবছিন্ন নন।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, সব স্থানে রন॥
শক্তি কি আমার, বল, শক্তি কি আমার।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, প্রধান সবার॥
চিরকাল দুখী আমি, চিরকাল দুখী।
সেই বিভু সদাকাল, সমভাবে সুখী॥
অজ্ঞান চেতন আমি, অজ্ঞান চেতন।
নিত্যানন্দ জ্ঞানময়, সেই নিত্যধন॥
আমাতে অশিব সব, নিজে আমি জীব।
ঈশ্বরে অশিব নাই, তিনি সদাশিব॥

বিবেক।

হে আত্মন্! শ্রবণ করুন। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বপাতা, বিশ্বহর্ত্তা, পরাৎপর, পরমাত্মা,-সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী,—সর্ব্বজ্ঞ,—সর্ব্বশক্তি। নিষ্ক্রিয়, নিরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, এবং নিত্যানন্দময় ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট সেই ঈশ্বর, যিনি সময়ে সময়ে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন, তিনি আমা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহেন, এবং তুমিও তাঁহা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহ। তাঁহাতে এবং তোমাতে বাস্তবিক কিছু মাত্রই ভেদ নাই, কেবল বস্তু-তত্ত্ব-বিবেকের অভাবেই ভ্রমবশতঃ তুমি ভেদ জ্ঞান করিতেছ,—যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের "তুমি" ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। "তুমিই তুমি, তুমিই তিনি"—তুমি জন্ম, জরা, মৃত্যু দর্শন করিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় কেন করিতেছ?—কেননা আত্মা অবিনাশী ও নিত্য, তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, এবং মৃত্যুও নাই। এই জন্ম, জরা, মৃত্যু কেবল শরীরের ধর্ম্ম, উহারা কখনই আত্মার স্বরূপস্পর্শ করে না, এই দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর, যাহা যথার্থরূপেই অনিত্য, তাহার, জন্ম, জরা, মৃত্যু কিরূপ অদ্যাপি তোমার তাহাই অনুভূত হয় নাই, সুতরাং আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহ, ইহাতে সংশয় কি?—তুমি কিরূপে অবিনাশি আত্মার বিনাষ প্রত্যক্ষ করিবে! কখনই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অনুভূত হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

জীব "অহং" এই শব্দের বাচ্য, এই "অহং শব্দ" উচ্চারণ করিলেই স্থূলদেহ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, নয়নাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীর, আর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট মায়ারূপ কারণশরীর, এবং "চিদাভাস ও সাক্ষী" চৈতন্য ইহাদিগের সকলতেই বুঝাইবে, যেহেতু এই সকল একত্রিত হইয়াই সাংসারিক ব্যাপার-ব্যূহ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে,

কিন্তু তত্ত্বদর্শি জনেরা "অহং শব্দবাচ্য" ঐ সকল বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া যাহাতে যে ক্রিয়া ও গুণ সম্ভাবিত হয়, তাহাতে সেই ক্রিয়া ও গুণের নিশ্চয় করিয়া থাকেন, কেননা "আমি পরমেশ্বর,, ইহা যখন কহিব, তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ শরীর ত্রয় ও "চিতাভাস, ইহার কিছুতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক্ শরীরে চেতনাশক্তি প্রদান করিয়া "সাক্ষী চৈতন্য,, অথবা আত্মা,, বলিয়া উক্ত হইতেছেন, কেবল তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবিত হইল।

যেমন "অহং,, শব্দের বাচ্য আত্মা অর্থাৎ তোমার স্বরূপ উপরোক্তরূপে বিবেক করিতে হইবে সেইরূপ স-শব্দের বাচ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেক করিলেই "সোহং,, এই শব্দ-দ্বয়ের বাচ্য একই হইয়া উঠিবে।

অর্থাৎ "ঈশ্বর" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে আবরণ ও নিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট সত্ব রজ তমো গুণাত্মিকা "মায়া,, ও "চিদাভাস,, এবং "সাক্ষী চৈতন্য,, ইহাদিগের সকলেরি বোধ হইয়া থাকে যেহেতু ঐ সকল মিলিত না হইলে নিরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মা অথবা অচেতন মায়া হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কিছুই হইতে পারে না। জগদীশ্বরের যত উপাধি দিতে ইচ্ছা কর, ততই দিতে পার, সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট উপাধির শেষ হয় না, কিন্তু শেষ করিলে এখনিই শেষ হইয়া যায়, কারণ উপাধি কেবল সগুণ সম্বন্ধেই সম্ভবে, নির্গুণ সম্বন্ধে নহে, অতএব আপনি অহং শব্দবাচ্য অহঙ্কারের পরিহার করিলেই সেই নির্গুণের আর কোনরূপ গুণ দেখিতে পাইবেন না বরং এই সগুণ স্বম্বন্ধ সংহার হইলেই তুমি সেই নির্গুণের স্বভাব পাইয়া আপনিও নির্গুণ হইবে, তোমাতে আর কোন গুণ থাকিবে না, তুমি স্বয়ং অগ্রে গুণী হও, ও গুণ ভেদ করিয়া গুণের অভিমান পরিত্যাগ কর, তবে আর তোমাতে গুণ মাত্রই থাকিবে না, তখন যে নির্গুণ, সেই নির্গুণ।

এই সম্পূর্ণ বিশ্বটিই মায়িক, মায়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াতেই স্থিতি করিতেছে ও মায়াতেই বিলীন হইবে, এই মায়ার উদরের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় প্রবেশ করিয়া দেহ, তাহাতে সমুদয় মায়ার কার্য্য দেখিতে পাইবে, কারণ মায়ার পেটের ভিতরেই বিশ্ব রহিয়াছে, কাজেই বলিতে হয় মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর, কেন না এ অবস্থায় তিনি মায়ার সহিত জড়িত,— ফলত তিনি মায়াতীত মায়াতে চেতনাশক্তি নাই, ঈশ্বর চেতন, মায়া সেই চেতনাশক্তি পাইয়া সৃষ্টি-সঞ্চারের সামর্থ-পাইয়াছে।

এই স্থলে সূক্ষ্ম রূপে প্রণিধান কর, বিবেক করিয়া দেখিলেই বিশেষ্য বিশেষণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, অবিবেকের দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইবে না, যখন কহিবে আমি "গমন করিতেছি" তখন আমি গমন করিতেছি, ইহাতে আমার গমনে সমস্ত শরীরের গমনই বুঝাইবে, এই আমি শব্দটি থাকাতেই আমার গমনে ঐ স্থূল দেহ, বায়ু, ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি রূপ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর, চিদাভাস, ও সাক্ষী-চৈতন্য, এই সকলেরি গমন হইল, কিন্তু সেই কার্য্য পদ ভিন্ন অপর কাহারও কার্য্য নহে,- যখন কহিব "আমি দর্শন করিতেছি,, তখস ঐ দর্শনে ঐ রূপে সকলেরি দর্শন করা হইবে, কিন্তু সেই দর্শনের কার্য্য চক্ষু ব্যতীত অপর কাহারো কার্য্য নহে। যখন কহিব "আমি শ্রবণ করিতেছি,, তখন ঐ শ্রবণে ঐ প্রকারে সকলেরি শ্রবণ করা হইবে, কিন্তু কর্ণ বিনা সেই শ্রবণের ক্রিয়া অপর কাহারো ক্রিয়া নহে, যখন আমি কহিব 'আমি রসাস্বাদন গ্রহণে

ঐ রূপে সেই সকলেরি রসাস্বাদন গ্রহণ করা হইবে,—কিন্তু আস্বাদ গ্রহণের কর্ম্ম রসনা ব্যতিরেকে অপর কাহারও কর্ম্ম নহে, তুমি এই সকল ক্রিয়া গুণহীন বিবেক করিলে আর কোন কথাই রহিল না, কে বলে? কে চলে? কে করে? কে দেখে? কে শুনে? কেহই চলে না, কেহই বলে না, কেহই দেখে না' কেহই শুনে না, অথচ তোমার প্রত্যক্ষ হইতেছে, সকলেই বলে, সকলেই চলে, সকলেই করে, সকলেই দেখে, এবং সকলেই শুনে।—অসনা, পিপাসা, যাহা পঞ্চ বায়ুর ধর্ম্ম তাহাও তুমি ভোগ করিতেছ।

জন্ম, জরা, মৃত্যু, স্থূল, কৃশ, ব্যঙ্গ, বিরূপ ও সুরূপতা প্রভৃতি কেবল স্থূল শরীরের ধর্ম্ম, ইহারা স্থূল-দেহেতেই আছে, তুমি "অহং., শব্দের বাচ্য-এক দেশ অর্থাৎ স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিলেই ঐ সমস্ত ভোগ থাকিবে না।

যদি এই "জড়ময়-দেহে সেই সাক্ষী চৈতন্যের অধিষ্ঠান না হইত, তবে ইহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঐ সমস্ত শক্তির মধ্যে কোন শক্তরই চালনা করিতে পারিত না, চরণের চলা, বদনের বলা, চক্ষের দেখা, শ্রবণের শ্রবণ করা, বায়ুর আহার, পিপাসা প্রভৃতি ক্রিয়া-সাধনের সঙ্গতি থাকিত না, সুতরাং আত্মা দেহের মধ্যে আছেন বলিয়াই তাঁহাকে এতৎ সকলের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে, বস্তুতঃ তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় শক্তি না থাকুক কিন্তু তাহারা তাঁহাতেই রহিয়াছে এমত বোধ হইতে পারে, এই প্রযুক্ত তাঁহাকে যাহা বল তাহাই সম্ভবে তাঁহার ক্রিয়া শক্তি আছে,—আছেই, নাই, নাই, তিনি দেখেন দেখিনেই না, শুনেন না, শুনেনই না, চলেন না, চলেনই না, এবং চলেন চলেনই, বলেন বলেনই, করেন করেনই, দেখেন দেখেনই এবং শুনেন শুনেনই, যাহা বল তাহাই, তিনি করেন, বা আমরা করি, তিনি করান, তিনি দেখেন, কিম্বা আমরা দেখি, তিনি দেখান ইত্যাদি।

এইক্ষণে তোমাকে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যে "ফলিতার্থ" কি? অর্থাৎ তুমিই বা কে এবং সেই পরমেশ্বরই বা কে?

এই তিন শরীর যেন এক দর্পণ, পরমাত্মা বিম্ব, সূর্য্য স্বরূপ, জীবাত্মা প্রতিবিম্ব, দর্পণস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সেই সাক্ষী চৈতন্য বিরূপ হয়েন না, চিদাভাসই বিরূপ হয়েন। —আহা! আহা! জয় জগদীশ্বর! জয় জগদীশ্বর! হে পুরুষ তুমি শান্ত হইয়া অবধান কর। নয়নাগ্রে শত শত দর্পণ অর্পণ পূর্ব্বক দর্শন কর, তাহাতে সেই পৃথক পৃথক দর্পণে পৃথক রবি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, ঐ সমস্ত মুকুরের অবস্থা যদ্রূপ হইবে, সেই সেই প্রতিবিম্বের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে, কিন্তু প্রভাকর যে প্রভাকর, সেই প্রভাকরই আছেন, তাঁহার বিরূপ কিছুইতেই হয় না, সেইরূপ তুমি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইয়াছ, সুতরাং তোমাতেই বিকার সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহাতে কিছু মাত্রই বিকার নাই, তুমি যখন জল সমীপে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার ছায়া সেই সলিল মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু সেই জলের অবস্থাটি তোমার সেই ছায়াই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ সে তাহার সহিত সংশ্রব রাখিতেছে, তুমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছ, এজন্য তুমি কখনই ঐ ছায়ার ন্যায় বিকৃত হইবে না।

যেমন দর্পণ সকল ভঙ্গ করিলে তাহাতে আর সূর্য্য প্রতিবিম্ব বদ্ধ থাকে না, সেই সূর্য্যের ভাস সূর্য্যেতেই গিয়া মিশ্রিত হয়, যেমন তুমি জলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে তোমার প্রতিবিম্ব আর জলের সহিত ক্ষণমাত্র কোন রূপ সম্বন্ধ রাখে না, তোমাতেই মিলিয়া লয়

প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি মায়ার-মুকুর ভঙ্গ কর, তাহাহইলে তুমি আর "চিদাভাস,, রূপে প্রতিবিম্ব থাকিবে না। সেই নিত্যানন্দ জ্ঞান-রূপ মহা-জ্যোতিতেই মিশ্রিত হইবে।

বদ্ধ আছ, মুক্ত হও, "অহং বোধে,, মায়া-পাশে দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ আছ, অধুনা "সোহং বোধে,, পাশছেদন কর, অবিবেক দশায় বদ্ধ আছ, বিবেক দশায় মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি কর, তাহা হইলে ব্যষ্টি "সমষ্টির নষ্ট কোষ্টী উদ্ধার করিয়া পরম-তুষ্টিরূপ শুভগ্রহের সুদৃষ্টি-রূপ সুফল সম্ভোগ করিবে।

নিবেদন করি প্রভু, যে সব বচন।
ভাবী হ'য়ে ভাব লও, স্থির করি মন॥
অদ্যাবধি পাও নাই, আত্ম পরিচয়।
বিষয়-বাসনা-বশে, হয়েছে বিস্ময়॥
মায়াপাশে বদ্ধ আছ, শরীর-পিঞ্জরে।
কেবল করিছ বাস, ঘরের ভিতরে॥
মশারিতে মুখ ঢাকা, নিদ্রায় আকুল।
কাজেই স্বপন দেখে, ঘটিতেছে ভুল॥
বাহিরে দেখিতে যদি, নয়ন মেলিয়া।
নিজে তবে নিজরূপ, যেতে না ভুলিয়া॥
জলনিধি ছাড়া হ'য়ে বদ্ধ আছ ঘটে।
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে॥
মোহে ভুলে, তুমি বল, আমি, এই, এই।
আমি বলি এই নও, তুমি সেই, সেই॥
তুমি বল, "আমি জীব, সহজে নশ্বর।
তুমি ত নশ্বর নও, তুমিই ঈশ্বর॥
তুমি বল, "আমি হই,, স্বভাবে অধীন।
অধীন ত নও তুমি, স্বভাবে স্বাধীন॥
তুমি বল, আমি ত, সে সর্ব্বব্যাপী নই।
তোমারেই আমি, সেই, সর্ব্বব্যাপী কই॥
তুমি বল, ক্ষুদ্র আমি, স্বভাবত জড়।
আমি বলি জ্ঞানরূপ, অতিশয় বড়॥
তুমি বল "ক্ষীণ আমি, বলে অপ্রধান।
আমি বলি, তুমি সেই, সর্ব্ব-শক্তিমান॥
তুমি বল 'জরা, মৃত্যু, আমি করি ভোগ।
আমি বলি, নাই তব, জরা, মৃত্যু, রোগ॥
জরা, মৃত্যু স্থূল, কৃশ, যত কিছু হয়।
শরীরের ধর্ম্ম, তারা শরীরেই রয়॥
তুমি জীব আর, তুমি, যার চিদাভাস।
তোমাদের উভয়ের, নাহি জন্ম নাশ॥
মৃত্যুর অধীন তুমি, কে বলে তোমারে!
অবিনাশী আত্মার কি নাশ হ'তে পারে॥
জন্মে যেই, মরে সেই, অনিত্য সে হয়।
নিত্য হয়ে তুমি কেন, করিছ সংশয়॥
বিকারের বাসা হয়, শরীর আগারে।
তোমার বিকার কিসে, দেহের বিকারে॥
বিবেক করিয়া দেখ, দেহের ব্যাপার।
এইনই হবে সব, ভ্রমের সংহার॥
ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও, মায়ার আগারে।
আর যেন তোমারে সে ছুঁতে নাহি পারে॥
অমায়িক হয়ে কর, বস্তুর বিচার।
দেহে আর আত্মবোধ, রবে না তোমার॥
করিবে না, আমি আমি, আমার এ দেহ।
একেবারে দূর হবে, দেহের সে স্নেহ॥
আপনি আপন জেনে, নিজ ভাব ধর।
সদানন্দে, সদানন্দ-সদনেতে চর॥
তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময়, সাক্ষাৎ তপন।
মেঘেতে মলিন করে, তোমার কিরণ॥
তুমি সে উজ্জলমণি, জ্যোতির আধার।
ধূলায় রেখেছে, ঢেকে প্রতিভা তোমার॥
মেঘ ফুঁটে দীপ্ত কর, আপন কিরণ।
ধূলা ঝেড়ে কর নিজ, প্রভা প্রকটন॥

যখন দাঁড়াও তুমি, জলযুক্ত স্থলে।
তোমার দেহের ছায়া, পড়ে সেই জলে॥
জলের যখন হবে, যেমন প্রকার।
ধরিবে তোমার ছায়া, সেরূপ আকার॥

ছায়াতেই সেই দোষ, করিব স্বীকার।
ফলে তায় হবেনা ত, দেহের বিকার॥
কাজেই ছায়ার দোষ, দেহের আভাস।
প্রতিবিম্ব রূপে, সে, যে, পেতেছে প্রকাশ॥
যখন সে জল ছেড়ে, দুরেতে আসিবে।
তখন তোমার ছায়া, তোমাতে মিশিবে॥
যাহা ছিল, তাই হ'লো গেল বিপরীত।
ঘুচিল সম্বন্ধ তার, জলের সহিত॥
সেইরূপ মায়াময়, সংসার সাগর।
জীব তায় ছায়ারূপ, আত্মা কলেবর॥
যত দিন রবে এই, জলের আগার।
ততদিন, ছায়া দেহ, প্রভেদ প্রকার॥
ঘুচিলে, জলের সঙ্গ, নাহি এই, এই।
তখনিই হবে তুমি, যে সেই, সে সেই॥

এখনি দর্পণ তুমি, আনো শত শত।
নিগূঢ় পদার্থ গুণ, হও অবগত॥
প্রবেশ করিয়া তায়, ভাস্করের ভাস।
অনুরূপ প্রতিবিম্ব, করিবে প্রকাশ॥
দর্পণের দশা হবে, যেরূপ যেরূপ।
অনুরূপ, পাবে রূপ, সেরূপ সেরূপ॥
রবির ছবির তায়, বিরূপ না হবে।
তপন আপন ভাবে, আপনিই রবে॥
বিকারের ধর্ম্ম সেটা প্রতিবিম্বে রয়।
বিম্বের বিকার কোথা, বিকারী সে নয়॥
সে সব "মুকুর" তুমি, ভেঙ্গে কর চুর।
তখনিই দীপ্তি তার, হ'য়ে যাবে দূর॥
আগেতে, সে ছিল যাহা, তাহাই হইবে।
যার কর, তা'র করে, ক'র মিশাইবে॥
পরমাত্মা বিম্ববৎ, সূর্য্যের স্বরূপ।
তুমি তাঁর প্রতিবিম্ব, দর্পণে বিরূপ॥
চিদাভাসরূপে এই, তোমার প্রকাশ।
মুকুরে মলিন-দশা, বিকৃত বিভাস॥

"ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী" বিকারবিহীন।
স্বরূপ, স্ব-রূপে তাই, না হন মলিন॥
হতেছে এরূপ ভাব, বদ্ধ আছ ব'লে।
যে তুমি, সে তুমি, হবে, পাশ-মুক্ত হ'লে॥
মায়ার মুকুর ভেঙ্গে কর চূরমার।
এ প্রকার বদ্ধদশা, থাকিবে না আর॥
পাইলে অভেদ ভাব, ভেদ কোথা রবে।
যে তুমি, যাহার তুমি, তাই তুমি হবে॥
"নিজবোধ" অস্ত্র করে, এখনিই লও।
দড়ি-কেটে, জীবঘুচে, শিব হ'য়ে রও॥

আত্মজ্ঞান লাভার্থ একাগ্রচিত্তে
পরমব্রহ্মের চিন্তা।

নিদিধ্যাসন। (১)

ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন, হে পুত্র! "আমার নিগূঢ়াভিপ্রায় এই যে যাহাতে বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংযোগ হইয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের উৎপত্তি হয়, শীঘ্রই তাহা করিয়া সেই পুরুষের হৃদয়ে বাস করিবে," এই কর্ম্ম আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব শীঘ্রই গিয়া তাহা সুসম্পন্ন করি।

নাট্যশালায় প্রবেশ।

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক।

এই যে, দেখি, শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী আমার সম্মুখেই বিবেক এবং পুরুষের সহিত অবস্থান

(১) নিদিধ্যাসন—ধারাবাহিকরূপে পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তির সমর্পণ।

করিতেছেন, এখনিই নিকটে যাওয়া উচিত হইতেছে।

(নিকটে গিয়া অতি গোপনে কাণে কাণে।)

হে দেবি! আমাকে "বিষ্ণুভক্তিদেবী" এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, দেবতারা তাবতেই সঙ্কল্পযোনি, সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহারা উদ্ভূত হয়েন, আমিও তদ্রূপ প্রণিধান অর্থাৎ প্রযত্ন সমাধি দ্বারা জানিতে পারিলাম, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার এই গর্ভ গহ্বরে "বিদ্যা (১) নাম্নী কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্র (২) নামক পুত্র" আছে অতএব তুমি প্রসব করিয়া সেই বিদ্যা কন্যাকে কঙ্কর্ষণ বিদ্যাতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মনেতে সংক্রমণ করাও, এবং প্রবোধচন্দ্রকে আত্মাতে সমর্পণ করিয়া বিবেকের সহিত আমার নিকট আগমন কর।

উপনিষদ্দেবী।

ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন তাহা এখনই করি।

[তদনন্তর উপনিষদ্দেবী বিবেকের সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

(নিদিধ্যাসন আত্মাতে প্রবেশ করিলে, আত্মা ধ্যানপরায়ণ হইলেন।)

(এই সময়ে নিদিধ্যাসন এবং পুরুষের প্রতি আকাশবাণী।)

(নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি।)

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই বিদ্যানাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ মাত্রেই যোগোপসর্গ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মধুমতী প্রভৃতি সহিত মহামোহকে গ্রাস পূর্ব্বক নখররূপ প্রখর-ধার-অস্ত্র দ্বারা মনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত বিদ্যুল্লতার ন্যায় দশদিক্ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্দ্ধান হইলেন।

(অনন্তর "প্রবোধচন্দ্র" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়াই আত্মাকে অবলম্বন করিলেন।)

প্রবোধচন্দ্র।

গীত।

নিত্য নিত্য বোধরূপ, চাঁদের উদয় রে।
ধাঁধার আঁধার আর, কতক্ষণ রয় রে॥

পদ।

এতদিনে সকলের, ঘুচিল সংশয় রে।
সুখেতে করুক সবে, নিত্যের নির্ণয় রে॥
হইল অনিত্য বোধ, মায়িক বিষয় রে।
একেতে মিলিয়া গেল, বিশ্ব সমুদয় রে॥
আমি আমি, কেহ আর, এখন না কয় রে।
সকলেই প্রাপ্ত হ'লো আত্ম পরিচয় রে॥
সত্য সত্য, সেই সত্য, সব সত্যময় রে।
সেই এক সত্য বিনা, কিছু কিছু নয় রে॥

আমি সেই প্রবোধচন্দ্র, অদ্য উদিত হইয়া স্বকীয় নিত্যসিদ্ধ কিরণ দ্বারা ত্রিলোক উদ্দীপ্ত করিলাম, অধুনা কুত্রাপিই কাহারও কোনরূপ বিতর্ক নাই,—যেমন উজ্জ্বল দীপের দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার দূর হইলে লোকের আর দৃষ্টির কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক থাকে না, অর্থাৎ ঘট

---

(১) বিদ্যা—অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি।

(২) প্রবোধ—ঐ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য॥

পটাদি পদার্থ সকল নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানময় অন্ধকারাবৃত জনসমূহ সত্য-স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে না জানিয়া আমি আমি, আমার আমার ইত্যাদি মিথ্যা-পদার্থকে সত্য-রূপে দৃষ্টি করিত, অদ্য আমি সেই অজ্ঞান-অন্ধকার সংহার পূর্ব্বক উক্ত সনাতন পরমার্থ পদার্থ প্রকাশ করিয়া দিলাম, ইহাতে আর মায়িকবস্তু প্রকাশ পাইবে না।

(ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মার সম্মুখে আসিয়া।)

হে প্রভো! আমি প্রবোধচন্দ্র, আপনাকে প্রণাম করি।

আত্মা।

হে বৎস! আহা অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! তুমি শীঘ্রই আসিয়া আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর। আমি তোমার স্পর্শে কৃতার্থ হই।

প্রবোধচন্দ্র।

হে বপ্ত! এই আমি, আমাকে আলিঙ্গন কর।

আত্মা।

প্রবোধের স্পর্শে এককালেই পূর্ণানন্দ লাভ।

আহা, আহা! কি চমৎকার! কি চমৎকার! তোমার স্পর্শন মাত্রেই আমি অখণ্ড আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমি একাল-পর্য্যন্ত ঘোরতর অন্ধকারাবৃতা-মায়াময়ী রজনীতে কেবল নিদ্রাভোগ করিতেছিলাম, সম্প্রতি প্রভাত হইল, আমি এতদিন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এইক্ষণে সেই রাত্রি নাই, সেই অন্ধকার নাই, সেই স্বপ্নও নাই। আমি স্বয়ং সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া সকল পদার্থকেই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতেছি। ভগবতী বিষ্ণু-ভক্তিদেবীর কৃপায় সর্ব্বপ্রকারেই চরিতার্থ হইলাম। এখন আর কাহারও সহিত কিছু-তেই মিলিত হইব না, এবং কাহাকেও কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব না; কোনরূপ ফলের উদ্দেশ না করিয়াও সকল দিকে গমন করিব। আর আমার কোন ভয় নাই, শোক, মোহ প্রভৃতি সকলি দূর হইয়াছে, ভ্রমণ করিতে করিতে যেস্থানে সায়ংকাল উপস্থি হইবে, সেই স্থানেই আমার গৃহ।

প্রকাশিয়া নিজ ছবি, উদিত হইল রবি, *
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ।
রজনী † হয়েছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার ‡ হইল বিনাশ॥
"আমি আমি" এ প্রকার, স্বপন দেখিনে আর,
পাইলাম "আত্মপরিচয়"।
ভ্রমনিদ্রা পরিহরি, সুখে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময়॥
ভুলে সেই সর্ব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত,
চিরদিন হ'য়ে পরাধীন।
কাটিয়া মায়ার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ,
এতদিনে হলেম স্বাধীন॥
দেশাচার, দেষাচার, কিছুই রাখিনে আর,
অভিমান হ'য়ে গেল নাশ।

---

* রবি।—তত্ত্বজ্ঞান।

† রজনী।—মায়া।

‡ অন্ধকার।—অজ্ঞান।

দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই,
সেখানেই আমার নিবাস ॥
পেয়েছি পরমনিধি, না মানি, নিষেধ, বিধি,
উপরোধ, অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি, আর নাহি ভেদ গুণি,
এ জগতে সমান সবাই ॥
এই আমি, আমি, নই, এই আমি, আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মরূপ সমুদয়, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার ॥
কি কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, নাহি করি সে ধর্ত্তব্য,
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপনি আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ-সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান ॥
চেয়ে নাহি চক্ষুমেলি, নিজভাবে হাসি খেলি,
নাচি গাই, আপনার ভাবে।
নাহি শোক, নাহি রোগ, অবচ্ছেদ সুখভোগ,
ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে ॥
উদয় হতেছে হেন, কোন কুলবধূ যেন,
মধুদান করিছে আমায়।
নাহি যায় কার' কাছে, হৃদয়ে উদয় আছে,
কেহ তারে, দেখিতে না পায় ॥
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্র তার তার,
সে মধু ত, এঁটো করা নয়।
যে খেয়েছে আছে সুখে, ফুটিতে না পারে মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয় ॥
ম'লেন ঈশ্বরগুপ্ত, হ'লেন ঈশ্বরগুপ্ত,
ব্যক্ত হ'লে গুপ্ত, কোথা রয়।
গুপ্ত যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয় ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী।

হে আত্মন্!—আহা! কত কালের পর অদ্য আমাদিগের মনোরথ সুসিদ্ধ হইল, যেহেতু আপনাকে শত্রুহীন দেখিলাম।

আত্মা।

বিষ্ণুভক্তিদেবীর চরণে প্রণত হইয়া।

হে করুণাময়ীদেবী।

কেবল তোমারই চরণ-প্রসাদে আমি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম।

হে বৎস! বল বল,—তোমার প্রীত আর কি কি করিতে হইবে।

আত্মা।

হে দেবি! আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, তোমার কৃপায় যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, আমার প্রাণাধিক বিবেক প্রশান্তশত্রু হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন এবং আমাকে সুনির্ম্মল সদানন্দ স্বরূপ স্বভাব প্রাপ্ত করাইলেন, ইহার অধিক আর কি সুখের বিষয় আছে, যে, তাহার প্রার্থনা করিব?—হে দেবি!—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার অনুগ্রহে আমার যে মহারত্ন সঞ্চিত হইয়াছে, আমি যেন কখনই তাহা হইতে বঞ্চিত না হই।

গীত।

রামপ্রসাদী সুর।

এ জগতে কি আর আছে।
বল কি আছে, কার কাছে চাবো,
এ জগতে কি আর আছে।

আর,—কোথাও নাইরে, কোথাও নাইরে,
যা আছে তা, আমার আছে ॥

পদ।

আর চাইনে চোখে, চাইনে কিছু,
নাচিনে আর নাটের নাচে।
ওরে, সবাই এসে, নৃত্য ক'রে,
আমার কাছে পেলা যাচে ॥
যতন্ ক'রে রতন্ পেলেম্
মতন্ মতন্ বাছের বাছে।
আমি কাঁচা-সোনার মুখ্ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে ॥
তুমি তামি ভেদ রাখনি, দেখাচ্ছ,
সব্ আঁচে আঁচে।
আমি যা পাব তা পাব শেষে,
পাঁচ্ মিশালে, পাঁচে পাঁচে ॥
এইটি-মাত্র ভিক্ষা করি,
বিড়ম্বনা ঘটে পাছে।
ওহে, দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই,
মই কেড়না তুলে গাছে ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী।

হে পুরুষ! তুমি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছ আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া সন্তুষ্ট কর।

আত্মা।

হে দেবি! তবে প্রশ্ন করুন।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে, লহ উপদেশ।
কিবা জাতি কিবা ধর্ম্ম, কহ সবিশেষ ॥

আত্মা। উত্তর।

আপন স্বরূপ আমি, আপন স্বরূপ।
জাতি, ধর্ম্ম, কিছু, নাই, নিজবোধ-রূপ ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কি তোমার নাম. কহ, কি তোমার নাম।
কোথায় বিশ্রাম কর, কোন দেশে ধাম ॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবে বিশ্রাম করি, দেহগেহে ধাম।
আত্মার আত্মীয় আমি, আত্মারাম নাম ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কার্ ভাবে ভাব ল'য়ে ভাব প্রতিক্ষণ।
কার্ সঙ্গে কোন্ রঙ্গে করিছ ভ্রমণ ॥

আত্মা। উত্তর।

স্ব-ভাবে ভাবিয়া ভাব, ভাব রাখি দূরে।
সন্তোষের সহ ফিরি, সদানন্দ-পুরে ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কেমনে স্বভাবে তুমি, রেখেছ স্ব-ভাব।
কি ভাবে, স্বভাবে রাখ, স্বভাবের ভাব ॥

আত্মা। উত্তর।

স্বভাবেই ভাবে হয়, ভাবের সঞ্চার।
স্বভাব, স্বভাবে রাখি, অভাব কি আর ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কার ভাবে ভাবি বল, কার ভাবে ভাবী।
গত হ'ল, কত ভাব, কত আছে ভাবি ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কত গত, কত ভাবি, কত আর ভাবি।
যার ভাবে ভাবি ভাব, তার ভাবে ভাবী॥

আত্মা। উত্তর।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়।
কিসে ভাব আবির্ভাব, কিসে হয় লয়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ভাবের সাগরে সদা, উঠিতেছে ঢেউ।
লয়, হয়, কিসে, দিশে, নাহি পায় কেউ॥

আত্মা। উত্তর।

বল শুনি, কি কারণ, এখানেতে আসা।
বুঝিতে না পারি কিছু, কার্ কর আশা॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কি কহিব, কি কারণে, এখানেতে আসা।
যে আমায় আনিয়াছে, তার করি আশা॥

আত্মা। উত্তর।

আসার সুসার কিসে, আশার সুসার।
আসানাশা-বাস-কোথা, কি ভেবেছ সার।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

আসানাশা-আশা-বাসা, যে করেছে সার।
আশা নাই, আশা নাই, আসা নাই তার॥

আত্মা। উত্তর।

যে ঘরে তোমার বাস, দ্বার তার কয়।
কোথায় স্থাপিত আছে, শুনি সমুদয়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

দেহ-গেহ-নবদ্বার, শোভে নয় ঠাঁই।
যথা আত্মা, তথা গৃহ, নিরূপিত নাই॥

আত্মা। উত্তর।

কহ বিবরণ সব, কহ বিবরণ।
দারা, সুত, ভ্রাতা, সুতা কত পরিজন॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

দয়া দারা সত্য সুত, সহোদর মন।
শান্তি ভগ্নী বিবেকাদি নিজ পরিজন॥

আত্মা। উত্তর।

পরিজন মধ্যে করে, কে তোমার হিত।
কুটুম্বিতা কর তুমি, কাহার সহিত॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

নিজতত্ত্বে নিজ-হিত, এই মাত্র ধারা।
কুটুম্ব ইন্দ্রিয় পঞ্চ, হিতকারি তারা॥

আত্মা। উত্তর।

নিগূঢ় বচন এক, কাণে কাণে বলি।
কার বলে বল তুমি, কার বলে বলী॥

আত্মা। উত্তর।

কার বলে বলি আমি, কার বলে বলি।
বল্ বল্ আত্ম-বল্, আত্ম-বলে বলী॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সবিশেষ দিলে তুমি, নিজ পরিচয়।
এখন তোমার বল, কিসে হবে লয়॥

আত্মা। উত্তর।

জীবনের-বিম্ব যথা, জীবনেই লয়।
আত্মাতে সেরূপ আমি, জানিবা নিশ্চয়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কুটীরের মধ্যে বল, আলো কেবা করে।
কিরূপেতে থাক তুমি, অন্ধকার ঘরে॥

আত্মা। উত্তর।

অন্ধকার নহে তথা, থাকি সেই স্থলে।
দ্বীপের উপরে দ্বীপ, তাহে দীপ জ্বলে॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ঘরের ভিতরে সদা, কর তুমি বাস।
বাহিরে কিরূপে হয়, নয়ন প্রকাশ॥

আত্মা। উত্তর।

পরম প্রণয়-পথ সত্য সুখময়।
ভাব, চিন্তা, দুই নেত্রে, দেখি সমুদয়।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সবিশেষ, উপদেশ, আমায় বুঝাও।
কখন্ বা জেগে থাক, কখন্ ঘুমাও॥

আত্মা। উত্তর।

যোগেযাগে জেগে থাকি, এক ভেবে সার।
একবার ঘুমাইলে, জাগিবনা আর॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

এরূপ জাগিয়া আর, রবে কত দিন।
আর কত দীনে হবে, ঘুমের অধীন॥

আত্মা। উত্তর।

নিরূপণ কিছু নাই, এখন তখন।
তখনি ঘুমাব ঘুম, আসিবে যখন॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

নিয়তই আছ তুমি, করি জাগরণ।
দিনে রেতে, যোগেতে কখন্ দেও মন॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

দিনে নয়, রেতে নয়, দিবা নিশি ছেড়ে।
সর্ব্বদাই, যোগে যাগে, মন রাখি বেড়ে॥

আত্মা। উত্তর।

দিবা, নিশা, সর্ব্বদায়, কি আছে প্রভেদ।
বিশেষ করিয়া কহ, দূর হ'ক্ খেদ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

রবি, দিবা, শশী, নিশি, ইড়া ও পিঙ্গলা।
সুষুম্না, সর্ব্বদা সদা, জ্ঞানেতে উজ্জ্বলা॥

আত্মা। উত্তর।

বল বল, বল তাই, কারে বলে ধ্যান।
বল বল, বল শুনি, কারে বলে জ্ঞান॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

জ্ঞানের সংযোগে ধ্যান, সেই ধ্যান ধ্যান॥
অন্য জ্ঞান, জ্ঞান নহে, নিজজ্ঞান জ্ঞান॥

আত্মা। উত্তর।

তুমিত কহিলে সব, নিজ পরিচয়।
আমি কেন আমি বলি, কহ মহাশয়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

প্রলয় সমুদ্র এক, সদা শোভাপায়।
তুমি আমি, আমি তুমি, জলবিম্ব তায়॥

আত্মা। উত্তর।

আমি তুমি, তুমি আমি, এই যদি হবে।
তুমি আমি, তিনি উনি, ভেদ কেন তবে॥

আত্মা। উত্তর।

এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কায়।
রবি-ছবি, জলে জ্ব'লে, যথা শোভা পায়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কিরূপে সমান হবে তোমার আমায়।
প্রভেদ, অভেদ করা, সহজে কি যায়॥

আত্মা। উত্তর।

এখনি দর্পণ আনি, আঁখি অগ্রে ধর।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, দুঃখ দূর কর॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

সকলেই করে কেন, জীব আর শিব।
কারে তুমি জীব বল, কারে বল শিব॥

আত্মা। উত্তর।

কারে বলি শিব আমি, কারে বলি জীব।
এই আমি জীব হই, এই আমি শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

আমি জীব, আমি শিব, এই যদি হবে।
জীবে শিবে প্রভেদ, হয়েছে কেন তবে॥

আত্মা। উত্তর।

পাশযুক্ত যখন, তখন জীব জীব।
পাশমুক্ত হ'লে পর, জীব হয় শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

কারে কহে পাশ-মুক্ত, কারে কহে পাশ।
বল বল, এই পাশ, কিসে হয় নাশ॥

আত্মা। উত্তর।

বন্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ।
জ্ঞানি করে, জ্ঞান অস্ত্রে, মায়াপাশ নাশ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।

ঘুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ, সদানন্দ স্মরি।
বল বল, তবে কারে প্রণিপাত করি॥

আত্মা। উত্তর।

নমো নমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ-ধাম।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম॥

জীবন্মুক্ত হইল।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত

শকুন্তলা।

রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া গমন

পূর্ব্বকালে ছিলেন, নৃপতি এক জন।
সুশীল সুধীর অতি, পরম সুজন॥
পুরুবংশ অবতংস, পণ্ডিত ধীমান।
শান্ত দান্ত নিতান্ত, দুষ্মন্ত অভিধান॥
ধনেতে কুবের সম, রূপেতে মদন।
তেজেতে তপন সদা, প্রসন্নবদন॥
এক দিন সেই রাজা, হ'য়ে কুতূহল।
চলিলেন মৃগয়ায়, ল'য়ে দল বল॥
রথ রথি সারথি, পদাতি বহুতর।
অশ্ব গজ সেনা সব, কহিতে বিস্তর॥
প্রবেশ করিল গিয়া, অরণ্য ভিতরে।
হেরিয়া কানন-শোভা, মুনি মনোহরে॥
সম্মুখে হরিণ এক, করে দরশন।
বধিতে তাহারে করে, নিল শরাসন॥
বেগেতে চালায় রথ, সারথি ধীমান।
তা'র পিছে নৃপতি, ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞান হয় যেন হর, কুরঙ্গ কারণ।
বাহুলতা বিস্তারিয়া করেন গমন॥
প্রাণভয়ে হরিণ, পলায় বায়ু-ভরে।
ধবল কবল পড়ে, ধরণী উপরে॥
তীর, তারা, উল্কাপাত, সম ছোটে হয়।
ক্ষণমাত্র আর কিছু, দৃষ্ট নাহি হয়॥
নিকটে হেরিয়া মৃগ, ভূপতি তখন।
লক্ষ্য করিলেন তার, বধিতে জীবন॥

হেনকালে আসি তথা, তপস্বি দুজন।
হস্ত প্রসারণ করি, করিল বারণ॥
মহারাজ ক্ষান্ত হও, সম্বরহ বাণ।
আশ্রমের মৃগ এর, নাহি বধ প্রাণ॥
অগ্নিতুল্য বাণ তব, করিলে প্রহার।
তুলারাশি কুরঙ্গ, এ পুড়ে হবে ছার॥
কোথা বজ্র সম এই, তোমার নায়ক।
কোথা মৃগ তনু ওহে, নৃপতিনায়ক॥
ভীরু পরিত্রাণে তব, বাণের সৃজন।
অপরাধ দোষ বিবর্জ্জিত, সেই জন॥
তারে শর সন্ধান তো, উচিত না হয়।
কৃপা করি সম্বরণ, কর মহাশয়॥
ঋষির বিনয় রাজা, শুনিয়া তখন।
প্রণমিয়া করিলেন, শর সম্বরণ॥
হেরিয়া হরষিত, হইয়া তাপস।
কহিতে লাগিল কথা, পরম সরস॥
পুরুবংশ অবতংস, তুমি মতিমান।
বিদ্যা বিনয়াদি সব, গুণের নিধান॥
হস্ত তুলি আশীর্ব্বাদ, করিল দুজন।
চক্রবর্ত্তী পুত্র তব, হইবে রাজন॥
অতঃপর প্রস্থান করিব, আছে ত্বরা।
যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণে, এসেছি আমরা॥
ওই দেখ, মালিনী, নামেতে স্রোতস্বতী।
কুলগুরু কণ্ব হোথা, করেন বসতি॥

অন্য প্রয়োজন যদি, না থাকে তোমাব।
তাঁহার আশ্রমে কর, আতিথ্য স্বীকার॥
তাহা শুনি জিজ্ঞাসা, করিল নরপতি।
কন্বমুনি তথায় কি, আছেন সম্প্রতি॥
কহিলেন তাঁরা তবে, হইয়া প্রসন্ন।
সোমতীর্থ পর্য্যটনে, গিয়াছেন কন্ব॥
কুলগুরু সকলের, বসতি এ বনে।
রেখেছেন তনয়ারে, অতিথি সেবনে॥
ভূপতি কহিল তবে, করিয়া প্রণতি।
তাঁরে গিয়া দরশন, করিব সম্প্রতি॥
মহামুনি কন্ব হন, ভুপতি বিখ্যাত।
অবশ্য আমার শ্রদ্ধা, হইবেন জ্ঞাত॥
তাহা শুনি দুই মুনি, আশীর্ব্বাদ করি।
স্বকার্য্য সাধনে তবে, করিল শ্রীহরি॥

রাজার তপোবনে প্রবেশ।

গীত।

নিকুঞ্জে চলেছ শ্যাম, প্যারী দরশনে!
পীতম্বর দিয়া কটি, বেঁধেছ যতনে॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে, শোভিছে পরম রঙ্গে,
হেরিতেছ চারিদিক্‌, চঞ্চলনয়নে।
বদন শরদরাকা, মস্তকে ময়ূর পাখা,
ঈষৎ হেলয় তাহা, মলয় পবনে॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, সঘনে বাজাও বাঁশী,
ব্রজপুরবাসি হয়, উদাসী শ্রবণে।
তুমি হে ত্রিভঙ্গ হরি, ভ্রম কত রঙ্গ করি,
চিনিতে তোমারে নাহি, পারে কোন জনে॥

অতঃপর নরবর, পুলক-অন্তরে।
প্রবেশ করিল গিয়া, কানন ভিতরে

সারথিরে সম্বোধিয়া, কহিলেপ ভূপ।
দেখহে সারথি এক, অপরূপ রূপ॥
সম্মুখেতে তপোবন, অতি সুশোভিত।
পরিচয় বিনা ইহা, হয়েছি বিদিত॥
হিংসাহীন স্থান ইহা, পবিত্র কানন।
মৃগগণ অভয়েতে, করিছে ভ্রমণ॥
রথের ঘোষণ অতি, ভীষণ শ্রবণে।
তথাচ কুরঙ্গচয়, ভীত নয় মনে॥
কোটর হইতে কত, শুকশিশু গণ।
তরু তলে ধান্য কণা, করিছে ক্ষেপণ॥
হরিণ শাবক সুখে, কুশরাশি খায়।
যজ্ঞ-ধূমে হইয়াছে, বৃক্ষ শ্যামকায়॥
হরিতকী, আমলকী, বিভীতকী আর।
স্থলে স্থলে শীলাতলে, করিছে বিহার॥
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম, করি সেই স্থান।
উপনীত ভূপতি, আশ্রম সন্নিধান॥
শীতল সুগন্ধ মন্দ, বহিছে সমীর।
চঞ্চল হয়েছে নীর, তাহে সরসির॥
তীরেতে তরঙ্গ তার, তরুতলে লাগি।
পবিত্র করিছে বুঝি, হ'য়ে অনুরাগী॥
কমল কুমুদ কত, ইন্দীবর ফুটে।
মধুলোভে অলিগণ, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব, হৃদয়রঞ্জন॥
রাজহংস হংসী ভাসে, জলের হিল্লোলে।
বলাকা বিলাসে যেন, কালমেঘ কোলে॥
সরোবর শোভা হেরি, মোহিত ভূপতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন, সারথির প্রতি॥
এই স্থানে রথ রাখ, সারথি এখন।
পদব্রজে তপোবনে, করিব গমন॥
ঋষির আশ্রমে যান, হইয়া বিনীত।
রথ আরোহণ তাহে, না হয় উচিত॥
সাবধানে রাখ তুমি, অস্ত্র অলঙ্কার।
শর ধনু মুকুট, কুণ্ডল মণিহার॥

যদবধি এই স্থানে, নাহি আসি ফিরে।
তদবধি জল দেহ, ঘোটক-শরীরে॥
এই কথা বলি রাজা, ত্যজি নিজ বেশ।
কন্বের আশ্রমে গিয়া, করিল প্রবেশ॥
গত মাত্র দেখিলেন, যত সুলক্ষণ।
বাহুস্ফূর্ত্তি নৃত্য করে, দক্ষিণ-নয়ন॥
মনে মনে ভূপতি, করেন আলোচনা।
কি লাভ হইবে নাহি, হয় বিবেচনা॥
পরম পবিত্র ইহা, ঋষির আশ্রম।
এখানেতে কি হেতু, মনের ব্যতিক্রম॥
অথবা যা ভবিতব্য, অবশ্য তা হবে।
ভবনে বা বনে তাহা, সর্ব্বত্র সম্ভবে॥
এইরূপ নানারূপ, চিন্তাকুল ভূপ।
বনশোভা হেরিছেন, অপরূপ রূপ॥
অদূরে তাহার, ঋষিকুলবালা গণ।
তরুমূলে করিবারে, সলিল সিঞ্চন॥
মৃণ্ময় কলস কক্ষে, কমিয়া কামিনী।
আলসে অবশ তনু, মরালগামিনী॥
ক্রমে ক্রমে করিলেন, সেই দিকে গতি।
সেই দিকে বসি, পুরুবংশ নরপতি॥
নিরখিয়া নৃপতি, ভাবেন মনে মনে।
দুর্লভ যেরূপ রূপ, রাজার ভবনে।
ঋষির আশ্রমে তাহা, হেরিবারে পাই।
বিধির কি বিধি হায়, বলিহারি যাই॥
যথা উদ্যানের ফুলে, লোকে যত্ন করে।
বনফুল সৌরভে, গৌরব তার হরে॥
এত ভাবি ভূপতি, বসিল সেই স্থলে।
নিবারিতে রবিকর, তরুবর তলে॥

রাজার শকুন্তলা দর্শন।

গীত।

যোগিনী সেজেছ রাধে, শ্যামের কারণ।
ধূলি ছলে অঙ্গে তব, বিভূতি লেপন॥
চারু জটা জুট বেণী, যেন ভুজঙ্গিনী শ্রেণী
কণ্ঠেতে মুকুতা প্রায়, রুদ্রাক্ষ ভূষণ।
বসন বাঘের-ছাল, ফুলহার হাড়মাল,
বিরাজে হৃদয় মাঝে, কিবা সুশোভন॥
হর নাম পরিহরি, মুখে কিন্তু হরি হরি,
বসিয়াছ সার করি, বুঝি ধরাসন।
এ বেশ হেরিয়া তব, কত শত মনোভব,
রতি-সহ সদা করে, আঁখি বরিষণ॥

কন্ব-কন্যা শকুন্তলা, নিন্দিরূপ ইন্দুকলা,
কমনীয় কক্ষেতে কলস।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা, সঙ্গে দুই সখি সদা,
তিন জনে সমান বয়স॥
গজপতি-জিনি-গতি, যেন রমা, রম্ভা, রতি,
বৃক্ষ-বাটিকাতে উপনীত।
মনে মহা কুতূহল, তরুমূলে দিতে জল,
করিলেক আরম্ভ ত্বরিত॥
হাসি অনসূয়া বলে, ও'ল সখি শকুন্তলে,
আমি বুঝিয়াছি ইহা সার।
তুমি যে কন্বের মেয়ে, জ্ঞান হয় তোমা চেয়ে,
আশ্রম পাদব প্রিয় তাঁর॥
নব মালিকার অঙ্গ, তোমার কোমল তনু,
অমল কমল লাজ পায়।
এ সব জানিয়া তিনি, কবি বালা-তপস্বিনী,
রেখেছেন বৃক্ষের সেবায়॥
শকুন্তলা শুনি কয়, শুধু পিতৃ আজ্ঞা নয়,
ইহাদের সেবার কারণ।
আশ্রমের তরু যত, হয় সহোদর মত,
সকলেতে স্নেহের ভাজন॥
প্রিয়ম্বদা কহে পুন, সখি শকুন্তলা শুন,
এই দেখ যত তরুকুল।
নিদাঘের আগমনে, গিরি, বন উপবনে,
এ সব প্রসব করে ফুল॥

ইহাদের জল-দান, হইয়াছে সমাধান,
অতঃপর স্থানান্তর গিয়া।
কুসুম সময় পাত, করেছে যে বৃক্ষজাত,
আসি তারে সলিল সিঞ্চিয়া॥
যদ্যপি না পাই ফুল, কে চাহে তাহার মূল,
তাহে কিছু প্রয়োজন নাই।
স্বার্থহীন যেই কর্ম্ম, সে হয় পরম ধর্ম্ম,
সাধু মুখে শুনিবারে পাই।
নিকটে দুষ্মন্ত ভূপ, নয়নে নিরখি রূপ,
মনে মনে মানি চমৎকার।
করিছেন আলোচনা, বুঝি এই সুলোচনা,
শকুন্তলা ললনার সার॥
এমন শরীর মাঝে, বল্কল কি কভু সাজে?
কেমন কঠিন কন্ব হায়!
বসন ভূষণ বিনা, তথাপিও এ নবীনা,
স্বভাব-প্রভাবে শোভা পায়॥
কমল শৈবাল সঙ্গে, শোভাপায় যেন রঙ্গে,
শশাঙ্কে কলঙ্ক শোভমান।
সেইরূপ এই বালা, রূপে দিক করে আলা,
তথাপি বল্কল পরিধান॥
স্বভাবে সুন্দর যারা, বিনা অলঙ্কারে তারা,
কিনা ভূষণের শোভা ধরে।
যথা এই ললনার, নাহি কিছু উপমার,
তবু অঙ্গে, বনফুল পরে॥
এ দিকে কন্বের কন্যা, কামিনীর অগ্রগণ্যা,
করিতেছে সলিল সিঞ্চন।
কৌতুক কলাপ ছলে, সখি সম্বোধনে বলে,
সহচরি কর দরশন॥
সুধীর সমীর ভরে, সহকার তরুবরে,
সঞ্চালন করিছে শাখায়।
অনুমান হয় হেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন,
নিকটেতে ডাকিছে আমায়॥
শকুন্তলা এত বলি, দ্রুতগতি গেল চলি,
সহকার তরুবর তলে।
প্রিয়ম্বদা নিরখিয়া, শকুন্তলা সম্বোধিয়া,
পরিহাস করি তবে বলে॥
তোমারে হেরিয়া সই, সহকার তরু ওই,
মুক্তলতা সহিত মিলিল।
যেওনা এখন কোথা, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে হোতা,
দেখ দেখি কি শোভা হইল॥
সঙ্গিনীর পরিহাসে, শকুন্তলা মৃদু হাসে,
বলে সখি তুমি প্রিয়ম্বদা!
মুখে প্রিয় সম্ভাষণ, রূপ প্রিয় দরশন,
প্রিয়ালাপে কাল হর সদা॥

সখিগণের সহি শকুন্তলার কথোপকথন।

গীত।

ভেবনা শ্রীমতী, শ্যাম আসিবে নিকুঞ্জবনে।
রাধা প্রেমে বাঁধা হরি, জানে ইহা ত্রিভুবনে।
মুখে সদা জপে রাধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
দেখিতে রাধায় কোন, বাধা নাহি মানে মনে।
ভূপতি শ্রবণ করি, প্রিয়ম্বদা বাণী।
মনে মনে অতিশয়, পরিতোষ মানি॥
বলিলেন প্রিয়ম্বদা, ভাল বলিয়াছে।
শকুন্তলা রূপ তরু, শোভা করিয়াছে॥
নবীন পল্লব সম, অধর সুন্দর।
যৌবন কুসুম তাহে, অতি মনোহর॥
ব্যাপিয়াছে শরীরের; সমুদয় স্থল।
হেরি মন মধুকর, বিষম চঞ্চল॥
শকুন্তলা সম্বোধিয়া, অনসূয়া বলে।
নব মালিকার রূপ হের শকুন্তলে॥
স্বয়ম্বরা হয়ে যেন, করি পরিণয়।
সহকার তরুবরে, করেছে আশ্রয়॥

শকুন্তলা গেল নব, মল্লিকার পাশ।
নয়নে নিরখি রূপ, হৃদয়ে উল্লাস॥
ডাকিয়া বলিল সখি, কর দরশন।
ফুল ফলে হইয়াছে, এরা সুশোভন॥
প্রিয়ম্বদা হাসি, অনসূয়া প্রতি কয়।
মালিকারে শকুন্তলা, কিহেতু সদয়॥
সে কহিল আমার, বুদ্ধিতে নাহি আসে।
কেন শকুন্তলা এরে, এত ভালবাসে॥
প্রিয়ম্বদা বলে তবে, বলি শুন সই।
শকুন্তলা সখির, মনের কথা কই॥
বিরহে না রহে তার, সুস্থির পরাণ।
মনে মনে শকুন্তলা, করে অনুমান॥
মালিকা পেয়েছে যথা, মনোমত পতি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় হয়, আমার তেমতি॥
এই হেতু উহাতে, এরূপ প্রণয়িনী।
রেখেছে উহার নাম, কাননতোষিণী॥
শকুন্তলা বলে তাহা, নহে কদাচন।
ইহা শুধু তোমার, মনের আকিঞ্চন॥
নিকটে মাধবীলতা, হেরিয়া নয়নে।
শকুন্তলা পুনঃ বলে, সখি সম্বোধনে॥
মাধবীলতায় নব, হয়েছে মুকুল।
জ্ঞান হয় অবিলম্বে, ফুটিবেক ফুল॥
প্রিয়ম্বদা বলে তবে, করিয়া প্রকট।
তোমার হয়েছে সই, বিবাহ নিকট॥
শকুন্তলা শুনি তবে, বলিল তখন।
এ সব তোমার সখি, প্রলাপ-বচন॥
প্রিয়ম্বদা বলে সখি, একথা স্বরূপ।
তাত কন্ব মুখেতে, শুনেছি এইরূপ॥
মাধবীলতায় যবে, হইবে মুকুল।
ফুটিবে তখন তোর, বিবাহের ফুল॥
অনসূয়া হাসিয়া বলিল তার পর।
মাধবীলতার তাই, এত সমাদর॥
শকুন্তলা বলে সখি, তাহা কভু নয়।
আমার মাধবীলতা, ছোট-বুন হয়,॥
ভালবাসি আমি এরে, তাহার কারণ।
তোমরা আবার বল, এ কথা কেমন॥

শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন।

শকুন্তলা পরে, পুলক অন্তরে,
আরম্ভিল দিতে জল।
কক্ষেতে কলস, যৌবনে অলস,
তনু-কটি সুবিমল॥
মাধবীলতায়, আছয়ে যথায়,
চলিল তথায় বালা।
রূপের নিধান, বল্কল পিধান,
গলে বনফুল মালা।
বৃক্ষে জল সেক, করিবারে এক,
লেগেছিল অলি গায়।
অমনি ভ্রমর, উড়িয়া সত্বর,
শকুন্তলা প্রতি ধায়॥
বদনমণ্ডল, প্রফুল্ল কমল,
হইল তাহার জ্ঞান।
করিয়া ঝঙ্কার, ধায় দুরাচার,
করিবারে মধুপান॥
শকুন্তলা তারে, হস্তে বারে বারে,
করিতেছে নিবারণ।
তথাপি দুর্জ্জন, করিয়া তর্জ্জন,
করে প্রায় আক্রমণ॥
হেরি শকুন্তলা, হইয়া উতলা,
উচ্চস্বরে ডাকি কহে।
ওলো সহচরি, এসো ত্বরা করি,
যন্ত্রণা আর না সহে॥
এক মধুকর, বিষম বর্ব্বর,
ধাইয়া আমার প্রতি।
করিছে পীড়ন, না মানে বারণ,
রক্ষা কর শীঘ্রগতি॥

তবে দুই সখি, সেরূপ নিরখি,
হাসি বলে শুন সই।
রাখিতে তোমারে, অন্যে নাহি পারে,
ভূপতি দুষ্মন্ত বই॥
সভয় হৃদয়, ধনী কর দ্বয়,
দিয়া নিবারণ করে।
বলে আরে মর, তবু যে ভ্রমর,
আসে গুণ গুণ স্বরে॥
শকুন্তলা পরে, সকরুণ স্বরে,
বলে, সখি রাখ প্রাণ।
তবু তারা হাসে, বলে মৃদু ভাষে,
দুষ্মন্তে করহ ধ্যান॥
ভূপতি তখন, করিয়া শ্রবণ,
করিলেন অনুমান।
এই সুযোগেতে, গিয়া নিকটেতে,
করি পরিচয় দান॥
কিন্তু আমি ভূপ, বচন এরূপ,
বলিতে বাসনা নয়।
অমাত্য রাজার, অন্য কিছু আর,
বলি দিব পরিচয়॥
এত ভাবি মনে, সত্বর গমনে,
তাদের সম্মুখে গিয়া।
গভীর বচনে, কন্যা তিন জনে,
কহিলেন সম্বোধিয়া॥
দুষ্মন্ত ভূপাল, দুরাত্মার কাল,
থাকিতে অবনী পরে।
হেন কে দুর্ম্মতি, ঋষি-কন্যা প্রতি,
অহিত আচার করে॥
কন্যা তিন জনে, যুবক রাজনে,
চকিত নয়নে দেখি।
বিস্ময় অন্তর, সত্বরে অম্বর,
চিন্তা করে সবে একি॥
ক্ষণেক বিলম্বে, ধৈর্য্য অবলম্বে,
প্রিয়ম্বদা সুবদনা।
বলে মহাশয়, হেন কিছু নয়,
ঘড় কোন কুঘটনা॥
মধু পানে পুষ্ট, অলি এক দুষ্ট,
করে আসি আক্রমণ।
তাহাকে নিরখি, আমাদের সখি,
হ'য়ে ছিল ভীতমন॥
প্রিয়ম্বদা বলে, সখি শকুন্তলে,
অর্ঘপাত্র এস ল'য়ে।
অতিথি সেবনে, আছহ এ বনে'
পিতৃআজ্ঞা শিরে ব'য়ে॥
অনসূয়া কহে, উচিত এ নহে,
ব'সো তুমি মহাশয়।
সন্তাপ সংহর, শ্রান্তি দূর কর,
রবি প্রভা অতিশয়॥
ভূপতি তখন, করি সম্বোধন,
কহিলেন কন্যা গণে।
ত্যজ জল-সেক, হেতা মুহূর্ত্তেক,
এস দেখি তিন জনে॥
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
আসিয়া কামিনী গণ।
বসিয়া তথায়, প্রণয়িনী প্রায়,
আরম্ভিল আলাপন॥

গীত

ওই দাঁড়ায়ে কে, বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
হেরে হানিছে, খর শর অনঙ্গ॥
আহা একি অপরূপ, শশধর রসকূপ,
যৌবন-জলধি রূপ, তাহে রূপ-তরঙ্গ।
সফরি আমার হিয়া, তাহাতে পশিল গিয়া,
আসিবে কি সে ফিরিয়া, হইতেছে আতঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, বল কেবা গৃহে রবে,
যা হবার তাই হবে, হেরিব সে শ্রীঅঙ্গ।
যায় যাবে কুল মান, কিবা তার পরিমাণ,
হতো নাহি করি মান, কোথা তার প্রসঙ্গ॥

ভূপতির কাছে বসি, কন্যা তিন জন।
আরম্ভ করিল, তবে ইষ্ট আলাপন॥
শকুন্তলা রূপরাশি, হেরিয়া রাজার।
হৃদয়ে উদয় আসি, মদন বিকার॥
মনে মনে এইরূপ, ভাবিল তখন।
পরম পবিত্র এই ঋষির কানন॥
এখানে আমার দশা, কি হেতু এমন।
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ॥
এবা কেবা কোন্ জাতি, কোথায় নিবাস।
জানিবারে হ'য়েছে, হৃদয়ে অভিলাষ॥
ভূপতি কহেন কথা, করিয়া সম্ভ্রম।
তিনজন তোমরা, সমান বয়ক্রম॥
এই হেতু তোমাদের, প্রণয় এমন।
সুবর্ণে সুবর্ণে যেন, হয়েছে মিলন॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা, কহে পরস্পর।
এরূপ পুরুষ নহে, নয়ন গোচর॥
যাহা হউক হৃদয়ে, হ'য়েছে, কুতূহল।
জিজ্ঞাসহ পরিচয়, বিলম্বে কি ফল॥
অনসূয়া বলে ওহে! পুরুষ রতন।
কি নাম তোমার বল, কোথা নিকেতন॥
অনুভবে বুঝি হবে, কোন নৃপবর।
কোন্ দেশ করিয়াছ, বিরহে কাতর॥
কোমল শরীর তুমি, অতি সুকুমার॥
পর্য্যটন পরিশ্রন, কিহেতু স্বীকার॥
শুনিয়া ভূপতি হন, চিন্তিত হৃদয়।
কি বলিয়া ইহাদের, দিব পরিচয়॥
কি প্রকারে আপনারে, করিব গোপন।
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া তবে, বলেন তখন॥
দুষ্মন্ত রাজার আমি, মন্ত্রির প্রধান।
আসিয়াছি দেখিবারে, এই পুণ্যস্থান॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, অনসূয়া কয়।
ঋষিদের ইহা বড়, ভাগ্য মহাশয়॥
দেখিতেছি আপনারে, সর্ব্ব গুণান্বিত।
আপনারে পেয়ে, তাঁরা হইবেন প্রীত॥

এরূইপে উভয়ে হতেছে, আলাপন।
অনসূয়া সখী আর, দুষ্মন্ত রাজন॥
শকুন্তলা লাবণ্য, নিরখি নৃপবর।
হৃদয়ে হানিল তাঁর, অনঙ্গের শর॥
ভূপতির রূপ তবে, হেরি শকুন্তলা।
রতিপতি বাণে অতি, হইল উতলা॥
উভয়ে মোহিত হয়ে, উভয়ের রূপে।
উভয়ে মগন মন, মদনের কূপে॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা, উভয়ে তখন।
বুঝিতে পারিয়া সেই উভয়ের মন॥
গোপনে কহিল তবে'শকুন্তলা প্রতি।
তাত কন্ব উপস্থিত, থাকিলে সংপ্রতি॥
যে কিছু সম্ভব তাঁর, করিয়া প্রদান।
রক্ষা করিতেন এই, অতিথির মান॥
শকুন্তলা তাহাদের, শুনিয়া বচন।
কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন॥
তোদের কথায় আমি, নাহি দিব কাণ।
এ স্থান হইতে করি, স্বস্থানে প্রস্থান॥
শকুন্তলা বৃত্তান্ত, জানিতে সবিশেষ।
কুতূহল হ'য়ে তবে, দুষ্মন্ত নরেশ॥
কহিতে লাগিল ভূপ, সখী সম্বোধনে।
জিজ্ঞাসিতে কোন কথা, ইচ্ছা হয় মনে।
অনসূয়া বলে ইহা অনুগ্রহ অতি।
জিজ্ঞাসা করুন হ'য়ে অসঙ্কোচ মতি॥
রাজা কন কন্ব, কৌমারেতে ব্রহ্মচারী।
জনম অবধি কভু, নাহি তাঁর নারী॥
কিন্তু তোমাদের সখী, তনয়া তাঁহার।
এই হেতু হইয়াছে, সন্দেহ আমার॥
ইহার বিশেষ যদি, বুঝাও আমায়।
শ্রবণেতে আমার, সংশয় তবে যায়॥
ভূপতির এই মত, শুনিয়া বিনয়।
অনসূয়া, শকুন্তলা-জন্মকথা কয়॥

শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত।

সুললিত সুধারবে, অনসূয়া বলে তবে,
নিবেদন কর অবধান।
লোক মুখে কথা শুনি, বিশ্বামিত্র নামে মুনি,
হইলেন তপস্বী প্রধান॥
ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি ইন্দ্রত্ব লয়,
কেন মুনি হেন তপ করে।
এত ভাবি সুরপতি, চিন্তিত হইয়া অতি,
যুক্তি করি লইয়া অমরে॥
পাঠাইল মেনকারে, ধ্যান ভঙ্গ করিবারে,
মেনকা আইল ধরাপর।
গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে,
যথা বিশ্বামিত্র ঋষিবর॥
মদনে সহায় করি, মোহিনী মূরতি ধরি,
পাতিল বিষম মায়াজাল।
বসন্ত সামন্ত ল'য়ে, তথা এ'ল দ্রুত হ'য়ে,
করতলে খর করবাল॥
ফুটিল যতেক ফুল' ছুটিল ভ্রমর কূল,
উঠিল সমীর সুশীতল।
কুটিল কামের বাণ, টুটিল বিরহি প্রাণ,
লুটিল লোকের বুদ্ধি বল॥
ডালে বসি পিকবরে, কুহু স্বরে গান করে,
গুণ গুণ গুঞ্জরিছে অলি।
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে, সুমধুর গন্ধ বহে,
বিকসিত কুসুমের কলি॥
শশির শীতল কর, অতিশয় সুখকর,
স্পর্শে করে হর্ষের বিধান।
সংযোগির মহাসুখ, হেরি প্রিয়জন মুখ,
বিয়োগির বিয়োগে পরাণ॥
নিশির কি কব শোভা, ঋষির মানসে লোভা,
শিশির অমিয় বরিষণ।
মেনকা এমন কালে, বিস্তারিল মায়াজালে,
ধরিতে মুনির মীন-মন॥
পবন সঘন বহে, অঙ্গে না বসন রহে,
দূরে গিয়া অন্তরে পড়িল।
আকুল হইয়া প্রায়, দুকূল ধরিতে ধায়,
মুনিবর নয়নে হেরিল॥
হেনকালে পঞ্চশর, পেয়ে নিজ অবসর,
প্রহার করিল ফুলশর।
বিষম ব্যথিত অঙ্গ, সমাধি করিয়া ভঙ্গ,
অনঙ্গে মাতিল ঋষিবর॥
যোগে দিয়া জলাঞ্জলি, হ'য়ে মহা কুতূহলী,
মেনকারে করেন বিহার॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া সংসার ভ্রমে,
ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান নাহি আর।
সম্ভোগেতে কতকাল, করিলেন গত কাল,
মেনকা হইল গর্ভবতী॥
পূর্ণ হ'লো দশমাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
প্রসবিল কন্যা রূপবতী॥
স্বকার্য্য সাধন করি, অপ্সরী স্বরূপ ধরি,
সুরপুরী করিল প্রস্থান।
অরণ্যে রহিল কন্যে, এক নিমেষের জন্যে,
না হেরিল এমনি পাষাণ॥
নাহি তথা নারী নর, হিংস্র জন্তু বহুতর,
একাকিনী রহিয়াছে পড়ি।
সদ্যাই প্রসূতা বালা, রূপে বন করে আলা,
সেই খানে যায় গড়াগড়ি॥
দৈবের কিরূপ গতি, ফলত বিচিত্র অতি,
তথা এক শকুন্ত আসিয়া।
রক্ষে কয়ে বক্ষে নিয়া, পক্ষ দিয়া আচ্ছাদিয়া,
যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া॥
তাত কণ্ব সেই বনে, ফল মূল অন্বেষণে,
দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল।
দেখি সদ্য প্রসূতায়, গৃহে আনি এ সুতায়,
বহু যত্নে পালন করিল॥
মেনকা সখীর মাতা, কণ্ব মহামুনি পাতা,
পিতা বিশ্বামিত্র তপোধন।

প্রথমে শকুন্ত দেখে, পক্ষ পুটে ছিল ঢেকে,
শকুন্তলা নাম সে কারণ ॥

প্রিয়ম্বদার সহিত রাজার কথোপকথন।

শকুন্তলা জন্ম-কথা, ভূপতি শুনিয়া।
কহিল বচন তবে, ঈষৎ হাসিয়া ॥
যে কথা বলিলে তুমি, এ কথা নিশ্চয়!
মানবীতে এতরূপ, সম্ভব কি হয় ॥
রত্নাকর বিনা রত্ন, কে করে প্রসব।
শশধরে ধরাধরে, না হয় সম্ভব ॥
ভূপতির এই কথা, করিয়া শ্রবণ।
শকুন্তলা লাজে হেঁট, করিল বদন ॥
ঈষৎ হাসিয়া পুন, প্রিয়ম্বদা কয়।
আর কি জিজ্ঞাসা, করিবেন মহাশয় ॥
ভূপতি বলেন যদি, পাইলাম আশা।
আর এক কথা তবে, করিব জিজ্ঞাসা ॥
তোমাদের সখী কি, হইয়া তপস্বিনী।
হরিণীগণের সঙ্গে, হবেন হরিণী ॥
অথবা যাবৎ নাহি, হইবে বিবাহ।
করিবেন ব্রত, তপ, নিয়ম নির্ব্বাহ ॥
প্রিয়ম্বদা বলে তবে, শুন মহাশয়।
তাত কন্ব করেছেন, প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥
অনুরূপ পাত্র না, হইলে সংঘটন।
শকুন্তলা বিভা না, দিবেন কদাচন ॥
শুনিয়া ভূপতি অতি, প্রফুল্ল হৃদয়।
মনে মনে এইরূপ, করিল নিশ্চয় ॥
যে ভয় সংশয় ছিল, তাহা হ'লো দূর।
শকুন্তলা লাভে যত্ন, করিব প্রচুর ॥
ভাবিয়াছিলাম যারে, জ্বলন্ত অনল।
এখন হইল সেই রতন শীতল ॥

শকুন্তলা শুনি সব, সখীর বচন।
কাল্পনিক ক্রোধ করি, কহিছে তখন ॥
এস্থান হইতে শীঘ্র, করিয়া প্রস্থান।
স্বস্থানে যাইয়া তবে, করি অবস্থান ॥
এস্থানে আমার থাকা, উচিত না হয়।
এই স্থান পরিত্যাগ, করিব নিশ্চয়।
দেখ সই প্রিয়ম্বদা, পাগলের মত।
যা আসিছে, তাই মুখে, বলিতেছে কত ॥
গোতমী পিসীকে আমি, দিব সব ব'লে।
এত বলি শকুন্তলা, ক্রোধে যায় চ'লে ॥
অনসূয়া বলে সখি, অন্যায় তোমার।
অভ্যাগত জনে নাহি, অতিথি সৎকার ॥
তোমারে আতিথ্য ভার, দিয়াছেন পিতা।
ভাল আতিথেয়ী তুমি, কন্বের দুহিতা ॥
তবু শকুন্তলা যান, না মানি বারণ।
প্রিয়ম্বদা গিয়া তারে, ধরিল তখন ॥
বলে, দুকলসী জল, যাহা তুমি ধার।
পরিশোধ না করিলে, যাইতে না পার ॥
ভূপতি বলেন বাক্য, শুন মনিসুতা।
পরিশ্রমে ইনি হয়েছেন, ক্লেশযুতা ॥
জল সিঞ্চি হয়েছেন, ক্লান্ত অতিশয়।
পুনর্ব্বার কষ্ট-দান, উচিত না হয় ॥
আমি করিলাম নিজ, অঙ্গুরীয় দান।
ঋণ হ'তে ইনি, পাইলেন পরিত্রাণ ॥
এত বলি খুলি সেই, অঙ্গুরী আপন।
প্রিয়ম্বদা করে তবে, করিল অর্পণ ॥

শকুন্তলার ভাব দর্শনে রাজার বিতর্ক।

গীত।

কোথা যাবে বল রাধে, শ্যামে পরিহরি।
কটাক্ষে যে তব মন, লইয়াছে হরি ॥

যে হেরেছে একবার, ভুলিতে কি পারে আর,
নিয়ত নিকটে তার, প্রণয় প্রহরি।
তোমার চাতুরী যত, হইয়াছি অবগত,
ছলা কলা করি কত, ভুলাইবে হরি॥
হেনেছে কুসুম শরে, ধৈরজ নাহিক ধরে,
কেমন করিয়া ঘরে, রহিবে শ্রীহরি।
লোক লাজে হানি বাজ, ত্বরা পর কর মাজ,
হেরিব সে ব্রজরাজ, লাবণ্য লহরী।

অঙ্গুরীয় মধ্যেতে, মুদ্রিত নামাক্ষর।
মহারাজ ধীরাজ, দুষ্মন্ত নৃপবর॥
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, করিয়া পঠন।
উভয়ে উভয় মুখ, করে নিরীক্ষণ॥
দানকালে ভূপতির, নাহি ছিল মনে।
আত্ম প্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে॥
কহিতে লাগিল তবে, করিয়া ছলনা।
নাম দেখি, মিছা কেন, ভাবিছ ললনা॥
রাজমন্ত্রি আমি রাজ, প্রসাদ ভাজন।
পুরস্কার দিয়াছেন, দুষ্মন্ত রাজন॥
প্রিয়ম্বদা ভূপতির, ছলনা বুঝিয়া।
কহিল বচন তবে, ঈষৎ হাসিয়া॥
ইহা যদি হয় রাজ, প্রসাদের চিহ্ন।
অন্যেরে না সাজে ইহা, মহাশয় ভিন্ন॥
আপনার আজ্ঞা হ'লে, কেবা থাকে ঋণী।
অতঃপর ঋণমুক্ত, হইলেন ইনি॥
শকুন্তলা প্রতি দৃষ্টি, করি তার পরে।
হাসিয়া কহিল তবে, সুমধুর স্বরে॥
অতঃপর শকুন্তলা, করহ প্রস্থান।
ঋণ হ'তে তুমি, পাইয়াছ পরিত্রাণ॥
শকুন্তলা মনে মনে, লাগিল কহিতে।
ইহারে ছাড়িয়া আমি, নারিব রহিতে॥
পঞ্চশর নিজ শর, করিয়া প্রহার।
কলেবর জর জর, করিল আমার॥
চলিতে অচল পদ, অবশ শরীরে।
ইহারে হেরিয়া ঘরে, যেতে নারি ফিরে॥
প্রিয়ম্বদা প্রতি তবে, বলিল তখন।
যাই বা না যাই ইচ্ছা, আমার যেমন॥
শকুন্তলা রূপরাশি, পীযূষ সমান।
ভূপতির নয়ন-চকোর করে পান॥
নয়নে নয়নে দোঁহে, হইলে সঙ্গত।
মনে মনে বিতর্ক, করেন রাজা কত॥
ইহারে দেখিয়া মন, হ'য়েছে মোহিত।
হইয়াছি একেবারে, চৈতন্য রহিত॥
ইহার আমার প্রতি, কিরূপ মনন।
বুঝিতে না পারি কিছু, দেখিয়া লক্ষণ॥
আলাপন কিছু নাহি, করে আমা সনে।
দেখে ঢাকে বিধুমুখ, বিনোদ বসনে॥
কিন্তু যে সময়ে আমি, কোন কথা বলি।
এক মনে শুনে সব, হ'য়ে কুতূহলী॥
নয়নে নয়নে যদি, হয় সঙ্ঘটন।
অমনি ফিরায়ে লয়, সুধাংশুবদন॥
কিন্তু অন্য দিক পানে, নাহি বড় চায়!
অভিপ্রায় আমারে, দেখিতে যেন চায়॥
এই সব লক্ষণেতে, অবশ্য সম্ভবে।
আমা প্রতি রসবতী, অনুকূল হবে॥
অথবা আমার চিতে, বিভ্রম বিলাস।
যাহা হ'ক্ কোনরূপে, জানিব নির্য্যাস॥

রাজার তপোবন সমীপে শিবির সন্নিবেশ।

কন্যাদ্বয় সনে ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
কৌতুকে করেন আলাপন।
হেনকালে সেইখানে, তপোবন সন্নিধানে,
শব্দ এক হইল ভীষণ॥

ওহে বনবাসী জন, শান্তমতি ঋষিগণ,
তপোবন রাখহ যতনে।
ভূপতি দুষ্মন্ত রঙ্গে, সৈন্য সামন্তের সঙ্গে,
এসেছেন মৃগয়া কারণে॥
রথ দরশন করি, বনে এক মত্ত করী,
আতঙ্কে শঙ্কিত চিত হ'য়ে।
প্রবেশিছে তপবন, করি ঘোর গরজন,
করিণী করভ সঙ্গে ল'য়ে॥
শ্রবণেতে নরপতি, হইয়া বিষণ্ণ অতি,
ভাবেন কি আপদ ঘটিল।
অনুযায়ি লোকগণে, আসি মম অন্বেষণে,
আশ্রমের পীড়া জন্মাইল॥
অরণ্য গজের কথা, কর্ণেতে শুনিয়া তথা,
কন্যা গণ শঙ্কিত হইয়া।
বলিলেন মহীপতি, শীঘ্র কর অনুমতি,
কুটীরে প্রবেশ করি গিয়া॥
ভূপতি কহিল তবে, কুটীরেতে যাও সবে,
আমি গজে করি নিবারণ।
নতুবা তপস্বিগণে, পীড়া পাইবেন মনে,
মিছামিছি আমার কারণ॥

কন্যাদ্বয় তার পরে, স্বস্থানেতে বেগভরে,
প্রস্থান করিল ত্বরান্বিত।
কহি গেল ভূপতিরে, দেখা যেন হয় ফিরে,
আতিথ্য না হইল উচিত॥
শকুন্তলা যায়, যায়, পিছে ফিরে ফিরে চায়,
ভূপতিরে করে নিরীক্ষণ॥
বলে ওগো সহচরি, কুশাঙ্কুর ফুটে মরি,
নাহি পারি করিতে গমন॥
কুরুবক শাখা-পাশ, বাধিল বল্কল-বাস,
একটুক্ রহ ওইখানে।
এত বলি ঘন ঘন, ভূপে করি দরশন,
বিধিল কটাক্ষরূপ বাণে॥
হেরি শকুন্তলা রূপ, মোহিত দুষ্মন্ত ভূপ,
মদন-দহনে দহে দেহ।
নগরে যাইতে তার, অনুরাগ নাহি আর,
নাহি মনে পরিজন গেহ॥
অতঃপর সেই স্থানে, তপোবন সন্নিধানে,
করিলেন শিবির স্থাপন।
শকুন্তলা রূপ ধ্যান, শকুন্তলা রূপ জ্ঞান,
নাহি আর অন্য আলাপন॥

ইতি প্রথম অঙ্ক

এই শকুন্তলা নামক নাটক এক অঙ্ক মাত্র প্রভাকরে প্রকাশ হইয়াছিল। কবি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

কবিতা।

-০:০:-

অথ উমা প্রসঙ্গে গিরিরাজের প্রতি মেনকার খেদোক্তি।

স্বপনে হেরিয়ে তারা, তাঁরাকারা ঝরে ধারা,
ধরণীধরেন্দ্র দারা, শোকে সারা শয্যা হ'তে,
উঠিল।
কাঁদিয়া ব্যাকুলা রাণী, মুখে নাহি সরে বাণী,
শিরে হানি পদ্মপাণি, গিরির নিকটে শীঘ্র,
ছুটিল॥
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাঁপে দ্বারবাসি;
স্বামির সমীপে আসি, রোদন বদনে রাণী,
কহিছে।
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক্,
সদা দুখে ফাটে বুক্, দিবানিশি খেদে তনু,
দহিছে॥
দুখে দগ্ধ হয় দেহ, দুহিতারে আনি দেহ,
উমা বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি,
রহিছে।
তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, পাষাণ বলিয়া শুধু,
সহিছে॥
কেমন কর্ম্মের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
আমার সমান কুত্র, অভাগিণী বুঝি আর,
নাই হে।
সবে মাত্র এক কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
এক দিবসের জন্যে, সে মুখ দেখিতে নাহি,
পাই হে॥

সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত্ব,
বুঝেছ কি গূঢ় তত্ত্ব, কি কহিব তুমি হও,
স্বামি হে।
অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণ মতি,
কি হবে দুর্গার গতি, জেতে নারী যেতে নারী,
আমি হে॥
দুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
রাজ্য হোক্ ছারখার, কিছুতে না সাধ আছে,
আর হে।
শিবের সম্পদ বল, নাহি জোড়ে অন্ন জল,
আহার ধুতুরা ফল, বিল্বদল বাসস্থল,
সার হে॥
অগ্নি লাগা ভাল্ ভাল্, নাম কাল কাল্ কাল্,
নাহি মানে কালাকাল্, চিরকাল সুখে কাল্,
কাটে হে॥
একভাবে, সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে;
তাল দেয় কাছে কাছে, তালে তালে নাচে নানা,
ঠাটে হে॥
একি পাপ নাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ, ভাই বন্ধু সব বুঝি,
ম'রেছে।
গৃহ যোত্র গোত্র গাঁই, কিছুর ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই, একেবারে তাই সার,
করেছে॥

পরিধান ব্যাঘ্র ছাল, শিরে কটা জটাজাল,
চক্ষু লাল মহাকাল, আপনি বাজায় গাল,
সুখে হে।
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,
দুহাতে মড়ার খুলি, আগম নিগম শ্লোক,
পড়ে মুখে মুখে হে॥
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জামাতায়,
ভাসাইল দুহিতায়, দারুণ দুখের সিন্ধু,
জলে হে।
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ দেবতারে, কি দেখিয়া দেবদেব,
বলে হে॥
তুল্য বোধ রাগারাগ, স্তবে নাহি অনুরাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ, ভাল মন্দ কিছু নাহি,
জানে হে।
শ্মশানে মশানে যায়, ভুত প্রেত সঙ্গে ধায়,
ছাই ভস্ম মাখে গায়, কাঁদে হাসে হরিগুণ,
গানে হে॥
রাণী যত বাণীভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে,
অদ্রিনাথ শুনে হাসে, অবিদ্যার অবজ্ঞা,
ঈশানে হে।
প্রভাবে প্রকাশে দিবা, এক আত্মা শিবশিবা,
রাণী তা বুঝিবে কিবা, সার মর্ম্ম বেদে নাহি,
জানে হে॥
সমবোধ শিবা শিব, যার নামে তরে জীব,
জামাতা সে সদাশিব, মহামান্য দেবদেব,
অগ্রভাগে হে।
হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর,
শিবনিন্দা তবে কর, দক্ষযজ্ঞ মনে কর,
আগে হে॥

রাণীর দ্বিতীয় খেদ।

বিগতা যামিনী কালে, মহীধর মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবা নিশি॥
নিরখিয়া সুখতারা, চক্ষে বহে শত ধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণ তারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ দুখের ভোগে, বিষয় বিভ্রম যোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায়,
হিম হয় হিম কলেবর॥
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অদ্রি-দেহ আর্দ্র নহে স্নেহে।
এতদিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুখিনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে॥
মৈনাক সন্তান শোকে, শূন্য দেখি তিনলোকে,
আলোকে আঁধার গিরিপুরী।
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর সলিলে তার,
মগ্ন হ'লো মোহন মাধুরী॥
সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারি-নারী,
করিলে হে নির্দয় পাষাণ।
হাহা কন্যা গুণবতী, সরলা প্রকৃতি সতী,
দুখানলে দহে তার প্রাণ॥
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারির কোলে ভিখারিণী।
দীনা হীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে
ভূত প্রেত পেতিনী সঙ্গিনী॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভুতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন।
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাগছাল কটিতে পিন্ধন॥
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোধুলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাচর কুন্তল।
স্বর্ণ শোভা হত বর্ণে, বন-ফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ কুণ্ডল॥

এরূপ মলিন বেশে, ভিক্ষামাগে দেশে দেশে,
অবশেষে এসে মম কাছে।
স্বপনেতে শশীলেখা, শিয়রেতে দিয়ে দেখা,
যুগল করেতে অন্ন যাচে॥
সুরূপসী সুবদনে, আধ আধ সুবচনে,
মা বলিয়া ডাকে ঘন ঘন।
হায় হায় গিরিরায়, কব কায় প্রাণ যায়,
শোকানলে দগ্ধ হয় মন।
অতএব বাক্য লও, অচল সচল হও,
শীঘ্র যাও শঙ্করের স্থানে॥
স্তবে প্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে,
নতুবা মরিব আমি প্রাণে॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

বল গিরি এ দেহে, কি প্রাণ রহে আর।
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার॥
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা,
বৃথা এই আঁখি তারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম্ম,
মিছে এ সংসার ধর্ম্ম, সকলি অসার॥
তুমি ত অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী, কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে, প্রাণের কুমার॥
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার॥

একাবলীচ্ছন্দঃ।

শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা।
নিমিষ নিহত, নয়ন-তারা॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, হ'তেছি সারা।
হৃদয়ে বহিছে, সলিল ধারা॥
দুহিতা হইল, ভিখারি দারা।
অশন বসন, ভূষণ-হারা॥
নিদয় হৃদয়, তুমি অবশ।
পাতরে কি হয়, করুণারস॥
অশান পাষাণ, পাষাণ তনু।
ভাবিয়া ভাবিয়া, হ'তেছি তনু॥
ঈশান বিষাণ, করিয়া করে।
শ্মশানে মশানে, নিবাস করে।
ফেলিয়া রজত, কনক মণি॥
ভূষণ ক'রেছে, বনের ফণি॥
শশি ধরে শিরে, সুধা না চায়।
সরল স্বভাবে, গরল খায়॥
বম্ বম্ রব, করিয়া মুখে।
প্রথম প্রণয়ে, প্রণত-সুখে॥
শিব নামে নাকি, অশিব হরে।
সকলি অশিব, শিবের ঘরে॥
শিবের প্রেয়সী, রূপসী, শিবা।
অনাহারে থাকে, রজনী দিবা॥
সোণার প্রতিমা, শশাঙ্কভালী।
কালের কাছেতে, হ'য়েছে কালী॥
তরুতলে থাকে, ভূপাল বালা,
গলায় পরেছে, হাড়ের মালা॥
শিবের সম্ভব জানত সব।
কপাল বিভূতি শ্মশান শব॥
লোকে বলে ভব, বিভব ভব।
ভবের এ ভব, কিসে সম্ভব॥
সে কথা শুনিয়া, নীরবে থাকি।
ঝর ঝর ঝরে, যুগল আঁখি॥
জামাতা ভিখারী, আহা কি করি
শুনিয়া সরমে, মরমে মরি॥
বৃষভে আরূঢ়, শ্রীফল-মূলে॥
শ্রবণ শোভিত, ধুতুরা ফুলে॥

বিভূতি ভূষণ, বরণ কটা।
চুম্বিত ধরণী, লম্বিত জটা॥
সদা কটিতট, পট-বিহীন।
দিননাথ পদে, অথচ দীন॥
কি হবে এ ভবে, কিছু না জানে।
নাচে হাসে কাঁদে, শ্রীহরি গানে॥
কেহ নাহি জানে, বয়স কত।
অথচ সহজে, বালক মত॥
কুঁদুলে ঘটক, নারদ বুড়া।
শিব নাকি হয়, তাহার খুড়া॥
মান অপমান, না করে জ্ঞান।
নিজ পর নাহি, সব সমান॥
এরূপ বিরূপ, সহজে ভোলা।
স্বভাবে পেয়েছে, উপাধি ভোলা॥
এমন পাগলে, দুহিতা দিয়ে।
কেমনে রয়েছ, প্রাণ ধরিয়ে॥
উঠ হে অচল, সচল হ'য়ে।
এস হে প্রাণের, কুমারী ল'য়ে॥
দুহিতা আনিয়া, যদি না দেহ।
এখনি আমি হে, তেজিব দেহ॥

রাগিণী। খাম্বাজ।

তাল আড়া।

ওহে গিরি, কেমন্ কেমন্ কেমন্ করে প্রাণ।
এমন্ মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ॥
ননির পুতলি তারা, রবিকরে হয় সারা।
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে স্বতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ॥
শিরে সুরতরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব সোহাগিনী,
করি কল কল ধ্বনি, করে অপমান।

সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথা কালে খায় হ'লে, দিবা অবসান॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে, সিদ্ধিরস পান।
ভালমন্দ নাহি চায়, সুখ দুখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান॥
শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বীষাণ।
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কিনা ছেলে, মেয়ে রাখে না সন্ধান॥
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান।
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ, করে সমাধান॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন, কৈলাসে প্রয়ান।
দুর্গা নামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান॥

মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়।

একপদীচ্ছন্দঃ॥

নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তারা।
নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তারা॥
বিশেষ মহিমা তার, তারানাথমুখে।
বিশেষ মহিমা তার, তারানাথ-মুখে॥
ত্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে।
ত্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে॥
উমারে পাইলে গিরি, পাই সদাশিব।
উমারে পাইলে গিরি, পাই সদা শিব॥
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল।
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল॥

আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী।
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারী॥
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হয় ভব।
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হয় ভব॥
উমা-ভাবে নগরাজ, শিব হন্ সব।
উমাভাবে নগরাজ, শিব হন্ শব॥
ভব-ভাবী ভব সদা, শুদ্ধ, এক ভাবে।
ভব-ভাবী ভব সদা, শুদ্ধ, এক ভাবে॥
আমার সে উমাধন, নির্ধনের ধন।
আমার সে উমাধন, নির্ধনের ধন॥
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মায়া।
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মায়া॥

অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি।

গিরিরাজ কন শুন, মেনকা মহিষি।
কি কারণ, মিছে তুমি, ভাব দিবা নিশি॥
জীবের উদ্ধারকারি, শিবদাতা শিব।
কোথায় শুনেছ তুমি, শিবের অশিব॥
পাপ তাপ-হর হর, সদা শিবময়।
মঙ্গলাপতির কিসে, অমঙ্গল হয়॥
ভ্রমে হ'য়ে জ্ঞানহারা, করিছ বিষাদ।
শিবনিন্দা ক'রে কেন, ঘটাও প্রমাদ॥
পতিপ্রাণা সতী সুতা, পার্ব্বতী আমার।
পতি বিনা কিছু মাত্র, নাহি জানে আর॥
পতি প্রাণ, পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মনে।
পতি গতি, রতি মতি, পতির চরণে॥
যাঁর গুণ-গানে বেদ, পরাভব হয়।
সেই ভবধব ভব, উমাধব হয়॥
কার্ত্তিক, গণেশ, দুটি, প্রাণের কুমার।
ত্রিলোক-বিজয়ি তারা, সকলের সার॥
বিঘ্নহর গণপতি, যাহার ভবনে।
তার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী নন, যায় ঘর ছাড়া।
কিরূপে তাহারে তুমি, বল লক্ষ্মীছাড়া॥
মঙ্গল জামাই শিব, মঙ্গলা কুমারী।
মঙ্গল মঙ্গলা নহে, পথের ভিখারী॥
উমা যদি শুনে রাণি, শিবনিন্দা ধ্বনি।
আর না রাখিবে প্রাণ, মরিবে তখনি॥
মনে কর দক্ষযজ্ঞে, কিরূপ ঘটন।
পতিনিন্দা শুনে সতী, তেজিল জীবন॥
প্রজাপতি দক্ষরাজ, ভোগে সেই দুখ।
অদ্যাবধি পাশ-চিহ্ন, ছাগলের মুখ॥
তাই বলি শিবনিন্দা, ক'রনাক' আর।
কি জানি কপাল-দোষে, কি হয় আমার॥
মহাবিদ্যা আদ্যা তারা, শিব সর্ব্বসার!
অবিদ্যা হইয়া তুমি, কি জানিবে সার॥
যাদের কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি নাশ।
উদয়ে অনন্ত কোটি, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
দেবদেব, মহাদেব, স্বভাব স্বভাবে।
দেবতা অমর হ'লো, যাহার প্রভাবে॥
মহেশ-মহিমা কথা, কি কহিব আর।
নিগমে নিগূঢ় মর্ম্ম, রয়েছে প্রচার॥
তেজময় ত্রিলোচন, পঞ্চশর, অরি।
মৃত্যুঞ্জয় মহা ঈশ, বিষ-পান করি॥
ভবের বিভব সব, এ ভব সংসার।
ভবের ভবনে তবে, অভাব কি আর॥
যার নামে সংসার, যাতনা নাহি রয়।
সংসার যাতনা তার সম্ভব কি হয়॥
কৈলাসের কর্ত্তা সেই, কীর্ত্তিবাস হর।
দেবগণ আজ্ঞাকারি করি যোড়-কর॥
সংসার-সাগরে তারে, শঙ্কর কাণ্ডারী।
বিষয়-সাগরে তারে, কুবের ভাণ্ডারী॥
ত্রিশূলেতে করিয়াছে, ত্রিলোক ধারণ।

অনাদি ভূতের প্রতি, কারণ-কারণ॥
বিশ্ববীজ, বিশ্ব-আদ্য, বিশ্বের আধার।
নিয়ত নিখিল ভয়, করেন সংহার॥
পঞ্চমুখ, তিননেত্র, বরাভয়কর।
রজতশিখর তনু, বাস বাঘাম্বর॥
সতত প্রসন্নভাব, নিত্য নিত্তধন।
কাল কাল মহাকাল, শমন দমন॥
অভিমুক্ত বারাণসী, করিয়া সৃজন।
করিছেন, পাপি-লোকে, মুক্তি বিতরণ॥
মুক্তিদাতা কাশীনাথ, শিব শূলপাণি।
কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা, তারা শিবরাণী॥
রাজরাজেশ্বরী কন্যা, কোন দুখ নাই।
রাজরাজেশ্বর হর, প্রাণের জামাই॥
আনন্দ কানন কাশী, মনোহর স্থান।
অকাতরে সকলেরে, অন্ন করে দান॥
সবাই সমান সুখি, সদা হরষিত।
কীট আদি কেহ নহে, আহারে বঞ্চিত॥
বিধি, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ।
প্রতিদিন কাশীধামে, করি আগমন॥
স্নান করি, উত্তরবাহিনী, গঙ্গাজলে।
শিবপূজা করে আসি, ফুল বিল্বদলে॥
একে একে হাত পেতে, বলেন সবাই।
অন্নদে, মা, অন্ন দে মা, অন্ন দে মা, খাই।
স্বর্ণ-থালে অন্নপূর্ণা, অন্ন দান করে।
পরিতোষ দেবদল, প্রফুল্ল অন্তরে॥
উমার হাতের পাক, সব উপাদেয়।
অমৃত তাহার কাছে, অতিশয় হেয়॥
তুমি বল চিরদুখি, দেব ত্রিপুরারি।
পাগলিনী, ভিখারিণী, প্রাণের কুমারী॥
নিরন্তর ভোগ, মোক্ষ, যার পদতলে।
মূঢ় লোক, পাগল, দরিদ্র তারে বলে॥
দুর্গানামে দুর্গ হরে, দুঃখ নাহি রয়।
সে দুর্গার দুর্গতি, কি, কোনকালে হয়॥
পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য, করেছিলে আই।
পেয়েছ শঙ্করী সুতা, শঙ্কর জামাই॥
ভাগ্যবতী হয়ে কেন, অভাগিনী হও॥
পেটে ধ'রে মহামায়া, মায়ামুগ্ধ রও॥
ভবের ভূষণ উমা, ভব প্রিয়ধন।
তুমি তারে কি দেখাও, বসন ভূষণ॥
শিবের সম্পদ কত, সংখ্যা নাহি হয়।
যত ব্যয় করে তবু, নাহি পায় ক্ষয়॥
মিছে ভেবে কেন হও, ব্যাকুল এখন।
শিবস্বস্ত্যয়ন কর, উমার কারণ॥
উমা কৃপাময়ী কন্যা, শিব কৃপাময়।
আসিবেন হিমালয়, হইয়া সদয়॥
গতিহীন ক্ষীণ আমি, জানেন অন্তরে।
আমারে হবে না যেতে, কৈলাস শিখরে।
রাখিয়াছি সুস্বপন, গোপন করিয়া।
আসিছেন, পশুপতি পার্ব্বতী লইয়া॥
স্বপন হইল সত্য, ভাবনা কি আর।
দেবঋষি বলে গেল, শুভ সমাচার॥
বিলক্ষণ সুলক্ষণ, দেখি সব তার।
অকস্মাৎ ডান চক্ষু, নাচিছে আমার॥
থেকে থেকে পুলকিত, হই ক্ষণে ক্ষণ।
আনন্দ-প্রবাহ বহে, অবিরত মনে॥
স্থির হও, স্থির হও, স্থির হও মনে।
সংশয় নাহিক আর, মার আগমনে॥
যত দুখ আছে মনে, সব দূরে যাবে।
ভব আর ভবানী, ভবনে ব'সে পাবে॥
অবিলম্বে ভাগ্যতরু, তোমার ফলিবে।
বিশ্বের-জননী এসে, জননী বলিবে॥
ভাগ্যবতি, তুমি সতি, আমি ভাগ্যধর।
মহেশ্বরী কুমারী, জামাতা মহেশ্বর॥
বিলম্ব বিহিত আর, না হয় এখন।
কর কর কর রাণি, শুভ আয়োজন॥
বিহিত যা হয় কর, দাস দাসী নিয়া।
ঘর দ্বার রাখ সব, পবিত্র করিয়া॥
সেইরূপ কর, তুমি, সাধ যত লাগে॥

মনেরে পবিত্র কর, সকলের আগে ॥
হিমালয়ে হবে সব, তিমির বিনাশ।
কোটী কোটী রবি শশি, পাইবে প্রকাশ ॥
পাতহ মঙ্গল ঘট, দিয়া গঙ্গাজল।
মঙ্গলা আইলে হবে, সকল মঙ্গল ॥

রাগিণী ললিত।

তাল-আড়া।

সরসবদনে গিরি, শিব-গুণ গায়।
প্রবোধ বচনে হেসে, কহে মেনকায় ॥
শিব নামে তরে জীব, শিবদাতা সদাশিব,
শিবের অশিব তুমি, শুনেছ কোথায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, মহাদেব মহেশ্বর,
ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর, কে বলে তোমায় ॥
সর্ব্বদুখহর হর, পাপহর তাপহর,
চিরদুখী সেই হর, শুনে হাসি পায়।
দুর্গা সব দুর্গহরা, মঙ্গলা মঙ্গলকরা,
মঙ্গলার অমঙ্গল, বলো না আমায় ॥
কৃপানাথদারা সারা, ত্রিলোক তারিণী তারা,
যোগি, ঋষি, যারা তারা, ধ্যানে নাহি পায়।
তার কি অভাব আছে, কাশীতে যাহার কাছে,
নিরন্তর অন্ন যাচে, যত দেবতায় ॥
ভবানীর ভাব যত, ভব সব অবগত,
ভবানী বিহনে ভব, ভাব কেবা পায় ॥
ভবানী ভাবের ভাব, ভব-ভাবে আবির্ভাব,
সে ভাবে পাইলে ভাব, ভাবনা কি তায় ॥
উদরে ধরেছ যারে, চিনিতে পার না তারে,
এ খেদ কহিব কারে, হায় হায় হায় ॥
সামান্যা কুমারী জ্ঞানে, জননীর অভিমানে,
কাতর হতেছ প্রাণে, মায়ার মায়ায় ॥
রবি, শশী, জলধরে, যার পদে শোভা করে,
হরের মানস হরে, রূপের প্রভায়।
ভবের ভূষণ যেই, ভুবনে ভূষিতা সেই,
বসন ভূষণ তুমি, কি দিবে তাহায় ॥
মেনকা বচন ধর, অন্তরের ভ্রম হর,
শুভ অনুষ্ঠান কর, দিন ব'য়ে যায়।
ভবানী ভবের ভাবে, তাপ যত দূরে যাবে,
ঈশ্বর ঈশ্বরী পাবে, ভাগ্যের কৃপায় ॥

অথ মেনকার উক্তি।

সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী।

তাল আড়া।

ওহে গিরি, ব্রহ্মরূপা কন্যা বটে, নাহিক সংশয়
তথাচ অবোধ মন, প্রবোধ না লয় ॥
মনে ভাবি ব্রহ্ম-ভাব, সে ভাবে না পাই ভাব,
তখনি বাৎসল্য-ভাব, অন্তরে উদয়।
কন্যা-ভাব পরিহরি, মনে করি, উমা স্মরি,
অবশেষে কেঁদে মরি, ব্যাকুল হৃদয়।
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জ্ঞান,
তারা করে স্তন-পান, এই জ্ঞান হয় ॥
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকুল হই,
স্বপনেতে যদি কই, তারা জয় জয়।
আঁচল ধরিয়া তারা, অভিমানে হয় সারা,
ফেলিয়া নয়ন-ধারা, কত কথা কয় ॥
বলে উমা, ছি-মা, মাগো ও-মা, কর কি-মা,
মা হোয়ে এমন করা, উচিত ত নয়।
উমা ডাকে মা মা ব'লে, স্নেহরসে যাই গ'লে,
তখনি করিলে কোলে, যাতনা না রয় ॥
কন্যা ভাব ভাবি যায়, সে ভাব বুঝাব কায়,
কারে বলি হায় হায়, ওহে হিমালয়।
দুর্গার জনক হ'য়ে, করেতে কনক লয়ে,
মিছে ভ্রমে ঘুরে মর, ত্রিভুবনময় ॥

লও লও ননী সর, হও হও অগ্রসর,
আন উমা মহেশ্বর, করিয়ে বিনয়।
তুমি গেলে গিরিবর, অনুরোধ করি ভব,
আসিবেন দিগম্বর, হইয়া সদয়॥
আমি হে তোমার নারী, বিশেষ বুঝিতে নারী,
তাই কর কৃপা করি, উচিত যে হয়।
ঈশ্বর ঈশ্বরী পেয়ে, আর কি দেখিবে চেয়ে,
যাও যাও, যাও ধেয়ে, বিলম্ব না সয়॥

অথ কৈলাস ধাম।

শিবের কৈলাস ধাম, অতি মনোহর।
সুচারু শিখর আর' নাহি যার-পর॥
সমুদয় রত্ন ময়, নেত্র-সুখকর।
কনকের সোপানে, শোভিত সরোবর॥
মহা মহোৎসব সদা, বন উপবনে।
কণমাত্র নিরানন্দ, নাহি কা'র মনে॥
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই তথা খল।
সদা সদানন্দময়, সবাই সরল॥
রোগ নাই' শোক নাই, নাই কোন তাপ।
কোন-কালে দুঃখ নাই, নাই কোন পাপ॥
শুদ্ধ-মনে যোগি যত, শুদ্ধ করে যোগ।
শুদ্ধ-মনে ভোগি যত, শুদ্ধ করে ভোগ॥
হর বিনা নাহি আর, পর উপাসনা।
নিয়ত কেবল হয়, জ্ঞানের চালনা॥
ছেলে, বুড়া, আদি করি সকলেই সুখে।
আগম, নিগম, বেদ, পড়ে মুখে মুখে॥
জীব মাত্রে শিববলে, বলি জ্ঞান-বলে।
কাননের পশু পাখি, শিব-দুর্গা বলে॥
আঁখি মুদে দেবগণ, স্থির-মন তথা।
কার মুখে কিছু মাত্র, নাহি স্বরে কথা॥
আপনারা হাসে কাঁদে, থাকিয়া থাকিয়া।
নয়নের জলে যায়, শরীর ভাসিয়া॥

ভূতাতীত ভূতেশ্বর, আশীর্ব্বাদ ল'য়ে।
ভূতে করে ভূতশুদ্ধি, যোগসিদ্ধ হ'য়ে॥
তন্ত্রমত মন্ত্র জপে, পেয়ে সদুপায়।
কত জীব হয় শিব, শিবের কৃপায়॥
ষটচক্র ভেদ করি, সিদ্ধযোগ-বলে।
চাল কুলকুণ্ডলিনী, দশ শতদলে।
মুক্তির হৃদয়ে করে, সমুদয় লয়।
পুনর্ব্বার, আর তার, আসিতে না হয়॥

অথ জনক জননীর প্রসঙ্গে

শিবের প্রতি উমার

করুণাবচন।

সুখদ শরদ, নির্ম্মল নিরদ,
আকাশের শোভা কিবা।
শ্বেত কলেবর, শশী করে কর,
বোধ হয় যেন দিবা॥
নিশি হয় শেষ, মহেশী মহেশ,
মনোহর-বেশ ধরি।
শিখর প্রান্তরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
ভ্রমেন আমোদ করি॥
নানা রস রঙ্গে, কথার প্রসঙ্গে,
উঠিতেছে কত কথা।
নিরল বনেতে, উমার মনেতে,
ভাবের অভাব তথা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথে আচম্বিতে,
পিতা-মাতা পড়ে মনে।
খেদে তনু টলে, চরণ না চলে,
বসিলেন ধরাসনে॥
করুণা-বচনে, সজল-নয়নে,
হররাণী কন হরে॥

কি করি ঈশান, কেঁদে উঠে প্রাণ,
ধৈর্য্য নাহি আর ধরে।
জনক অবল, সহজে অচল,
তাহাতে প্রাচীন অতি।
হ'য়ে পুত্র হীন, দিন দিন দীন,
অগতির নাহি গতি ॥
জননী দুখিনী, শোকে পাগলিনী;
প্রবোধ কে দিবে তাকে।
করি হায় হায়, কাঙ্গালিনী প্রায়,
পথে ঘাটে পোড়ে থাকে ॥
আমা বিনা আর, কেহ নাহি মার,
জুড়াইবে কার কাছে।
ভয় হয় মনে, তাহারা দুজনে,
বেঁচে আছে কি না আছে ॥
তুমি বম্-ভোলা, ভাঙ্গে সদা ভোলা,
অভাগীর মাথা খেতে।
মত্ত অহরহ, সংবাদ না লহ,
আমারে না দেহ যেতে ॥
জয়া এসে বলে, জলধির জলে,
ডুবেছে প্রাণের ভাই।
আজ্ঞা কর হর, জনকের ঘর,
এখনিই আমি যাই ॥
জনক আমার, করি হাহাকার,
কেঁদে কেঁদে হ'লো অন্ধ।
ভাল মন্দ তাঁর, হইল কি আর,
মনেতে হতেছে সন্দ ॥
কন্যা হ'য়ে যেবা, মা বাপের সেবা,
নাহি করে একবার।
কেহ নহে তোষ, সবে গায় দোষ,
ধিক্ ধিক্ প্রাণে তার ॥
আমি হে দুখিনী, তোমার অধীনী,
দয়াহীন তুমি স্বামী।
ল'য়ে ঘর দ্বার, করহ বিহার,
একা চোলে যাই আমি ॥

পিতা মাতা তব, থাকিলে হে ভব,
জানিতে যাতনা যত।
এবার আমায়, না দিলে বিদায়,
যাব জনমের মত ॥
মায়াতীতা মায়া, প্রকাশিছে মায়া,
এ কথা কাহারে কই।
ঈশ্বরীর ছলে, নয়নের জলে,
ঈশ্বর ভাসিছে ওই ॥

৩।

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ্ঞা কর কৃপাকর, দেব-ত্রিলোচন।
এখনি যাই আমি, জনক-ভবন ॥
প্রাণাধিক সহোদর, মৈনাক শিখরবর,
জলধি জীবনে নাকি, সঁপেছে জীবন।
কায নাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে,
জয়া বিজয়ার সনে, করিব গমন।
জনকের দুখ যত, বিশেষ কহিব কত,
সুত-শোকে জ্ঞান-হত, সদা অচেতন ॥
ভাবিয়া মায়ের দুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
নত হ'লো উচ্চমুখ, কি করি এখন।
পথ-দিয়া যেই চলে, তারা কই, তারে বলে;
দিবানিশি ধরাতলে, করিছে রোদন ॥
আমি গেলে জননীর, ঘুচিবে চক্ষের নীর,
জনক হবেন স্থীর, হেরিয়া বদন।
সন্তান শোকের-শরে, পিতা মাতা যদি মরে,
কি ফল বিফল তবে, রাখিয়া জীবন ॥
হয়েছি কাতর অতি, পায়ে ধরি পশুপতি,
কর কর অনুমতি, এই নিবেদন।
তব রূপ ধ্যানে ধরি, শিব ব'লে যাত্রা করি,
কি ভয় অভয় পদ, করিলে স্মরণ ॥

অথ উমার প্রতি শিবের উক্তি।

সঙ্গীত।

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জনক ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাক আর,
হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কিদোষ আমার।
যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি,
কখন কি করি আমি, অন্যথা তাহার॥
সকলি তোমারই ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মারা মায়া, প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার॥
ইচ্ছময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া, হব না তোমার॥

পার্ব্বতীর করে ধরি, পশুপতি কন।
এতই ব্যাকুল তুমি, কিসের কারণ॥
জনকের গৃহে যেতে, বাসনা তোমার।
সঙ্গে করে আমি যাব, ভাবনা কি তার॥
সুখের ব্যাপার আর, কি আছে এমন।
এখনি করিব সব, শুভ আয়োজন॥
হর-বাকে হরষিতা, হৈমবতী ধনী।
ধরাসন পরিহরি, উঠিল তখনি॥
কতই কৌতুক পথে, আসিতে আসিতে।
পুরেতে প্রবেশ করে, হাসিতে হাসিতে॥
বলেন জয়ারে ডেকে, দেবদেব হর।
হিমালয়ে যাব আমি, শ্বশুরের ঘর॥
শ্রীদুর্গা সাজাও তুমি, মনোমত সাজে।
স্থির হয়ে সাজাইবে, যে খানে যা, সাজে॥
ছেলে মেয়ে ডেকে এনে, শীঘ্র সার কায।
পরাও বিনোদ বস্ত্র, করাও সুসাজ,॥
ওহে নন্দী, তোমরা সকলে সাজ আগে।
বৃষভ সাজাও, আমি, সাজি অনুরাগে॥
কুবের, বিলম্ব তুমি, কেন কর আর,।
সঙ্গে করে নিয়ে চল, রতন-ভাণ্ডার॥
ওবে ভৃঙ্গী, সাজ্ সাজ্, ছাই মাখ্ বুকে।
সিদ্ধি খেয়ে, যাত্রা-সিদ্ধি, করি আমি সুখে॥
শিব-আজ্ঞা পেয়ে সবে, সন্তোষ হইল।
সমুদয় আয়োজন, তখনি করিল,॥
ভূত প্রেত এই বলে, মারিতেছে লাফ।
মা যাবে বাপের বাড়ী, সঙ্গে যাবে বাপ॥
রাজ্যের বিভূতি এনে, করিতেছে ডাঁই।
সৃষ্টির শ্মশান ঝেড়ে, নিয়ে আসে ছাই॥
ভাগাড় চাগাড় দিয়া, তুলে লয় হাড়॥
এক ঠাঁই জড় করি, করিল পাহাড়॥
তুলিয়া সিদ্ধির-গাছ, আনে ভার ভার।
দেশের ধুতুরা ফল, রাখিল না আর॥
আজ্ঞার অপেক্ষা নাই, ছোটে পাল পাল।
তোল্‌পাড়, করে ফ্যালে, আকাশ পাতাল॥
কিল্ কিল্ কোরে সবে, হাসে খিল্ খিল্।
ভয়ঙ্কর ভঙ্গি দেখে, দাঁতে লাগে খিল্॥
ভীষণ গভীর নাদ, ছাড়িছে সকল।
একেবারে ছেয়ে দিলে, আকাশ মণ্ডল॥
ভূতনাথে ঘেরিয়া, নাচিছে ভূত সব।
হর হর, বম্ বম্, মুখে এই রব॥
বিনোদ বিমান এনে, দ্বারেতে রাখিল।
ধনের ভাণ্ডার ল'য়ে, কুবের সাজিল॥
বিজয়া মনের সাধে, উমারে সাজায়।
স্বর্গ-হ'তে দেবগণে, দুন্দুবী বাজায়॥
আনন্দে শিবের শিঙা, উঠিল বাজিয়া।

হর যায় হিমালয়, পার্ব্বতী লইয়া ॥
চারু-রথে চড়ে সবে, প্রফুল্ল অন্তরে।
শিব আর দুর্গা যান, বৃষের উপরে ॥

অথ কৈলাস পর্ব্বত হইতে হিমালয়ে হর পার্ব্বতীর শুভাগমন।

ভাবিতে ভাবিতে তারা, মুদিয়া নয়নতারা,
মেনকা মন্দিরে নিদ্রা যায়।
মহীধর মহীপতি, মোহিত হইয়া অতি,
মোহ-মুগ্ধ মায়ার মায়ায় ॥
যত সব গৃহ-বাসি, দ্বারপাল, দাস দাসী,
কারো মাত্র নাহিক চেতন।
রজনীর শেষ ভাগে, তপন আপন রাগে,
পূর্ব্বদিগ্‌ করে প্রকটন ॥
হেন-কালে আচম্বিতে, আনন্দ সবার চিতে,
ভগবতী পতির সহিত।
ল'য়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি,
জনকের দ্বারে উপনীত ॥
শারী শুক, মনোসুখে, শিবদুর্গা বলে মুখে,
হরে মন রাগ আলাপনে।
অকালে কোকিল সব, করিছে আনন্দ-রব,
আনন্দময়ীর আগমনে ॥
নগর-নাগরী যারা, সমাচার পেয়ে তারা,
এলো থেলো হোয়ে সব ছোটে।
বাহ্য-জ্ঞান নাহি আর, নাহি বেশ অলঙ্কার,
যেতে যেতে পড়ে আর ওঠে ॥
ছেলে ছিল কোলে শুয়ে, তাহারে একেলা থুয়ে,
ছুটেছে নৃপতি নিকেতনে।
শিশুরে না দেয় স্তন, এমনি ব্যাকুল মন,
উমারে হেরিবে কতক্ষণে ॥
এলো-কেশে পুরে এসে, কহিতেছে হেসে হেসে,
উঠ উঠ, উঠ মা অচলা।
শুন মা মঙ্গল রব, মঙ্গল হয়েছে সব,
মা তোমার, এসেছে মঙ্গলা ॥
জাগো জাগো রাজপ্রিয়া, রাজারে জাগাও গিয়া,
ঘুমাবার সময় এ নয় ॥
ধরিয়া গৌরির কর, দাঁড়ায়ে জামাই হয়,
এমন্ সুদিন নাকি হয় ॥
শুনি কোলাহল বাণী, কহিছে মেনকা রাণী
মৃত দেহে জীবন কে দিলে।
কে দিলে এ সমাচার, প্রাণ দিয়ে শুধি ধার,
বিনিমূলে আমায় কিনিলে ॥
রাণী বলে তারা কই, তারা বলে, তারা ওই,
অভিমানে দ্বারদেশে আছে।
বলে উমা দেখা দে মা, মা গোও মা কোথা,
গো মা, ডেকে ডেকে গলা ভাঙিয়াছে।
ধন্যা রাণী, তুমি ধন্যা, ভাগ্যবতী নাহি কন্যা,
ত্রিভুবনে তোমার চাহিয়া।
ভবের জননী যেই, ভবরাণী হ'য়ে সেই,
ডাকিতেছে জননী বলিয়া ॥
রাজ-রাজেশ্বর হর, দেব-দেব মহেশ্বর,
জামাতার গুণ কব কিবা ॥
সুতা তব সর্ব্বধারা, সর্ব্বসারা, সর্ব্বদারা,
কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা শিবা ॥
হরি * মধ্যা, হরি পরে, হরি † হরি ‡ হরি ‡ হরে,
হরিপূজ্যা, হরি ॥ ভয়হারা।

---

* হরি মধ্যা।—সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটি।

† হরি ‡ হরি § হরি হরে।—হরি, চন্দ্র, হরি, সূর্য্য, হরি, কিরণ। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের কিরণকে হরণ করে।

॥ হরি ভয়হরা।—হরি যম, অর্থাৎ কাল-ভয় হরা।

গিরিকুল-কমলিনী, মুক্তিমধু-প্রদায়িনী,
মহেশ-মধুপ মনোহরা ॥
অচলা সচলা হও, বরণের ডালা লও,
বারি দেহ কনক-কলসে।
মঙ্গল লক্ষণ ধর, মঙ্গল আরোতী কর,
মঙ্গলার মঙ্গল-মানসে ॥
এয়ো-গণে দেহ ডাক্, বাজাক্ মঙ্গল শাঁক্,
সাজাক্ বরণ মনোসুখে।
উলু দিয়া যত ধনী, করুক্ মঙ্গল ধ্বনি,
জয় জয় দুর্গা বল মুখে ॥
শুনিয়া মঙ্গল-স্বর, উঠিলেন নৃপবর,
শিশির-শিখর-শিরোমণি।
শিব শিবা আগমনে, অপার আনন্দ মনে,
আপনারে পাসরে আপনি ॥
মুখখানি হাসি হাসি, গৃহিণীর কাছে আসি
বলে, কর যে হয় বিহিত।
নগরের দ্বার দ্বার, জানাইল, সমাচার,
আনাইল গুরু পুরোহিত ॥
সজ্জা করি নানা রূপ, রাণী সহ চলে ভূপ,
আনিতে ভবানী আর ভবে।
লইয়া বরণডালা, পুরজন পুববালা,
পাছে পাছে চলিলেন সবে ॥
নিরখি নন্দিনী-মুখ, মরমে পরম-সুখ,
প্রেমধারা নীরদ-নয়নে।
কদম্ব-কুসুম অনু, পুলকে পূরিল তনু,
আহ্লাদ-তরঙ্গ বহে মনে ॥
স্থির করি দুনয়ন, অনিমিখে নৃপধন,
হর গৌরী করে দরশন।
অন্তরে উদয় জ্ঞান, এক মনে করে ধ্যান,
মুখে আর সরে না বচন ॥
পবিত্র হইল দেহ, কন্যাভাবে নাই স্নেহ,
ভক্তি-ভাব হইল উদয়।
দেখিতে দেখিতে ভূপ, দেখে চারু ব্রহ্মরূপ,
একেবারে মোহিত হৃদয় ॥

জ্ঞানে ধ্যানে জেনে সার ভাগ্য মেনে আপনার,
মানসেতে করিছে প্রণাম।
ফুটে কিছু নাহি কয়, শিব জয়, দুর্গা জয়,
মনে জপে শিব দুর্গা নাম ॥
ক্ষণ-পরে মহামায়া, করিলেন মহামায়া,
সে ভাবের হইল অভাব।
দুহিতা জামতা ব'লে, স্নেহরসে যায় গ'লে,
পুনর্ব্বার পূর্ব্বকার ভাব ॥
কুমারীর কাছে গিয়া, নিজ-ভাব প্রকাশিয়া,
মনের আক্ষেপ করি নাশ।
জামাতার কর ধরি, সুখে সমাদর করি,
যথা রীতি করিল সম্ভাষ ॥
এক বছরের পরে, আসিয়া বাপের ঘরে,
আনন্দিতা ভগবতী ভীমা।
শ্বশুরের সমাদরে, গদ গদ ভাব-ভরে,
শিবের শিবের নাই সীমা ॥
একে ভোলা মহেশ্বর, তাহাতে শ্বশুর ঘর,
বেলপাতে করিছে অর্চ্চন।
আশুতোষ হয়ে তোষ, নাহি লন কোন দোষ,
করিছেন ধুতুরা ভক্ষণ ॥
এসো এসো ভাই বোলে, গিরিরাজ করে কোলে,
ষড়ানন আর গজাননে।
চুম্বিবারে গণেশেরে, পড়িল বিষম ফেরে,
শুঁড় গিয়া ঢুকিল বদনে ॥
নগরাজ মুগ্ধ মোহে, কার্ত্তিক গণেশ দোঁহে,
মাতামহে প্রণাম করিল।
কখন কাপড় টানে, কখন বা দাড়ী ছানে,
এইরূপ করিতে লাগিল ॥
নাতির কৌতুক-ভাষে, দুখের তিমির নাশে,
পুলকিত হিম-গিরিবর।
ছেলেদের পানে চেয়ে, অন্তরে আনন্দ পেয়ে,
মৃদু মৃদু হাসিছেন হর ॥
পসারিয়া দুই পাণি, উমা কোলে করি রাণী,
করিলেন বদন চুম্বন।

যথা বিধি "এয়ো" সবে, করিল মঙ্গল রবে,
মঙ্গলার মঙ্গল বরণ ॥
স'বে কয় এই বাণী, দেখি দেখি মুখখানি,
খোল উমা মাথার অঞ্চল।
আহা কি রূপের ছটা, অপরূপ ঘোর ঘটা
হেরে আঁখি হইল চঞ্চল ॥
সাধ বড় ছিল মনে, সাজাইব উমাধনে॥
কেশ বেঁধে পরাব কবরী।
লয়ে সাজ পাই লাজ, নাহি সাজে কোন সাজ,
কিবে রূপ আহা মরি মরি ॥
শুধু যায় কলেবরে, ত্রিভুবন আলো করে,
হরে সব মনের আঁধার।
কি আছে কোথায় পাব, তারে আমি কি সাজাব,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ॥
যে সাজ যে খানে সাজে, সেজেছ আপন সাজে,
এই সাজে, হর হর-মন।
এমন রূপের ঘটা, এমন সাজের ছটা,
পাপ চোখে দেখি নি কখন ॥
নিজে যথা গুণবতী, শঙ্কর সেরূপ পতি,
মরি কিবে সোণার সংসার।
লক্ষ্মী তোর লক্ষ্মী মেয়ে, রূপে গুণে তার চেয়ে,
তুলনার স্থান নাই আর ॥
বাণী হেরে যায় খেদ, বদনে প্রসবে বেদ,
কথা শুনে ব্যথা হয় দূর।
চাঁদ যেন ছেলে ছুটি, করিতেচে ছুটাছুটি,
রূপে আলো করে গিরিপুর ॥
ধন্য ধন্য ধন্য সতী, গিরিরাণী পুণ্যবতী,
প্রসব করেছে মাগো তোরে।
সার্থক রাণীর গর্ভ, সার্থক রাজার সর্ব্ব,
আর না ভুগিবে ভব-ঘোরে ॥
পিতা, মাতা, মনে করি, সন্তানের ভাব ধরি,
হিমালয় শুভ আগমন।
আপনি এসেছ জাই, দেখিতে পেলেম তাই,
হ'লো আজ সফল জীবন ॥

রাজা রাণী ভালবাসে, নিত্য আসি রাজ-বাসে,
ধ্যান করি তব আগমন।
প্রতিক্ষণে এই আশা, কতক্ষণে হবে আসা,
কতক্ষণে পাব দরশন ॥
তুমি মা করুণাকরী, কটাক্ষে করুণা করি,
চাহ মাগো আমাদের পানে।
আমরা দুখিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারী,
তোমার মহিমা কেবা জানে ॥
আমরা তোমার ছায়া, আমাদের সঙ্গে মায়া,
মায়া-খেলা, খেল না খেল না।
দয়াময়ি দয়া কর, হরবধূ তাপ হর,
রাঙা-পায় ঠেল না ঠেল না ॥
করুণা হইলে তব, যত দিন বেঁচে রব,
সুখে রব, পতি, পুত্র, নিয়া।
যখন তেজিব প্রাণ, তখন করিবে ত্রাণ,
ভয়ভাঙা রাঙাপদ দিয়া ॥
এইরূপ কহে তারা, হাসিয়া কহেন তারা,
অকল্যাণ কেন কর আর।
এইভাব হর হর, আশীর্ব্বাদ কর কর,
ধর ধর, প্রণাম আমার ॥
তারা বাকে তারা কয়, ছলেতে জানাও ভয়,
কল্যাণীর অকল্যাণ কিসে।
অভয়া অভয় দেহ, করিয়া অভয়-দেহ,
হাসি খেলি মনের হরিষে ॥
বরণ হইলে সায়, রাণীর লোচনে হায়,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
করুণা-বচনে কন, এসো এসো প্রাণধন,
কুলের রতন প্রাণতারা ॥
সুপ্রভাত হলো দিবা, চলিলেন শিব শিবা,
পুলকিত পুরোবাসি গণে।
রাজা রাণী এক হ'য়ে, জামাতা দুহিতা ল'য়ে,
বসাইল রত্ন সিংহাসনে ॥
নগরের ঘরে ঘরে, সকলে আনন্দ করে,
সকলেরি অন্তরে উল্লাস।

সবে জয় জয়, বলে, আনন্দের কোলাহলে,
একেবারে পূরিল আকাশ ॥
গায়কে হইয়া প্রীত, গায়িছে মঙ্গল গীত,
নর্ত্তকী নাচিছে নানা সাজে।
মৃদঙ্গে মধুর স্বর, বীণা বেণু মনোহর,
তুরি ভেরী নহবত বাজে ॥
অন্তঃপুরে রামা সবে, মধুর মোহন রবে,
মঙ্গলা মহিমা গান করে।
করি সুধা বরিষণ, হরিছে হরের মন,
শঙ্করের শীরর শিহরে।
পশু, পক্ষি, সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
সকলেই সুখি হইয়াছে।
আহার গিয়াছে ভুলে, পরস্পর মন খুলে,
দুর্গা বোলে গায় আর নাচে ॥
দেবগণ করে দৃষ্টি, স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি,
দৈববাণী হতেছে প্রচার।
"সাধু গিরিরায়, সাধুবাদ মেনকায়,
হেন পুণ্য কে করেছে আর ॥"
"শিব জয়, দুর্গা জয়, জয় জয় হিমালয়,
দেব-লোকে এই ভাব ভাষে।"
"বিধি, বিষ্ণু, ধ্যানে যায়, শত যুগে নাহি পায়,
সেই নিধি, গিরিরাজ-বাসে ॥
অপ্সর, কিন্নর যত নাচে গায় শত শত,
করিতেছে মঙ্গল সাধন।
শিব দুর্গা দেখিবারে, আহ্লাদে মানসাগরে,
নাগ-লোক করে আগমন ॥
বম্ বম্ হরে হরে, মা বাহিরে গভীর স্বরে,
গায় ভূত, প্রমথ, পিচাশ।
বেতালে ধরিয়া তাল্, বেতাল্ ধরিছে তাল্,
ভাল্ ভাল্ মনের উল্লাস।
বৃষভে ছাড়িছে ডাক্, বাড়িছে ভূতের জাঁক্,
ধ্বনি উঠে, ধেই ধেই স্বরে।
ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করি, ফণি নাচে ফণা ধরি,
কারো প্রতি দ্বেষ নাহি করে ॥

হইয়া উদার মন, অকাতরে নৃপধন,
করে ধন বিতরণ সুখে।
যাচক যাচিকা যত, দান পেয়ে মনোমত,
জয় জয় রব করে মুখে ॥
যাহা চায়, তাহা পায়, খায় দায়, নাচে গায়,
অভিপ্রায় পূর্ণ সবাকার।
দেও দেও বলে সব, নেও নেও উঠে রব,
খোলা আছে ধনের ভাণ্ডার ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, মুনি ঋষি শত শত,
যাঁরা এসে উপস্থিত হন।
করিয়া উচিত মান, উপযুক্ত অর্থ দান,
স্নান আদি আহার ভোজন ॥
বসন ভূষণ ধন, নাহি হয় নিরূপণ,
রাশি রাশি পর্ব্বত আকার।
মধুর সুখাদ্য নানা, ননী, সর, ক্ষীর, ছানা,
ফল মুল অশেষ প্রকার ॥
পায়সের বহে নদী, পলান্ন পিষ্টক দধি,
আর আর দ্রব্য কত কব।
ভুত, প্রেত, নিশাচরী, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি করি,
আহারে সবাই পরাভব ॥
কিছুর অভাব নাই, দ্রব্য সব ডাঁই ডাঁই,
খাই খাই, রব নাই মুখে।
কোন' দিগে নাই দোষ, খেয়ে পেয়ে, পরিতোষ,
গিরি গুণ গেয়ে দেয় সুখে ॥
যেখানেতে অন্নপূর্ণা, হ'য়ে অতি কৃপাপূর্ণা,
লক্ষ্মীসহ নিজে বিরাজিত।
আপনি আসিয়া শিব, করিছেন যার শিব,
তার ঘরে কোথায় অহিত ॥
খাবে কত, নেবে কত, হেরে হয় জ্ঞান হত,
কিছুতেই নাহি পায় ক্ষয়।
দৃষ্টি মাত্রে একবার, ধনাগার খাদ্যাগার,
পুনর্ব্বার হতেছে অক্ষয়।
গুরু আর পুরোহিত, উভয়েই চমকিত,
হেরে রূপ স্থির নহে মন!

আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়া, মস্তকেতে দিতে গিয়া,
করিলেন চরণে অর্পণ ॥
হেসে কন শিব শিবা, ঠাকুর করিলে কিবা,
এ যে বিধি বিধিমত নয়।
নীরব ব্রাহ্মণ দ্বয়, কথা আর নাহি কয়,
চিত্রের পুতুল যেন রয় ॥
প্রাচীনা ব্রাহ্মণী এক, কিছু মাত্র নাহি ভেক,
দিব্য-জ্ঞান হৃদয়ে উদয়।
হেরিয়া যুগলরূপ, জানিয়া স্বরূপ রূপ,
মেনকা মহিষী প্রতি কয় ॥
তোমার নয়ন-তারা, তারানাথদারা তারা,
ত্রিলোকের তারা বেদে বলে।
তারার সঙ্গিনী যারা, তারা যেন শোভে তারা,
তারানাথ তারা* ধরাতলে ॥
যত সব কুলদারা, হেরে তারা সর্ব্বসারা,
তারা, তারা, বলে কুতূহলে।
পুলকিত হ'য়ে তারা, স্থির করি আঁখি তারা,
ভাসিতেছে তারা-প্রেমজলে ॥
ধরায় ধরে না শোভা, মহাদেব মনোলোভা,
কোটি রবি ছবি পদতলে।
ভুবন-ভামিনী তারা, মুগ্ধ মধুকর-তারা,
তারার নয়ন শতদলে।
ভুবন-ভামিনী তারা, মুগ্ধ মধুকর-তারা,
তারার নয়ন শতদলে ॥
তারা-মুখ তারাপতি, হেরে শশি তারাপতি,
পোড়েছে চরণ-নখজালে।
তারাপদে তারাপতি, তাই হেরে তারাপতি,
তারাপতি ধরিল কপালে ॥
সাধু সাধু সাধু শশি, ঘুচিল কলঙ্ক-মসী,
দোষী তোরে কে বলে এখন।

শিবার শ্রীপদে পোড়ে, শিবের মাথায় চোড়ে,
হলি তাঁর প্রধান ভূষণ ॥
উমার কনক নিভা, শঙ্করের শুভ্র-বিভা,
মরি কিবা ছটা তায় জ্বলে।
অনুমান করি হেন, সুমেরুর আভা যেন,
পড়িয়াছে ধবল-অচলে ॥
মিলিত যুগল রূপ, অতিশয় অপরূপ,
অনুরূপ নাহি দেখি তার।
এরূপ স্বরূপ কয়, হেন সাধ্য কার হয়,
বর্ণিবার শক্তি আছে কার ॥
শিব দুর্গা এক ঠাঁই, কোনকালে দেখি নাই,
এ শোভা কহিব আর কারে।
যখন বাসনা হয়, এইরূপ মনোময়,
দেখি যেন হৃদয় আগারে ॥
ওহে শিব আশুতোষ, দুখিনীরে আশু তোষ,
চাহ চাহ অধীনীর পানে।
ছাড় রোষ, হর দোষ, কর কর পরিতোষ,
পাদপদ্ম-মকরন্দ দানে ॥
ভবপ্রিয়ে ওমা দুর্গে, তার এই ভবদুর্গে,
দয়া দৃষ্টি কর একবার।
আমি নারী ভক্তিহীনা, তুমিগো মা ভক্তাধীনা,
এই মাত্র শুনিয়াছি সার ॥
সহজে সম্ভব সব, এ ভব বিভব তব,
জ্ঞানহীনা আমি কব কত।
কহিতে মহিমা তব, বেদ আদি পরাভব,
ভবধব ভব রব-হত ॥
ব্রাহ্মণীর শুনে স্তব, গোপনে ভবানী ভব,
মনে মনে হলেন্ সদয়।
কথা কোয়ে অবহেলে, ঈশ্বর, ঈশ্বরী পেলে,
আর তার মরণে কি ভয় ॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল ফের্‌তা।

হিমালয়ে কি আনন্দ, সিংহাসনে সদানন্দ,
সদানন্দময়ী-শিবা, বামে শোভা পায়।
হেন শোভা, কবে কেবা, দেখেছে কোথায় ॥

---

* তারানাথ তারা ধরাতলে অর্থাৎ তারার সঙ্গিনী সকল তারার ন্যায় হইয়াছে, তারা, তারানাথ অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় ধরাতলে শোভা করিতেছেন।

রজত কনক প্রভা, একত্র প্রকাশে।
স্থিরসৌদামিনী যেন, বিমল আকাশে॥
উষাকালে চারু সুরধুনী-জলে,
তরুণ অরুণ-আভা যেন জ্বলে,
যেন শ্বেত-শতদল দলে দলে,
হরিতরেখা, দেখা যায়।
উভয় রূপের আভা, উভয়েই লগ্ন।
পারদে সিন্দুর যেন, মেশো মেশো হয়॥
সেরূপ যেজন করে দরশন,
পুলকে পূরিত হয় তার মন,
ফুটিতে না পাবে মুখের বচন,
নয়ন সলিলে, ভেসে যায়॥
নিকটেতে ছিল যারা, করি হায় হায়।
মোহিত হইল তারা, রূপের ছটায়॥
স্থির করি দুটি লোচনের তারা,
রয়েছে দাঁড়ায়ে অনিমিখে তারা
তারানাথ সহ নিরখিয়ে তারা,
তারা-গুণ তারা, মনে গায়।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে জয়া, চামর ঢুলায়।
বিজয়া মনের সাধে, চন্দন মাখায়॥
ননী, সর, ক্ষীর, মিষ্টান্ন সকল,
মধুর রসাল নানাবিধ ফল,
সুগন্ধি তাম্বুল, সুশীতল জল,
আনিয়ে দিতেছে, উমা মায়॥
কুলের কামিনী যত, করি আগমন।
হর গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন॥
কত সুখ তাহে, মেনকা প্রকাশে,
এস মা, এস মা, মুখে এই ভাষে,
ডেকে বলে রাণী, মধুর সম্ভাষে,
দেখে যাগো তোরা, আয় আয়।
রাণীর মনের দুঃখ, সব গেল দূরে।
করিয়ে মঙ্গল-ধ্বনি, চারিদিকে ঘুরে॥
রুচির ভক্ষণ, বিনোদ বসন,
রজত কাঞ্চন, বিবিধ রতন,
অকাতরে রাণী করে বিতরণ,
যাবে তারে চোখে, দেখিতে পায়॥
হিম গিরিরাজ-গৃহে, মহামহোৎসব।
দ্বিজগণে দেখে নৃপ, করে কত স্তব॥
যোগি ঋষি যত ভক্তিরসে গলে,
মনে এই আশা করিছে সকলে,
মরণ-হরণ চরণ-কমলে;
মধুকর হ'য়ে, মধুখায়।
গুপ্তভাবে গুপ্ত-প্রভা, অতি শোভাকর।
শ্রীপদ পঙ্কজতলে, প্রভাকরকর॥
কাতরে কহিছে প্রভাকর-কর,
প্রভাকরসুত ভয়-হর হর,
নিরন্তর যেন এই প্রভাকর,
হর কৃপাকাশে, প্রভা পায়॥

সঙ্গে ল'য়ে প্রাণাধিক, কার্ত্তিক গণেশ।
চলেন শ্বশুর সহ, বাহিরে মহেশ॥
রূপের শোভায় সভা, উজ্জ্বল হইল।
হর হর, হরধ্বনি, অমনি উঠিল॥
আজানু লম্বিত জটা, শঙ্করের শিরে।
ধূম্র যেন খেলিতেছে, মন্দাকিনী নীরে॥
অনল ঝলকে চাক, নয়ন-ফলকে।
পলকে পলকে যেন, দামিনী নলকে॥
ললাটেতে খণ্ড শশী, ঝল্‌মল্ করে।
মস্তকের ভূষা ফণি, মণিপ্রভা হরে॥
কোথায় মাণিক মুক্তা, রতন বিভব।
শিব অঙ্গে ছাই দেখে; ছাই হয় সব॥
শ্রবণে কুণ্ডল দেখে, কার মন ভুলে।
ভুবন ভুলালে ভোলা, ধুতুরার ফুলে॥
মুকুতা, হীরার হার, কোথা গেল হেরে,।
হাড়ে হাড়ে কাঁপে তারা হাড়মালা হেরে॥
বাঘছাল বাস দেখে, সুচিকন বাস।
লজ্জায় করে না আর, নিকটেতে বাস॥

ঈশানের বিষাণের, সুমধুর স্বর।
লজ্জায় নীরব হয়, কোকিল ভ্রমর ॥
স্থির হ'য়ে থাকে সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি হয়।
দেবাসুর আদি করি, মুগ্ধ সমুদয় ॥
থেকে থেকে বাজে গাল, বব বব বম্।
দেখিয়া ভবের ভঙ্গি, ভয়ে কাঁপে যম ॥
ভব ভব আলো করে, রূপের বিভাসে।
মনোভব পরাভব, নিকটে না আসে ॥
আসিয়া শ্বশুর বাড়ী আনন্দ অপার।
ক্রমেতে আপনি হয়, শোভার বিস্তার ॥
কুঁকুড়িয়া ছিল দাড়ি, বাড়িতেছে থোপ্।
চাড়া দিয়ে, খাড়া হ'য়ে, উঠিতেছে গোঁপ্ ॥
সেরূপ বুড়ার মত, ভাব নাই আর।
পুনর্ব্বার হ'লো যেন, যৌবন সঞ্চার ॥
শিবের সম্ভব সব, অসম্ভব নয়।
সকলি পারেন হ'তে, নিজে ইচ্ছাময় ॥
জামাতা লইয়া রাজা, সভায় বসিয়া।
সকলে সম্ভাষ করে, সন্তোষ হইয়া ॥
কোঁদলের কর্ত্তা আদি, মুনি যোগি যত।
গিরিরাজ-সভায়, সবাই সমাগত ॥
নারদের ইচ্ছা মনে, অন্তঃপুরে যায়।
করিয়া ঢেঁকির বাদ্য, কোঁদল বাধায় ॥
'ভাইপোর' অভিপ্রায়, বুঝেছেন 'খুড়ো'।
মনে মনে মৃদু মৃদু, হাসিছেন বুড়ো ॥
বিবাদের বল বুদ্ধি, করিয়া হরণ।
হর কন, ভাল আছ, দেব তপোধন ॥
নারদ বলেন খুড়ো, আমি ভাল আছি।
খুড়ীরে দেখিব বলে, সাধ করিয়াছি ॥
শঙ্কর বলেন তবে, দেখে এস গিয়া।
গমনের কালে যেয়ো, সাক্ষাৎ করিয়া ॥
ঢেঁকি-ঋষি ঢেঁকি নিয়া, উঠিবারে চায়।
উঠে না ঢেঁকির মোনা, ঘটে ঘোর দায় ॥
টানাটানি করে কত, সাধ্য নাই নাড়ে।
ঢেঁকুচ্ ঢেঁকুচ্ রবে, মোনা ডাক্ ছাড়ে ॥

দাঁত করে, কিড়িমিড়ি, নড়িতেছে, হেন।
বজ্জাৎ শালার ঢেঁকি, উঠনাক কেন ॥
কসিয়া মোনার মুখে, মারিতেছে বাড়ি।
রাগেতে আপনি ছেঁড়ে, আপনার দাড়ি ॥
ঢেঁকি ছেড়ে যেতে নাহি, পারে তপোধন ॥
ঢেঁকি বুদ্ধি, ঢেঁকি বল, ঢেঁকি মূলধন।
নারদের ভাব দেখে, সভাশুদ্ধ হাসে।
নারদ নারদ, বোলে, উচ্চ রবে ভাষে ॥
নারদ নারদ শুনে, নারদ পণ্ডিত।
হুড়াহুড়ি যুদ্ধ করে ঢেঁকির সহিত ॥
ছিঁড়িয়া বিনার তার, করি খান্ খান্।
ঢেঁকির মথায় বেঁধে, মারিতেছে টান ॥
কোনরূপে কিছুমাত্র উপায় না পেয়ে।
অবশেষে, বলিলেন, থতমত খেয়ে ॥
লাগিয়াছে 'ভ্যাবাচাকা' বদ্ধ ভ্রমপাশে।
যার পানে ফিকে চান, সেই দেখে হাসে ॥
কিঞ্চিৎ পরেতে সেই, ভ্রম হ'লো শেষ।
কর্ত্তাটির খেলা এই, জানিল বিশেষ ॥
আপনার অভিমান, করি পরিহার।
মনে মনে অপরাধে, করিল স্বীকার ॥
সে ভাব বুঝিয়া শেষ, শিব সদাশয়।
নারদেরে গোপনেতে, হলেন সদয় ॥
তখন উঠিয়া ঋষি, পুর-মাঝে যায়।
প্রণাম করিল গিয়া, পার্ব্বতীর পায় ॥
পুরবালা যত সব, কাঁদ কাঁদ হয়।
বলে, ওমা, এটা কেটা, দেখে লাগে ভয় ॥
ঝোলা দাড়ি, ঢেঁকি ঘাড়ে, দ্বারে মারে হুড়ো।
কোথা হতে এলো এই, চাল্কাঁড়া বুড়ো ॥
যত শিশু, ছেলে মেয়ে, মূর্ত্তি দেখে তার।
ভেউ ভেউ কেঁদে উঠে, শান্ত করা ভার ॥
কেহ বলে 'কাণকাটা' কেহ 'জুজু' বলে।
কেহ বলে 'জোটে বুড়ি' থাকে বুঝি জলে ॥
কাছে থেকে কেহ বলে, খেলে খেলে খেলে।
কেহ বলে পালা পালা, ভূতে পেলে পেলে ॥

দুর্গা কন যাও ঋষি, ত্বরায় করিয়া।
সকলে পেয়েছে ভয়, তোমায় দেখিয়া॥
কেঁপে কেঁপে সকলে, করিছে হাহাকার।
ঢেঁকি নেড়ে, মেয়ে ছেলে, কাঁদাওনা আর॥
উমার বচনে ঋষি, হইল বিদায়।
স্থির হ'য়ে সকলেতে, মনে সুখ পায়॥
নারদ শিবের কাছে, এসে পুনরায়।
শিষ্ট হ'য়ে বসিলেন, রাজার সভায়॥
শ্বশুর, জামাই, দোঁহে হরষিত মন।
যথা রীতি এখানে করেন আলাপন॥
ওখানেতে, মায়ে, ঝিয়ে, কথোপকথন।
প্রকাশ করেন দোঁহে, মনের বচন॥
মেনকা বলেন, মাগো, কেমন করিয়া।
এত দিন ছিলে তুমি, আমায় ভুলিয়া॥
অচলা দুখিনী আমি, জননী তোমার।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, কে আছে আমার॥
কেঁদে কেঁদে সারা হই, তোমার কারণে,।
মা বলে, কি একবার, পড়িত না মনে॥
ডুবেছে জলধি জলে, প্রাণের সন্তান।
পাষাণ হৃদয় ব'লে, যায় নাই প্রাণ॥
করিয়া তোমার ধ্যান, বেচে আছি তাই।
এতদিনে পুনরায়, দেখা হলো তাই॥
মরিলে ফুরায় সব, কেবা কারে কয়।
দুখের কপালে মাগো, মরণ না হয়॥
মনে করি কাল-করে, দেহ করি লয়।
কালের শ্বাশুড়ী ব'লে, কাল করে ভয়॥
চঞ্চল হয়ো না বাছা, বিনয় আমার।
গোপনে তোমার মুখ, দেখি একবার॥
কর পেতে, সর লও, তুলে দিই হাতে।
ননী, ছানা, ক্ষীর খাও, রুচি হয় যাতে॥
কত দিন পায়সাদি, মধুর আহার।
হাতে কোরে দিই নাই, বদনে তোমার॥
সাধপূরে খাও উমা, সাধ এই মনে।
বঞ্চিত হ'য়েছি আমি, তোমা হেন ধনে॥
মনের সুখেতে তুমি, করিলে আহার।
তবে মা, তাপিত প্রাণ, জুড়ায় আমার॥
প্রাণের পুতুলি তারা, তুমি প্রাণধন।
সবে মাত্র একা তুমি, কুলের রতন॥
ছেড়েছি আহার নিদ্রা, তোমার বিচ্ছেদে।
থেকে থেকে আচম্বিতে, প্রাণ উঠে কেঁদে॥
দুখে বুক ফেটে যায়, এমনি অস্থির।
তবু পোড়া পাপ-প্রাণ, না হয় বাহির॥
নিদ্রারে নিকটে স্থান, নাহি দেয় আঁখি।
শুধু করি নীরাহার, নিরাহারে থাকি॥
পথিক দেখিলে পরে, তারে ডেকে কই।
তারা কই, তারা কই, প্রাণ-তারা কই॥
পথিকে প্রবোধ দিয়া, প্রিয় কথা কয়।
প্রবোধ মানিয়া মন, স্থির তাই রয়॥
কেহ যদি বলে তোর, উমা আছে।
হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে, ছুটি তার কাছে॥
শুনিয়া মঙ্গলা তোর, সুমঙ্গল ধ্বনি।
আপনারে ভুলে যাই, আপনি অমনি॥
তোমার দুখের কথা, কেহ যদি কহে।
সে কথা হৃদয়ে যেন, শেল গাঁথা রহে॥
সে দিন যে দুখে যায়, কারে আর কই।
জীয়ন্তে মরণ সম, শব হোয়ে রই॥
গিরি এসে কতরূপে, আমারে বুঝায়।
তথাচ বুঝে না মন, করি হায় হায়॥
দয়া করি নিজে যদি, এসেছ এবার।
কিছু দিন কৈলাসেতে, যেও না মা আর॥
তুমি গেলে হিমালয়, হবে অন্ধকার।
দুঃখিনী জননী তোর, বাচিবে না আর॥
আমরা দুজনে আর, কত দিন রব।
রাজ্য আদি যত কিছু, তোমারিত সব॥
মায়ের রোদনে কাঁদে, মায়ের হৃদয়।
মহামায়া তবু মনে, মায়ার উদয়॥
শ্রীদুর্গা বলেন মাগো, ধৈর্য্য-ধর মনে।
এতই কাতরা তুমি, কিসের কারণে?॥

প্রণাম করিগো মাতা, চরণে তোমার।
কাঁদিয়ে আমায় মাগো, কাঁদায়ো না আর॥
কমলা, কার্ত্তিক, বাণী, আর লম্বোদর।
ছেলে মেয়ে বেঁচে থাক্ আশীর্ব্বাদ কর॥
তুমি মা, এমন্ হোলে, আমি কোথা যাই।
কে আছে, কাহার কাছে, মা বোলে দাঁড়াই॥
জুড়াতে তোমার কাছে, এসেছি জননী।
পাগলিনী হোয়ে কেন, কর পাগলিনী ?॥
এসেছে নাতিনী, নাতি, দেখিবে বলিয়া।
আদর করহ গিয়া, তাদের হইয়া॥
বহুদিন হ'তে কিছু, করনি আহার।
মাতা খাও, খাও কিছু বিনয় আমার॥
আমার নিকটে বসে, দেও কিছু মুখে।
তোমার প্রসাদি শেষ, খাব আমি সুখে॥
ধন্য রাণী, পুণ্যবতী, কত পুণ্য জোর।
ব্রহ্মময়ী, প্রসাদ, পাইবে আজ তোর॥
ওমা তারা, সকল, খেও না একেবারে।
রয়েছে প্রসাদে কবি, কিছু দিও তারে॥
মেনকা রেখেছে খাদ্য, সমুদয় থাসা।
ঈশ্বরীর প্রসাদেতে, ঈশ্বরের আসা॥
পার্ব্বতী কহেন পুন, ধরি মার কর।
নিয়ত আসিব আমি, আসিবেন হর॥
ছেলে, মেয়ে, সর্ব্বদা, থকিবে সবে কাছে।
বল বল, মা তোমার, ভাবনা কি আছে॥
মেয়ে হয়ে যেনা করে, পিতা মাতা সেবা।
তার চেয়ে অভাগিনী, আছে আর কেবা॥
যদ্যপি মা, আমি হই, পিতার সন্তান।
তব গর্ভে যদি মাগো, পেয়ে থাকি স্থান॥
যত দিন এই দেহে, এই প্রাণ রবে।
উভয়ের পদ সেবা, করিব মা তবে॥
কবি কহে, ব্রহ্মময়ি, কি বলিস্ আরে।
পদ-সেবে কায নাই, দেখা দিস্ মারে॥
পিতা মাতা তোর কাছে, সেবা নাহি যাচে।
মাঝে মাঝে এইরূপ, দেখা পেলে বাঁচে॥

করুণাময়ীর মুখে, করুণা বচন।
মেনকার মন-স্থির, হইল তখন॥
মায়ে ঝিয়ে, এইমত, চলিতেছে কথা।
হেনকালে গিরিরাজ, উপনিত তথা॥
হাসি হাসি মুকখানি, চেয়ে উমা পানে।
আনন্দের সীমা নাই, নৃপতির প্রাণে॥
উমা বলে, বহুদিন, দেখিনি চরণ।
বল, বাবা, ছেলে, মেয়ে, দেখিলে কেমন।
গিরি কন, সে কথা, কহিব কি মা আর!
এমন চাঁদের হাঠ, দেখি নাই আর॥
চাঁদের সে শোভা আর, হইবে কেমনে।
হয়েছে চাঁদের মেলা, আমার ভবনে॥
পর্ব্বতেশ-প্রিয়পুত্রী, পিতার বচনে।
চলিলেন অন্য ঘরে, পুলকিত মনে॥
রাজা কন, ওহে রাণি, কি কর এখন।
দুহিতা জামাতা বল, দেখিলে কেমন॥
বড় যে বলিয়াছিলে, শঙ্কর ভিখারী।
ভিকারিণী প্রাণাম্বিকা, প্রাণের কুমারী॥
শিবেরে পাগল বলে, কত কাঁদিয়াছ।
অনাহারে থাকে উমা, কত বলিয়াছ॥
কেমন ভিখারি সেই, দেব ত্রিপুরারি।
সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাকারি, কুবের ভাণ্ডারী॥
ভবের বিভব কত, দেখ একবার।
রতনের ছড়াছড়ি, রতন ভাণ্ডার॥
একে একে চেয়ে দেখ, সকলের পানে।
রতনে যতন নাই, পায়ে ক'য়ে ছানে॥
তোমায় এ সব কথা, বলেছে যে সব।
তাদের দেখাও এনে, এ সব বিভব॥
কাশী আর কৈলাসেতে, করুক গমন।
উমার ঐশ্বর্য্য গিয়া, দেখুক কেমন॥
আর আর যত কিছু, করিব না আর।
সংক্ষেপেতে কহিলাম, এই মাত্র সার॥
মেনকা বসেন গিরি, একে অতি ক্ষীণা।
যে যা বলে, তাইশুনি, আমি জ্ঞানহীনা॥

অবলার অপরাধ, পদে পদে হয়।
নিজ-গুণে ক্ষমা কর, ওহে হিমালয়॥
না জেনে ব'লেছি কত, করিয়াছি রোষ।
শিব তারা, লইবে না, দুখিনীর দোষ॥
বল বল প্রাণপতি, ধরি দুটি পায়,।
কেমন করিয়া আমি, রাখিব উমায়,॥
জামাই এসেছে সঙ্গে ল'য়ে পরিবার।
তিন দিন গেলে পরে, রাখিবে না আর॥
এবার যদ্যপি হর, গৌরি নিয়া যায়।
পাপদেহে প্রাণ তবে, রাখা হবে দায়॥
এতদিন কত দুখে, করিয়া যাপন।
মৃত-দেহে পুন যেন, পেয়েছি জীবন॥
দ্বিগুণ সন্তান-শোকে, দহিবে হৃদয়।
দেখো দেখো, দেখো গিরি, মরিব নিশ্চয়॥
অধিক কি কব আমি, উমা যাহে রয়।
সদুপায় কর তার, যেরূপেতে হয়॥
মহিষীর কথা শুনে, গিরি হাসে মনে।
শিবের সর্ব্বস্বধন, রাখিব কেমনে॥
ভবানী বিহনে ভব, স্থির কিসে রবে।
শিবের কৈলাস-ধাম, অন্ধকার, হবে॥
রাণীরে প্রবোধ দিয়া, কন গিরিরায়।
অবশ্য করিব আমি, যে হয় উপায়॥
উতলার কর্ম্ম নয়, শুন পুরেশ্বরি।
দেখা যাবে, আশুতোষে, স্তব স্তুতি করি॥
শিব দুর্গা লয়ে আমি, থাকি হিমালয়।
আমার কি মনে এই, সাধ নাহি হয়॥
কবি কয়, হিমালয়, তুমি বিজ্ঞবর।
রমণী ভুলাতে এত, ছল কেন কর॥
হরের হৃদয়-ভূষা নন্দিনী তোমার।
নবমী পোহালে তারে, রাখে সাধ্য কার॥
দশমীতে প্রভাকর, হইলে উদয়।
বেয়ে ছেয়ে দেখা যাবে, তখন কি হয়॥

উমার বাল্যকালের সঙ্গিনী সকল, উমাকে নির্জ্জনে পাইয়া, পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ-পূর্ব্বক, আপনাপন মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে।

সঙ্গীত, কীর্ত্তনাঙ্গ।

রাগিণী টরী। তাল ঠুংরী।

একবার, কথা কও মা তারা,
চেয়ে দেখ দেখ দেখ, দেখ গো।
তোমার বাল্যকালের সঙ্গিনী,
সকলে সমাগত গো॥
ওমা মা, বাপেরে, ক'রে হেলা,
নিয়ে ভাঁড়, মাটী, ঢেলা,
ছেলে বেলা, ধূলাখেলা, করিয়াছি, কত গো।
উমা, তোর সঙ্গে, কত রঙ্গে,
ছেলেখেলা, করিয়াছি, কত গো॥
আমরা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভুলে গিয়ে,
কেবলি তোমারে নিয়ে,
হেসে খেলে, বাল্য কাল, করিয়াছি গত গো।
তোর প্রেম-ডোরে, বাঁধাপ'ড়ে,
বাল্যকাল, করিয়াছি, গত গো॥
ওমা, রজনীতে স্বর্ণলতা, একাসনে যথা তথা,
নানারূপ উপকথা, বলেছ, বলেছি,
কত শত গো।
এখন সে সব কথা, মনে নাই কি,
বলেছ, বলেছি, কত শত গো॥
তোর, মুখের কথা, শুনব ব'লে,
চুপি চুপি আসতেম চ'লে,
প্রেম-রসে, যেতেম গ'লে,
হ'তেম, জ্ঞানহত গো।
আর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না,
একেবারে হ'তেম, জ্ঞান হত গো॥
আমরা, না আইলে, তুমি তারা,
কেঁদে কেঁদে, হ'তে সারা,
রাণী গিয়ে, প্রবোধিয়ে, বলিতেন, কত গো,
ওমা আয় তোরা, আয় ব'লে,
প্রবোধিয়ে বলিতেন, কত গো॥

শুনে, রাণীর মুখে, সমাচার,
গৃহে থাকে, কেবা আর,
উঠে ছুটে আসিতাম, পুরবালা, যত গো।
তোমায় খাওয়াব', শোয়াব' ব'লে,
আসিতাম পুরবালা, যত গো॥
আমরা, তুলে দিতেম চাঁদমুখে,
খেতে কত, মনের সুখে,
কথায় কথায় শেষ, হ'তে নিদ্রাগত গো।
আমরা, খেলে খেতে, শুলে শুতে,
শেষে তুমি, হ'তে নিদ্রাগত গো॥
এখন, সে সব কথা, গেলে ভুলে॥
এত ভালবাসা, কোথায় থুলে,
একবার চাহ, মুখ তুলে,
দেখি দেখি, মনে সাধ যত গো।
তোমার বিমল বরণ, কমল চরণ,
দেখি দেখি, মনে সাধ যত গো॥
তোমায় আগে যদি, জানিতাম,
তবে কি মা, ছাড়িতাম,
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতাম, হ'য়ে পদানত গো।
তুমি তাড়াইতে, পারিতে না,
ফিরিতাম, হ'য়ে পদানত গো॥
তুমি' অখিল, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি,
আমরা তোমার সহচরী,
কৃপাকরি, কৃপা কর, জনমের মত গো।
চিরদুখিনী, অধিনী ব'লে,
কৃপা কর জনমের মত গো॥

অথ ভূতগণের আনন্দোৎসব।

শিব-পরিবার ল'য়ে, নগনৃপধন।
অশেষ মনের সাধে, করান ভোজন॥
অবশেষে বাহিরে, আসিয়া গিরিরায়।
পিচাশ প্রমথগণে, ভোজন করায়॥
উপাদেয় নানা খাদ্য, করিল প্রদান।
রাশি রাশি দ্রব্য আনে, পর্ব্বত প্রমাণ॥
রীতিমত ব'সে কেহ, করে না আহার।
কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি, গণ্ডগোল সার॥
ভূতের কোথায় থাকে, আচার বিচার।
পাতে পাতে এক করি, করে একাকার॥
আগে খায় ক্ষীর, সর, মিঠাই, সন্দেশ।
ডাল, ভাজা, শাক, অন্ন, পেটে দেয় শেষ॥
খেতে খেতে কেহ কেহ, গাছে গিয়া চড়ে।
আকাশেতে উঠে কেহ, লাফ মেরে পড়ে॥
উত্তম আহার পেয়ে, আনন্দিত সবে।
নেচে নেচে গান করে, শিবদুর্গা রবে॥
শঙ্কর বাহিরে এসে, দেখেন কৌতুক।
ভূতনাথে হেয়ে আরো, মনে পায় সুখ॥
বম্ বম্ বম্ ভোলা, মুখে এই বাক্।
পশুপতি ঘেরে সবে, নেচে দেয় পাক্॥
বেলপাত এনে এনে, ফেলে দেয় পায়।
টলিল শিবের পদ, আর কেবা পায়॥
মনোমত বেশ করি, ভূতগণ সনে।
নাচিয়া উঠিল হর, বৃষ আরোহণে॥

সঙ্গীত।

রাগিণী মালশ্রী।

তাল একতালা।

ল'য়ে ভূতগণ, হরষিত মন,
ভূতনাথ ভোলা সাজে।
রতন ভূষণ দারুণ দূষণ,
ভুজঙ্গ বিভূতি, বাঘের বসন,
শব-শির বিনা, ভব-কলেবর,
নব-সাজে নাহি সাজে॥
করি আঁখি লাল, নাচিতেছে কাল,
তাহে তালে তাল, ধরিতেছে তাল,
ভাল্ ভাল্ ভাল্, বলিছে বেতাল,
বব-বম্, গাল্, বাজে।
ললাটে অনল, করে ঝলমল,

ভালে ঢল ঢল, তনু টল টল,
হাসে খল খল, করে কল কল,
দ্রবময়ী, জটামাঝে॥
মনোহর বেশ, ধরিল মহেশ,
বাঘছালে আঁটা ক্ষীণ-কটি-দেশ,
কি কব বিশেষ, গলে দোলে শেষ,
করেতে ডমরু বাজে।
ভব ভাব দেখে, ভাবে ভবরাণী,
ভবানী ভবানী ডাকে শূলপাণি,
দুর্গা বিনা মুখে নাহি অন্য বাণী,
শিঙে নিয়ে রাগ ভাঁজে॥

যক্ষ রক্ষ, দানা, দক্ষ, লক্ষ লক্ষ, আসে।
যত পায়, তত খায়, গিরিরায়, হাসে॥
জয় জয়, হিমালয়, সবে কয়, মুখে।
দাদা ভাই, দধি চাই, কোসে খাই সুখে॥
ভাল পাক্, নটে শাক, কেহ ডাক ছাড়ে।
আন ঝোল, ক'রে গোল, কেহ বোল ঝাড়ে॥
চোড়ে গাচে, কেহ নাচে, কেহ যাচে মূলো।
দেও দাদা, এক নাদা, শাদা শাদা গুলো॥
হেই হেই, থেই থেই, ধেই ধেই, স্বরে।
হাতাহাতি, লাতালাতি, মাতামাতি, করে॥
পরস্পর, ভয়ঙ্কর, ধোরে কর, ছাঁদে।
গায়ে জোর করে শোর, অতি ঘোর নাদে॥
নহে স্থির, বাসুকীর, বুঝি শির, নড়ে।
ছুটে ছুটে, উর্দ্ধে উঠে, ভূমে লুটে, পড়ে॥
ঠোকে গুলি, ওড়ে ধূলি, ভূতে হুলি, খেলে।
খেয়ে ভাত, নেড়ে হাত, এঁটো পাত, ফেলে॥
মহালয়, যেন হয়, মনে লয় হেন।
দিয়ে ঝম্প, মারে লম্ফ, ভূমি-কম্প, যেন॥
জোটে জোট, করে চোট, বাঁধে কোট, জাঁকে।
থাকে থাকে, লাকে লাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
এ প্রকার, সাধ্য কার, কাছে আর থাকে।
শুনে হয়, মনে ভয়, কথা কয়, নাকে॥

ঝড় ঝড়, দড় দড়, যেন ঝড় হাঁকে।
দিয়ে তালি, বলে কালী, গালে কালী মাখে॥
মেরে দম্, বলে বম্, ভয়ে যম কাঁপে।
সিন্ধুনীর, ছাড়ে তীর, যোগিনীর দাপে॥
শুনে স্বর, ভয়ঙ্কর, মরে নর, ত্রাসে।
থর্ থর্, কলেবর, গায়ে জ্বর আসে॥
পদে ভর-ভীমতর, ধরাধর, নড়ে।
রবি শশী, ঢসি ঢসি, যেন খসি, পড়ে॥
অবিরত, মনোমত, করে কত, রঙ্গ।
বাজে গাল, ক্ষণকাল, নহে তাল, ভঙ্গ॥
হেউ ফেউ, ভেউ ভেউ, ঘেউ ঘেউ স্বরে।
খায় মদ্, যায় মদ্, নাহি পদ্, সরে॥
বলবুদ্ধি, খেয়ে সিদ্ধি, আশা সিদ্ধি, করে।
ভূত-মেলা, ভূত-খেলা, ভূত চেলা, সঙ্গে।
নেড়ে কর, মনোহর, নাচে হর, রঙ্গে॥
এনে ছাই, করে ডাঁই, দেহে তাই, মাখি,
হাতে শূল কানে ফুল, ঢুলু ঢুল, আঁখি॥
নেড়ে ঘাড়, শিঙে চাড়, দিয়ে ষাঁড়, নাচে।
কি উল্লাস, ছেড়ে শ্বাস, নাহি ঘাস, যাচে॥
আশুতোষ, আশুতোষ, তাহে তোষ, বাড়ে।
হত দোষ, নাহি রোষ, ফণি ফোঁস্, ছাড়ে॥
নাহি তনু, ভবতনু, টলে অনুরাগে।
হেরে রূপ, অপরূপ, মনোভূপ, ভাগে॥
ললাটের, অনলের, প্রভাবের, ছটা।
দেবতার, দেবতার, নাচিবার, ঘটা॥
সুধাভাষি, মৃদু হাসি, সুধা-রাশি, ক্ষরে।
ঋষিগণ, হৃষ্ট-মন, দরশন, করে॥
হিমালয়, মহাশয়, অতিশয়, সুখে।
ভাবভরে, স্তব করে, হরে হরে, মুখে॥
গুণ-তব, কত কব, জয় ভব, দুর্গে।
বলে ভব, তুষ্টভব, তারো ভব, দুর্গে॥

শ্বশুরের স্তবে তুষ্ট, দেব মহেশ্বর।
মনে মনে মনোমত, দান করে বর॥
গিরিবর, পেয়ে বর, মেনকারে কয়।
দেব দেব মহাদেব, আমায় সদয়॥
মেনকার ইচ্ছা গিয়া, জামায়ের কাছে।
আপনার ইচ্ছামত, বর এক যাচে॥
কবি কয়, যাও রাণি, এখনি চলিয়া।
ভাল বর, দেবে হর, শ্বাশুড়ী বলিয়া॥
ছাতে উঠে, যত সব, পুরবালা গণ।
শঙ্করের নাচুনি, করিছে দরশন॥
সেখানেতে পূর্ব্বকার, সখী যারা ছিল।
টানাটানি করি তারা, তারায় আনিল॥
তারা কয়, দেখ দেখ, সাধ যত আছে।
শিব-রঙ্গ দেখে দেখে, চোক পচিয়াছে॥
বুড়ী এক এসে বলে, হবে শেষ জ্বালা।
যুবতী রমণী তোরা, পালা পালা পালা॥
সমুদ্র-মন্থন কথা, থাকিবে শুনিয়া।
মেতেছিল-মহাদেব, মোহিনী দেখিয়া॥
তোমরা রূপসী সব, মোহিনীর মত।
তাহাতে যৌবন কাল, শোভা কব কত॥
রূপ আর যৌবন, দেখিয়া লাগে ভয়,।
সাবধান, সাবধান, কি জানি, কি হয়॥
যুবা-নারী সবে কয়, যেখানেতে শিবা।
সেখানেতে আমাদের, ভয় আছে কিবা॥
যোগেশ্বর জগদীশ, বিভু বিশ্ব-সার।
কখন কি হয় তাঁর, মনেতে বিকার॥
পশুপতি ভবপতি, ভগবান যিনি।
ত্রিলোক-তারিণী তারা, তাঁহার গৃহিণী॥
চকোর কি চাঁদ ছেড়ে, কোনখানে যায়।
হরি কি, হরিণী ছেড়ে, শৃগালীতে ধায়॥
প্রাচীনা হোয়েছ তুমি, থাক গিয়া আড়ে।
কি জানি শিবের ভূত, চাপে এসে ঘাড়ে॥
আনিয়াছ বুসকাট, আঁচলে বাঁধিয়া।
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি, তোমায় লইয়া॥

পুন আর ফিরে যেতে, হবেনাক ঘরে।
প্রমাদ হইবে শেষ, দানো-পেলে পরে॥
পূর্ব্ববৎ বাক্য আর, সরে না সেরূপ।
ছুঁড়ীদের কথা শুনে, বুড়িমারে চুপ॥
কোন সহচরী কয়, অঙুল নাড়িয়া।
দেহ দেহ, ওগো উমা, দেহ দেখাইয়া॥
এঁড়ে গরু, চোড়ে ওই, শ্বেত-কলেবর।
উনি কি, তোমার তিনি, ভোলা মহেশ্বর॥
আহা মরি, হেন শোভা, কভু দেখি নাই।
যে বলে শঙ্কর "খুড়ো" মুখে তার ছাই॥
তুমি তারা, যে প্রকার, রূপের আধার।
সেই রূপ, অপরূপ, কর্ত্তাটি তোমার॥
তোমার তুলনা হর, তুমি তার তুল।
উভয়ে উভয় তুল, নাহি যার মূল॥
হেন রূপ, যে জন, না, করে দরশন।
বৃথায় নয়ন তার, বৃথায় নয়ন॥
ভাগ্য-বলে দেখিলাম, দেব-ত্রিলোচন।
সফল জীবন আজ্ সফল জীবন॥
মরি মরি আহা, কহে, কোন' সহচরী।
দুই ঠাঁই, দুই রূপ, দরশন করি॥
দুই অঙ্গ এক হয়ে, যুক্ত যদি রয়।
না জানি তাহাতে আরো, কত শোভা হয়॥
হর-গৌরী রূপ মাত্র, শুনেছি শ্রবনে।
সেরূপ, কি রূপ, কভু, দেখিনি নয়নে॥
দয়া কর, দয়াময়ি, সব সখী বলে।
একবার, সেইরূপ, দেখাও সকলে॥
একেবারে দূর হোক, অন্তরের ধাঁদা।
জনমের মত হই, রাঙা, পায় বাঁধা॥
প্রকাশ্যে দেখাতে যদি, লজ্জা হয় মনে।
আমাদের কয় জনে, দেখাও গোপনে॥
চির-কেলে দাসী মাগো, আমরা সবাই।
বিশেষ বলিতে কিছু, ভয় নাহি পাই॥
ঠাকুর নাচেন ওই, ঠাকুরালি করি।
গৌরী হ'য়ে, বামে, গিয়ে, ব'সো মহেশ্বরি॥

নাচিছেন সদানন্দ, প্রভু পঞ্চানন।
গোপনেতে হরষিত, জননীর মন ॥
মনে সাধ, দুই অঙ্গ, এক হয়ে রন।
অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপ, করেন ধারণ ॥
সেরূপ দেখিলে পরে জ্ঞান থাকে কার।
যোগ-বলে যোগিদের, ধ্যান করা ভার ॥
পরমব্রহ্মের যোগ, পরমা সহিত,।
বিধি, বিষ্ণু, আদি করি, সবাই মহিত ॥
মনে মনে ইচ্ছা বটে, কি করিবে সাধে।
আপনিই ক্ষান্ত হন, লজ্জা-ভয়ে বাধে ॥
পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সবে কাছে আছে।
ভাবে তারা, দেখে তারা, লজ্জা পায় পাছে ॥
করেন মনের ভাব, মনেতেই লয়।
বাহিরে কপট ভাবে, লজ্জার উদয় ॥
মাথায় আঁচল দিয়া, বলেন শঙ্করী।
অনুচিত কথা কেন, কহ সহচরি ॥
ভুলিয়া ভূতের ভাবে, মেতেছেন স্বামী।
দেখিয়া অন্তর জ্বলে, নীচে যাই আমি ॥
হাসি পায়, কান্না আসে, দেখে মরি লাজে।
বুড়ো-কালে, ধেড়ে-রোগে, কখন কি সাজে ॥
উপযুক্ত ছেলে দুটি নাহি করে ভয়।
শ্বশুর, শ্বাশুড়ী দেখে, লজ্জা নাহি হয় ॥
দিন দিন বয়সের, বৃদ্ধি হয় যত।
ততই হতেছে বড়ো, বালকের মত ॥
বাহিরেতে তিরস্কার, মুখের বচনে।
সাধুবাদ করে কত, গোপনে গোপনে ॥
মনে মনে কত সুখ, শিবেরে দেখিয়া।
নৃত্যকালী, উঠিতেছে, আপনি নাচিয়া ॥
ভবরাণী ভবাণী, ভাবিনী, ভবভাবে।
ভবানীর ভাব ভব, ভাব ভরে ভাবে ॥
উভয়ে উভয় ভাবে, ভাবের প্রচার।
সে ভাবের ভাব পায়, সাধ্য আছে কার ॥
থামিল হরের নৃত্য ভূতে মারে চুপ।
পুনরায় সভায়, বসিল ভবভূপ ॥
শিব-জয় দুর্গা জয়, ঘোষণা করিয়া।
উঠিল, মঙ্গল ধ্বনি, আকাশ ব্যাপিয়া ॥
এইরূপ মহানন্দে, তিন দিন যাবে।
দশমীতে কি হইবে, সকলেই ভাবে ॥
কবি কহে, এখন আনন্দ কর সবে।
দুর্গাপদে মন রাখ, যা হবার হবে ॥

নায়কনায়িকার উক্তি।

আপন মনের ভাব, গোপন করিয়া।
প্রতিদিন থাক তুমি, মলিন হইয়া ॥
একবার মুখখানি, না হয় সরস।
যখন চাহিয়া দেখি, তখনি বিরস ॥
এইরূপ ভাবভরে, থাক প্রতিক্ষণ।
কে যেন সর্ব্বস্ব ধন, করেছে হরণ ॥
সুধাইলে কোন কথা, সদয় না হও।
আপনার ভাবে তুমি, নীরবেই রও ॥
অকস্মাৎ একি দেখি, সবিশেষ কও।
আর যেন সেই তুমি, সেই তুমি নও ॥
এই ছিলে অধমুখে, পেয়ে ঘোর দুখ।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ ?।

কি ভাব, কি ভাব মনে, ভেবে বোঝা ভার।
ছিল না স্বভাব তব, স্বভাবে সঞ্চার ॥
দেখিয়া তোমার ভাব, ভাবিতাম মনে।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে ? ॥
আচম্বিতে দেখি প্রাণ, সে ভাবে অভাব।
আর এক অপরূপ, ভাবের প্রভাব ॥
তব ভাব, নব ভাব, ভাবিবার নয়।
অনুভাব, করে ভাব, সাধ্য কার হয় ॥
ভাবের ভাবিক তুমি, বুঝিয়াছি ভাবে।
যে ভাবে এ ভাব তব, সে ভাব কে পাবে ?
কি ভাব উঠেছে মনে, কিসে এত সুখ।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ ॥

ছিলাম চোখের বালি, আমি হে তোমার।
আমায় দেখিলে হোতো, মুখ ভার ভার॥
একবার সুনয়নে, দেখ নি আমায়।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে, আমার কথায়॥
কহিতাম যত কথা, হইয়া সরল।
গুমুরে গুমুরে তুমি, কাঁপিতে কেবল॥
বিষ্ বিষ্ বোধ হোতো, হাত দিতে কাণে।
ফুটে কিছু বলিতে না জ্বলিতে হে প্রাণে॥
হঠাৎ সে ভাবে কেন, হোলো ভাবান্তর ?।
গদ গদ ভাব যেন, মনের ভিতর॥
কিসে মন খুলিয়াছে, ফুলিয়াছে বুক।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ ?॥

সাধিতাম, কাঁদিতাম্, পড়িয়া ধূলায়।
কতরূপ করিতাম, ধরিতাম পায়॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি, ভাবিতে প্রমাদ।
বিষ্ কোরে, বিষ্ খেতে, মনে হোতো সাধ॥
ছোঁও না আমায় তুমি, কাছে যাই যদি।
ভাবিয়াছ, আমি যেন, কর্ম্মনাশা নদী॥
চোখোচোখি, হোলে পরে, মুখে দিয়ে বাড়্।
চোখ্ বুঝে থাকিতে হে, নোয়াইয়ে ঘাড়্॥
কাছ্ থেকে সোরে গেলে, ফেলিতে নিশ্বাস।
লাগিত তোমার যেন, হাড়েতে বাতাস॥
এখন্ দেখিনে কেন, সে সব অসুখ ?।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ ?॥

বিরলে একেলা যদি, দেখিতে আমায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন, পড়িত মাথায়॥
দিশেহারা হোয়ে যেতে, চলিত না রথ।
খুঁজে আর, নাহি পেতে পালাবার পথ॥
মনোদুখে কিছুদিন, দূরে গেলে পর।
রাম্ বোলে, ঘাম্ দিয়ে, ছেড়ে যেত জ্বর॥
হইতে, তোমার তুমি, দ্বেষ যেতে ভুলে।
উঠিত সুখের সিন্ধু, আপনি উথুলে॥
পাপ্ ভেবে, সাঁপ দিতে, সকল সময়।
আমি পাছে, আসি কাছে, হোতো এই ভয়॥
ভয়েতে করিত সদা, প্রাণ ধুক্ ধুক্।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ ?॥

আজ্ আমি কোন্ ঘাটে, ধুয়েছি হে মুখ ?।
দূরে গেল, এতদিনে, চিরকেলে দুখ॥
প্রভাতে পশ্চিমে হোলো, রবির প্রকাশ।
শীতকালে আচম্বিতে, দক্ষিণে বাতাস॥
অঘট ঘটনা, এ, যে, যা হবার নয়।
অমার নিশিতে হোলো, শশির উদয়॥
এখনো, মনের ভাব, কর নি প্রকাশ।
ভঙ্গিভাবে দেখাতেছ, মুখের আভাস॥
হাসি হাসি দেখিলাম, বদন তোমার।
সাপের মুখেতে যেন, সুধার ভাণ্ডার॥
হইল আমার তায়, পাঁচ্ হাত্ বুক।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ ?॥

তোমার মনের নদী, ছিল এক টান্।
আজ্ কেন তার ঢেউ, বহিছে উজান্ ?॥
খাটি হোয়ে, ভাঁটি স্রোত, খেলিত স্বভাবে।
সে টান কি, ফিরে গেল, বায়ুর প্রভাবে ?
বল বল, কার্ কাছে, শিখে এলে রস।
বিরস বদন কেন, হইল সরস॥
কি টানে হইল প্রাণ, এ টান্ তোমার ?।
কি রসে, হইল এই, রসের সঞ্চার॥
টানাটানি, ঘোচে যদি, তবে বুঝি টান।
স্বরসের রসে জানি, রসিক প্রধান॥
বিনা মেঘে, পড়ে জল, এ বড় কৌতুক।
বড়, যে, হয়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ ?॥

কে বলে রসিক হও! রসের সাগর।
জানিলাম তুমি প্রাণ, রসিক নাগর॥
আমি তার পরিচয়, পাইলাম সবে।

রসবোধ, না থাকিলে, এত কেন হবে॥
ঘরে এলে মুখ্ যেন্, সেই মুখ্ নয়।
বাহিরেতে কত রস, ছড়াছড়ি হয়॥
বাঁকামুখ নহে আজ্, সরস অন্তর।
এনেছ পরের রস, ঘরের ভিতর॥
সময়েতে "সাজো রস" করিয়া গোপন।
কার্ "এঁটো" রস এনে, দেখাও এখন॥
"এঁটোরসে, চেটো" নই, দেব না চুমুক।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ্, হাসি হাসি মুখ?॥

জানাতেছ, অযাচক, ভিখারির ভাব।
হাটে পোড়ে, লুটে খাও, এমনি স্বভাব॥
ঠাট দেখে, কাট হ'য়ে, আছি আমি একা।
রাখিয়াছ, চখে চ'খে, চখে নাই দেখা॥
হ'য়েছ হাটের নেড়া, হুজুকতো'চাই।
ঠাটের ঠাকুর বট, নাটের গোঁসাই॥
বজায় রেখেছ ঠাট, হ'য়ে ছাড়াছাড়ি।
আছ ভাল, ঠাটে ঠাটে, হাটে ভেঙে হাঁড়ি॥
আগে জদি জানিতাম, এত বাড়াবাড়ি।
তবে কি তোমারে আর, কোনমতে ছাড়ি॥
করি নাই আত্মসার, আমারি সে, চুক।
বড় যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

প্রাণ তুমি, আপনি হে, নহ আপনার।
কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার॥
পরবসে, পরবশে, সদা পরাধীন।
তবে ত আমার হ'তে, হইলে স্বাধীন॥
তোমা হ'তে, দুখিনীর, সুখ, যা, হবার।
সমুদয়, হ'য়ে ব'য়ে, গিয়েছে আমার॥
সময়েতে এক দিন, না হইলে বশ।
রসময় অসময় দেখাতেছ রস॥
আমাতে কি আমি আছে, আমি হে কি আছি।
এখন কি ভুলি ঠাটে, ঘাটে গেলে বাঁচি॥
বাঁচিবার সাধ আর, নাই একটুক্।
বড় যে, হয়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

ঠিক যেন ধর্ম্মশীল, বকের মতন।
কতদিন প্রাণ তুমি, হ'য়েছ এমন॥
বাহিরের ভাব যেন, নব ভেকধারী।
ভিতরের ভাব কিছু, বুঝিতে না পারি॥
কপটে কৌশল হেন, করেছ ধারণ।
ভালা ভোলা, ভাব যেন, খোলা খোলা মন॥
এখন কি করে আর, হ'লে মন খোলা।
বিদায় করেছ আগে, হাতে দিয়ে খোলা॥
আর যেন নাহি লাগে, তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা, হ'য়েছি খালাষ॥
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভুক্।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

পায়ে কত পড়িয়াছি, দাঁতে করে কুটো।
সাঁচা ধন লুকাইয়ে, দেখাইলে ঝুঁটো॥
কাঁচাকালে, কচি ফল, হ'য়ে গেল ফুটো।
মনের আগুনে জ্বলি, বলি তাই ছুটো॥
দেখাতেছ নবরাগ, বিরাগে কি রাগে।
দিতেছ আগায় জয়, গোড়া কেটে আগে॥
রজকের লাভ কোথা, উলঙ্গের কাছে।
কাটা গাছে জল দিয়ে, ফল কিবা আছে॥
আপনি ভেঙেছ মন, উপায় কি তার।
ভাঙামন, কখন কি, গোড়ে থাকে আর॥

---

* বায়ুর প্রভাবে।—এই স্থলে দুই প্রকার অর্থ, প্রথম বাতিকের জোর, দ্বিতীয় প্রতিকূল ভাঁটির স্রোত রোধ।

† টান।—এক পক্ষে টানদোষ, আর পক্ষে মানস নদের টান।

‡ রস।—এই শব্দের অর্থ রসজ্ঞ জনেরা বুঝিয়া লইবেন।

কাটা গোড়া, দেবে জোড়া, কে শিখালে তুক্।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

কিছুতে না হয় আর, মনের বিকার।
মান আর অপমান, সমান আমার॥
আছে দেহ, নাহি প্রাণ, হয়ে আছি শব।
কেন তুমি জ্বালাইবে, শবে সবে সব॥
সবিশেষ পেয়েছি হে, প্রেম পরিচয়।
প্রাণ আমি "বিষক্রমি" বিষে নাই ভয়॥
হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে, বিচ্ছেদের বাণ।
সমুদয় সহ্য ক'রে, হয়েছি পাষাণ॥
ভোগা-মেরে, দাগা দিলে, সাধের সময়।
জাগাঘরে চুরি আর, এখন কি হয়॥
সমভাগে ভোগ করি, সুখ আর দুখ।
বড়, যে, হ'য়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

নিবেছে আমার প্রাণ, অদৃষ্টের আলো।
তুমি যাতে ভাল থাক, সেই ভাল ভালো॥
তোমারে বিশেষরূপে, বুঝাব কি ব'লে।
স্বভাবের দোষ কভু, নাহি যায় ম'লে॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি, যদি শেখ যোগ।
তথাচ যাবে না প্রাণ, "তুম্বনাড়া রোগ"॥
কোন্‌খানে মন্ রেখে, এখানেতে এলে।
কাঁচেতে যতন কেন, কাঁচাসোণা ফেলে॥
যাও যাও, তার কাছে, বাঁধা যার ভাবে।
সে ধনী, এ ধ্বনি শুনে, প্রমাদ ঘটাবে॥
দেখিবে না ও-মুখ, সে, তোমার "ওমুক"।
বড়, যে, হয়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

ছমাসে, নমাসে নাহি, পাই দরশন।
হ'লে তুমি, রাহুগ্রস্ত, চাঁদের মতন॥
বলিবার কথা নয়, হায় হায় হায়।
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী, করেছে তোমায়॥
কেমন গ্রহন এই, একভাবে রও।
রাহুমুখে যুক্ত সদা, মুক্ত নাহি হও॥
আমি আছি দিবা নিশি, এক ধ্যান ধ'রে।
মুক্তি দেশে মুক্তি পাই, মুক্তিস্নান ক'রে॥
আমার কপাল পোড়া, দৃষ্টিপোড়া বিষে।
একবার মুক্ত নহ, মুক্ত হব কিসে॥
কি জানি, কেমন ক'রে, সে করেছে তুক।
বড়, যে, হয়েছে আজ, হাসি হাসি মুখ॥

নায়কের উক্তি।

বড় যে, মধুর ধ্বনি, শুনি আজ ধনি।
একেবারে খুলিয়াছ, অমৃতের খনি॥
সভাবে সমান আছে, আমার স্বভাব।
আপনার ভাবে তুমি, ভাবিছ অভাব॥
সেই আমি, সেই আছি, আছে সেই ভাব।
একদিন নাহি হয়, ভাবের অভাব॥
যখন তোমায় দেখে, যে ভাবের ভাব।
সেই ভাবে, ভাব ধরে, আমার স্বভাব॥
ভাবিলেই, ভাবে, হয়, ভাবের উদয়।
পুরাতন এক ভাব, নূতন ত নয়॥
দেখিলে তোমার ভাব, ভাব পাই তবে।
হাসি মুখে আসি প্রাণ, বাঁকামুখ কবে॥

'রসবতী' নাম ধর, কোথা সেই রস।
বুঝিতে না পারি প্রাণ, সরস, বিরস॥
রসের আকরে এসে, পাই নাই রস।
সাধ কোরে এতদিন, ছিলাম বিরস॥
কৃপণ তোমার মত, কেবা আছে আর।
গোপন করিয়াছিলে, আপন ভাণ্ডার॥
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান।
বক্ষে করে, রক্ষে কর, যক্ষের সমান॥
হয়নি তোমার কাছে, রসের ব্যাপার।
কি রসে রসিক হব, কি আছে আমার॥

নূতন রসের কথা, শুনিতেছি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে॥

যাহার যেমন ভাব, লাভ সে প্রকার।
সেই সব বাঁকা দেখে, বাঁকা মন যার॥
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ, সোজা যদি হ'তে।
সোজা-পথে চ'লে তবে, সোজা কথা ক'তে।
সোজা-ভাব বোঝা প্রাণ, সহজেই হয়।
বাঁকা ভাব ,বাঁকা বড়, বুঝিবার নয়॥
ভিতরের ভাব কিছু, নাহি যায় বোঝা।
অথচ জানাও তুমি, যেন কত সোজা॥
ললনা, তোমার কাছে, ছলনা কি খাটে।
আমি খাই ভাঁড়ে জল, তুমি খাও মাটে॥
ছল ক'রে, বল ক'রে, ছুটো কথা কবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

ভিতর বাহির সদা, সমান আমার।
মুখে এক, মনে আর, স্বভাব তোমার॥
দিয়েছ কথার ভাগা, বদনের হাটে।
মুখোমুখি ক'রে প্রাণ, ও মুখে কে আঁটে॥
বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে।
সমুখে কি যেতে পারি, ও মুখের কাছে॥
আমার হ'য়েছে প্রাণ, হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া, সেধে, কেঁদে কর জিত॥
তোমার কলের আঁখি, জলের আধার।
সে জলের মাঝে কত, ছলের ব্যাপার॥
কেঁদে যদি জিতে যাও, কে পারিবে তবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বঁকামুখ করে॥

সকলি আমার দোষ, দোষী আমি একা।
তুমি কিছু জাননাক', হ'তে চাও নেকা॥
ভাজাভাজা করিতেছ, হাড় হ'লো কালী।
এক হাতে কখন কি, বেজে থাকে তালি॥
ভালরূপ জানিয়াছি, ভাল ব্যবহার।
মিছে তুমি, সতীপানা, জানাও না আর॥

আমায় চিনেছি আমি, চিনেছি তোমারে।
ব্যবহার শিখাইলে, বিনা ব্যবহারে॥
মনের গোচর সব, যার যত পাপ।
যার মনে যত ছল, তার তত তাপ॥
এখন সে সব কথা, লুকালে কি হবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

কিছুতে নারীর মন, নাহি হয় বশ।
রমণীর কাছে নাই, পুরুষের যশ॥
আপনি করিয়া চুরি, সাধু হ'য়ে রও।
তোমার জেতের দোষ, তুমি ব'লে নও॥
সব দিকে বড় নারী, স্বভাবে সরলা।
হায় হায়! কামিনীরে কে বলে অবলা॥
মাখিয়া মধুর ছিটে, মুখের উপরে।
নাকে কেঁদে, কথা ক'য়ে, মাথা খুঁড়ে মরে
পেটের ভিতরে বিষ, নাহি জানে কেউ।
নিরন্তর খেলিতেছে, সাগরের ঢেউ॥
দেখে দেখে, ঠেকে শিখে, রয়েছি নীরবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

যদি কেউ গুণে থাকে, সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি, পেয়ে থাকে কেউ॥
যদি কেউ ক'রে থাকে, বাতাস বন্ধন।
যদি কেউ ক'রে থাকে, আকাশ খণ্ডন॥
নিরূপণ যদি করে, আকাশের তারা।
নিরূপণ যদি করে, জলদের ধারা॥
এইরূপে যার চেয়ে, যোগ্য আর নেই।
নারী ভাব নিরূপণে, পরাভব সেই॥
এমন কি আছে কেউ, রমণীরমণ।
স্থিরভাবে যে পেয়েছে, রমণীর, মন॥
তোমার ও রবে প্রাণ, নিকটে কে রবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

মনের ভিতরে যার, গরিমা গরল।
সে নারী কেমনে হবে, স্বভাবে সরল॥

দাসখত লিখে দিয়া, পড়ে যদি পায়।
তথাচ নারীর মন, পুরুষে কি পায়॥
শিকের উপরে কোথা, মন আছে তোলা।
কৌশলে কহিছ কথা, মন তোলা তোলা॥
ভোলামনে কহিতেছ, কত মন ভোলা।
কিসে হবে খোলা মন, কিসে হব' ভোলা॥
ঝোলাঝুলি ক'রে কত, লুটিয়াছি ভূমি।
একদিন খোলাখুলি, করিলে না তুমি॥
অধর্ম্মের কথা ক'লে, ধর্ম্মে নাহি সবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

রাগ, দ্বেষ, অভিমান, আর অহঙ্কার।
এখন রয়েছে যারা, শরীরে তোমার॥
সকলেই বলবান, খাট কেহ নয়।
সকল সময়ে তাহা, করিছে প্রলয়॥
ছলনা, চাতুরী, আর, কপটতা-ভাব।
প্রকাশে তোমার মনে, প্রলয় প্রভাব।
যদ্যপি যৌবনকাল, বিদায় হ'য়েছে।
তথাচ সে ঠাট্‌খানি, বজায় র'য়েছে॥
আছে সেই সমুদয়, পূর্ব্বকার ভাব।
ফেরে নি ঠমক্ ঠাট্, ফেরে নি স্বভাব।
তাদের জিজ্ঞাসা কর, সাক্ষি দেবে সবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

এখন, এ অহঙ্কার, দেখাতেছ কারে।
আপনার দোষে তুমি, গেলে ছারেখারে॥
মনে কর, কি করেছ, যৌবন সময়।
সে দিনের কথা, সেত, বহুদিন নয়॥
যৌবনের গরবেতে, গরবিনী হ'য়ে।
সাপিনীর সম ছিলে, ফোঁস্ ফোঁস্ ল'য়ে॥
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে, ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে।
কতদিন কত কথা, বলেছ আমারে॥
মধুমুখে, বঁধু ব'লে, তোষনি আমায়।
রজনীতে শুধুমুখে, দিয়েছ বিদায়॥

মরি কিছু, জাননাক, তবে, তবে, তবে,।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥
ছুতো, নতা, খুঁজে খুঁজে, কাল হ'লো গত।
একখানা, নিয়ে কর, ব্যাক্খানা কত॥
না এলে ত রক্ষা নাই, কত কথা ওঠে।
মেদিনী ফাটিয়া যায়, বকুনির চোটে॥
বকুনি, তখনি, গেলে, পেতেম নিস্তার।
মুখ দিয়ে পোকা পড়ে, থামেনাক আর॥
সাতপাড়া, ছুটে ছুটে, কর তোলপাড়।
পোড়াও, আপন দোষে, আপনার হাড়॥
যামিনীতে, যে সময়ে নিদ্রা যাও প্রিয়ে।
তখন, কোঁদল রাখ, ধামা-চাপা দিয়ে॥
উচ্চ হ'য়ে, কুচ্ছ-গেয়ে, তুচ্ছ কর ধবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

এলে পরে, দূর হ'তে, আমায় দেখিয়া।
ঢুকিয়া ঘরের কোণে, বসে থাক গিয়া॥
সাধ কোরে কর তুমি, মিছে অভিমান।
বসনেতে ঢেকে রাখ, বঙ্কিম-বয়ান॥
আশা করে, আসি আমি, তুমি মর বিষে।
এসে যদি, আশা যায়, আসা যায় কিসে॥
কলহের কল্পতরু, বটে তুমি বটে।
পেয়েছি কুফল কত, তোমার নিকটে।
ছাঁদ ছাঁদ, কথা শুনে, মনের অসুখে।
কেবল গিয়েছি ফিরে, কাঁদ কাঁদ-মুখে॥
কথার ধমকে প্রাণ, কেঁপে ওঠে শবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ করে॥

মুখের বচন নয়, সুখের প্রণয়।
দুজন সুজন হ'লে, তবে প্রেম রয়॥
প্রণয়িনী নাম, নাই, প্রণয় তোমার।
পরিহার করিয়াছ, প্রেম-হেমহার॥
আপনি বিচ্ছেদ কোরে, ঘুচালে প্রণয়।
এখন্ দেখাও কারে, বিচ্ছেদের ভয়॥

আমার স্বভাব নয়, তোমার মতন।
কেনা হোয়ে থাকি তার, যে করে যতন॥
সরল হইলে সাপ, বুকে তারে ধরি।
তার মুখে মুখ দিয়া, বিষ পান করি॥
যে হয় দুখের দুখী, দুখ সেই লবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ কবে॥

হাসি হাসি মুখখানি, দেখিছ আমার।
হাসির ভিতরে আছে, হাসির ব্যাপার॥
মনেতে রোদন কোরে, দুঃখনীরে ভাসি।
এ, যে, হাসি, হাসি নয়, চড়্‌কির হাসি॥
নবভাবে কেন দেব, নব পরিচয়?।
এই ভাব, তব ভাব, নব-ভাব নয়॥
গরবের ধন ছিল, যৌবন তোমার।
সে ধন ফুরায়ে গেল, কিছু নাই আর॥
সময়েতে করিলে না, প্রিয় ব্যবহার।
এখন্ ধরেছ ভাব্, কিরূপ প্রকার॥
মন তার, সমুচয়, পরিচয় লবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ কবে?॥

হাতে কোরে এক দিন, করিলে না দান।
বচনেতে এক দিন, রাখিলে না মান॥
বিফলে বৃথায় গেল, সাধের যৌবন।
এইরূপে নষ্ট হয়, কৃপণের ধন॥
এলো না যৌবন-ধন, আমার ব্যাভারে।
চুপি চুপি, যদি কিছু, দিয়ে থাকো কারে॥
সে বিষয় নহে প্রাণ, আমার গোচর।
তুমি জান, ধর্ম্ম জানে, জানেন্ ঈশ্বর॥
আমার ভোগের ধন, হোলো না আমার।
এর্ চেয়ে মনোদুখ, কিছু নাই আর॥
সুধা দিয়ে, সুধালে না, ক্ষুধা ছিল যবে।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাঁকামুখ কবে॥

মাথার ঘায়েতে তুমি, হ'য়েছ পাগল।
দায়ে পোড়ে, গায়ে পোড়ে, করিছ কোঁদল
ঢোল্ মেরে, গোল্ কোরে, ছাড়িতেছ বোল।
গোলেমালে আমি কেন, দেব হরিবোল?॥
হরিবোল বলিবার, সময় এ বটে।
পরিণামে, হরিনাম, শাস্ত্রে এই রটে॥
সে ত বড় সোজা নয়, কঠিন ব্যাপার।
মোচন করিতে হয়, মনের বিকার॥
পর-প্রেম পীযূষের, স্বাদ যেই পায়।
সার ফেলে, ছার প্রেম, সে কি আর চায়॥
হাবাতের কপালেতে, সে সুখ কি হবে?।
হাসিমুখে, আসি প্রাণ, বাকামুখ কবে?॥

হরি হরি, মরি মরি, কবি বিবেচনা।
হায় হায়, বিধাতার, একি বিড়ম্বনা!॥
সুধাময়, সরলতা, ভাব নাহি ধরে।
যুবতী যৌবন-মদে, অভিমানে মরে॥
ভাবে মনে, যৌবনের, হবে না সংহার।
কালের কর্ত্তব্য যাহা করে না বিচার॥
আহা আহা! কারে কব, মনের এ ধোঁকা।
গাছ্‌পাকা, খাস্ আঁবে, ধরিয়াছে পোকা॥
সাট্ মেরে, কাট্ হোয়ে, করে কত ঠাট।
ভোলে না প্রেমির প্রেমে, খোলে না কপাট॥
সময়েতে, নাহি করে, প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল', কারে বলি আর॥
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

যতদিন থাকে তার, যৌবনের রস।
ততদিন নাহি হয়, পুরুষের বশ॥
রসবোধ নাহি হয়, রসের সময়।
সরস অন্তরে কভু, করে না প্রণয়॥
তখন তাহার মন, এমনি কঠিন।
কোনমতে নাহি হয়, প্রেমের অধীন॥
যুবতী যৌবনে যদি, পীরিতি জানিতো।
পুরুষের মনে তবে, কি সুখ হইতো!

সে সুখ, কেমন সুখ, জানাব কি বোলে।
যেতেম্ আপন ভাবে, আপনিই গোলে॥
বুকের বিষয় নহে, মুখে বলিবার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥
কারে বলি আর, বল, কারে বলি আর।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

যৌবন জলধি-জল, শুখায় যখন।
তখন সরল হয়, রমণীর মন॥
রসের সঞ্চার হয়, ফুরাইলে রস।
সে সময়ে হয় এসে, প্রণয়ের বশ॥
আপনি রসিকা হ'য়ে, রসভরা মনে।
রসের আলাপ করে, রসিকের সনে॥
তখন প্রেমের স্বাদ, জানিতে পারিয়া।
প্রেমিকের প্রেমপাশে, বদ্ধ হয় গিয়া॥
সময়ে এ ভাব হোলে, হইত যেমন্।
অসময়ে তত খানি, হয় কি তেমন্॥
স্বভাবের দোষ এই, দোষ দেব কার।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

কারে বলি আর, বল', কারে বলি আর।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥

কহিলাম যত কথা, হয় কিনা হয়।
মনে মনে বুঝে দেখ, মিছে কিছু নয়॥
বল বল, যত পারো, বোলে লও রাগে।
তোমার ভূতের ঢেলা, গায়ে নাহি লাগে॥
আমার সকল কথা, ফুরাইল প্রিয়ে।
মিছে কেন, চড় খাই, রাঁড় ঘেঁটাইয়ে॥
এলে না হোলো না প্রাণ, সরল প্রণয়।
সমান স্বভাবে গেল, সকল সময়॥
আর ছার পারিতের, সাধ কিছু নাই।
ঈশ্বর জুড়ান্ যদি, তবেই জুড়াই॥
গুপ্ত প্রেম, গুপ্ত থাক, ফুটিব না আর।
রহিল মনের খেদ, মনেই আমার॥
কারে বলি আর, বল, কারে বলি আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

হরধ্যান ভঙ্গ।

দেবতার বিনয় শুনিয়া, রতিপতি।
কহিতে লাগিলা তবে, মধুর ভারতী॥
হরধ্যান ভঙ্গে ধ্রুব, মরণ আমার।
তথাচ করিব আমি পর উপকার॥
শরীর ত্যজিব আমি, তোমাদের তরে।
এত বলি চলে কাম, শরাসন করে॥
সঙ্গেতে চলিল তবে, সহচরগণ।
বসন্ত কোকিল অলি, মলয় পবন॥
মনে মনে মীনকেতু, করিছে বিচার।
শিব সঙ্গে বাদ ইথে, মরণ আমার॥
প্রকাশ করিল তবে, আপনার বল।
আনিল আপন বশে, সংসার সকল॥
যখন কুসুমধনু, কোপে প্রকাশিল।
শ্রুতিপথ সব হত, তখনি হইল॥
ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, যজ্ঞ, শম, দম, ধ্যান।
সদাচার, সুশীলতা, ভক্তিযোগ, জ্ঞান॥
ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, সত্য, আদি যত ছিল।
বিবেকের সেনা সব, ভয়ে পলাইল॥
লুকাইল পর্ব্বত-গহ্বরে এক ভিতে।
কার সাধ্য ভবিতব্য, পারে ঘুচাইতে॥
হরধ্যান ভাঙ্গিবারে, শরাসন করে।
ছুটামাথা ঘাড়ে বুঝি, রতিনাথ ধরে॥

মদনের শরে, বিশ্ব চরাচরে,
পুরুষ রমণীগণ।
অচল সচল, হইয়া চঞ্চল,
রতিরসে নিমগন॥
মনে বিকলতা, কাননেতে লতা,
পড়ে তরুবরোপরে।
তরঙ্গিণী সব, করি কলরব,
সাগরে সঙ্গম করে॥
মত্ত কাম-মদে, পুষ্করিণী হ্রদে,
করিতেছে আলিঙ্গন।
জড়ের যখন, এমত লক্ষণ,
কোথা ইথে সচেতন॥
অনঙ্গে অবশ, নিশিতে দিবস,
অনুমান কোকবধূ।
লয়ে প্রাণপতি, সুখে ভুঞ্জে রতি,
পান করে মুখ-মধু॥
দেবতা দানব, প্রমথ মানব,
পিশাচ ভুজঙ্গ যত।
অপ্সর কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
কামবশ স্বভাবতঃ॥
যাঁদের নয়নে, এ তিন ভুবনে,
ব্রহ্ম বিনা নাহি আর।
তাঁহারা সকল, দেখেন কেবল,
নারীময় এ সংসার॥
রমণী সকল, দেখিছে কেবল,
পৃথিবী পুরুষালয়।
পুরুষ তেমনি, যুবতী রমণী,
হেরিছে অবনীময়॥
সবার অন্তরে, অনঙ্গ সঞ্চারে,
কেহ না ধৈরয ধরে।
যারে দয়া করি, রাখিলেন হরি,
কেবল সে জন তরে॥
দুই দণ্ড কাল, এরূপ জঞ্জাল,
আছিল সংসারময়।

নিরখি শঙ্কর, রিপু পঞ্চশর,
মনেতে পাইল ভয়॥
ঘুচিলে মত্ততা, মদমত্ত যথা,
সুস্থির অন্তর হয়।
তেমনি জগতে, মোহ-তম গতে,
শান্তভাব জীবচয়॥
ধ্যানেতে অটল, জ্বলন্ত অনল,
ত্রিপুরারি যোগাসনে।
ভয়েতে মদন, ফিরায় বদন,
রূপ প্রভা দরশনে॥
পরে রতিপতি, হোয়ে ক্রোধমতি,
ধরিল কুসুম শর।
ধাইল বসন্ত, সহিত সামন্ত,
পিক অলি নিশাকর॥
বন উপবন, ফুলে সুশোভন,
গন্ধে আমোদিত সব।
মুঞ্জরে মুকুল, হইয়া আকুল,
অলিকুল করে রব॥
সরোবরে জল, করে ঢল ঢল,
লাজ পায় নীরধরে।
সৌরভ গ্রহণ, করিয়া পবন,
গৌরবে গমন করে॥
হৃদয় রঞ্জন, খঞ্জনী খঞ্জন,
নাচিছে কমল দলে।
মহা কুতূহল, বরটা মণ্ডল,
ভাসিছে বিমল জলে॥
পিক শুক শারী, সারি সারি সারি,
বসি রস আলাপনে।
নাচিছে অপ্সরা, রূপে মনোহরা,
গাইছে কিন্নরগণে॥
কবি কোটি কলা, পাতি নানা ছলা,
ফুলধনু রতিপতি।
ধ্যান ভাঙ্গিবারে, তবু নাহি পারে,
চিন্তিত হইল অতি॥

অচল অটল, সমাধি প্রবল,
মহাযোগী মহেশ্বর।
দেখি পুষ্প ধনু, কোপে কাঁপে তনু,
লইল অমোঘ শর॥
বিবিধ বন্ধনে, করিয়া সন্ধানে,
ছাড়িল আকর্ণপুরে।
হৈল ধ্যান ভঙ্গ, পাইয়া আতঙ্গ,
পলায় মদন দূরে॥
মিলিয়া নয়ন, বৃষেশবাহন,
চারিদিকে তবে চান।
সভয় অন্তরে, পলায় অন্তরে,
দেখিয়া কুসুমবাণ॥
ললাট লোচন, করিলা মোচন,
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে।
হুতাশনে মার, পুড়ে হৈলাছার,
হাহাকার ভূমণ্ডলে॥
কামের নিধন, করিয়া শ্রবণ,
শোকাকুল ভোগিগণে।
যোগিগণ যাবা, মহা সুখি তারা,
বীর বৈরি বিনাশনে॥

রামায়ণ * ।

বালকাণ্ড।

শ্রীরামচন্দ্রায় নম, পরম পুরুষোত্তম,
সত্ত্ব, রজ তম-গুণধর।
বিশ্বসার বিশ্বাধার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার,
তুমি পূর্ণ-ব্রহ্ম পরাৎপর॥
প্রণব শরীর তব, চারি বেদ পরাভব,
কত কব আমি হীনমতি।
জীবের জীবন-দাতা, তুমি হরি, হর, ধাতা,
জানকীজীবন রঘুপতি॥
নিরাময় নিরঞ্জন, ভবভয়-বিভঞ্জন,
শমন-দমন বিধি-বাণী।
অন্তরাত্মা অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর,
একমাত্র অদ্বিতীয় জানি॥
তোমার শাসন ভয়ে, বার তিথি, তারা-চয়ে,
নিয়মে ভ্রমণ সদা করে।
সুধাকরে সুধাক্ষরে, জলধর জল ধরে,
চারু প্রভাকরে প্রভা করে॥
কেহ কয় তেজোময়, কেহ কয় তাহা নয়,
কেহ কয় তুমি নিরাকার।
ভবসিন্ধু পার হেতু, সাকার-সাধনা-সেতু,
সাধনা করিতে উপকার॥
যে যা ভাবে তাতে কিবা, আমি ভাবি নিশি দিবা;
নব নীল নীরদবরণ।
তরুণ অরুণবর, রাহু ভয়ে হিমকর,
আসি লয় চরণ শরণ॥
বদন অমিয়াধার, রদন মুকুতাহার,
মদনমোহন বেশধারী।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, নাসা জিনি শুক-পাখি,
অরুণ তরুণ তিমিরারি॥
চারু জটা-জুটধর, যেন কাল-বিষধর,
বামভাগে জানকী সুন্দরী।
দক্ষিণে লক্ষণ বীর, অনন্ত রূপেতে ধীর,
সহস্র ফণায় ছত্র ধরি॥

* কবি, তুলসীদাসের রামায়ণ অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এইটুকু বই আর লেখা হয় নাই।

স্বভাবত সুবিমল, চিদাকার সুনিশ্চল,
মায়াশক্তি প্রভাবে সেরূপ।
যথা সর্ব্ব চরাচরে, দর্পণে অর্পণ করে,
অবিকল অবয়ব রূপ।

জয় জয় জনার্দ্দন, দশানন-বিনাশন,
দাশরথি চাহ দীনহীনে।
কাতরে করুণা কর, তুমি হে করুণাকর,
অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষীণে॥

গ্রন্থারম্ভ।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনির প্রতি ভরদ্বাজের প্রশ্ন।

ভরদ্বাজ মুনিবর, প্রয়াগে বসতি।
যান-পদে সদা তাঁর, গতি মতি রতি॥
শম-দম-বিশিষ্ট, তপস্যা-পরায়ণ।
পরমার্থ-তত্ত্বরত, করুণা অয়ন॥
মকরে প্রখর কর, দিনকর যবে।
প্রয়াগেতে উপনীত সাধুগণ সবে॥
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, নর।
স্নান করি ত্রিবেণীতে, পুলক-অন্তর॥
অর্চ্চনা করেন, বেণীমাধব চরণ।
পরশি অক্ষয় বট, আনন্দিত মন॥
ভরদ্বাজ ঋষির, আশ্রম পুণ্যধাম।
অতি মনোহর মুনি, মন-অভিরাম॥
সেই খানে হয়, মুনিগণের সমাজ।
বিরাজিত যথায়, প্রয়াগ-তীর্থরাজ॥
পরম সন্তোষ, সহকারে, করি স্নান।
আলাপন করেন, শ্রীহরি গুণগান॥
ব্রহ্মনিরূপণ কথা, কন কোন মুনি।
ধর্ম্ম-বিধি দেন কেহ, তাঁর কথা শুনি॥
ভক্তিমার্গ কোন জন, করেন বাখান।
বিষয়-বাসনা হত, যত মতিমান॥
এইরূপে মকর, ভরিয়া করি স্নান।
পুনর্ব্বার স্বস্থানেতে, করেন প্রস্থান॥
প্রতিবারে প্রয়াগেতে, মহোৎসব হয়।
মকরে করিতে স্নান, যান মহাশয়॥
দিবসে করিয়া স্নান, সুখে ঋষিগণ।
নিশিযোগে আশ্রমে, করেন আগমন॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি হন, মহা জ্ঞানবান।
ভরদ্বাজ বহু তাঁর, করিয়া বাখান॥
স্বকরে পঙ্কজ-পদ, করি প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি, পবিত্র আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা, করিয়া ঋষির।
করপুটে নিবেদন, করিলেন ধীর॥
হে নাথ! আমার এক, মনের সংশয়।
করতলে তোমার, সকল তত্ত্ব হয়॥
কহিবারে মনে মনে, হয় ভয়, লাজ।
না কহিলে কিন্তু বড়, হইবে অকাজ॥
গুরুর নিকটে কিছু, যে করে গোপন।
প্রকাশ না পায় তার বিজ্ঞান-লোচন॥
এই নীতি সুবিদিত, সাধুগণ যত।
শ্রুতি, পুরাণাদি, ইহা শাস্ত্রের সম্মত॥
ইহা ভাবি কহিতেছি, সংশয় আমার।
দাসে দয়া করি প্রভু, করহ উদ্ধার॥
রামের নামের নাহি প্রভাবের সীমা।
বেদ, পুরাণেতে গায়, যাঁহার মহিমা॥
সদা জপ করেন, মহেশ মৃত্যুঞ্জয়।
শিব ভগবান, গুণরাশি, গুণময়॥
জরায়ুজ আদি, চারিবিধ জীবগণ।
কাশী মরি ব্রহ্মলোকে, করয়ে গমন॥

মুনিগণ করেন, রামের গুণ-গান।
কৃপায় করেন, ঈশ, উপদেশ দান॥
রাম কোন্ জন প্রভু, জিজ্ঞাসি তোমারে।
বুঝাইয়া কৃপানিধি, বলহ আমারে॥
এক রাম, দশরথ রাজার কুমার।
তাঁহার চরিত্র ভাল, বিদিত সংসার।
রমণী-বিরহ দুখ, অপার ভাবিয়া।
ক্রোধভরে, রাবণেরে, বিনাশিল গিয়া।
এই কি হে, সেই রাম বল সত্ত্বধাম।
কিবা অন্য, শঙ্কর, জপেন যার নাম॥
সর্ব্বজ্ঞানময় তুমি, জ্ঞান সমুদয়।
কৃপাকরি দূর কর, দাসের সংশয়॥
বিস্তারিত রূপে সব, করহ বর্ণন।
যাহাতে আমার হয়, সন্দেহ ছেদন॥
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাসিয়া ঈষৎ।
রামের প্রভাব তুমি, জানহ তাবৎ॥
কায়মনোবাক্যে তুমি, রামভক্ত বটে।
চতুরতা নাহি সাজে, আমার নিকটে॥
শ্রবণ করিতে চাহ, রামগুণ গূঢ়।
প্রশ্ন করিয়াছ তাই, যেন অতি মূঢ়॥
হে তাত, সাদর মনে, কর অবধান।
রাম কথা কুতূহলে, করিব বাখান॥
রাম-কথা শশধর, কিরণ সমান।
সাধুগণ চকোর, করেন তাহা পান॥
এইরূপ উমার, সন্দেহ মনে হয়।
ভঞ্জন করিল, তাহা, শিব মহাশয়॥

উমা মহেশ্বর সংবাদ।

ভরদ্বাজ মহামতি, কর তবে অবগতি,
শ্রবণে হইবে সুখী মন।
নিজ বুদ্ধি অনুসারে, যাহা পারি কহিবারে,
উমা-মহেশ্বর বিবরণ॥
ত্রেতাযুগে এক দিন, সতী-সহ দৈবাধীন,
শিব গেল অগস্ত্য-ভবন।
দেখি ঋষি কুতূহলে, পাদ্য অর্ঘ্য বিল্বদলে,
পূজিলেন দোঁহার চরণ॥
রাম-কথা মনোহর, বলিলেন ঋষিবর,
শুনি সুখী শঙ্কর হইল।
কিছু দিন সতী সঙ্গে, অগস্ত্য-ভবনে রঙ্গে
মহেশ্বর কৌতুকে রহিল॥
বিদায় হইয়া হর, চলিল আপন ঘর,
মহীধর কৈলাস যথায়।
সঙ্গে শিবা সীমন্তিনী, রূপ কোটি শশি জিনি,
আলাপনে পুলকিত কায়॥
ভূভার হরণ তরে, হরি এই অবসরে,
রঘুবংশে অংশে অবতার।
পিতৃ-সত্য পালনেতে, ভ্রমিছেন কাননেতে,
ত্যজি রাজ্য, ধাম, আপনার॥
দশানন দুরাচার, হরিতে জানকী তাঁর,
পাঠালে মারিচ নিশাচরে।
কপট কুরঙ্গ হ'য়ে, শ্রীরামে সে গেল ল'য়ে,
জীবন ত্যজিল রাম-শরে॥
হরিণে করিয়া নাশ, বন্ধু সহ শ্রীনিবাস,
উপনীত আশ্রমে আপন।
না হেরিয়া জানকীরে, ভাসিল নয়ন নীরে,
বিরহ সন্তাপে অচেতন॥
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ সনে, জানকীর অন্বেষণে,
বনে বনে ভ্রমিল বিস্তর।
বিয়োগ সংযোগ কভু, নাহি যার হেন প্রভু,
বিরহেতে ব্যথিত অন্তর॥
যেবা অতি শান্তমতি, তারি হয় অবগতি,
রঘুপতি বিচিত্র চরিত।
অজ্ঞান পামর জনে, অন্য কিছু ভাবে মনে,
বিধি- বশে বুদ্ধি বিপরীত।
হেরিবারে দাশরথি, সচঞ্চল পশুপতি,
কত ভাব হৃদয়ে উদয়।
গুপ্তরূপ প্রভু ধরি, ভব মাঝে অবতরি,
গেলে পাছে জানাজানি হয়॥

না হেরিলে রঘুবরে, পরিতাপ পাব পরে,
কি করে এ লোক জানাজানি।
এইরূপ ভাবি মনে, ইষ্টদেব দরশনে,
ধীরে ধীরে যান শূলপাণি॥
হেরিয়া রামের রূপ, ললিত লাবণ্য-কূপ,
হরিষে বরিষে ত্রিনয়ন।
হ'য়ে অতি কুতূহলী, ভুবনপাবন ব'লি,
উমাপতি করিল বন্দন॥
দরশন করি রামে, চলিল আপন ধামে,
মনোভব পরাভবকারী।
নিরখি হরের ধারা, বিস্মৃত হরের দারা,
হইল সন্দেহ মনে ভারি॥
শিব ব্রহ্ম সনাতন, বন্দনীয় ত্রিভুবন,
সুর, নর, ভাবে যাঁর পদ।
নৃপসুতে তিনি কেন, প্রণাম করিয়া হেন,
হইলেন ভাবে গদ গদ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর,
অখণ্ড মণ্ডলাকার যিনি।
বুঝিতে যাঁহায় ভেদ, বলিহারী যায় বেদ,
নরাকার ধরেন কি তিনি॥
দেবতার হিতে মন, দিয়া যদি নারায়ণ,
অবতীর্ণ অবনী মণ্ডলে।
তবু তিনি বিশ্ব স্বামী, সকলের অন্তর্যামী,
সমুদয় জ্ঞাত জ্ঞান-বলে॥
সামান্য মানব মত, হ'য়ে কেন বুদ্ধিহত,
ভ্রমিছেন নারী অন্বেষিয়া।
দানবারি লক্ষ্মীপতি, তাঁর কেন এ দুর্গতি,
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
সতীর সংশয় জানি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন সতি আমার বচন।
অগস্ত্য বলিল যাহা, শ্রবন করিলে তাহা,
পুনর্ব্বার ভাব কি কারণ॥
ভক্তজন হিতলাগি, হয়ে প্রভু অনুরাগী,
অবতার এ ভব সংসারে।
মুনি ধীর ধ্যানে ধরে, বেদে সদা গান করে,
তন্ন তন্ন বলিয়া যাঁহারে!
সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন, ভবভয়-বিভঞ্জন,
পরতত্ত্ব রঘুমণি নহে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, পতিত পামর গতি,
মায়াতীত, সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এইরূপে বারে বারে, শিতিকণ্ঠ শৈলজারে,
বুঝাইল বিবিধ প্রকারে।
তথাপি সংশয় ছার, মনে না ঘুচিল তাঁর,
বুঝি হর ইঙ্গিত আকারে॥
হরি-মায়াবল মানি, হাসিয়া পিণাকপাণি,
বলিলেম উমা সম্বোধনে।
আপনি না হয় গিয়া, এস তবে পরীক্ষিয়া,
প্রত্যয় না হয় যদি মনে॥

গ্রীষ্মদমন পূর্ব্বক বর্ষার রাজ্য শাসন।

ছিলেন রাজ্যের রাজা, গ্রীষ্ম মহাবীর।
যার দাপে হোয়েছিল, সকল অস্থির॥
নদ নদী সরোবর, শুষ্ক ছিল সব।
চারিদিকে পোড়েছিল হাহাকার রব॥
মানুষের দেহ ছিল, অলসে অবশ।
ছিলনাকো পৃথিবীর কিছুমাত্র রস॥
ধোরেছিল, দিনকর, তনয়ের বেশ।
প্রতাপেতে প্রায় সব, কোরেছিল শেষ॥
এ সব দেখিয়া বর্ষা, হোয়ে ক্রোধান্বিত।
আইল করিতে যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত॥
আসন গাড়িল আসি, জলদের আড়ে।
থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে, হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
করি দৃষ্ট ভয়ে গ্রীষ্ম, বিশ্ব ছাড়া হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

বিক্রমে বসিয়া বর্ষা, বিনোদ বিমানে।
বার বার বিষম, বিজয় বজ্র হানে॥
ঘন ঘন ডেকে ঘন, করিছে কি রণ।
তাপন গোপন করে, আপন কিরণ॥
নিদয় নিদাঘ হোলো, দলবল হত।
হেন গ্রীষ্ম যেন ভীষ্ম, শরশয্যাগত॥
বিস্তার করিল ক্রমে, ঘোরতর তম।
নৃত্য করে জলধর, হলধর সম॥
উত্তাপে তাপিত ছিল জীব জন্তু যত।
বারিবর্ষে, মহাহর্ষে, স্পর্শে সুখ কত॥
পরিপূর্ণ নদী নদ, সরোবর কূপ।
শীতল করিল পৃথী কীর্ত্তিকর ভূপ॥

হয় দৃশ্য, এই বিশ্ব, নিরাকার ময়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

কোরেছিল পাপি গ্রীষ্ম, স্বভাব অভাব।
স্বভাব স্বভাবে পুন, পাইল স্বভাব॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে ঘুচিল বিকৃতি।
বরষা জগতে ভাল, রাখিল সুকৃতি॥
চাতকের পাতকের, হোলো সমাধান।
বরিষে সুধার বারি, সুধার সমান॥
পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী, আনন্দ অপার।
জলদ বলদ হোলো, পক্ষী হোয়ে তার।
তৃষা গেল কৃশা হোয়ে, দুঃখ নাই আর।
জীবন করিল দেহে, জীবন সঞ্চার॥
সন্তোষ-সাগরে সদা, মগ্ন হোয়ে থাকে।
জল দে, জল দে, বলি, আর নাহি ডাকে॥
যত পারে তত খায়, স্থির হোয়ে রয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয় ঋতু, বরষার জয়॥

হীনকর সুধাকর, নাহি সুধাধারা।
তারা যারা, পতি সহ, লুকাইল তারা।
অভিমানে মরে খেদে, যামিনী কামিনী।
হাতনাড়া দেয় তারে, ভামিনী দামিনী॥
এই দুঃখে তার পক্ষে, পক্ষ নাই কেহ।
বলে শুধু তারাপতি, তারাপতি দেহ॥
চকোর চঞ্চল চিত্তে করে হায় হায়।
সুচারু চাঁদের চিহ্ন, দেখিতে না পায়॥

রাজপক্ষ, প্রতিপক্ষ, পক্ষ কেহ নয়।
দুই পক্ষে, দুই পক্ষ*, পক্ষ করি রয়॥
করে স্নেহ, হেন কেহ, বন্ধু নাহি পায়।
সুধায় সন্তোষ করে, ক্ষুধায় সুধায়॥
হতমান অভিমানে, ম্রিয়মান হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভিষেক করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

নদ নদী সমুদয়, ছিল ভেদ ভেদ।
ঘুচিল তাদের সব, পূর্ব্বকার খেদ॥
নীরাকারে নিরাকার, সার সূত্র ধরে।
পরস্পর এক হ'য়ে, আলিঙ্গন করে॥
ধারাধর ধারা ছাড়ে, ধরি এক ধারা।
ধরার ধরে না আর, তার বারিধারা॥
কল কল কলরব, প্রবাহ বিস্তার।
বৃদ্ধি করে সমীরণ, সখা হ'যে তার॥
ললিত লহরী লীলা, দৃষ্টি মনোলোভা।
বিচিত্র রচনা তায়, মনোহর শোভা॥
চলে বারি ঝিরি ঝিরি, গিরির উপর।
পরিপূর্ণ হ'লো তায়, সকল গহ্বর॥
ধরাধর ধারাধরে, দেখে পায় ভয়।
হ'লো গ্রীষ্ম পরাজয়, হ'লো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভি-ষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরাষার জয়; ঋতু বরাষার জয়।

বরাষার নাচঘর, শিখর সমাজ।
যাহাতে শোভিত নানা, স্বভাবের সাজ॥
হেরিলে প্রফুল্ল হয়, হৃদয়-কুমোদ।
রাত্রি দিন গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ।

* রাজপক্ষ অর্থাৎ জলাদাদি বিপক্ষ হওয়াতে চকোর চন্দ্রের অদর্শন-জনিত দুঃখে কেবল আপনার দুটি পক্ষকে পক্ষ করিয়া, কৃষ্ণ ও শুক্ল দুটী পক্ষ যাপন করিতেছে।

ঝম্ ঝম্ ঝমাঝম, জলদ বাজায়।
ফন্ ফন্ সন্ সন্, সমীরণ গায়॥
তালে তালে সেই তালে, নিজ তাল ধরি।
চিত্তসুখে নৃত্য করে, ময়ূর ময়ূরী॥
ঘন ঘন, ঘোর রাগে, ঘন রাগ ভাঁজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্, নহবত বাজে॥
বিবিধ আতোষ বাজী, শব্দ তার জোর।
পট্ পট্, হড়মড়, কড়মড় শোর॥
স্বভাবে আমোদ তায়, স্বভাবেই হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

ধরাধাম করি বর্ষা, নিজ হস্তগত।
হাঁক্‌হোঁক্, ডাক্‌ডোক্, ঝাঁক্‌ঝোঁক্ কত॥
জলে স্থলে করিয়াছে, সব একাকার।
একাকার হবে এই, চিহ্ন বুঝি তার॥
অবনী আচ্ছন্ন করে, অন্ধকার জালে।
প্লাবিত করিতে সৃষ্টি, বৃষ্টি-জল ঢালে॥
কেহ কহে মনে এই, অনুভব করি।
বটপত্রশায়ী পুন, হইবেন হরি॥
ধরিবেন পূর্ব্বভাব, এইরূপ ছলে।
সেই হেতু সমুদয়, পূরিতেছে জলে॥
প্রলয়ের অভিপ্রায়, বরষার ছল।
শূন্য হোতে অবিরত, পড়ে তাই জল॥
এই মত নানা লোকে, নানা কথা কয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

কমলার প্রিয়পুত্র, ভাগ্যধর যত।
বরষায় তাদের, সম্ভোগকর কত॥
মনোহর অট্টালিকা, বসতির স্থান।
বিশ্রাম আহার সুখ, তাহার সমান॥

কালের স্বভাবে বটে, সকল নরম।
আহারের গুণে করে, শরীর গরম॥
দুখের নিকটে দুখি, সদা পরাভব।
কাঁচাঘরে বাঁচা ভার, ভিজে যায় সব॥
উপবাসে উপবাস, কেবা করে খোঁজ্।
রন্ধনে বন্ধন নাই, অরন্ধন রোজ্॥
মধ্যমে মধ্যম সুখ, হয় থেকে থেকে।
সুখে খান চাল্‌ভাজা, তেল লুণ্ মেখে॥
সব্ দিগে পরিমিত, বিপরীত নয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

সরোবরে চারু শোভা, ঢল ঢল জল।
নিশিতে কুমুদ শোভে, দিবসে কমল॥
মধ্‌লোভে মধুকর, করে ছুটাছুটি।
দিবানিশি এক ভাব, নাহি পায় ছুটী॥
দলে দলে দলে দল, প্রেমানন্দ ভরে।
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ স্বরে॥
ভ্রমরের বাড়ে ভ্রম, ভ্রম নাহি মনে।
দুই দিক্ রক্ষা করে, সুখ আলাপনে॥
ক্ষণমাত্র মনে নাই, ক্ষোভের উদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

প্রকাশিব কত গুণ, রাজা বরষার।
পৃথিবীর যৌবন, হইল পুনর্ব্বার॥
শাখা-করে লতার, স্তবক-স্তন ধরে।
সখ্যভাবে, বৃক্ষ তারে, আলিঙ্গন করে॥
দয়াবান্ আর নাহি, ক্ষরীর সমান।
জগতে জীবের করে, জীবিকা বিধান॥
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত, করে প্রতিক্ষণ।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে, কৃষকের মন॥
দিবানিশি স্নান করে, জলদের জলে।
ব্রীহিব্যূহ বৃদ্ধি হয়, বরষার বলে॥
ফলভরে নতমুখ, এই অভিপ্রায়।
স্বভাবে প্রণাম করে, স্বভাবের পায়॥
রাজা প্রজা দুই পক্ষে, ফলে ফলোদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

খরতর স্মর শর, করে ভর বক্ষে।
নহে স্থির, বহে নীর, বিরহির চক্ষে॥
মনে ভয়, অতিশয়, কেহ নয়, পক্ষে।
নাহি তার, প্রতীকার, কিসে আর, রক্ষে॥
কলেবর, জর জর, পরস্পর, কহে।
করে প্রাণ, হান্ ফান্, কিসে মান্, রহে॥
হরি হরি, প্রাণে মরি, ধরা ধরি, থাকে।
ঝরে ধারা, তারাকারা, তারা তারা, ডাকে॥
নাহি পতি, কাঁদে সতী, কুলবতী, বালা।
দুষ্টমতি, রতিপতি, দেয় অতি, জ্বালা॥
ঘন ঘন, ডাকে ঘন, ঝন ঝন, রবে।
পঞ্চশরে, বধ করে, প্রাণে মরে, সবে॥
অনঙ্গ-অনলে অঙ্গ, পুড়ে হয় লয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

ফুটিল কদম্বফুল, ছুটিল সৌরভ।
কুটিল কামের তায়, উঠিল গৌরব॥
গৃহ পাশে শেফালিকা, সদা বিকসিত।
ধরা ভরা মহানন্দে, গন্ধে আমোদিত॥

ভর ভর, করিতেছে, কুসুমের বাস।
ফর ফর, রবে বাস, বহিছে বাতাস॥
তর তর, জলধারা, ধরিছে ধরণী।
থর থর, বিরহিনী, কাঁপিছে অমনি॥

দর দর, নয়নেতে, বহিতেছে ধারা।
ধর ধর, কহিতেছে, সখীগণ যারা॥
জর জর, কলেবর, স্থির নাহি রয়।
মর মর, হোয়ে মুখে, এই কথা কয়॥
কর কর, কৃপাকর, কর পরিত্রাণ।
হর হর, হর, হর, হর, হর প্রাণ॥
কর কর, করি কর, চাহিছে মদন।
হর হর, নামে স্মর, না হয় দমন॥
ভর ভর, যৌবন-জোয়ারে, ভাঁটা হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

সংযোগী পাইল ভাল, সংযোগের দিন।
দোঁহে হোলো দোঁহাকার, প্রেমের অধীন॥
দূরে গেল পূর্ব্বকার, সমুদয় খেদ।
রাত্রি দিন সংযোগের, না হয় বিচ্ছেদ॥
অঙ্গ সঙ্গ, নহে ভঙ্গ, করে রঙ্গ সুখে।
দুই পায় মারে লাথি, অনঙ্গের বুকে॥
করে প্রেম অভিষেক, জলদের জলে।
ভেক দিয়া ভেক মুখে, জয় জয় বলে॥
হড়হড় শব্দ সদা, হয় রোয়ে রোয়ে।
দুই অঙ্গ এক করে, হর গৌরী হোয়ে॥
উভয়ের এক ভাব, উভয়েই একা।
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা॥
পুলকে পূরিল দেহ, প্রফুল্ল হৃদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

শীতকালের প্রভাতে মানিনী নায়িকার মান ভঙ্গ।

সুখের শিশির কালে, নিশির প্রভাতে।
ঈষৎ আরক্ত ছবি, রবির প্রভাতে॥
দেহ হ'তে পরিহরি, তিমির বসন।
ভব যেন নববস্ত্র, করিল ধারণ॥
তারাপতি তার সহ, গুপ্ত করে কর।
স্থল-জল আকাশের, শোভা মনোহর॥
নাগর নাগরী দোঁহে, ব'সে কুঞ্জবনে।
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, নিশি জাগরণে॥
সুশীতল সমীরণ, পরশে কাঁপিয়া।
কামিনী কহিছে কথা, বদন ঝাঁপিয়া॥
চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ি, টোলে যায় পদ।
বোধ হয় যেন কত, খাইয়াছি মদ॥
বসনে ঢাকিয়া দেহ, গুড়িমেরে আছি।
উহু উহু, প্রাণ যায়, শীত গেলে বাঁচি॥
হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ।
শীত ভীত হয়ে এত, ভাব কেন দুখ॥
ছয় ঋতু মধ্যে শীত, করে তব হিত।
হিতকর দোষী হয়, একি বিপরীত॥
শুনিয়া রমণী কহে, আড়্চোখে চেয়ে।
কিসে শীত হিতকারী, সকলের চেয়ে॥
যে শীত বিক্রম করি, ফাটায় শরীর।
যে শীত আমারে এত, করেছে অস্থির॥
যার ভয়ে ঘর হ'তে না হই বাহির।
যার ভয়ে হাত দিয়া, নাহি ছুঁই নীর॥
কলেবর গুপ্ত আছে, যে শীতের ডরে।
পদ্মমুখ বিকশিত, যে শীত না করে॥
বার বার তুমি তার, বাড়াতেছ মান।
আর না কহিব কথা, করিলাম মান॥

কামিনীর মান দেখে, রসিক নাগর।
সৃজিল সাগরবৎ, রসের সাগর ॥
সরস-বচন জল, অমৃত সমান।
হিমের প্রশংসা ছল, তরঙ্গ তুফান ॥
ভাব, অর্থ, দুই দিগে, শোভে দুই কূল।
'অভিপ্রায় স্থিরধারা', মধ্যে অনুকূল ॥
মানময়ী সেই জলে, দিতেছে সাঁতার।
পদে পদে পদ যোগে, না পায় পাথার ॥

নায়কের উক্তি।

নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছ শেষ।
কিসে শীত হিতকর, শুন সবিশেষ ॥
রূপ গুণ, হাব ভাব, তোমার যে আছে।
যারা তার, অনুরূপ, চুরি করিয়াছে ॥
সেই সব চোর ধরি, শীত মহারাজা।
একে একে সকলেরে, দিতেছেন সাজা ॥

কুন্তলের নিভা হরি, বিভাবরী নিষা।
শীতের শেষেতে তাই, হইতেছে কৃশা ॥
হেমন্ত করিল তার, অহঙ্কার ক্ষয়।
দণ্ড দণ্ড, দণ্ড পেয়ে, দণ্ড নাশ হয় ॥
কু আশা জানিয়া তার, কুআশার জালে।
একেবারে ঘেরিয়াছে, আকাশ পাতালে ॥
রজনী শাষণ হেতু, ঘোরতর ধূম্।
জল ফুঁড়ে, স্থল জুড়ে, শূন্যে, উড়ে ধূম্ ॥
আর দেখ সুরূপসি, বিনোদিনী ধনি।
বেণীর বিনোদ ভাব, হোরেছিল ফণি ॥
কোরে পাপ, পেয়ে তাপ, ভয় বড় মনে।
বিবরে লুকাল সাপ, শীত আগমনে ॥
নিয়েছিল নীরধর, কেশের আকার।
বরষা শরদে বড়, জাঁক্ ছিল তার ॥
ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল।
এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্থল ॥
পড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে।
বেশ্ করি, বেশ্ কর, কেশ বাঁধ সুখে ॥

তোমার মুখের ছবি, রবি হরিয়াছে।
দেখ তার কি প্রকার, দশা ঘটিয়াছে ॥
সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে।
জব জর, দিবাকর, বৃশ্চিকের দাঁতে ॥
ভেবে ছিল তুলা করি, পাপ যাবে তার।
জানে না যে আছে শেষ, ধর্ম্মের বিচার ॥
শীতের শাসন জোর, খণ্ডিবার নয়।
ভয় পেয়ে নিলে গিয়ে, অগ্নির আশ্রয় ॥
তবু তার প্রভা নাই, দুখ পায় অতি।
ভেবে ভেবে, দিন দিন দীন দিনপতি ॥
আর দেখ চাঁদমুখি, গগনের চাঁদ।
অবিকল হরিয়াছে, তব মুখ ছাঁদ ॥
লুটিলে পরের ধন, না হয় সুসার।
যত তার, অহঙ্কার, হয়েছে তুষার ॥
এরূপ বিপদগ্রস্ত, দেখি দ্বিজরাজে।
তারা দ্বারা যারা তারা, লুকাইল লাজে ॥
শিশির হরিল তার, নিশির সম্পদ।
তুষারে তুষার-কর, হারাইল পদ ॥
আর দেখ সরোবরে, নলিনী সুন্দরী।
হরিয়াছে, তোমার ও মুখের মাধুরী ॥
চুরি করি ভাল তার, ফলভোগ হ'লো।
জল মাছে, দল সহ, শুখাইয়া ম'লো ॥
চোরের হইল সাজা, মৌন কেন রও।
একবার মুখ তুলে, হেসে কথা কও।

নয়নের চঞ্চলতা, হরিয়া খঞ্জন।
হ'য়েছিল সকলের, হৃদয়-রঞ্জন ॥
হেমন্ত করিল তার, ভ্রূকুটি ভঞ্জন।
খঞ্জন, রঞ্জন নয়, এখন গঞ্জন ॥
মাথা নাড়া, চোখ্ নাড়া, মুখ নাড়া তার।
ঘুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাই আর ॥

আর দেখ, কুরঙ্গ, কুরঙ্গ করি কত।
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত॥
সেইরূপ শাস্তি তার, করিয়াছে শীত।
তৃণপত্র আহারেতে, হ'য়েছে বঞ্চিত॥
আর দেখ, ইন্দিবর, জলেতে থাকিয়া।
নয়নের শোভা যত, লয়েছে হরিয়া॥
শীত ঋতু হরি তার, পতির প্রভাস।
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ॥
চক্ষুচোর যারা তারা, মারাগেল প্রাণে।
চারু চক্ষে চাও প্রিয়ে, প্রেমাধীন পানে॥

তোমার হাসি ছটা, হরিয়া দামিনী।
বরষায় হয়েছিল, ভুবনভামিনী॥
শীত তার সমুচিত, দণ্ড করিয়াছে।
আকাশে চাহিয়া দেখ, আর কি সে আছে॥
হাসি চোর ফাঁসি গেল, হও হাস্যমুখী।
প্রকাশ করিয়া আস্য, কর প্রাণ সুখী॥
হাস্য তড়িতের ঘটা, করি একবার।
দূর কর মনের, সকল অন্ধকার॥

তিল ফুল হরি তব, নাসার গঠন।
শিশির রাজার করে, হইল পতন॥
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ।
প্রকটিত প্রেমপুষ্প, লহ তার ঘ্রাণ॥

ভুরুর ভ্রুকুটি ভঙ্গি, হরি রামধনু।
আষাড় শ্রাবণে ধরে, মনোহর তনু॥
বর্ণ তার পীত হয়, মনে ভাবি এটা।
পীত নয়, পাপভোগ, পাণ্ডুরোগ সেটা॥
নারী ভুরু চোর বলি, সাঁপ দেন শীতে।
এই হেতু রামধনু, মারিয়াছে শীতে॥
হারাধন পুনরায়, পাইয়াছি প্রাণ।
ত্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান॥

ভ্রূ ধনুকে আঁখি বাণ, করিয়া সন্ধান।
একবার বিধুমুখি, বধ মম প্রাণ॥

ঘোটেছিল কি প্রমাদ, বসন্ত সময়।
চারিদিকে শত্রু সব, তরু লতা চয়॥
অধরের রাগ ভাগ, করিয়া হরণ।
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ,॥
অধরের রাগ চুরি একি প্রাণে সয়।
আমার সর্ব্বস্ব ধন, চোরে কেড়ে লয়॥
হিমাগমে প্রতিফল, পাইয়াছে তার।
সকলেরি নেড়ামাতা, পাতা নাই আর॥
মনোদুখে এতদিন, আছি শব প্রায়।
অধর অমৃত দিয়া, বাচাও আমায়॥

দশনের দিপ্তি চোর, মুকুতার হার।
শীতে তার ভোগ হ'লো, কৌটা কারাগার॥
দাঁতভাঙ্গা দাঁতচোর, হয়েছে এখন।
স্থির হ'য়ে সুখে কর, দশন ঘষণ॥
মদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার।
রদনে পবিত্র কর, বদন আমার॥

গালের গৌরব চুরি, করিয়া গোপাল।
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ॥
গিয়েছে সৌরভ তার, কাঁটা হোলো গাছে।
পাপ কোরে, ভেবে ভেবে, কাঠ্‌ হইয়াছে॥
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ।
কিরূপ চোরের রূপ, হয়েছে বিরূপ॥
দুর্জ্জনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর।
গণ্ডদেশে স্থিত কর, আমার অধর॥

ডালিম হরিল তব, পয়োধর ভাব।
সেই হেতু শীতে তার, বিপরীত লাভ॥
ভয়েতে শিহরে সদা, কাঁটা কলেবরে।
আপনি আপন পাপে, বুক্‌ ফেটে মরে॥

আর দেখ, পদ্মকলি, অলি মনোলোভা।
হোরেছিল প্রাণ তব, কুচকলি শোভা॥
নীহার করিল তাবে, অশেষ আঘাত।
ফুটিবে কি, উঠিবে কি, সদনে নিপাত॥
পাছে ফের, ঘটে ফের, মরি মন দুখে।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে॥

প্রণয়িনি, প্রাণ তব, কর কোমলতা।
চুরি করি লোয়েছিল, কমলের লতা॥
শীতের শাসন অগ্নি, মনে তার জ্বলে।
সেই হেতু একেবারে, লুকাইল-জলে॥
নিতে আর পারিবে না, তস্কর নিদয়।
ভুজপাশ দিয়া বাঁধো, আমার হৃদয়॥

গতির গরিমা চুরি, করিয়াছে হাঁস।
শীতে তাই, নাই তার, জলের বিলাস॥
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন।
মরাল করাল ভয়ে, না করে গমন॥
লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকের বারণ।
গমনের গুণ চুরি, কোরেছে বারণ॥
চুরি করি ঘটে পাপ, নাহি জানে মূঢ়।
থর থর কাঁপিতেছে, গুড়াইয়া শুঁড়॥
জর জর কলেবর, ঘোরতর রোগ।
ভুগিতেছে হস্তি মূর্খ, স্বকর্ম্মের ভোগ॥
গতিচোর, সকলের, হইল দুর্গতি।
আমার হৃদয়পথে, কর প্রাণ গতি॥

কটির ক্ষীণতা হরি, হরি, হরি বন।
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন॥
করি অরি, তব অরি, হরি নাম যার।
এখন হোয়েছে তার, হরিনাম সার॥
এ সময়ে কেন প্রাণ, মান কর আর।
দুলাইয়া ক্ষীণ কটি, হাঁটো একবার॥

কোথা হরি, কোথা করি, হংস কোথা রবে।
গতি হেরে রতিপতি, পদানত হবে॥

তব উরু গুরু ভাব, হরি রম্ভা তরু।
শিশিরেতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সরু॥
কেমন কর্ম্মের ভোগ, নাহি যায় বলা।
শুকাইল, লুকাইল, ফল পেয়ে কলা॥
পদ চোর পদে নাই, মরিল বিপদে।
প্রেমময়ি, প্রেমদাসে, রাখ' প্রাণ পদে॥

চাঁপাফুল, হোবেছিল, অঙ্গুলির রেখা।
কোথা সে এখন্ তার, নাহি আর দেখা॥
কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল।
শীতাগমে ভয় পেয়ে, পলাইল খল॥
চম্পকবরণি ধনি, মারাগেল চাঁপা।
করাঙ্গুলি চাঁপাকলি, বুকে দেও চাপা॥

রূপ চুরি করি হেম, প্রেম নাহি পায়।
হিমে তারে, হিম বলি, নাহি তোলে গায়॥
বন্দিরূপে বদ্ধ হ'য়ে আছে কারাগারে।
আমারে ভূষিত কর, প্রেম হেমহারে॥

পিকবর, মধুকর, স্বর চোর দুটো।
শীতের নিকটে আছে দাঁত করি কুটো॥
আর নাই কোকিলের, মনোহর রব॥
কুহু ভুলে উহু ব'লে হ'য়েছে নীরব॥
নিয়ত নয়নে তার, বহে নীরধারা।
কুহূর আকার পেলে, হয়ে কুহু হারা॥
দেখ আর ভ্রমরার, ঘটেছে কি দায়।
হেরিয়া তাহার দুখ, বুক ফেটে যায়॥
সরোবরে বিকসিতা, নহে তার বধূ।
মনে ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে মধু॥
ভ্রমে পোড়ে, ভ্রমে গিয়া সরোবর তীরে।
ক্ষোভ পেয়ে, শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে॥

কেতকী-কাঁটায় পোড়ে, ছিঁড়িয়াছে পাখা।
সকল শরীর তার, হ'লো রজমাখা ॥
গুণ গুণ করে অলি, শুনিতেছ-ধনি।
গুণ গুণ, গুণ নয়, রোদনের ধ্বনি ॥
সকলে পাইল সাজা, চোর ছিল যত।
ধনি তব ধ্বনি চোব, হ'লো ধ্বনিহত ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি, মধুর বচনে।
একবার কথা কহ, প্রফুল্লবদনে ॥
সুধারবে দেহ প্রাণ, প্রেমে গুণ গেয়ে।
পলাইল অরিচয়, পরিচয় পেয়ে ॥
শুনিয়া এসব কথা, মান পরিহরি।
নাগরের করে ধরি, কহিছে নাগরী ॥
রসিকের রসাভাস, বুঝিবার তরে।
ছলেতে ছিলাম প্রাণ, অভিমান-ভরে ॥
কভু কি তোমার প্রতি, থাকি আমি মানে ॥
পরিমাণে করি মান, হরি মান, মানে।
গেল মান, গেল মান, হিতকর শীত।
রাখহ তাহার মান, যে হয় উচিত ॥

ভ্রমণ।

(১)

ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিষাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন।
হেরি সব নব নব, কত কব, হতরব,
পরাভব মুখের বচন ॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন।
কিছু মাত্র নাহি খেদ, কিছু মাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥
আদ্ সিদ্ধ করি পাক্, উদরেতে পরিপাক্,
ক্ষুধানল তখনি নির্ব্বাণ।
ভাল-মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সমান ॥
রোগির না থাকে রোগ, ভোগির দ্বিগুণ ভোগ,
যোগির যোগেতে মন লয়।
বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিগে করি দৃষ্টি,
সুখরূপ বারি বৃষ্টি হয় ॥
একে ত গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ত্রিভুবনে তুল্য তার নাই।
তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন-সন্তোষকর,
মনোহর চর ঠাঁই ঠাঁই ॥
স্থানে স্থানে কত কত, নদনদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার চরণে।
বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
পুলকিত-প্রেম-আলাপনে ॥
নদী নদে, যোগ যথা অপরূপ ভাব তথা,
সে কথা কহিব কাবে আর।
যেজন ভাবক হয়, সেই তার ভাব লয়,
দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥
স্বভাবের ভাল ধারা, এক ঠাঁই দুই ধারা,
প্রভেদ প্রভেদ তার তার।
এক দিগে কৃষ্ণরেখা, স্থিররূপে যায় দেখা,
শ্বেতরেখা অন্যদিগে তার ॥
হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল।
এক জল যেন সুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধা,
স্বভাবত অতি নিরমল ॥
নানা জাতি নানা জন, বিশেষতঃ মহাজন,
তরিযোগে নানা পথে যায়।

ভাঁটি যায় দলে দলে, কেহ বা উজান চলে,
যেখানে যাহার মন চায়॥
গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয়।
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধন কেনা বেচা হয়॥
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর।
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল,
ভুল নাই মূলের উপর॥
কেহ যায় কার্য্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে,
কেহ করে তীর্থ পর্য্যটন।
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আস্বাদন॥
সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থির করি সর্ব্বরী সময়।
কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিরূপিত নয়॥
দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।
যতক্ষণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর॥
স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দস্যুচয় পাছে লয় ধন।
নিদ্রাযোগ পরিহরি, জপ করি হরি হরি;
বিভাবরী করি জাগরণ॥
স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি সুখ তারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব॥
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, দেয় দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে ধরি তান।
ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্ব্বদিগে যায় দেখা,
পুলকে পূরিত হয় প্রাণ॥

হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।
নৌকাবাসি যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয়॥
পূবের বাঙ্গাল জীব, "বৈরবী" ববানী, হিব,
অরিবোল অরিবোল অরে।
যত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা,
আল্লা বোলে ডাকে উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি,
দিনমণি করি দরশন।
অপরূপ আভা তার, তরুণ কিরণ হার,
জলে জলে লোহিত বরণ॥
হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবীজল পান।
পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হ'তে স্বর্ণ করে দান॥
কুআশা যদ্যপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অন্ধকারে আবৃত সকল॥
আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
ম্রিয়মাণ নিজে দিনকর।
জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধূম্রাকার তিমিরনিকর॥
শিশিরের ঘোর ধূম, জল হ'তে উঠে ধূম,
ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ু ভরে খেলিয়া বেড়ায়॥
খেচর না চরে চরে, আঁখি মুদে বৃক্ষোপরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।
তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর॥
একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূরবোধ,
মহা ভ্রম মরিচিকা প্রায়।

উষার তুষার বৃষ্টি,   দূরে গেল দূরদৃষ্টি,
আপনারে দেখিতে না পায়॥

তরঙ্গের অঙ্গ-পরে,   নিহার বিহার করে,
স্রোতবেগে সিন্ধু পথে ধায়।

নাহি তার অনুরূপ,   মৃদুধ্বনি টুপ্ টুপ্,
অপরূপ রূপ হয় তায়॥

নয়নের পরিতৃপ্তি,   রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
জলে যদি জ্বলে সেই কালে।

তাহে বোধ হয় হেন,   চঞ্চলা চপলা যেন,
বিভূষিত রজতের জালে॥

ভূতের অদ্ভুত খেলা,   ক্রমে যত হয় বেলা,
ভ্যালা ভ্যালা ঐশিক ব্যাপার॥

ক্রমে তার যায় ক্রম,   ভ্রামকের যায় ভ্রম,
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্ব্বার॥

অরুণ উদয়কালে,   ছুটে যায় পালে পালে,
দাঁড়ি মাজি আর আর যত।

প্রভাতের, কর্ম্ম সারি,   উঠে সব সারি সারি,
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত॥

হাঁক্ ডাক্ জোর জার,   করে কত শোর্ শার্,
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল।

ধ্বজি তুলে খুলে তরি,   "বদর বদর হরি,
"গঙ্গার পারিতে হরিবোল,,॥

ভাঁটিপথে যায় যত,   তাদের উল্লাস কত,
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।

কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া,   পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
অনুকূল আপনি পবন॥

ফ্যালে দাঁড় বুঝে বাঁক্,   ঘোরহাঁক্ জোরডাক্,
গোঁপে পাক্, সন্তোষ হৃদয়।

একে পালি তাহে ভাঁটি,   দুই দিকে পরিপাটী,
শীতকাল তাদের সময়॥

গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীর কেটে তীর ছুটে,
নিমিষেতে চক্ষু ছাড়া হয়।

কলের জাহাজ সব,   মিছামিছি করে রব,
তার কাছে কোথা পড়ে রয়॥

যায় উজানের যান,   যায় উজানীর জান,
প্রতিকূল অঞ্জনার পতি।

নিগুর্ণ সহজে গুণ,   তার পেটে যত গুণ,
সেই গুণে অতি মৃদু গতি॥

চলে অতি অল্প নীরে,   ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ।

কি কব তাহার গতি,   যেন সতী গর্ভবতী,
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ॥

স্থানে স্থানে পাকজল,   ছাড়ে ডাক কল কল,
বল করি বেগে দেয় মোড়া।

উজানীরা সেই খানে,   নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
গোদের উপরে বিষফোঁড়া॥

লহরী আসিছে আড়ে,   গুণ বাস উচ্চপাড়ে,
ঘাড়ে বল করি দেয় টান্।

অতি জোর একটানা,   কি করিবে গুণটানা,
টানাটানি কোরে যায় প্রাণ॥

কাটিতে জলের টান্,   সটানে মারিছে টান্,
তবু নাহি আদহাত নড়ে।

ক্ষণমাত্রে হয় খুন,   তাচ না ছাড়ে গুণ,
হাঁটিতে হোঁচোট্ খেয়ে পড়ে॥

পাছাড় মারিছে যেয়ে,   কাছাড় আছাড় খেয়ে,
তরু সহ পড়ে এসে জলে।

শব্দ হয় বিপর্য্যয়,   পেয়ে ভয় মনে লয়,
সমুদয় যায় রসাতলে॥

সেই খানে যত নায়,   ঠেকাঠেকি হোয়ে যায়,
গুণ নিয়ে হুড়াহুড়ি লাগে।

পাশাপাশি চালাচালি,   সদালাপ শালা শালি,
গালাগালি পাড়ে সব রাগে॥

পরস্পর ঠ্যালে রাগে,   বাহির হইবে আগে,
দুই দাঁপ ভেঙ্গে যায় কত।

বচনেতে মাতামাতি,   কিন্তু নাই হাতাহাতি,
কটু কয় মুখে আসে যত॥

ভেড়ুয়া মেড়ুয়াবাদি,   আগে ভাগে হয় বাদী,
তেরিমেরি হিন্দি নয় পুরা।

"আবি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হটু লেও,
বেটিচোৎ বাঙালি শ্বশুরা" ॥
"বাঙাল কহিছে মামু, সেম্বাই কেম্বাই যামু,
মাজি বলে গুণ ছারে দিমু" ? ॥
পুণ্ডির পোলানি হালা, ছিঁরিলে পেলের ছালা,
দ্যাড়্ টাহা দাম দোরে নিমু" ॥
দিশি দাঁড়ি মাজি যারা, দিশি গাল দেয় তারা,
সে কথা জানাব আর কাকে ? ।
কাটিয়া শ্রোতের আড়ি, হোলে পরে ছাড়াছাড়ি,
আড়াআড়ী আর নাহি থাকে ॥
কোথায় সঁতার দিয়া, চোলে যায় নৌকা নিয়া,
দকৃভেঙে উঠে গিয়া চরে।
পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভারবোজা,
ঝুঁকে ঝুকে যায় রসভরে * ॥
চালে তরি শ্রমভরে, ঠেকে যায় ডুবোচরে,
ধ্বজিমেরে যায় মাজামাজি।
ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে,
সাবাস্ সাবাস্ বলে মাজি ॥
বহুকষ্টে সেই স্থান, প্রাপ্ত হ'যে পরিত্রাণ,
ধরে গান গুণে যেতে যেতে।
এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুখ লেশ,
মনের আনন্দে যায় মেতে ॥
তাদের ললাট পটে, এক দিন যদি ঘটে,
অনুকূল পবনের যোগ।
কি কব সুখের ভাব, অপুত্রের পুত্র লাভ,
দরিদ্রের যেন রাজ্যভোগ ॥
বদর বদর বাণী, চাটগেঁয়ে মেৎরাণী,
এই বোলে পালি দেয় তুলে।
গুড়ুকে মারিয়া টান্, কাচিধোরে ছাড়ে গান'
ঝাঁদাবাড়া সব যায় ভুলে ॥
এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় নয়,
বাতাসের বাতিকের খেলা।
কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, একেবারে বিপরীত,
পরিশেষে পশ্চিমের ঠেলা ॥
বাজার বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠাঁই,
বনে মাঠে করি অধিবাস।
আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহা হয়,
পেটপুরে খাই গ্রাস গ্রাস ॥
কিছুতেই নাহি দুখ, বিরস না হয় মুখ,
মহাসুখ চারিদিকে চেয়ে।
যাত্রি সব রাঁদে চবে, বাতাসেতে প্রাণে মরে;
বারোআনা বালি ফেলে খেয়ে ॥
সমীরণ শন্ শন্, দেহ করে কন্ কন্,
কোনমতে নাহি হই স্থির।
দারুণ দুর্জ্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়,
হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥
জলের উঠেছে দাত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত,
খেলে হয় প্রমাদ প্রলয়।
পিপাসায় মরে যা'ই, শীতে নাহি জল খাই,
একি পাপ দাঁত কাটা জল ॥
হোক্ জল বড় হিম, হোক্ হিম বড় ভীম,
তাতে বড় করেনাকো দোষ।
সমস্ত দিবস বায়, বড় খেদ করি তায়,
বড়জোর যায় দুই ক্রোশ ॥
শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
এই শীত দুষ্ট দুরাচার।
শত্রু হ'য়ে জাহ্নবীর, শুকায়ে সকল নীর,
অস্থিরচর্ম্ম করিয়াছে সার ॥
সুরধুনী আদ্ মরা, বুকেতে পোড়েছে চড়া;
বাঁকের হয়েছে ফের তাই।
কত শ্রমে নিয়ে তরি, বিশ কোশ ঘুরে মরি,
এক কোশ তবু নাহি যাই ॥
গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত,
দুই মাসে কুড়ি দিন এসে।
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই,
ভাঁটিপথে ফিরে যাই দেশে ॥

* রসভরে—দাঁড়ি মাজিদিগের ব্যবহারিক ভাষা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধরূপে নৌকা চালনা।

তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
নূতন দেখিতে চায় মন্।
একি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা,
দুখ ভরা সুখের ভ্রমণ॥
যদি ইথে আছে দুখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ,
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ।
প্রকৃতির কার্য্য যাহা, বিকৃতি কি হয় তাহা,
অপরূপ অতি অপরূপ॥
ভ্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টি পথে সদা ধায়,
সার তায় বস্তুর বিচার।
নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার॥
ঐশিক সকল কার্য্য, হয় বটে অনিবার্য্য
করে ধার্য্য সাধ্য কার হয়।
তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
একারণ বিশ্ব পরিচয়॥
মানুষের কীর্ত্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
অবিরত মনের উল্লাস।
আশু আসা আশাসিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধ বৃদ্ধি,
জ্ঞাত যত হই ইতিহাস॥
কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
সমুচয় চর আর বন।
মরুভূম হয় যথা, খাদ্য নাহি পায় তথা,
পশু পক্ষি না করে ভ্রমণ॥
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে,
অতি মনোহর গ্রাম ধাম।
গঙ্গা রাক্ষসীর গর্ব্বে, বিনাশ পেয়েছে সর্ব্বে,
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম॥
তথাকার নানা প্রাণি, হ'য়ে সব নানাস্থানি,
নানা স্থানে করিল আগার।
এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাঁই,
সুখ নাই কারো মনে আর॥
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
বসিয়াছে দুই চারি ঘর।
কেহ চাস করে মাঠে, কেহবা দোকানীঠাটে,
পরিবার পালে পরস্পর॥
এই সব বিলোকনে, বিপুল, বিলাপ মনে,
ভাবনার পথে ভাব ধায়।
ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল, কোথা স্থল,
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায়॥
ভয়ঙ্করা স্রোতস্বতী, হ'যে অতি বেগবতী,
যে দিকেতে করেন গমন।
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিগ্ গ্রাস করি,
অন্য দিগে করেন বমন॥
এক কুল খান বটে, দুই কূলে দায় ঘটে,
কো'ন দিকে শোভা নাহি রয়।
এক কূল বাস হত, আর কূলে চর যত,
তীরবাসী দূরবাসি হয়॥
যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরাৎ দুখ দূর,
স্বর্গপুর তুচ্ছবোধ হয়।
এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহতেই করি দৃষ্টি,
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময়॥
দূরে হ'তে ধরাধর, ঠিক্, যেন ধরাধর,
মনোহর কলেবর তার।
তাহে বোধ কতরূপ, হয় তার কতরূপ,
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার॥
পর্ব্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু,
বাতাসেতে নড়ে তার শাখা।
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা॥
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে,
দুই কাল অতি মনোলোভা।
রসনা সরস রসে, বাক্য নাই তার বশে,
প্রকাশিতে শিখরের শোভা॥
বিশেষ মধ্যাহ্নকালে, গগন জলদজালে,
যদিস্যাৎ হয় আচ্ছাদিত।
দিনকর ক্ষীণকর, মাঝে মাঝে করে কর,
সঘনে চপলা চমকিত॥

নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময়ে যদি সেই,
চেয়ে দেখে পর্ব্বতের পানে।
স্বভাবের ঘোরঘটা, বিনোদ বিচিত্র ছটা,
সেইজন একামাত্র জানে॥
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়।
যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা,
বেণী শ্রেণী এলাইয়া ধায়॥
নির্ঝরে নিঃসৃত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর,
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল।
তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
স্বভাবত অতি সুশীতল॥
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
ফলত সুন্দর শোভা বটে।
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, শ্রেণী গাঁথা দেখা যায়,
বিরাজিত তরঙ্গিণী তটে॥
অধো ঊর্দ্ধে বৃক্ষ যত, নানাজাতি শত শত,
কত তার বেষ্টিত লতায়।
খেয়ে তার রস ফল, নানাজাতি দ্বিজদল,
নিজ স্বরে বিভুগুণ গায়॥
সুখি তারা বারোমাস, করে যারা চাস বাস,
স্থিররূপে হ'য়ে গিরিবাসি।
মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
বিকিকিনি করে তথা আসি॥
নাহি কো'ন অপ্রতুল, খায় কত ফল মূল,
ঝরণার বারি করে পান।
পরিশ্রমে শক্ত হয়, ঘৃত দুগ্ধ অতিশয়,
স্বভাবত অতি বলবান।
আশ পাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি।
হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল বিপিনবর
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি॥
কিন্তু অতি রমণীয়, মূর্ত্তি তার কমনীয়,
দুঃখ এই গমনীয় নয়।

মন বলে যাই উড়ে, ভ্রমিব পর্ব্বত জুড়ে,
প্রাণ বলে আমি করি ভয়॥
শিখরে নিকর দ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোর দ্বন্দ,
ভাল মন্দ বিবেচনা কত।
দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
সেই মতে দেয় অভিমত॥
তথাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,
কত মত করে আন্দোলন।
যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,
দূরে হতে লয় আস্বাদন॥
কোন খানে জল জুড়ে *, পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে,
পক্ষি গিয়ে উড়ে বসে তথা।
দলে দলে করে ভীড়, উচ্চডালে বাধে নীড়,
কোনরূপে শঙ্কা নাই যথা॥
চারি দিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
অতিশয় ভয়ানক স্থল।
ভাঁটি পথে স্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়,
কর্ণভেদি শব্দ কল কল॥
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে,
পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে।
দূরে অনুমান করি, জলপান করি করী,
ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে॥
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর,
এ প্রকার শোভা নাহি পায়।
সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিণী দেবী,
নিরন্তর ধরেন মাথায়।
হরের দ্বিতীয়জায়া, পাষাণনন্দিনী মায়া,
শিব তাঁরে না হন সদয়।
সপত্নীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ দুখ,
ফাটে বুক তাপিত হৃদয়॥
হিমালয় মহাশয়, দুহিতার দুখচয়,
শুনে মনে হইলেন খাপা।

---

* কাহালগা এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের উপরে পর্ব্বত।

দূতেরে বলেন বাণী, সে দূত পর্ব্বত আনি,
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥
পুন অনুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,
গিরিধরি করেছে আহার।
পাতর কঠিন কায়, উদরে কি পাক পায়,
পেট ফেঁপে করিছে উদ্গার ॥
স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,
হর্ম্ম্য তার অতি উচ্চতর।
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী,
জল হলে দেখি মনোহর ॥
সবল ধবল কায়, নীলকর আসি তায়,
ধন লোভে সদা করে বাস।
গিরি বনে উপবন, তার কোলে চলে বন,
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥
বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
বনে মনে বনের মমতা।
বনবাসি বটে হই, কিন্তু বনবাসি নই,
খাব বন যাবনাকো তথা ॥
সে দিবস নিশামানে, পর্ব্বতের অধ স্থানে,
থাকা যায় লইয়া তরণী।
কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,
জেগে রয় সকল যামিনী ॥
কিন্তু যেই ধীরজন, ক্রোড়ে অতি স্থির মন,
নগদেশ করে নিরীক্ষণ।
যায় তার যত দুখ, পায় স্বভাবের সুখ,
সফল তাহার জাগরণ ॥
আছে বটে গুরুভয়, ফলে তাহা গুরু নয়,
লঘু হয় সময়ে আবার।
ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥
স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।
কত-রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ ॥

না বুঝি তাহার সূত্র, যেন কোন্ ধনি পুত্র,
পরিপাটী পরিচ্ছদ ধরি।
মণি মুক্তা দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জ্বেলে সমারোহ করি ॥
ধন্য বিভু বিশ্বময়, তব রূপ দৃশ্য নয়,
উদ্দিশে অসংখ্য নমস্কার।
তোমার এ ভব রাজ্য, কত তায় চারুকার্য্য,
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার।
ছোট ছোট নগ মাঝে, শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয়*।
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন,
দরশন করে সমুদয় ॥
শিখর সমাজে গড়, † এখন রোয়েছে ধড়,
মৃত দেহ প্রাণ নাই তার।
সে দুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সংহার ॥
প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশমাত্র নাই।
রত্নাকর হ'লো চর, গোষ্পদ-প্রখরতর,
স্রোতস্বর কালে দেখি ভাই ॥
পুরাতন কীর্ত্তিনাশ, তারে বলে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বমতে দুখের ব্যাপার।
কি করি উপায় হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর ॥
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কালক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।

---

* জাঙ্গিরার পর্ব্বতে শিবালয় এবং পিরের আস্তানা আছে, হিন্দু কালেজের পূর্ব্বতন শিক্ষক মেং ডুজো সাহেব উক্ত আস্তানার বিষয়ে ইংরাজী কবিতায় "Fakeer of Jungheera ফকির অফ জাঙ্গিরা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

† তেলিয়াগড়।

কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণহোয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার ॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোবে সোয়ে চোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ ॥
নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্বারব,
খাদ্য লোয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব একঠাই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগি ॥
হেলে দুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে,
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেকে বেকে নাচায় চরণ ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃসেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলকভরে, থেকে থেকে মৃদুস্বরে,
হেঁট হয়ে মুখ দেয় বাটে ॥
ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা ক্ষুধা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, কবি তার উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে।
বলে, ওরে নর যত, হবে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান ॥
পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড়, বুকে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
দুই ষাঁড়ে দেখা দেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
করে রণ গাভীর কারণ ॥
ধন্যরে কুহকি ভব, ধন্য ধন্য মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব ॥

পিপাসা অধিক হ'লে আসিয়া গঙ্গার কোলে,
যত পারে করে জলপান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
ঘাট হোতে দুগ্ধ করে দান ॥
একেতো ধবল নীর, তাহে সুরভীর ক্ষীর
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।
দুগ্ধ খান গভীরথী, জল খান ভগবতী,
সুখি তারা দেখে তাই যারা ॥
আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির।
বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে রুকে রুকে,
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥
নিরখি এরূপ ভঙ্গি, মন হয় নব রঙ্গি,
অনুরাগ সঙ্গি তার কাছে।
অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তাই আছে ॥
স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয়।
দোষ যত রচনার, করিবেন পরিহার,
গুনগ্রাহি গুণি সমুদয় ॥
ভ্রমনীয় ভাব যাহা, আমি বুঝিইব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।
ফললোভি কুব্জ প্রায়, মন মম উর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥
যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাব রস অনুগামি তার।
কে পারে করিতে ক্রম, "মুনীনাঞ্চ মতি ভ্রম"
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥
পাঁচনি করিয়া করে, হারে রেরে রব করে,
গোপাল গেপোল পালে মাঠে।
শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফেরে ঘাটে ঘাটে ॥
পরস্পরে করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিয়াছে নাটে।

যায় যা'য় পাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়,
নাচে হাসে রাকালিয়া ঠাটে ॥
পাশেতে পাঁচনি থুয়ে, ভূমির আসনে শুয়ে,
গীত গায় মোহনীয় স্বরে।
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥
হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব অবির্ভাব,
ভাব-ভরা ভবের ভবনে।
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে ॥
যে লীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপধরি,
হইলেন নন্দের নন্দন।
ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়া করে,
উদখলে করিল বন্ধন ॥
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চূড়া করি পরিধান।
জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হ'য়ে নেচে নেচে,
ক্ষীর সর নবনীত খান ॥
বাল্য ভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া,
গোকুলের গহনে গমন।
আধো আধো মিষ্ট রবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেনুগণ
তপন তনয়াতীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরে লজ্জা পায় শশী।
রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু-বাদ্য বাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি ॥
বনের সুফল পাড়ি, করে সবে কাড়াকাড়ি,
এঁটো বোলে ঘৃণা কিছু নাই।
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রেরে,
হাঁরে ওরে দেরে মোরে ভাই ॥
সুধামাখা রাধা নাম, বাঁশি লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ বৃন্দাবনে ॥
ভারতে ভারতি সার, আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥

প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার।
এই সব স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
প্রতিকাল নূতন প্রকার ॥
অস্তগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
পাতিয়া জগৎ-জাল, তিন কালে তিন কাল,
ধরে খায় আয়ুরূপ মীন ॥
জলের হৃদয়ে বাস নূতন দেখিতে আশ,
চাই তাই নূতন দিবস।
কিন্তু তায় বোধ হত,' দিন যত হয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস ॥
ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে।
মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ,
বিমোহিত বিফল বিভবে ॥
আমিও সেরূপ হই, যত লিখি যত কই,
ছাড়া নই ভ্রম-অন্ধকার।
এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার ॥
কখন' কখন' ভাই, পদব্রজে চোলে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
যাই, যাই, ঠাঁই, ঠাঁই, আশে পাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার ॥
কত যায় কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কতকেলে প্রেম।
কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্রে যেমন পায় হেম ॥
কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম,
কেবা কার পরিচয় লয়।
সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন হয় ॥
এইরূপ দিবা ভাগে, নব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান।

রজনীর আগমনে, তরণির নিকেতনে,
যথাক্রমে হয় অবস্থান ॥
উল্লাসিত সর্ব্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন,
সর্ব্বমতে আছি হরষিত।
বর্ত্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত ॥
চড়িয়া মানসরথে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন।
যেমন বজ্জাৎ ঠ্যাটা; তার কাছে জব্দ ব্যাটা,
পদাঘাত করে প্রতিক্ষণ ॥
ভাঙো ভাঙো ঘুম্ ঘোর, চেতনার নাহি জোর,
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
নিশি শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে,
তার স্বর সুধা লাগে কাণে ॥
অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লালসা পুনরায়।
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায় ॥
তখন ছিলাম যাহা, পুন-আর নাই তাহা,
আমি ত সে আমি আর নই।
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই ॥
লিখিতে লিখিতে মন, হয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ।
প্রভু প্রেমে বেখে প্রীতি, অদ্য এই হ'লো ইতি,
ইতি পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ ॥

* (২)

হাঁরে ও করাল-কাল, নিদয় কালের কাল,
চিরকাল, স্থিরকাল নও ?।
হোয়ে বহুরূপা প্রায়, ধর বহুরূপ-কায়,
কালে কালে কতরূপ হও
সীমাহীন রত্নাকর, হর তার রত্নাকর,
কর তায় দ্বীপের সঞ্চার।
গোষ্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধু কর নিজ বলে,
পূর্ণিমারে কর অন্ধকার ॥
বেণুকে পর্ব্বত কর, হোয়ে সেই ধরাধর,
শোভা করে গগনমণ্ডলে।
সগণ সহিত হায়, গগন ছাড়ায়ে তায়,
মগন করহ রসাতলে ॥
নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হর,
কালে কালে কালমূর্ত্তি ধর।
তোমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা,
দিবারে রজনী তুমি কর ॥
তুমি কাল সর্ব্বকাল, ইহকাল পরকাল,
সকলি তোমার করাধীন।
বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুবার যৌবন হর,
বলিরে করহ বলহীন ॥
হাঁরে, ওরে, সর্ব্বনাশি, এ দেশের সর্ব্বনাশি,
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।
গর্ব্বনাশা, সর্ব্বনাশা, পৃথ্বীপতি কীর্ত্তিনাশা,
কৃত্তিনাশা কীর্ত্তিনাশা তুমি ॥
দেখিয়া হোতেছে ক্রোধ, এখনি করিব শোধ,
দেখিব কেমন তুমি নদী।
খেয়ে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দফা সারি,
জহ্নু মুনি হোতে পারি যদি ॥
রাজা রাজবল্লভের, হৃদিরূপ-পল্লবের,
সমুদয় দুর্ল্লভের ধন।
সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
সেই ধন করিলি নিধন ! ॥
বিক্রমে বিক্রমপুর, ছিল, যে, বিক্রমপুর,
সে বিক্রম কিছু নাই আর।
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিহরি,
অঙ্গ শোভা হরিয়াছ তার ॥
শ্রীরাজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয়-ধাম,
কেবল হোয়েছে নাম সার।

* ঢাকা, রাজনগর, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি দর্শনে এই কবিতা রচনা করেন।

শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা ক'রেছ চুরি,
সকলি ক'রেছ ছারখার ॥
রাজবংশ অবতংস, মানসের রাজহংস,
সুখ-অংশ ধ্বংস করিয়াছ।
নীরানন্দ নাহি আর, নিরানন্দ সবাকার,
মানসের নীর হরিয়াছ ॥
মনোহর, সরোবর, উপবন, দেবঘর,
একেবারে সমুদয় নিলি।
সুখের বাঙাল দেশ, কাঙাল করিয়া শেষ,
যশের জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিলি! ॥
প্রাচীনের চিহ্ন নাই, ছিন্ন ভিন্ন সব ঠাঁই,
কত দিন রবে আর রব।
"বেগের" সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
গাঙ্‌লি লাঙ্‌লি হোলো সব ॥
খড়দহ-মেল যাবা, বেমেল হয়েছে, তারা,
খড়েতে আগুন লাগিয়াছে।
নাহি আর পূর্ব্বভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গভাব,
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে।
বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে,
কোরে ছিল কুলের গৌরব।
সে ফুলের নাহি রস,— সে ফুলের নাহি যশ,
নাহি তার মধুর সৌরভ ॥
দুর্ল্লভী বল্লভী দল, বল্লভের নাহি বল,
ভববল্লভের নাহি দয়া।
গর্ব্বহীন সর্ব্বানন্দী, সর্ব্বানন্দ হোল বন্দি,
সর্ব্বানন্দ পাইয়াছে গয়া ॥
বেদমেল বেদ-হত, বিশেষ কহিব কত,
কোথা আছে পণ্ডিতরতন।
বংশজ বংশজ যত, হয়েছে বংশজ-হত,
কেবা করে তাদের যতন ॥
গ্রহ নয় তুষ্ট নয়, কারো নয়, পরিণয়,
দুখ হয় কহিতে অধিক।
এক ভাব পরস্পরে, ময়ুর থাকিলে পরে,
সকলেই হ'তেন কার্ত্তিক ॥

গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রি যাঁরা, গোষ্ঠীহীন প্রায় তাঁরা,
ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম।
কুলে শীলে, ধনে মানে, পূর্ব্ববৎ কেবা মানে,
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম ॥
শোনা ছিল, স্বোণা নাম, স্বোণার স্বোণার গ্রাম,
সে স্বোণা এখন নয় খাটি।
পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাম,
ভূপতির নাহি ভিটে মাটি ॥
কেহ নাই রাজবংশে, প্রজাগণ কোন' অংশে,
পূর্ব্ববৎ নহে আর সুখি।
সুখসূর্য্য অস্তগত, মানি সব মান-হত,
ধনবান সকলেই দুখি।
মহারাজ আদিশূর, সুধীর সাক্ষাৎ সুর,
বৈদ্যকুল মস্তক-ভূষণ।
পঞ্চজন দ্বিজবর, আনিলেন নৃপবর,
নিজ যজ্ঞ সাধন কারণ ॥
দাস ল'য়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চদ্বিজ,
পাঁচকুল কায়স্থ সে পাঁচে।
রাজারে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিপ্রের শক্তি,
আশীর্ব্বাদ করিলেন গাছে ॥
সে তরু নীরস ছিল, আশীর্ব্বাদে মুঞ্জরিল,
গুঞ্জরিল, সুনাম-ভ্রমর।
অদ্যবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কল্পতরু,
রহিয়াছে হইয়া অমর ॥
কোথা সেই আদি-শূর, কোথা তাঁর আদিপুর,
কোথা সেই বংশধর তাঁর।
কোথা সে বল্লাল-ভূপ, যাঁর কীর্ত্তি নানারূপ,
কুলীনেতে রয়েছে প্রচার ॥
জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার মণি,
আছে যশ দশদিক ছেয়ে।
কারো নাই অপমান, এখন সমান মান,
বল্লালের চাপ্‌রাস পেয়ে ॥
শ্রীরাজবল্লভ রায়, শেষ রাজা বাঙ্‌লায়,
তুষ্ট যাঁরে সকল ব্রাহ্মণ।

করি এক যজ্ঞ-সূত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-সূত্র,
পুনরায় করিল স্থাপন ॥
অকাতরে বহুধন, যে করিল বিতরণ,
কীর্ত্তি যাঁর পৃথ্বী-পারে ধায়।
তাঁহার বংশজ যত, ফণি যেন মণি হত,
দিবসান্তে আহার না পায় ॥
যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
ক্ষীণ হীন মলিন বদন।
রাগ নাই পূর্ব্বরাগে, গতি হয় অধোভাগে,
ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন ॥
কি ছিল কি হলো আহা, আর নাকি হবে তাহা,
যা হবার হইয়াছে শেষ।
বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে করেছে গ্রাস,
সমুদয় বাঙালের দেশ ॥
প্রভা যত পূর্ব্বকার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অন্ধকার হেরি সব স্থান।
কোন দিকে নহে ভাল, বৈদ্যের সৌভাগ্য আল,
একেবারে হোয়েছে নির্ব্বাণ ॥
কায়স্থাদি জাতি চয়, পূর্ব্বরূপ কেহ নয়,
সবে কয় দুখের কাহিনী।
কেবল নামেতে ঢাকা, ঢাকায় নাহিক টাকা,
প্রতিকূলা পেচক বাহিনী ॥

আচার বিচার যত, কিছু নাই পূর্ব্বমত,
বেশ ভূষা হয়েছে প্রভেদ।
ধনী বলে ধ্বনি মাত্র, মধুহীন মধুপাত্র,
সকলেরি অন্তরেতে খেদ ॥
কত গঞ্জ, কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম,
কিছু আর চিহ্ন নাহি তার।
করিয়া ভীষণ গতি, কূল খেয়ে কুলবতী,
সমুদয় কোরেছে সংহার।
বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন,
মহাজনি করিত সবাই ॥
এখন কোথায় ধন, নামে মাত্র মহাজন,
মহাজন মহাজন নাই ॥
ব্যবসা গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে,
ব্যবসায়ি কেহ আর নয়।
এক দশা সবাকার, মুখে রব হাহাকার,
কোনরূপে দিনপাত হয় ॥
শুনিলাম যথা তথা, সকলেরি এক কথা,
কারো মনে কিছু নাই সুখ।
যতেক বাঙাল গণ, কাঙাল সকল জন,
বাঙালিরে বিধাতা বিমুখ ॥

শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

যক্ষ, দক্ষ, নাগ, রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ,
এত খেয়ে নাহি মেটে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হাঁরে মৃত্যু, তোর মৃত্যু নাই॥
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।
মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা খর দাঁতে
মুরহর, ধাতা, স্মরহর॥
গজ গাবি উষ্ট্র হয় কিছুই অখাদ্য নয়,
সমুদয় করিতেছ গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক্,
ধর্ম্ম হ'য়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম-নাশ॥
খরতর-বেগধর, লম্বোদর রত্নাকর,
নিরন্তর তরঙ্গ-গভীর।
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুষ্ক কর সমুদয় নীর॥
দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ, গগন করেছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু সুখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর করি উচ্চ,
ভেঙে খাও পাহাড়ের মাতা॥
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে।
নাহি রাখ অবয়ব, উদরায়স্বাহা সব,
ব্যাঘ্র আদি জন্তু খাও ধ'রে॥
যত সব পঞ্চীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত,
মৃত হয় স্থিত নয় কেহ।
তঞ্চ করি পঞ্চ ভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড়নাড়া দেহ॥
অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট-বদন ছাড়া নয়।
গয়ায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয়॥
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জর জর,
থর থর কাঁপে নর-গণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণুতুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ।
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার॥
রক্তবীজ যুদ্ধকালে, কত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তবে ত জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে থেকে পাই যদি দেখা॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্ত মুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশধরি,
যদুকুল করিয়াছ হত॥
সংগ্রামে করিষা বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া গিজিনির গেটে।

ঘর বাড়ী পরিজন, তুলেফেলে মেয়াবন,
মাটি শুদ্ধ পুরিয়াছ পেটে ॥
লাহোরে সমর স্থলে, শাদ কালো দুই দলে,
সে দিনেতে করিয়া নিধন।
টুপি কুর্ত্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,
সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥
রুষিয়ার যুদ্ধে কত, খাইয়াছ শত শত,
"মগ" গুলো ধোরে খেলে শেষে।
না হ'তে তা পরিপাক, ছাড়িয়া ভীষণ হাঁক,
প্রেবেশিলে পার্শিয়ার দেশে ॥
এখন' ত নহ ক্ষান্ত, পশ্চিমেতে অবিশ্রান্ত,
শাদা কালো করিছ আহার।
নষ্ট নানা নানা কর্ম্মে, তোমার নিষ্ঠুর ধর্ম্মে,
নিবারিত নহে হাহাকার ॥
বড় বড় দৈত্যদানা, আর আর জন্তু নানা,
কত খেলে সংখ্যা নাই তার।
কেবল খাবার ধূম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড়ঋতু পরিবার,
সমুচয় পেটে দেও পূরে।
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে।
শুক্র আদি পূয রক্ত, সকল আহারে শক্ত,
খেতে নাহি মাতা কর হেঁট।
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল, অনায়াসে পায় স্থল,
ধন্য ধন্য ধন্য তোর পেট ॥
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয়া খাও,
দেখে শুনে হারা হই দিশে।
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,
এতে খেয়ে পাক পায় কিসে ॥
কন্যা পুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা,
শোকাকুল প্রতি জনে জনে!
ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার,
বিধবার নীরদ-নয়নে।
কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট,
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল।
নদ নদী খাও তবু, নির্ব্বাণ না হয় কভু,
প্রজ্জ্বলিত জঠোর অনল ॥
পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য,
মত্ত সদা খাদ্য গুণ গেয়ে।
বার বার, বার-যোগে, পুষ্ট তনু দুষ্টভোগে,
মাস মাস, মাস মাস খেয়ে ॥
ধিক্ ধিক্ ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
অধম না দেখি আব হেন।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তাঁয়,
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপি দুরাচার।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
তবু তুই করিলি আহার ॥
গুণে বশ দিক্‌দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তাব।
এই দেখ্ সবে ক্ষুন্ন, হ'য়ে স্বীয় শোভা শূন্য,
জগৎ করিছে হাহাকার ॥

(২)

যেমন সুজন বহু, গুণের আধার।
সরলতা ধনে ভরা, মনের ভাণ্ডার ॥
গুণ বিনা কোন দোষ, ছিল নাক যার।
ছিলনাক রাগ দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার ॥
ছিল না বিবাদ কভু, কাহার' সহিত।
স্বহিত সাধনে সদা, অহিত রহিত ॥
জগতে না দেখি যার, শত্রু একজন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন ॥
হায় হায়, বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন ॥

যাহারে জিজ্ঞাসা করি, সেই গায় যশ।
শীলতায়, সকলেরে করিয়াছে বশ॥
কটু কথা কারে কয়, জ্ঞাত যেই নয়।
কেবল শিখিয়াছিল, বিনয় প্রণয়॥
সদাকাল সদালাপ, সকলের সহ।
জানে না চাতুরী, ছল, জানে না কলহ॥
সুধার অধিক যার, মুখের বচন।
অকালে কালের করে, সে হ'ল পতন॥
হায় হায়, বিধাতার, বিচার কেমন।
অকালে কালের করে, সে হ'ল পতন॥

ত্রিকুল উজ্জ্বল ক'রে, যে হয় প্রসূত।
সাধু সাধু পিতা তার, সাধু সেই সুত॥
প্রসব করিয়া এক, পুত্র রূপ মণি।
রত্নগর্ভা নাম পেলে, যাহার জননী॥
পাইয়ে প্রণয়ি পতি, এরূপ প্রকার।
হ'য়েছিল, প্রণয়িনী, প্রণয়িনী যার॥
এমন যে প্রিয়তমা, কুলের রতন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥

সুরসিক, সুপ্রেমিক, ভাবের সাগর।
সুকবি, রচনা-চারু-নায়িকা-নাগর॥
সরাগে লেখনী পাত্র, যখন ধরিত।
গন্ধ গন্ধ মদ্যমৎ, মোহিত করিত॥
ভাব, অর্থ, যদি রসে, পদে রেখে পদ।
বেড়েছে প্রসাদ-গুণে, নাম আর পদ॥
যে করে প্রসাদগুণে, প্রসাদ গ্রহণ।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥
হায় হায়, বিধাতার, বিচার কেমন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥

অধিকারী, কিছু দিন, থাকিলে জীবিত।
হইত অশেষরূপে, জগতের হিত॥
জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থগুলি, করিয়া প্রকাশ।
পুরাইত আপনার, যত অভিলাষ।
নাটকের প্রথাপথ, করিলে প্রচার।
পাঠকের হ'তো তায়, কত উপকার॥
যে করিত কতরূপ, কুশল সাধন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন।
হায় হায়, বিধাতার, বিচার কেমন॥
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন।

শত শত জীব ধরে, মানবের ছবি।
গুণে দেখ তার মাঝে, কজন বা কবি॥
সহস্রের মাঝে বড়, দুই জন পাই।
সে কবি [illegible] কিনা, স্থির কিছু নাই॥
প্রিয়তম কবিব, জীবন নিলি হরি॥
যম ! তোর নাম (হরি) [illegible] হরি হরি।
কবিরূপে প্রিয় নাম ধরেছে যে জন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥
হায় হায়, বিধাতার, বিচার কেমন।
অকালে কালের করে, সে হ'লো পতন॥

ঝড়।

ঝন্ ঝন্, সন্ সন্, সমীরণ হাঁকিছে।
গুড়্ গুড়্, দুড়্ দুড়্, ঘনকুল ডাকিছে।
চপলার, স্বর্ণহার, আকাশেতে উড়িছে।
দ্বিজ সব, কলরব, ফুলবনে,যুড়িছে॥

হতবল, তরুদল, ধরাতল লুঠিছে॥
দলচয়, স্থির নয়, বায়ুবেগে ছুটিছে॥
ছেড়ে পথ, শূন্য রথ, ধূলিচয় চড়িছে।
দুম্ দাম্, অবিশ্রাম, দ্বারে দ্বার পড়িছে॥
একি ধূলি, যেন হুলি, পুনরায় ঝাঁকিছে।
বেণু ধুম, কুম কুম, থাকে থাকে থাকিছে॥
অকস্মাৎ, বজ্রপাত, দাঁতে দাঁত লাগিছে।
ঝন্ ঝন্, করে রণ, যেন, তোপ দাগিছে॥
পড়ে জল, অবিরল মুক্তাফল ঝরিছে।
তড়্ তড়্, তড়্ বড়্, কিবে রব করিছে॥
সুখাকুল, ভেককুল, ঘোরনাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রম, পরাক্রম, বরষার বাড়িছে॥
একেবারে, এক ধারে, বজ্রবাড় ঝাড়িছে।
নীরদের, মস্তকের, চূড়া ভাঙ্গি পড়িছে॥
হ'লো বৃষ্টি, গেল রিষ্টি, যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের, পালকের, মহিমা প্রকাশিছে॥
কবিদের, হৃদয়ের, দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের দেখি ফের, রচনায় মেতেছে॥

কৃপণ।

কৃপণ আপন ধনে, আপনি বঞ্চিৎ।
মনে মনে ভাবে ধন, হইল সঞ্চিৎ॥
সুখের ঘটনা তায়, না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন সমাজে হয়, সদাই লাঞ্ছিৎ॥
সঞ্চয় করিয়া মনে, নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার, নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে, বিষয় বিভব।
নিলে নিলে নিলে চোর, গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা, করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি, করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা, দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন, কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে, রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নেই, মরে পেঠফেঁপে॥
সকালো সকালো করি, কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান, সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি, প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে, ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে, এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে, খুক্ খুক্ কাশ॥
ইঁদুর নড়িলে পরে, মনে পায় ডর।
তখনি উঠিয়া করে, এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দারা আর, কৃপণের মন।
কখনো না হয় কারে, ভোগের কারণ॥
কৃপণের বিশেষ কি, কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম, অভিধানে কয়॥
কৃপণ আপন দোষে, নীচ হ'য়ে রয়।
দারা, পুত্র, পরিবার, কেহ তার নয়॥
সকলেই ঘৃণা করে, পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার, কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে, মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে, সুখে রব-আমি॥
"এয়োৎ" ঘুচুক্ ঘোচে, খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁকা খাড়ু, বোয়েমরি হাতে॥
হয়, হয়, হোলো, হোলো, নিরামিষ খেতে।
রই, রই, রব, রব, জলখেয়ে রেতে।
সবে, সবে, একাদশী, মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে, বাঁচিনেক আর॥
বাছাদের পেটপূরে, খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছামত ভাল মন্দ, দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত, সময় সময়।
দেবতা ব্রাহ্মণে দেব, যখন যা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে, ইচ্ছা হয় যারে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব, বাবা যদি মরে॥

বিধাতার বিড়ম্বনা, কারে বলি "বাপ্" ॥
হায় হায় কত দিনে, মরিবে এ পাপ্ ॥
কত পাপ করিয়াছি, সীমা তার নাই।
কৃপনের সন্তান, হ'য়েছি আমি তাই ॥
ভিখারী আইলে পরে, মেনে যায় হারি।
এক মুটো চাল তারে, দিতে নাহি পারি ॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে, যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাঁপ দিয়ে যায়, ফকীর সন্ন্যাসী ॥
কেহ যদি কিছু চায়, পাই তায় দুঃখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু, হ'য়ে অধোমুখ ॥
ভাল খাই, ভাল পরি, আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয়, কৃপণের ধনে ॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই, আধপেটা ছাই।
নিমন্ত্রণ হোলে পরে, ভাল কোরে খাই ॥
এক দিন খায়াইব, মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে, রাম রাম হরি ॥
জননী দুঃখিনী অতি, কিছু নাই হাত।
সততই শিরেতে, করেন করাঘাত ॥
"ওমা কালী দিব ডালি, অনুকূলা হও।
আমার বাপেরে তুমি, শীঘ্র লও লও ॥
কৃপণ-কাহিনী কথা, এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে, প্রিয় কারো নয় ॥
নাম শুনে সকলেই, উপহাস করে।
পথে দেখে ঠারেঠোরে, হাসে পরস্পরে ॥
প্রাতে উঠে কেহ তার, নাহি করে নাম।
যদি করে জীব কেটে, করে রাম রাম ॥
নাম নিলে সে দিনেতে, অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে, উপবাসে রয় ॥
হাঁড়ী ফাটে কতরূপ, বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনারে" মনে কর, বটে কি না বটে ॥
উপমার হেতু শুধু, দেখাই জনেক।
এমন মহাত্মা ধনী, আছেন অনেক ॥
প্রভাতে যাহার মুখ, দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম, কেহ নাহি লয় ॥

কি কব অধিক আর, কি কব অধিক।
ধিক্ ধিক্ কৃপণেরে, ধনে প্রাণে ধিক্ ॥
উপার্জ্জন করে করি, শরীর পতন।
বক্ষে করি রক্ষা করে, যক্ষের মতন ॥
আপনি পড়েছে রোগে, রোগ ভোগে ছেলে।
প্রতীকার করে বৈদ্য, কিছু টাকা পেলে ॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ, সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে, মনে নাই ভয় ॥
ঔষধ পাঁচন খেলে, উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকাবে না, কড়ি চায় পাছে ॥
এইমত কৃপণের, নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে, মরে তার যত পরিবার ॥
কৃপণের নিদানেতে, দেখে ঘোর দায়।
বাঁচাবার হেতু যদি, টাকা কেহ চায় ॥
মাথায় চাপড় মেরে, কহে 'হায় হায়!
বেঁচে তবে সুখ কিবা, টাকা যদি যায় ॥
স্বজন সকলে তারে, গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে, হরিবোল হরি ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার, কাণের ভিতরে ॥
পরকাল ভুলে গিয়া, নিজ ভাব ধরে।
"টাকা টাকা কোথা টাকা" এই জপ করে ॥
লোকে বলে 'হরিনাম, জপ একবার।
সে বলে 'অনেক টাকা, র'য়েচে আমার ॥
লোকে বলে 'কর কর, গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি, রাখ সব ধন ॥'
লোকে বলে অধিক, অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্টদেব, পূজা কর তাঁর ॥'
সে বলে থাকুক গুরু, মাথার উপর।
এখন্ তাঁহারে দেখে, গায়ে এসে জ্বর ॥
ধনের কাঙাল আমি, কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে, ভাবিতেছি তাই ॥'
কৃপণের গুণ সব, করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হোন্, কৃপণ এখন ॥

কৃপণের মনে হয়, কেমনে আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে, জানেন গোবিন্দ॥
আত্মারে বঞ্চনা করি, যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম, আর কেহ নয়॥
নর নয় থাকে বটে, নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী, বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা, সে পথে না হাঁটে।
অপরে করিলে দানে, তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা, রক্ষা নাই আর।
নিয়তই মন তার, ব্যাজার ব্যাজার॥
কাঁচু মাচু মুখখানি, যেন কত দীন।
তখনি তখনি হয়, অমনি মলীন॥
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে॥
জানেনাক এক দিন, মরিতে হইবে॥
ধন রবে, আমি রব, জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হোলে এমন কি হয়॥
করি ধন আহরণ, নানা দেশ ঢুঁড়ে।
নীচুভাগে পুতে রাখে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে॥
মাটি খোঁড়া নহে সেটা, টাকা পোঁতা নয়
পাপ ভোগ করিবার, সোনার সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটি খুঁড়ে, ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার, পথ করিতেছে॥
আত্মসুখ রোধ করি, যে করে সংসার।
বলদের মত শুধু, বোয়ে, মরে ভার॥
চিরদিন হোয়ে রয়, দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন, হইলে নিধন॥
ধনের না করি ভোগ, ধনবান হয়,
আমার সম্পদ এই, মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয়, সে ধন তাহার।
আমি কেন বলি নাকো সকলি আমার॥
নদী, নদ, সাগর, পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় রয়েছে, আমার হস্তগত॥
ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ, কিছু নাই তায়।
কৃপণের ধন তাই, পরধন প্রায়॥

ধননাশ হ'লে পরে, সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ, দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন, শুন প্রিয়জন।
হয়ো না কৃপণ কেহ, হয়ো না কৃপণ॥
সতত করিবে সবে, ধনের সঞ্চার।
সে সঞ্চয় যেন নাহি, অতিশয় হয়॥
অতিশয় সঞ্চয়েতে, অতিশয় দোষ।
অন্ধ হোয়ে মরে মাচি, পুষে "মধুকোশ"॥
অধিক সঞ্চয় করি, না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে পড়ে, যদি যায় প্রাণ॥
মনে মনে ভেবে দেখ, কি হবে তখন।
তুমি কার, কে তোমার, কার সেই ধন॥
একেবারে ব্যয় করি, হ'য়ো না অধন।
পরিমিত ব্যয় কর, সম্ভব যেমন॥
পরিমিত হোলে হিত, সব দিকে হয়।
কিছু নয় কিছু নয়, ভাল কিছু নয়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে, যত জন আসে।
সবোবর জলদান, করে অনায়াসে॥
যত দেয় তত বাড়ে, নাহি পায় ক্ষয়।
অর্জ্জিত ধনের দানে, ধন রক্ষা হয়॥
অহঙ্কার হতজ্ঞান, জ্ঞান বলি তারে,
কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী হোতে পারে।
ক্ষমাশীল শূর যেই, সেই শূর শূর।
ভূতলে এমন শূর, দেখিনে প্রচুর॥
হাজারের মাঝে যদি, একজন পাই।
সাধু সাধু সাধু তারে, সাধু বলি ভাই॥
দানেতে নিযুক্ত ধন, ধন বলি তারে।
এমত দুর্ল্লভ ধন, কোথা এ সংসারে॥
যেখানে এরূপ হয়, কর্ম্মের ব্যাভার।
সাধু সাধু সেই স্থান, ধর্ম্মের আগার॥
বিদ্যালয়, ছায়া-ছত্র, আর জলাশয়।
ঔশধ-আলয় আর, অতিথি আলয়॥
স্থান বিবেচনা করি, সুপথ প্রদান।
নদ নদী বিশেষেতে, সেতুর নির্ম্মান॥

এ প্রকার উপকার, কব আর কত।
সাধারণ-হিতকর, কার্য্য আছে যত॥
এসব নির্ব্বাহ হেতু, উদার হইয়া।
যিনি দেন মূলধন, স্থাপিত করিয়া॥
তাঁহাকে "নরেশ" বলি, নরের প্রধান।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে, নাহি দয়াবান॥
প্রিয়বাক্যে দান করা, সেই দান দান।
শতগুণে বাড়ে তায়, দাতার সম্মান॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে, করি কিছু দান।
কুবচনে গ্রহীতার, করে অপমান॥
ভস্মেতে আহুতি দান, যেমন বিফল॥
অবিকল সেইরূপ, সে দানের ফল॥
অতএব ভাই সব, করি প্রণিধান।
যথাক্রমে দেহযাত্রা, কর সমাধান॥

—

ভারতভূমির দুর্দ্দশা

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয়॥
কিরূপে বিজাতীয় রাজা, রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে, আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল, মোহ আর ভ্রমে।
ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা কুসুম কলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ, ফল যাহে পায়॥
বেদ বিধি রসভার, অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া।
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মানা, দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়।
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদর ভাজন॥

প্রসন্নতা প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ, প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর, প্রমোদা-প্রমোদে॥
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি' প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে, আগুনের কণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয়, যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর-নীর॥
ললিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে, বাসনা-বাতাস॥
পরদারা পরধন, হরণে ব্যাকুল॥
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ-মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিকা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা, কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ॥
গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু, নিবারিত নহে।
সোনার ভারতভূমি, ভস্ম করি দহে॥

যত লোক অলসে অবস কলেবর॥
দরিদ্র পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর॥
নাহিমাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম, গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত, কমল আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে, হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব॥
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু, যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষে ধনাভাবে, হ'লো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁচোপাজি॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে, ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক, পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের, হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা, খৃষ্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি, হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর॥
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥

সতীত্ব

রমণীর হস্তে শোভে, মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তায়, জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি, পাত্র ভেদে হয়।
প্রখর তপন মত, নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম, সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত, এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা, প্রদীপ ধারিণী।
সাবধানে গমন করহ, বিনোদিনী॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে, রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপথে ধৈর্য্য ঘৃত, ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে, দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল, না হবে কখন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ, অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে, শমন স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর, রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ, মোক্ষ, কাম, নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর, আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার, স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত, এ সংসারময়।
নম্রতা-তরঙ্গ তাহে, নিয়ত উদয়॥

দৃষ্টিরূপ কামানে, বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে, তটস্থ হ'যে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল, কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গ মাঝে, কার' সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান, অধিকার যাঁর।
প্রতিকুল জনে মনে, কি ভয় তাহার॥
সীমন্তিনী-সরোবরে, সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই, অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি মতি মধু, সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর, গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে, পূরিল দিগ্ দশ।
লজ্জার লাবণ্যরসে, ভাসে তামরস॥
নিশি দিশি করুণা, নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার, সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর, সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা, করে ঢল ঢল॥
রতি-কান্ত দুরন্ত, হেমন্ত কুসুময়।
সতীত্ব স্বরূপ, পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর, বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে, বিনাশি বিপক্ষ॥
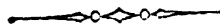
রজনীতে ভাগীরথী।

আহা মরি তরঙ্গিণী, কিবা শোভা ধ'রেছে
রজতরঞ্জিত সাটী, অঙ্গবেড়ি প'রেছে ॥
শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল, কর দান করিছে ॥
তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে ॥

যেন কোন বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে র'য়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হ'য়েছে ॥
হাস্যবশে সুবদন, ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর, নিথর শিহরিছে ॥
দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া, নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু, হৃদে লাজ বাসিছে ॥

সেতরা। ১

কোথায় সেতার তার, কোথায় সেতার।
কোথায় সে তার কথা, কি কহিব আর ॥
সেতার অনেক আছে, সে তার ত নাই।
সেতার বাদক বিনা, সে তার কি পাই ॥
সেতার সে তার ছিল, তারে তারে তার।
এখন সে তার লাগে, কেবল বেতার ॥
তারে দিব তারে হাত, যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত, গাব তারে নারে ॥

সঙ্গীত পলায় ছুটে, না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায়, প্রকাশিয়া রাগ ॥
মানের কে রাখে মান, অভিমানে মরে।
তানা নানা সুরে তান্, তা না না না করে ॥
ভূমে পোড়ে কাঁদে ঢোল, কে আর বাজায়।
কড়া হোয়ে কড়া তার, সকল বা যায় ॥
দউড় দউড় দেয়, যুক্ত নয় সাজে।
হায়রে সে সাজ আর এখন কি সাজে ॥

তবে যে ঢোলের শব্দ, স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র, সে কেবল বাজে॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি, হইতেছে মাটি।
তাল হোয়ে তালছাড়া, সার হোলো আঁটি।
বেহালা বেহাল হোয়ে, ঘেরাটপে কষা।
ভন্ ভন্ স্বরে তায়, রাগ ভাঁজে মশা॥
তান্ পূরা আছে মাত্র, তান্ পূরা নাই।
খরচ কে সাধে আর, খরচ না পাই॥
জোয়ারি সোয়ার ছাড়া, মরে অভিমানে।
এখন কে আছে ফের, ফের্ দেয় কাণে॥
জোয়ারির যেগে আর, নাহি ক্ষরে মধু।
কাট বোয়ে কাট্ হোয়ে, ফেটে যায় কদু॥

(১) মৃত বাবু গিরিশচন্দ্র দেবের সহিত কবির বিশেষ মিত্রতা ছিল। গিরিশ বাবু সেতার বাদ্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কবি, তাঁহার মৃত্যুতে ইহা রচনা করেন।

প্রভাতের পদ্ম

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করেছে নিজ রূপ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কি বা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ॥
কমল দলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হোতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটা,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,
রতি রসে মাতে কতুহলি॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়ে আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥

ফুল।

একাবলী ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল কুসুম কলি॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল, রসেতে ঢলি॥
জান না ত্বরিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন করিবে চরণ তল॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ পায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর॥
প্রভাত শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান॥
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধুলি সমান॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জাল॥

মান

মনে যার প্রণয় পীযূষ তৃষা আছে।
অভিমান ম্রিয়মান হয় তার কাছে॥
দহিলে প্রেমিক মন বিচ্ছেদ দুর্জ্জয়।
মানসে উপজে মান মিলন সময়॥
মুখের আলাপ নাই নয়নে আলাপ।
কে কারে সাধিবে ঘটে এই পরিতাপ॥
বদ্ধ হ'লে মন পক্ষী মানের পিঞ্জরে।
অবিরত প্রাণহত ছট ফট করে॥
সুচারু প্রণয় তরু অপরূপ ঠাম।
ধরেছে সুফল তাহে সুখ যার নাম॥
কিরূপে সে ফল বল পাইবে অন্তর।
পিঞ্জর বাহিরে সেই ফল মনোহর॥
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে প্রণয়ের শোক।
নয়নের জলে নিবে যায় প্রেমালোক॥
কিন্তু উভয়ের মনে প্রণয়ের টান।
পুনর্ব্বার হুতাশনে করে বলবান॥
বসনে ঝাঁপিয়া সুবদন শতদল।
গোপনেতে সম্বরণ করে অশ্রুজল॥
ছল ছল করে তবু অভিমান ছলে।
শিশিরের শোভা যেন শতদল দলে॥
অথবা মুকুতা হার পদ্মরাগ পরে।
ঝক্ ঝক্ তক্মক্ কিবা শোভা করে॥
তখন উভয় মন নহে এক মত।
এক জন মানভরে অন্য জন নত॥
নম্র হয়ে ধরে প্রিয়-চরণ যুগল।
লতিকা জড়ায় যেন তরুবর দল॥
কভু করে ধরে কভু, ধরে বিম্বাধর।
সাধনা করয়ে কত, বাড়ায়ে আদর॥

"একি আর দেখি প্রাণ, হিতে বিপরীত।
অভিমানে অধোমুখ, সাধের পীরিত॥
অনুগত জনে কেন, এত অপমান।
অনাদর নাহি সহে, সুখের পরাণ॥
অনুযোগ কর মোরে, তাহে ক্ষতি নাই।
অনালাপে হৃদয়েতে, বড় ব্যাথা পাই॥
অনুপম ভাবে তব, পাই অনুতাপ।
অনুনয় করি প্রাণ, ত্যজহ সন্তাপ॥
অনুক্ষণ অনুরক্ত, আমি হে তোমার।
অনুসূচনাতে কত, জ্বালাইবে আর॥
অনুমান করি তব, অনুরাগ নাই।
অনুপায় আমি, ওহে দোহাই দোহাই॥
অনুচিত অনুগতে এত অভিবোষ।
অনুদিন তব ভাবে না হয় সন্তোষ॥
এইরূপ সাধনায় কোথা অনুরোধ।
মানির মনেতে নাহি প্রবেশে প্রবোধ॥
পরিণত হ'য়ে প্রিয় যত তারে সাধে।
ততই বাড়িয়ে মান পরমাদ সাধে॥"

"এসো এসো প্রাণ মনে ভাব রাখ।
নিকটে ব'স না আর ওইখানে থাক।
উভয়েতে ছল করি ভিন্ন হ'য়ে থাকি।
করিয়া কটাক্ষযোগ স্থির রবে আঁখি॥
প্রণয় পরমনিধি দরিদ্রের ধন।
এই হেতু ভয়ে তারে করিছি গোপন॥
কি জানি কপাল দোষে ঘটে কিবা পরে।
সৃষ্টিনাশ হবে প্রাণ দৃষ্টি দিলে পরে॥
উভয়ের ভাব যেন নাহি জানে কেহ।
মনে মনে প্রেমভাবে বৃদ্ধি কর স্নেহ॥
প্রকাশ্যে তোমায় দেখে মন বেখে বশে।
বলিব না কোন কথা গলিব না রসে॥
ছলিব বিপক্ষ জনে ছলে পদে পদে।
টলিব কেবল তব প্রমোদের মদে॥

ভালবেসে ভালবাসা, মনে মনে বেখো আশা,
ভালবাসা এই ভাষা, ভেষো না হে ভেষো না।
তোমার মধুরস্বরে, বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে,
বিধুমুখে মৃদু মৃদু, হেসো না হে, হেসো না॥
শত্রু, ফেরে পাছে পাছে বিশেষ সময় আছে,
এরূপে আমার কাছে, এসো না হে, এসো না।
প্রেমানল কেন জ্বালো, নিভাব মনের আ'ল
প্রকাশ্যে আমরে ভাল, বে'স না হে, বে'স না।"

বিরহে

ভাসাইয়া প্রেম নীরে ফিরে কেন গেল।
কিরে দিয়া ডাকিলাম ফিরে নাহি এল॥
কলঙ্ক তরঙ্গ দেখি অঙ্গ ভঙ্গ হয়।
সঙ্গহীনে সাঙ্গ হ'ল সাধের প্রণয়॥
কি দোষেতে রোষ করি হইল বিমুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

শশাঙ্ক কলঙ্ক যুক্ত হেরে সে বদন।
খঞ্জন গঞ্জন তার রঞ্জন নয়ন॥
পঙ্কজ লজ্জিত মনে হেরে তার পাণি।
লুকাইল সরোবরে হ'য়ে অভিমানী॥
মনে হ'লে তার মুখ ফেটে যায় বুক,
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

ছলনা রহিত মম নির্ম্মল অন্তর॥
কেড়ে নিয়া পুনঃ কেন হইল অন্তর॥
পিকবর মধুকর শুনে স্বর তার।
জ্বর জ্বর কলেবর প্রবেশে কান্তার॥
পদে পদে দিলে মোরে অশেষ অসুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

মিছা তা'রে বলিব না আমার আমার।
প্রাণনাথ বলি তা'রে ডাকিব না আর॥
মনে ভাবি বস্থা রব আপনার মানে।
বারণ সমান মন বারণ না মানে॥
সেই মান সেই প্রাণ সেই সুখ দুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

সুখের সংযোগ হয় অনেক যতনে।
সে সময়ে যত কথা আছে সব মনে॥
স্বভাবে তোমার ভাব ভাবি অহরহ।
স্মরণের শেষ লীলা মরণের সহ॥
তুষিলে আমার মন যত কথা ব'লে॥
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলিব না ম'লে।
ভুলের হইল ভুল ভুল দেখে তব।
ছেদন করিলে মূল স্থূল কিবা কব॥
তোমার বিফল আশা অন্তরেতে ল'য়ে।
অহরহ দহে অঙ্গ সঙ্গহীন হ'য়ে॥
ইঙ্গিতে ভোলাও মন অন্তরে থাকিয়া।

প্রেমভেদী দ্বিধাবাণ অন্তরে রাখিয়া॥
উপসর্গ বচনেতে স্বর্গ দিয়া করে।
বিসর্গ করিলে যোগ অক্ষরের পরে॥
নিরাশায় যদি হয় সকল বিফল।
মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাহি ফল॥
কতরূপ বলাবলি গলাগলি ভাবে।
বলা নয় সেই সব তোমার অভাবে॥
বলায় আমায় আর এমন কে আছে।
কার বলে বলী আমি বলি কার কাছে
পূর্ব্বভাব মনে করি ফেটে যায় বুক।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

আশা বিষয়ে মনের প্রতি উক্তি।

একবার স্থির হও মনরে আমার।
বৃথা চিন্তা কেন কর অশেষ প্রকার॥
পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে প্রবল অনল।
মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল॥
যা হবার নয় তাহা হইবে কেমনে।
কেবল প্রকাশ আশা বসিয়া গোপনে।
মুহূর্ত্তেকে সহস্রেক করহ কল্পনা॥
যুগান্তে না হয় শেষ সে সব জল্পনা॥
বার তিথি অয়নাদি ফেরে বার বার।
তব ভাব একরূপ কেন থাকে আর॥
লোকে বলে মনোভাব পরিবর্ত্ত হয়।
আমি বলি মিথ্যা তাহা সত্য কভু নয়॥

এক চিন্তা পথে তুমি ভ্রম নিরবধি।
যার ধারে শোভা পায় আশারূপ নদী॥
প্রবল প্রবাহ তাহে বহে অবিশাম।
তরঙ্গ তরঙ্গ সহ করিছে সংগ্রাম॥
পথশ্রান্তে শ্রান্ত তুমি এক একবার।
শ্রান্তিদূর হেতু কর জলপান তার॥
আশা-জলে পিপাসা কি হয় তব শেষ।
চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় পথশ্রম-ক্লেশ॥
দহন হইলে দেহ জলে দেহ ঝাঁপ।
তাহে কি শীতল হয় বিষম সন্তাপ॥
প্রতিক্ষণ শ্বাস রোধে বুদ্ধি হয় নাশ।
ওরে মন আশানীরে কেন কর বাস॥

মনের উত্তর

তুমি বল ছাড় আশা, আমি তার ভালবাসা,
কেমনে ভুলিব তাই বল হে।
দুর্জ্জয় তৃষায় মরি, করপুটে স্রোত ধরি,
পান করি আশানদী-জল হে
জীবন জীবন মম, সুশীতল অনুপম,
হয় তবু এক আধ্ পল হে।
নহিলে বিষম দায়, দুর্নিবার পিপাসায়,
প্রাণ যায় যাতনা প্রবল হে।

যতক্ষণ একা থাকি, দুঃখ-তৃণ হৃদে রাখি,
প্রজ্জ্বলিত করি চিন্তানল হে।
চঞ্চল হৃদয় মম, চঞ্চল চাতক সম,
আশা তাহে জলদ সজল হে॥
আমি মধুকর প্রায়, আশা তাহে শোভা পায়,
সুপ্রকাশ কোমল কমল হে।
আশারূপ লতিকায়, কেলি করি ফুল্ল কায়,
পক্ষিপ্রায় খাই মিষ্ট ফল হে॥
আমি দীর্ঘ সরোবর, আশা তার শোভাকর,
টল টল নিরমল জল হে।
আমি চকোরের ক্ষুধা, আশা সুধাকর-সুধা,
বসুধা যাহাতে সুশীতল হে॥
আমি নেত্র আশাভানু, প্রকাশিত পরমাণু,
অম্বরেতে শোভে সুবিমল হে।
ক্ষেত্র সম দৃশ্য আশা, আমি তার হ'য়ে চাসা
কুতূহলে দিই তাহে হল হে॥
আর দেখ এ জগতে, সকলে আশার খতে,
লিখিয়াছ স্বনাম সকল হে।
প্রেমিকের নিত্যধন, নিবারণ প্রতিক্ষণ
করে আকিঞ্চন হলাহল হে॥
রসিক রঞ্জন রস, আশায় সকলে বশ,
সরলের দাস হয় খল্ হে।
কেমনেতে ছাড়ি আশা, আশা মম ভালবাসা,
আশা আশা-বিরহে অচল হে॥

ভাব ও প্রণয়।

নানা সূত্রে সদা যুক্ত মানুষের মন।
স্থির রূপে নাহি পায় সুখের আসন॥
চিত্তের চঞ্চল গতি স্থিত কভু নয়।
কত ভাবে কত ভাবে ভাবের উদয়॥
চিন্তারূপ সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ।
ভাব-রজ্জু দোলে স্থির নহে মন॥
এক ভাবে এক ভাবে আর ভাবে আর।
ভাবে ভাবান্তর ভাবে ভাবের সঞ্চার॥
লজ্জা করে আচ্ছাদন বাসনার মুখ।
কেমনে হইবে তায় প্রণয়ের সুখ॥
ফুটিলে প্রণয়-পদ্ম সুখ লাভ যাতে।
প্রতিবাদী প্রতিকূল কত কাঁটা তাতে॥
কলঙ্ক-কুরব-গন্ধ কুটিলের মুখে।
আশায় হাসায় লোক ভাসায় অসুখে॥
প্রেমিকের প্রেমমদে মন যদি টলে।
কলঙ্ক-ফুলের হার অলঙ্কার গলে॥

ভালবাসে ভালবাসা ভালবাসা তায়।
তখন কি করে আর লোকের কথায়॥
শত্রু সব সরল স্বভাব নাহি ধরে।
পদে পদে প্রেম পদে পরিবাদ করে॥
না হয় ভাবের বশ সদা রস হত।
রসিকের মন ভাঙ্গে অরসিক যত॥
যার নাই রসবোধ সে করে অযশ।
আমি কেন নিজরসে হইব বিরস॥
প্রিয়জন আমাবে আমার যদি কয়।
সরসে বিরস ভাব তবে আর নয়॥
গোষ্ঠে করে গোচারণ গোপাল সে জন।
গোপনে গোপীর ভাবে বদ্ধ তার মন॥
তরঙ্গ বয়স চারু নবীন ত্রিভঙ্গ।
যমুনার তরঙ্গে করিল কত রঙ্গ।
রাধিকার অধিকার মনেতে চাহিয়া।
তরুণী করিল পার তরণী বাহিয়া॥
দানী হয়ে দান সাধে কত ছল করি।
যোগী হয়ে মান সাধে শিবে জটা ধরি॥
অতএব প্রেম-রসে মুগ্ধ যেই হয়।
কুটিলের বাক্যে তার কলঙ্কে কি হয়॥
অদৃশ্য শরীর সব ভাসিছে চিকুর।
ছি দেখিব পাতাল কত দূর॥

বুল্ বুল্ পক্ষির যুদ্ধ

যেরূপেতে হ'য়ে ছিল, পক্ষির সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার, লিখি অতঃপর॥
"ধনরী" প্রধান পক্ষী, ভূপতির ছিল।
"হুন্‌রির" হাতে পোড়ে, রণে ভঙ্গ দিল॥
ঘাড়ের পালক তার, ক'রে তুলাধ'না।
অধোমুখে রহে, রাজ-পক্ষ, যত জনা॥
যেই তাল গত সন্, সাঁসে যায় কাটা।
অনায়াসে তারে ছাড়ে, কি বুকের পাটা॥
বাবুর "বেতাল" পক্ষি অতিশয় রোষে।
সে "তালে" বানায়ে তাল, লুটি ক'রে চোষে।
তাল ঠুকে এসে "তাল" সাত্‌তাল খায়।
তালকাণা হ'লো শেষ "বেতালের" ঘায়॥
এরূপে একে রাজাজির, ভাল পাখি সব।
বাবুর পাখির কাছে, হ'লো পরাভব॥
অপর পক্ষির কথা, কি কহিব আর।
সমর করিল যেন, অমর কুমার॥

হায় হায় কি লিখিব, দেখে হয় দয়া।
সপ্তমী না হ'তে হ'তে, হইল বিজয়া ॥
বাবুর দুধের শিশু, গোটা দুই নয়া।
করিয়াছে নৃপতির, কুরুচের দশা।
টাইম্ বাড়াতে ছিল, বাসনা সভার।
পূর্ব্বের নিয়ম রক্ষা, করা হ'লো ভার ॥
নিজ পাখি সকলের, দেখিয়া শঙ্কট।
দেড় ঘণ্টা আগে রাজা, দিলেন চম্পট্ ॥
বসনে ঢাকেন মুখ, চক্ষে বহে নীর।
জুতা ফেলে, ভীড়্ ঠেলে, হ'লেন বাহির ॥
সহায় তাঁহার পক্ষে, এসে ছিল যারা।
দুঃখ পেয়ে তারা সব, বল বুদ্ধি হারা ॥
ছোঁড়া বুড়া গোঁড়া গুলো, ফেরাতাড়া খেয়ে
শিরে করে করাঘাত, মনস্তাপ পেয়ে ॥
কেহ বা নয়ন-জলে, ভিজাইল মাটি।
কেহ কারে বুঝাইয়া, ল'য়ে যায় বাটী ॥
বার বার তিন বার, তাহে নাহি খেদ।
অবশ্য ভূপতি শেষ, পড়িবেন বেদ ॥

বিরহ

পদ্মবন যৌবন, জীবন-সরোবরে।
বিরহ-শিশির তার, শোভা শূন্য করে ॥
পাণ্ডুর অধর-রাগ, দিন দিন হয়।
নয়ন পলকে নীল, রেখার উদয় ॥
বিনোদ বদন চারু, বিমল কমলে।
কে দিল কালীর দাগ, প্রতি দলে দলে ॥

অন্তরে বাহিরে যারে, নিয়ত নিরখে।
তার তরে মোহ যায়, আঁখির পলকে ॥
এ বড় বিচিত্র ভাব, অভাব ঘটায়।
করেতে রতন ধরি, রতন হারায় ॥
হায় রে বিরহ দশা কি ভাব তোমার।
স্বপন সহিত তব, প্রভেদ কি আর ॥

লোকে বলে সর্ব্ব সুখদাতা ঋতুপতি।
তা হ'লে বিরহি কেন, সদা দুঃখমতি ॥
সেই চিন্তা সেই বুদ্ধি, সেই মাত্র ধ্যান।
কিবা দিবা বিভাবরী, একরূপ জ্ঞান ॥
অন্ধকার-ময় বিশ্ব, দৃশ্য কিছু নয়।
কেবল তাহার রূপ, দৃষ্টি মাত্র হয় ॥

বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয়, নিদ্রার সহিত।
নয়ন যুগলে করে, আলস্য রহিত ॥
নিরবধি নীরধারা, বৃষ্টি যাহে হয়।
তাহাতে কেমনে হবে, নিদ্রার উদয় ॥
প্রণত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে।
বিরহ বাতাসে তায়, শত ধারা ঝরে ॥

আহার বিহার আর, মিষ্ট আলাপনে।
কিছুই লাগে না ভালো, বিরহির মনে॥
কথার প্রবন্ধ নাই অস্থির আলাপ।
কখন বিবেক বাক্য, কখন প্রলাপ॥
সহচর সঙ্গ কিম্বা, সুহৃৎ সভায়।
তিলেক তিষ্ঠান দায়, অমনি বিদায়

দিবা অবসান কালে হইয়া আকুল।
গ্রাম ত্যজি যায় তথা, তটিনীর কুল॥
বৃক্ষ-মূলে-তৃণ শয্যা, করিয়া বিশেষ।
তথায় শয়ন করি, চিন্তায় নিবেশ॥
নয়নের জলে আর, নিশ্বাসের ভরে।
নদী আর পবনের বেগ বৃদ্ধি করে॥

পরে শশধর আসি, পশিলে গগনে।
দ্বিগুণ যাতনা বৃদ্ধি, বিরহির মনে॥
নিদ্রায় জগৎ যুড়ে হয় অচেতন।
ধীরে ধীরে ফিরে যায়, নিজ নিকেতন
বিরহ-বাসর জ্বালা, বর্ণিব কি আর।
বর্ণিতে বিদীর্ণ হয়, হৃদয়ের দ্বার॥

অকুল ভাবনা সিন্ধু, অন্তরে উদয়।
অনঙ্গ-তুফান তায় অবিশ্রাম হয়॥
যাতনা-তরঙ্গে অতি, খরতর বেগ।
তমঃ সম শোভা তায়, মনের উদ্বেগ।
আশার তরণি ভাসে, হইয়া অস্থির।
প্রবেশে প্রবল ভবে, নিরাশার নীর॥

শরদ্বর্ণন

ভেকের ভীষণ রব, এতদিনে অপহ্নব,
সুসময় শরদ আইল।
বিমল রজতাকার, হইলেন সুধাধার,
চন্দ্রিকার মালিন্য যাইল॥
তুষারে তৃণের দল, উষাকালে ঝলমল,
করে কিবা শরদ তপনে।
যেন মরকত পরে, মুকুতা উজ্জ্বল করে,
শোভা করে ভানুর কিরণে॥

দিনমান রাত্রিমান, প্রায় সম পরিমাণ,
সমুদয় শশী অনুমান।
শরদের দিনকর, ধরে কর খরতর,
মকরের ভাস্কর সমান॥
'দোয়ালা বাতাস বয়, তাহে কত রসোদয়,
ফুলচয় ফুটে অগণন।
মধুকর মধুকরী, সুখি মধু পান করি,
গুঞ্জরিয়া জুড়ায় জীবন॥

পদ্মদলে নিত্য আসি, ভ্রমরী সুখেতে ভাসি,
খঞ্জনের সহ বাদ করে।
সে রস দেখিয়া পদ্ম, পরিহরি ভাব ছদ্ম,
হাস্য করে কত ভাব ভরে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস দলে দল,
সুখে কেলি করে সরোবরে।
নিশাকরে হেরি পক্ষ, বিস্তার করিয়া পক্ষ,
প্রেমানন্দে চকোর বিহরে॥
আকাশের শোভাকর, নীলবর্ণ জলধর,
শ্রেণীবদ্ধ শোভে সারি সারি।
সঘনে গরজে ঘোর, অতিশয় করে শোর
না বরিষে এক বিন্দু বারি॥
ময়ূরের বাড়ে রঙ্গ, চাতকের আশা ভঙ্গ,
অঙ্গ তার তৃষায় আকুল।
কেমনে প্রেমের ধারা, বিনা জলধর-ধারা,
অন্য জলে বিরাগ বিপুল॥
বরষায় নদী নদ, পেয়েছে প্রবল পদ,
গদগদ সব একাকার।
একটানা অবিশ্রাম, নহে স্থির এক যাম,
প্রবাহ বহিছে একধার॥
রুধীর সমান নীর, দুই ধারে ভাঙ্গে তীর,
তার শব্দে শ্রবণ বধীর।
প্রফুল্ল দোদুল্য কায়, সলিল সাগরে ধায়,
প্রেমানন্দে হইয়া অস্থির॥
যেমন প্রণয়-আশে, দ্রুতপতি পতি পাশে,
ধায় বিলাসিনী বরাননে।
আলু থালু কেশ বাস, স্খলিত কবরী পাশ,
লাজভয় নাহি মাত্র মনে॥
সুখেতে আসক্ত হ'য়ে, সঙ্গেতে স্বদল ল'য়ে,
জলে কত চরে জলচর।
রঙ্গেতে মীন নাচে, ফেরে তার পাছে পাছে,
বিশাল বোয়াল ভয়ঙ্কর॥
নেমেছে গঙ্গায় ঢল, ডাকে জল কল্ কল,
না মানে উজান আর ভাঁটি।
তীর হ'তে তরুকুল, হ'য়ে ছিন্ন ভিন্ন মূল,
ভেসে যায় দৃশ্য পরিপাটি॥
এইরূপ নানা শোভা, ভাবকের মনোলোভা,
সঞ্চারিত সুখের শরদে।
স্বভাব স্বভাব বশে, কতরূপ কত রসে,
প্রকটিত হয় পদে পদে॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছামাত্র, প্রোমোদিত প্রতিপাত্র,
মহীতলে মহিমা প্রকটে।
ভাবক ভকৎজন, হৃদয়-কমল-বন,
ভক্তিভরে বিকসিত বটে॥
অনুরাগে হৃষ্টমনে, শরদের আগমনে,
পূজে লোক ইচ্ছারূপা শক্তি।
দিয়া নানা উপহার, মাগে কত পরিহার,
ব্যক্ত করে মানসিক ভক্তি॥
অনাদ্যা অসাধ্যা আদ্যা, ত্রিজগৎ দুরারাধ্যা,
কল্পনায় করি দশভুজা।
তত্ত্বহীন যতজন, করিবারে স্থির মন,
প্রতিমা গড়িয়া করে পূজা॥
হরি পৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী, যোগমায়া জগদ্ধাত্রী,
সারদা কমলা সহচরী।
ধরাতে না ধরে শোভা, সাধকের মনোলোভা,
মৃন্ময়ী মহীশা মহেশ্বরী॥
সেই পূজা অনুসারে, হুলুস্থুল এ সংসারে,
আমোদ প্রমোদ তিন দিন।
স্বীয় পরিবার সহ, সুখি সবে অহরহ,
আনন্দ-সাগর সীমাহীন॥
বহুদিবসের পরে, প্রনয়ী আইল ঘরে,
চিত্তসুখে হ'য়ে ঢল ঢল।
হেরি দারা সুত মুখ, নিবারে প্রবাস দুখ,
চক্ষে বহে আনন্দের জল।
বাদ্যোদ্যম ঘরে ঘরে, মহামায়া পূজা করে,
কত মায়া তাহে বেড়ে যায়।
ঊর্দ্ধমুখে ডাকে দুর্গে, রক্ষা কর ভব-দুর্গে,
উপসর্গে মরি হায় হায়॥

নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি, লজ্জামেধা সব শান্তি,
ক্ষান্তি মাত্র দুঃখের গৌরব।
তিন দিন হতজ্ঞান, একমন একধ্যান,
দুর্গা দুর্গা এই মাত্র রব॥
বলি হোম চণ্ডীপাঠ, যাত্রা করি কত নাট,
হাট ঘাট, সব একাকার।
নবমী হইলে গত, দুঃখ-যুত পূর্ব্বমত,
অন্তরে আনন্দ নাই আর॥
প্রবাসির মনে পুনঃ, পরিতাপ দশ গুণ,
বিরহ বিকার উপস্থিত।
ছুটীর দিবস পূর্ণ, নিবাস ত্যজিতে তূর্ণ,
প্রতিক্ষণ চিত্ত বিকলিত॥
হুতাসে হতাশ হ'য়ে, পরিবার মধ্যে র'য়ে,
মনিবেরে দেয় গালাগালি।
মনেতে-যাতনা পায়, কেমনে ছাড়িয়া যাব,
এই ভেবে তনু হয় কালী॥
বিষম বিরহ ব্যথা, মুখে নাহি সরে কথা,
ছল ছল নয়ন যুগল।
যেন দাবানল ভরে, গহন দাহন করে,
তাহাতে চঞ্চল মৃগদল॥
বিদায় কি দায় মরি, হৃদয় ব্যাকুল করি,
দম্পতিরে জ্ঞানহারা করে।
বলিতে সে ঘোর দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ'
মুখে তার বাক্য নাহি সরে॥
বিশেষ যুবতী যারা, হয়ে তারা পতি হারা,
তারা কারা ধারা বহে নেত্রে।
চিরদিন জন্য বশ, স্নেহ প্রেম দুই রস,
অঙ্কুরিত মানসের ক্ষেত্রে॥

কুরঙ্গনয়নে জল, সদা করে ছল ছল,
সুরঙ্গঅধর-রস হীন।
ছট্‌ফট্‌ করে মন, নিকেতন ভাবে বন,
জীবন বিচ্ছেদে যেন মীন॥
বিষম বিয়োগ রোগ, দিবারাত্রি করে ভোগ,
কাতর বিনা সুস্থ নহে মন।
প্রবোধ না মানে মনে, সদাভাবে প্রিয়জনে,
রাহুগ্রস্ত সুধাংশু বদন॥
প্রবাসির নানা রূপ, উথলে বিষাদকূপ,
ক্ষণকাল মাত্র সুখি নয়।
ছাড়িলে বিষয় কর্ম্ম, ' চলে না সংসার ধর্ম্ম,
মহা খেদ মর্ম্মভেদ হয়॥
যাত্রা করি দধি ছুঁয়ে, ঘরের বাহিরে শুয়ে,
ঝর ঝর ঝরে দুটি অক্ষী।
মনে ভাবে একি দায়, কব কায় প্রাণ যায়,
হায় হায় মনুষ্য না পক্ষি॥
কেহ কেহ কহে ভাই; চাকুরির মুখে ছাই,
বিদেশেতে আর নাহি যাব।
বারমাস ঘরে ব'সে, কোনরূপে ঋণী হ'য়ে,
চাস ক'রে ধান বেচে খাব॥
ওবাড়ীর হরিদাস, করেছে ছোলার চাস,
বিদেশেতে আর নাহি যায়।
ঘরে থেকে অল্পধনে, তুষ্ট আছে হৃষ্ট মনে,
কোনরূপে শাক ভাত খায়॥
আমার কি ওহে ভাই, পরিবার বাড়া নাই,
আমি তিনি ছেলে আর মেয়ে।
মোটা বস্ত্র মোটা ভাত, তাহে হবে দিন পাত,
সুখে রব হরি গুণ গেয়ে॥

১ কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে।

ফলে ইহা মিছে নয়, কি হয় কি হয়।
কি হয় কি হয় কোর্টে, সকলেই কয়॥
বাদি প্রতিবাদী আদি, সাক্ষি সমুদয়।
তাবতেই মনে মনে, পাইয়াছে ভয়॥
চাহিয়া জজের মুখ, সকলেই রয়।
কেহ বলে এই হবে, কেহ বলে নয়॥
এইরূপ গোলযোগ, কলিকাতা ময়।
কেহ বলে দুই, পাঁচ, কেহ বলে ছয়॥
কেহ বলে তিন কানা, ছয় তিন নয়।
কেহ বলে গ্রহভোগ, নয় কেন নয়॥
কেহ বলে দেখা যাবে, পনজুড়ি পয়।
কেহ বলে চাবদানা, মন্দ অতিশয়॥
কেহ বলে যুগ বাঁধা, উপরেতে রয়।
তার কাছে কাঁচা পাকা, সব হবে ক্ষয়॥
কেহ বলে দান ফেলে, ঘরে গেলে জয়।
কেহ বলে জয় জয়, অজয় বিজয়॥
কেহ বলে বৃথা বল, বল হ'লো ক্ষয়।
ঘরে উঠে কেঁচে পাকা, বড় শুভোদয়॥
কেহ বলে কে বলিবে, জয় পরাজয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম আছে, সেইখানেই জয়॥

১ বাবু মতিলাল শীল, উকিল হেজর এবং মিঃ মাইকেল সাহেবের মোকদ্দমার সময়ে লোকের মনের অবস্থা কবি এই কবিতায় বর্ণন করিয়াছেন।

ভারত-সন্তানের প্রতি

পরাধীন ভারতের, প্রিয়পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে, রবে আর কত॥
ক্রমেতে হইল শূন্য, সুখের কলস।
এখন' হরিছ কাল, হইয়া অলস॥
উঠ উঠ, শয্যা ছাড়, শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে, দেখ একবার॥
কেন আর ঘুমাইয়া, সময় হারাও।
মশারির দ্বার খুলে, মুখ তুলে চাও॥
এখন আলস্য নহে, বিধান বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর, স্বদেশের হিত॥
ঈশ্বরের কাছে করি, আশা এই মত।
রাজা হোন্ সুবিচারে, সদাচারে রত॥
বাণীর কৃপায় হোক, রাণীর কুশল।
সুখি হও ভারতের, সন্তান সকল॥

দুর্গা-পূজা।

ধর্ম্ম হেতু কর্ম্মযোগে পৌত্তলিক পূজা।
নির্ম্মান করহ সুখে দেবী দশ ভুজা॥
প্রথমতঃ মৃত্তিকায় প্রতিমা করিয়া।
অর্চ্চনা করহ যাঁরে ঈশ্বর স্মরিয়া॥
অন্তরে অচলা ভক্তি করিয়া ধারণ।
ধূপ দীপ দেহ যারে মুক্তির কারণ॥
নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন।
তাঁর কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥
পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহ খানা॥
ধর্ম্মমতে পাপকর্ম্ম মনেতে জানিয়া।
মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া
হায় হায় মিছে খেদ মর্ম্ম হয় ভেদ।
হিন্দুমতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ!
পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে॥
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম্ম সব গাযে।
দেবীর সমীপে আছে তা দিযা পাযে॥
ভবানী ভাবিয়া যাঁর ভাবনা প্রকট।
ভাঁড়ে মা ভবানী কেন তাহার নিকট।
ভবানী কোথায় আছ ধর্ম্ম সতা নিয়া।
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া॥
পূজাকরি মনে মনে ভাব এই ভাবে॥
সাহেবে খাইলে মন মুক্তি পদ পাবে॥
যতনে প্রণয়ে আন আপনার পুরি।
সে নয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি॥
যতক্ষণ বর্ত্তমান মর্ত্তমান খেয়ে।
ততক্ষণ থাকে বটে প্রেম গুণ গেয়ে॥
মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া।
ফুলিস্ ফুলিস্ ড্যাম্ নিগার বলিয়া।
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন।
পূজায় ক'রো না আর ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ।

ভাষা।

নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥
হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি নকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥

পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
ধর্ম্ম যান সত্যসহ দেশ পরিহরি।
মার্কণ্ডের সঙ্গে বেদ গিছে খেদ করি॥
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তায় কত॥
শ্রুতি হয সকলের শ্রুতিপথ হত॥
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
কুতর্কে হইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে॥
পুরাণ পুরাণ বল্যা করে নানা ছল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল।
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার।
রীতি নীতি প্রাণ ত্যাজে সঙ্গে সঙ্গে তার।
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাকা।
সমাচার পত্রে লিখে কত যাবে রাখা।
শুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর॥
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর॥
জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কাণা॥
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে।
রীতি মত সুনিশ্চিত যত্ন কর তাহে॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল।
সংবাদ পত্রের তিনি করুন মঙ্গল॥

বন্ধু বিয়োগে।

নিদারুণ ওরে মৃত্যু কি কহিব তোরে।
কবিলি ভুবন ধ্বংস আপনার জোরে॥
এরূপ বান্ধব জনে করিতে সংহার।
হৃদয়ে না হয় কিছু দয়ার সঞ্চার॥
কৃতান্ত করাল গ্রাস করিয়া বিস্তার।
একেবারে করিতেছে সকল আহার॥
জীবের জীবন নাশে নাহিক বিশ্রাম।
কি গুণেতে পেয়েছিলে ধর্ম্মরাজ নাম॥
তোমার ধর্ম্মের ফল দেখা যায় সব।
পৃথিবীর চারিদিকে হাহাকার রব॥
শূন্য করি জননীর হৃদয় ভাণ্ডার।
কেড়ে লহ প্রাণাধিক প্রাণের কুমার॥
মরণের গুণ যত সকল প্রকাশি।
যমালয় গিয়ে ভাই ফিরে যদি আসি॥
কিরূপ সদন তার কোন খানে রয়।
মনুষ্যের কিপ্রকারে ভোগাভোগ হয॥
নিজে যম মৃত্যুরূপ অথবা প্রভেদ।
সাক্ষাতে দেখিলে সব দূরে যায় খেদ॥
সাধারণ হিত কর্ম্মে অনুরাগি যারা।
কৃতান্তের দন্ত-তলে লুপ্ত হলো, তারা॥
বার বার ভুগে কত বলি দূর ছাই।
মরণের নাই বুঝি মরণের ঠাঁই॥

প্রসন্ন * প্রসন্ন ভাব হৃদয় সরল।
প্রসন্ন বিরহে হেরি বিষন্ন সকল॥
ঈশ্বরের পরিমিত প্রসন্নতা যাহে।
প্রসন্নের প্রসন্নতা বদ্ধ ছিল তাহে॥
সেরূপ স্বরূপ তার কবে লোক কবে।
হয়নি হবার নয় আর নাহি হবে॥
রসনা রসিক হয় নাম লয়ে যার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর।

বাণীরূপে বাণী যার কণ্ঠে করে বাস।
প্রতি বাক্যে প্রীতি পূর্ণ ভাবের প্রকাশ॥
দিগ্ দশ মুক্ত যশ সুক্তি যার বশে।
পাষাণ সলিল হয় বক্তৃতার রসে॥
অক্ষরে অমৃত ক্ষরে লেখনীর মুখে।
গদ্য পদ্য সদা সম মগ্ন করে সুখে॥
পান করি শব্দ সুধা ক্ষুধা থাকে কার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর।

হরিতে পরের দুঃখ করিতে কুশল।
প্রতিজ্ঞা না হয় কভু মনের বিরল॥
যত্ন চেষ্টা অনুরাগ সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
ইঙ্গিতে মঙ্গলগণে আয় আয় ডাকে॥
উন্নতি উন্নত ভাবে নত অহরহ।
সত্যের সংযোগ সদা অভিপ্রায় সহ॥
অঙ্গীকার কোনক্রমে ব্যর্থ নহে তার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর।

করুণা বরুণালয় অন্তর-অম্বরে।
সমভাবে সরলতা-বারি বৃষ্টি করে॥
নিজভাবে পরভাব পরভাবে রত।
আত্ম পর ভেদ নাই সব আত্ম মত॥
মানামান তুল্য হয় তুল্য মান ধরি।
অভিমান যায় ছুটে অভিমান করি॥
পরার্থ মনের গলে প্রেম-হেমহার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর।

বিলাপের বাক্য নাহি ব্যক্ত হয় মুখে।
শেল সম শোক তার বিন্ধিয়াছে বুকে॥
জনক হেরিত যারে কণক সমান।
এখন সেরূপ তার নহে দৃশ্যমান॥
বিচিত্র বিশ্বের মাঝা মুগ্ধ জীব যত।
ভ্রাতৃ শোকে ভগবান নিজে মূর্চ্ছাগত॥
প্রবোধে অবোধ মনে ধৈর্য্য ধরা ভার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর

পরিতাপে পরিপূর্ণ পরিবার যারা।
তারা কারা নেত্রধারা শোকে সারা দারা॥
নিরবধি নয়ন-নীরদ নীরদভাব ধরে।
স্বামির বিরহ-বারি বরিষণ করে॥
নিশ্বাস-বাতাস বহে ঘন ঘন তায়।
আহা তার হাহাকার বজ্রাঘাত প্রায়॥
হায় হায় বিধাতার একি অবিচার।
এমন প্রাণের প্রিয় কোথা পাই আর॥
তারে কোথা পাই আর।

---

* টাকী-নিবাসী হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি, দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ, সিংহাসনবাসী॥
সর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে, সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব, পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন, করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন, কোথা কুঞ্জবন॥
কোথা কদম্বের তরু, কোথা বংশীবট্।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা, কালিন্দীর তট্॥
কোথায় এখন সেই, মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা ম'রো, শ্যামলী ধবলী।
কদম্ব কুসুম অনু, তনু অনুরাগে!
পূর্ব্বভাবে নব ভাব, ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি, যমুনার পার।
সম্পদ হইল সব, বিপদ আমার॥
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, কাছে কাছে রাখি।
আবা, আবা, ধবলী, ধবলী, বোলে ডাকি॥
ধিরি ধিরি ফিরি গিরি, গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে, পাছু পাছু ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা, নাচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা ম'রো, শ্যামলী ধবলী॥
কত দিন বিনোদ, বিরল বনে যাই।
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম, মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে, সাধের ধবলী॥
দিতেম সুখের সহ, মুখের অদন।
নাচিয়া খাইত কত, নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ-নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি, হইলাম হারা॥

ব্রজের রাখাল আমি, রাখালের দাস।
কোন্ কার্য্যে কোন্ রাজ্যে, ভ্রমে করি বাস॥
কোথায় প্রাণের ভাই, শ্রীদাম শুবল।
ক্ষুধায় সুধায় বনে, দেয় অন্ন জল॥
হারে রেরে রব শুনে, হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে, মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব, সরস অন্তরে।
দিবা নিশি সুখে ভাসি, রস-রত্নাকরে॥
ভুলিতে কি পারি কভু, ব্রজের রাখালি।
হায় হায় কোথা ম'রো, শ্যামলী ধবলী॥
বিষাদে বিদরে বুক্, খেদে প্রাণ কাঁদে।
কোথা মম প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারু চূড়া, নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম, লেখা আছে যাতে॥
রজ্জে যার প্রেমডোরে, সদা হোয়ে বাঁধা।
বোয়েছি মস্তকে সুখে, শ্রীনন্দের বাধা॥
যার মানে শরীরে, মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী, ভিখারী সন্ন্যাসী॥
পদে লিখে কৃষ্ণনাম, কোরেছি কোটালি।
হায় হায় কোথা ম'রো, শ্যামলী ধবলি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব, গোপিকার সহ॥
বাজাইয়া বাঁশী হাসি, আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য রস রাসলীলা, রস আলাপনে॥
কোথা রাসময়ী রাধা, রসিকা রমণী।
মনসী মহিসী শশী, সম শিরোমণি॥
কোথায় বিসখা বৃন্দা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা ম'রো শ্যামলী ধবলী॥

প্রণয়

প্রণয় পরমনিধি, প্রেমিকের ধন।
অঞ্জন বিহীন যথা, মানসরঞ্জন ॥
কেহ বলে মনোময়, প্রণয়-উদ্যান।
সুখেতে বেষ্টিত অতি, মনোহর স্থান ॥
অনুরাগ সমীরণ, বহে প্রতিক্ষণ।
আনন্দ-সৌরভে হয়, আমোদিত মন ॥
কেহ বলে প্রেমনদী, অকূল পাথার।
কার সাধ্য হয় পার, কে দেয় সাঁতার ॥
কেহ কহে প্রতারণা, প্রণয়ের পথে।
প্রবেশিলে যাতনা, ঘটায় বিধিমতে ॥
অধোমুখে কেহ বলে, এই বড় খেদ।
যথায় প্রণয় ভাই, তথায় বিচ্ছেদ ॥
অনুরাগ সহযোগে, কেহ কেহ বলে।
কলঙ্ক-কণ্টক কেন, প্রণয়-কমলে ॥
এইরূপে বহু লোকে, বহুরূপ ভাষে।
প্রেমিক রসিক তাহে, খল খল হাসে ॥

প্রকাশিত প্রেম-শশী, হৃদয়-আকাশে।
মানস-চকোর নাচে, সুধা অভিলাষে ॥
সদাশয় যথা রয়, কভু নয় একা।
প্রণয়ে সখার সঙ্গে, যদা হয় দেখা ॥
আকর্ষণে দুই মনে, এমন মিলন।
যেমন যুবতী করে, পতি আলিঙ্গন ॥
সদানন্দে থাকে মত্ত, প্রেম অনুরাগে।
সখারে সর্ব্বদা দেখে, নয়নের আগে ॥
বিচ্ছেদ করিয়া খেদ, থাকে অতিদূরে ॥
আনন্দ উৎসব সদা, মানসের পুরে।
আধুনিক অপ্রেমিক, অরসিক যারা।
কিরূপ প্রণয় সুখ, ভেবে হয় সারা ॥
কি কহিব তাহাদের, ভাবের লক্ষণ।
কেহ বলে কটু তিক্ত, কেহ কষায়ণ ॥
ভগ্যগুণে যে পেয়েছে, প্রেম-আস্বাদন।
সেই বিনা কে জানিবে, প্রণয় কেমন ॥

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট।

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে, শুষ্ক সমুদয় ॥
জলহীন মীন সম, যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি, হারায় জীবন ॥

তৃষায় হইয়া কৃশা, যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি আর, বাচিবার আশা ॥
পণ্ডিতের মনে মনে, বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে, শাস্ত্রের আলাপ ॥

বিদ্যা সব লোপ হয়, চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায়, ধ্বনি মাত্র সার॥
অপমান, অনাদর, প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি, সমাদর করে॥
ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ, দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মজে বেদ, মিছে খেদ করি॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে, করে না প্রবেশ।
কুতর্কের তর্ক উঠে, তর্কের বিচারে।
ন্যায় হোয়ে ন্যায ছাড়া, থাকিতে কি পারে।
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র, সে তন্ত্র কে জানে।
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হোলে, তন্ত্র কেবা মানে॥
কাব্যের অধিন হোয়ে, কাব্য হয় গত।
অলঙ্কার হইয়াছে, অলঙ্কার হত॥
ভারতে না রহে আর' ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি, করে উপহাস॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে, সবাই অচল॥
নাহি মন গীতায়, কি তায় পাবে ফল।
কেমনে দেখিবে পথ, দৃষ্টি আছে কার।
একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, দেখে না চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব, গরল খাইয়া॥
দেষাচার-মদে মত্ত, দেশাচার হবে।
কটুভরা কালকূট, সুধা জ্ঞান করে॥

ঈশ্বর ও মৃত্যু

বেদে বলে কৃপাময়, বিভু বিশ্বসার।
না দেখি তোমার মূল, তুমি মূলাধার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, এতিন সংসার।
ইচ্ছামতে পুনঃ তাহা, করহ সংহার॥
মানবাদি জীব কিম্বা, বৃক্ষ আদি যত।
প্রথমে করিয়া সৃষ্টি, শেষে কর হত॥
পশু পক্ষি আদি করি, জন্তু সমুদয়।
সকলের মনে আছে, মরণের ভয়॥
ফলতঃ সে সব জন্তু, জ্ঞানশক্তি হারা।
এই হেতু মনুষ্যের, তুল্য নহে তারা॥
নির্ভয়ে বিরাজ করে, কিছু নাহি মানে।
আহার বিহার সুখ, এই মাত্র জানে॥
জ্ঞানবলে মানবেরা, ধর্ম্মপথ গামি।
কেহ বা নিষ্কামী কভু কেহ বা সকামী॥
এক কিম্বা ভিন্ন ভাবে, তুমি আর আমি।
আমি কি হে স্বামি হই, কিম্বা তুমি স্বামী॥
কিরূপ সংসার লীলা, অপরূপ ভাব।
ছায়াবাজী সম সব, মায়ার প্রভাব॥
আকাশ পাতাল অগ্নি, ধরা আর জলে।
কলেবর ঘরগাথা, এই পাঁচ কলে॥

বর্ষার নদী

গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূষর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায়॥

রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার॥

রাধিকার উক্তি

বাঁশীর জ্বালায় আর, বৃন্দাবনে থাকা ভার,
রাধা বলে বার বার, সদা শ্যাম ডাকে লো।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থান, পদে পদে অপমান,
অবলা বালার প্রাণ, ইথে কিসে থাকে লো॥
কুটিলা কুটীল মনা, জিহ্বা-কাল ফণি-ফণা,
বচন-গরল কণা, পান হেতু রাখে লো।
চারিদিকে পরিচয়, কলঙ্কিনী করি কয়,
রাধার এ পরিচয়, বাঁশরীর পাকে লো॥

তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে, বৈরিভাবে গুরুজনে,
যা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো।
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
পড়িয়াছি কুল-ফাঁদে, বিধির বিপাকে লো॥
যায় যাবে ছার কুল, সে [illegible],
এ বড় বিষম তুল, বুঝাব কাহাকে লো।
কৃষ্ণ-প্রেমে ভক্তি যার, অতুল কৈবল্য তার,
মোহাকুলে আকুল, সে কুল বাধে যাকে লো॥

যুদ্ধ-সজ্জা।

উঠিল যুদ্ধের ভাব, নৃপতির মনে।
ছুটিল ইংরাজ সেনা, রেঙ্গুনের রণে॥
লুটিল ব্রহ্মের দেশ, অনুভব হয়।
কুটিল মগের বুঝি, মরণ নিশ্চয়॥
জুটিল কুচক্রি যত, চক্র করি মনে।
ফুটিল প্রমাদ পুষ্প, সংহারের বনে॥
খুঁটিল খুঁটের খুঁট, মত্ত হ'য়ে রোষে।
টুটিল সকল বল, স্বভাবের দোষে॥
রটিল রণের রব, কাঁপে বসুমতী।
ঘটিল বিপদ তথা, অবোধ ভূপতি॥
আবার যাহার দোষে, ইংরাজের ক্রোধ।
থাবার প্রহারে করে, হিংসা পরিশোধ॥
ছলিল করিয়া ছল, খল মন্ত্রি তাঁর।
ফলিল পাপের ফল, রাজ্য রাখা ভার॥
জ্বলিল রাগের অগ্নি, দলিল হৃদয়।
সলিল সন্ধির যোগে, নির্ব্বাণ কি হয়॥
চলিল ব্রিটিস সেনা, টলিল ধরণী।
বলিল বদনে শুধু, মার মার ধ্বনি॥
ধরিল সংহার বেশ, পরিল বসন।
হরিল প্রাণের মায়া, করিল গমন॥
সাজিল অধ্যক্ষ সব, বাজিল বাজনা।
ভাঁজিল বাঁশীর রাগ, ভেরীর ঘোষণা॥
তুরঙ্গ সুরঙ্গ করি, চরণ নাচায়।
আরোহির মুখ চেয়ে, মরণ না চায়॥
সাপটে দাপেটে বীর, চাপটে চড়ায়।
কত শত নর-শির, ভূতলে গড়ায়॥
হুঙ্কারে টঙ্কার দিয়া, শব্দ করে হিহি।
ঘোটক যোটক রণে, ডাক ছাড়ে চিঁহি॥
মাতঙ্গ আতঙ্ক পেয়ে, থর থর কাঁপে।
ঊর্দ্ধ ভাগে তুণ্ড তুলি, শুণ্ড তায় চাপে॥

ঘড়র্ ঘড়র্ ঘড়্, শকটের চাক্।
চড়র্ চড়র্ চড়্, কাওয়াজের ডাক্॥
ফড়র্ ফড়র্ ফড়্, ফায়েরের ছটা।
হড়র্ হড়র্ হড়্, হড়রার ঘটা॥
হেউ হেউ ফেউ ফেউ, ফাই ফাই ডাকে।
গগনে সঘনে যেন, ঘন ঘন হাঁকে॥
কুয়াশার প্রায় তায়, আচ্ছাদিত তম।
চকিতে চরণ চলে, চপলার সম॥
মহারথি সেনাপতি, ফেরে দিয়া ফের।
ফের ফের ডাক ছাড়ে, ফায়ের ফায়ের॥
সম্মুখে সংগ্রামে ঘোর, বিপদ ঘটায়।
ছটায় চটায় মন, হটায় ভটায়॥
সিপাই সংযোগ করি, সাইনের হুড়া।
বড় বড় বিপক্ষের, হাড় করে গুঁড়া॥
ছুড়িল বন্দুকে গুলি, জুড়িল রঞ্জক।
পুড়িল শক্রর দেহ, উড়িল মস্তক॥
কর্ত্তাটির অনুমতি, করিতে ওয়ার।
তলয়ার ধরি সব, করিছে ওয়ার॥
কিছুমাত্র দয়া নাই, নির্দ্দয় শরীর।
অনায়াসে ছেদ করে, মানুষের শির॥
হায়রে ধনের লোভ, ধন্য তোর যোগ।
কার রাজ্য কেবা হরে, কেবা করে ভোগ।
আজ্ঞাদিয়া পর মুণ্ড, করিতে ছেদন।
নয়নের অঙ্গে নাই, লজ্জার বসন॥
যদবধি দেহে প্রাণ, ঈশ্বর সাধন।
আপন স্বভাবে হয়, আপনি নিধন॥
মুদিলে যুগল আঁখি, ফাকি সমুদয়।
তবে কেন চাকি চক্রে, এত লোভ হয়॥
দুই দিকে আঁটা আঁটি, কাটাকাটি হেতু।
নদী আর নদ-নীরে, জাহাজের সেতু॥

সিন্ধুর বাড়িল বল, রুধির তরঙ্গে।
গৃধিন্যাদি ভাসে হাসে, পুলকিত অঙ্গে ॥
সর্ব্বসহা শবে পূর্ণ, শবময় সব ॥
শৃগাল কুক্কুর সব, করে কলরব।
আহারেতে ক্ষান্ত নাই, দিনে আর রেতে।
পরাভব হয় সব, সব শব খেতে ॥
সন্তানের শোকে কাঁদে, জনক জননী।
স্বামির বিরহে দহে, যুবতী রমণী ॥
শিশু পুত্র পিতৃ-শোকে, অন্তরেতে দহে।
দাবা-দগ্ধ মৃগ প্রায়, স্থির চক্ষে রহে ॥
জয় পরাজয় কিছু, নাহি যায় ধরা।
রণচক্রে হাহা রবে, পরিপূর্ণ ধরা ॥
হে বিভু করুণাময়, সর্ব্বসাক্ষি তুমি।
রক্ত-স্রোত মুক্ত কর, সংগ্রামের ভূমি ॥

তত্ত্ব প্রকরণ

আরে মন মধুকর, ফুরাইলে দিন।
পরমার্থ-মধু কোথা, পাবে অর্ব্বাচীন ॥
কাল গতে কালাগতে, বিবেক সলিল।
ভ্রান্তি-বশে প্রতিক্ষণ, হইবে মলিন ॥
বিষয়-কেতকী গন্ধে, হইবে প্রমত্ত।
বিদারিত হলো তনু, তবু নাই তত্ত্ব ॥
পুনঃ পুনঃ এই কথা, করি উপদেশ।
আপনার দুরাচারে, পাও এত ক্লেশ ॥
সে কথা শোন না তুমি, একি বিপরীত।
আত্মায় আত্মীয় ভাবে, নাহি কর হিত ॥
ক্ষণিক আমোদে কাল, হইলে বিগত।
পরলোকে যাতনায়, কষ্ট পাবে কত ॥
যেমন মীনের গতি, আহার লালসে।
যেমন পতঙ্গ ভ্রমে, অনলেতে বসে ॥
যেমন তৃষায় মজি, কুরঙ্গ কাতর।
সেইরূপ দশা তব, হবে নিরন্তর ॥
কামনা-কণ্টকে তব, ভাব বাকি আছে।
অভাব হইবে ভাব, ক্লেশ বা কি আছে ॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিত তোরে, ভাবে কত যুক্তি।
প্রবেশ না করে কানে, তার সেই উক্তি ॥
দিবা নিশি মত্ত থাক, পাতক-প্রসঙ্গে।
প্রাগলভ্যে মজিলা কাল, হল রঙ্গে ভঙ্গে ॥

অনিত্য ভৌতিক দেহ, তার প্রতি কত স্নেহ,
গণনে না যায়।
নিত্য নিত্যসনাতন, তাঁর প্রতি কেন মন,
তিলেক না ধায় ॥
যত ভাবি ভাবি ভাবী, ভবের ভীষকে ভাবি,
হরি ইহকাল।
ততই প্রগাঢ় পাপে, মত্ত মন কাল যাপে,
একি মায়াজাল।
যামিনী আগতা হেরি, প্রকট-কমল ঘেরি,
মধুকর কহে।
মুদিত হও না পদ্ম, হেরিলে সে ভাব ছদ্ম,
প্রাণ মম দহে ॥

সেইরূপ উপদেশ, হৃদে হয়ে সমাবেশ,
কহে কত যুক্তি।
কিন্তু এলে পাপ নিশা, মানস হারায় দিশা,
মানে না সে উক্তি॥
[illegible] দোষ, হায়রে ক্ষণিক তোষ,
হায়রে প্রদোষ প্রায় মোহ।
সুরভী স্বরূপামতি, পেয়ে তারে হীন গতি,
দুঃখ দিয়ে অবিরত দোহ॥
জননীর দুঃখ-সূত্র, প্রবোধ তাহার পুত্র,
অনুদিন তনু তার তনু।
বিদ্যানামে তার সুতা, মাতৃদুঃখে দুঃখ যুতা,
নয়নেতে ক্ষরে অশ্রুঅম্বু॥
হায়রে মানস মোর, পাপ মদে হলে ভোর,
জান না গরল মাখা মদ।
পরমায়ু হলো গত, যাতনা পাইবে কত,
ভয়ঙ্কর রৌরবের হ্রদ॥
তাই বলি ত্যজ ভ্রম, পাপ পথে কেন ভ্রম,
পরিক্রম কর মায়া-ফাঁশ।
শেষহীন সুখ হবে, সদা সদানন্দে রবে,
বোধচন্দ্র হইলে প্রকাশ॥

প্রকৃতি।

লৌকিক আচার সব, নহে কিছু অনুভব,
বিভব পাইতে অভিলাষ।
সাময়িক ধর্ম্ম-গুণে, ভাবি দেখি কত গুণে,
কাহাতেও নহে প্রীতিভাব॥
একে একে দেখি যত, বিকৃতিতে কতমত,
প্রকৃতির প্রমাণ না হয়।
আহামরি বলিহারি, বিশেষ কহিতে নারি,
পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
আপনার মত মত, সবে হয় সুসঙ্গত,
প্রকারত কেহ ভাল ভাবে।
তাহার চরিত গত, নহে বটে অন্যমত,
ফলে তায় কেবা কিবা পাবে॥
যামিনী দিবস আসে, গত হয় অনায়াসে,
দেখিতে দেখিতে একে একে।
আজি কালি করি মরি, ফলতঃ যত পাসরি,
অসঙ্গত কেবা তার দেখে॥
দিবসে কার্য্যের পথে, আসে যত মনোরথে,
সকলের সিদ্ধ নাহি হয়।
যার হয় তার হয়, সে ভার আমার নয়,
সমুদায় লোকে এই কয়॥
দিবাগম ফুরাইলে, কিছু ঠিক্ নাহি মিলে,
যাবতীয় কালের ধরণ।
এক পক্ষ ভাবে যেই, বিপক্ষতা করে সেই,
কাজে তাই নৈরাশ করণ॥
যাহা হয় তাই হবে, বিকৃতি কেন না তবে,
বলি সবে প্রকৃতি ভাবিয়া।
আপনার ভাবে ভাব, ধরে যদি সমভাব,
সুকার্য্য হইবে লাভ জীয়া॥
উভয় পক্ষের তরে, সকলেই চেষ্টা করে,
কেবা তাহা পায় সাহজিক্।
অভাব-কর্দ্দমে প'ড়ে, উঠিতে যে লড়ে চড়ে'
মরি যায় ত্রাণ নাই ঠিক্॥

দয়া সত্য সদালাপ, কবিলে সম্ভবটে পাপ,
এ বড় বিষম ভ্রান্তি হয়।
কাহার অন্তরে কিবা, আধারে আলোক নিভা,
সিদ্ধ তায় ভাবে যেই লয়॥
মানসিক ভুলে ভুলে, থাকে যে ভ্রমের কূলে,
তাহার নিস্তার নাই কভু॥
সাধুতায় চেষ্টাপায়, যাহাতে যে ভ্রম যায়,
সর্ব্বনাশে আধাপায় তবু।
ঐকমত্য যত দিন, স্বভাবে না হয় লীন,
সে অবধি অপ্রতুল কত।
ভাব একে ভাবি মনে, থাকিয়া সদাচরণে,
নিত্যবিধি জ্ঞাত হবে তত॥

হিতহার

মনুষ হইতে যদি, থাকে অভিলাষ।
গুণের গৌরব যদি, কবিবে প্রকাশ॥
সুজনের নিকটেতে লহ, উপদেশ।
দেশ হোতে দূব কর, হিংসা আর দ্বেষ॥
নিরন্তর, অন্তরে, সরল ভাব ধব।
অহঙ্কার, অলঙ্কাব পরিহার কর॥
খুল না দোষের কোষ, গুণ লুকাইয়া।
ছাড়হ কবাল্ ভাব, মবাল হইয়া॥
আপন সমান ভাব, পরের সহিত।
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত॥
পরমেশ পরপ্রেম, প্রাপ্ত হবে তবে।
পরলোকে, পরসুখে, পরধামে রবে॥

অবনীতে আছ যত, সুজন সুমতি।
প্রতিকুল হয়োনাক, নিন্দকের প্রতি॥
নিন্দাকারি, উপকারি, জননীব চেযে।
সদা করে উপকাব, পবদোষ গেযে॥
প্রসূতি পুত্রেব প্রতি, হ'য়ে অনুকূলা।
স্বকরে করেন দূর, শরীরেব ধূলা॥
রসনা-মার্জ্জনী ধবি, নিন্দক সকল।
অবিরত কবে দূব, অন্তবেব মল॥
রত্নাকবে আছে যত, অমূল্য রতন।
কুবেবেব ভাণ্ডাবেতে, আছে যত ধন॥
যদ্যপি সে সব তুমি, কব বিতবণ।
তথাপিও তুষ্ট নয়, নিন্দুকের মন॥
হাতে তুলে যদি কিছু, দিতে নাহি হয়।
আপনার বাক্যে তাব, তুষ্ট যদি রয়॥
অতএব তার চেয়ে, কোথা আছে সুখ।
ফুটুক্ ফুটুক্ সদা, নিন্দকের মুখ॥

যুদ্ধ।

চারিদিগে উঠিয়াছে, যুদ্ধের অনল।
বিবাদ-বাতাসে, ক্রমে হতেছে প্রবল ॥
ছারখার করিতেছে, অচল অচল।
নদনদী শূন্য করি, শুষ্ক করে জল ॥
নাশিতেছে হাতি ঘোড়া, জন্তু দল দল।
এ আগুণে কা'র কিছু, খাটেনাক বল ॥
শত শত মহাবীর, এসে রণস্থল।
হইতেছে রণশায়ি, পড়িয়া ভূতল ॥
কাঁদিছে সন্তান শোকে জননী সকল।
শোকানলে শুকাইছে, হৃদয়-কমল ॥
অনিবার, বিধবার, চক্ষু ছল ছল।
নিবারিত নহে তার, নয়নের জল ॥
পিতৃ-শোকে শিশু কাঁপে, তনু টল টল।
কে আর আহার দেয়, ফুরাল সম্বল ॥
ভ্রাতৃশোকে, কা'র প্রাণ, এমন চঞ্চল।
এখনি ছাড়িতে চাহে, দেহের অঞ্চল ॥
ভয়ানক যুদ্ধ রোগ, ঘোরতর খল।
গোলাগুলি কত তায়, মরণের কল ॥
রণরোগে রুগ্ন আছে, যে সব সবল।
কোন রূপে তারা আর, না হয় অবল ॥
অবিরত অন্তরেতে, গরিমা গরল।
ধরিয়া তরল ভাব, না হয় সরল ॥
হিতাহিত নাহি বোঝে, শুধু খোঁজে ছল।
পুলকে প্রলয় করে, কোথা আছে পল ॥
লোভ-মদে মত্ত জীব, নাচে ঢল ঢল।
ঘোর পাপে, মরে তাপে, কিসে পাবে ফল ॥
হে বিধু বিশ্বের পতি, বিশুদ্ধ বিমল।
কৃপাজলে রণানল, করহ শীতল ॥
প্রজাপতি না করিলে, প্রজার কুশল।
এ বিপদে ধরাতল, যাবে রসাতল ॥

ধন।

ধনমুগ্ধ ধরাবাসি, যত জীব গণ।
সদা ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে ধন ॥
কিরূপে পাইবে টাকা, তাই চিন্তা করে।
[illegible] ভাবে না মনে, বাঁচে কিম্বা মরে ॥
আপনার ভাল মন্দ, কিছু নাহি বোঝে।
দিন রাত্রি এক ভাবে, শুধু টাকা খোঁজে
ধনাগম পিপাসায়, প্রাণ যদি যায়।
নিরাশা-নদীর নীর, তবু নাহি খায় ॥

ধনের মহিমা লোক, সদা গান করে।
কুকুর ঠাকুর হয়, ধন পেলে পরে॥
বানরেতে বাবু হয়, ধন হাতে পেলে।
মণি পেলে ফণী হন, কুলীনের ছেলে॥
ধন যার, আছে তার, দোষে নাই দোষ।
কোষ যত পূর্ণ হয়, তত পরিতোষ॥
কুরূপ হইলে ধনী, মদনের প্রায়।
স্বর্ণ তার স্বর্ণ-প্রভা, ব্যক্ত করে গায়॥
অপকর্ম্ম যত করে, তত পায় যশ।
আশা-পাশে বদ্ধ হ'য়ে, লোকে হয় বশ॥
ভবের ভীষণ ভাব, নাহি যায় বোঝা।
কেবা সাধু, কেবা চোর, কেবা বাঁকা সোজা
কার শিরে পড়ে গিয়ে, কার ভার বোঝা।
ফণী হোয়ে, দংশে কেবা, কেবা হয় রোজা॥
কেবা করে অনুষ্ঠান, কেবা করে যোগ।
কেবা করে আহরণ, কেবা করে ভোগ॥
ভ্রমে ভুলে নাহি বুঝে, রিয়োগ নিয়োগ।
ভোগ হেতু যোগ বটে, ফলে সেটা রোগ॥
রোগে আছে প্রতিকার, ঔষধ প্রয়োগ।
এরোগে ঔষধ মাত্র, প্রাণের বিয়োগ॥
কে আর সাধন করে, হোয়ে, রিপু হারা।
পেলে ধন, ছাড়ে বন, তপোধন যারা॥

ধন ধন, করি মন, মত্ত সদা রয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
ধন ধন ধন তুই, ওরে, বাপ ধন।
ধনে আছে মনে বোধ, হবে না নিধন॥
তৃষ্ণায় করুক বড়, সমুদ্র শোষণ।
ধনতৃষ্ণা এক চোষে, শোষে ত্রিভুবন
কোথা সেই জহ্নুমুনি, কোথা তার পেট্।
ধনতৃষি নিকটে, করুক মাথা হেঁট্॥
অর্থের ভিতরে অর্থ, অনর্থের হেতু।
অসন্তোষ সাগরের, সেই মাত্র সেতু॥
তার পার যেতে আর, নাহি পারে কেউ।
হেতু এই, সেতু ফুঁড়ে, উঠিতেছে ঢেউ॥
তৃষার সুসার কর, প্রাণপতি লোভ।
কিছুতেই তার আর, মেটেনাকো ক্ষোভ॥
কুবেরের ধন যদি, হস্তগত হয়।
তথাচ লোভের লোভ, নিবারিত নয়॥
আরো বলে দেও দেও, যত পার দিতে।
বিমুখ হব না আমি, ত্রিভুবন নিতে॥
ওহে জীব, ধনলোভে, মোহিত হইলে।
এ ধন কোথায় রবে, নিধন হইলে॥
নির্ধনের ধন যেই, নিধনের ধন।
সে ধন সঞ্চয় কর, ওরে বাছাধন॥

সাধ।

সাধের কি সাধ কিছু, স্থির [illegible]
সুসাধে কখন মনে, বি[illegible]দ উদয়॥
প্রথমে দেখিতে সাধ, নাহি ছিল যারে।
এখন দেখিতে মন সদা চায় তারে॥

সাধনা করিয়ে তারে, না পূরিল সাধ।
চারিদিকে শত্রুগণে, সাধে কত বাদ॥
আমার সাধনা তার, ধরিয়া চরণে।
তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে।

কেমন সাধের ভাব, বুঝিতে না পারি।
ধন্য সাধ তোর গুণে, যাই বলিহারি॥
মনের মানুষ দেখে, কত সাধ বাড়ে।
না হেরিলে নিরাশয়, আশা বাসা ছাড়ে॥
সাধের প্রভাবে যেই, সুখের উদয়।
ক্রোধের কটাক্ষে তার, জীবন সংশয়॥
মিলনের আগে যারে, করিয়া যতন।
নানা ছলে কৌশলে, তুষেছি সদা মন॥
হিম শীত সমীরণ, তপনের কর।
বরষার জলধার, সহ্য নিরন্তর॥
পদে পদে বিপদে করিয়া, নিবারণ।
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে, হইল মিলন।
নব অনুরাগে সুখে, যায় কিছুকাল।
শেষেতে ধরিল ক্রোধ, বিক্রমে বিশাল॥
কোন মতে প্রেমপথে, কণ্টক অর্পণ।
করিবারে প্রতিক্ষণ, সদা প্রতীক্ষণ॥
ক্রোধ অনুরোধে, ফুরাইয়া গেল সাধ।
উপনীত হইল, বিষম অপবাদ॥
যার লাগি দুঃখভোগি, ছিল আগে মন।
এখন বিমুখ তারে, বৃথা অকারণ॥
এমন সাধের সাধ, নাহি দেখি আর।
পরিহার সাধের, চরণে নমস্কার॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।